নবম তরঙ্গ

ইলিয়া এরেনবুর্গ

[প্রথম খণ্ড]

অনুবাদ ঃ

সোমনাথ লাহিড়ী

প্রগতি প্রকাশনী

২ পাম প্লেস, কলিকাতা ১৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৩

প্রকাশক : অরুণ দত্ত
প্রগতি প্রকাশনী
২ পাম প্লেস,
কলিকাতা-১৯

মুদ্রাকর : ননীগোপাল পোদ্দার
ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রেস
১১/১ সিমলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা :
জনাব খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

বাঁধাই : মহম্মদ মোছলেম খাঁ এণ্ড ব্রাদার্স

চার টাকা আট আনা

ইলিয়া এরেনবুর্গের 'নাইন্থ ওয়েভ' বা 'নবম তরঙ্গ' উপন্যাসের যতখানি ইংরেজী অনুবাদ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার সবখানিই বর্তমান বাংলা প্রথম খণ্ডে ছাপা হ'ল। এই উপন্যাসের বাকী অংশ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার অধিকারও আমরাই পেয়েছি। ইংরেজী অনুবাদের বাকী ভাগ শীঘ্রই বার হবে; তারপর অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা অনুবাদের অন্যান্য খণ্ডও পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। ইতি—

জুলাই, ১৯৫৩ প্রকাশক

পরিচয়

ইলিয়া এরেনবুর্গের 'ঝড়' উপন্যাসের পরবর্তী নতুন উপন্যাস 'নবম তরঙ্গ'। ঝড়ের তরঙ্গের মধ্যে নবম তরঙ্গই সব চেয়ে উত্তাল—এই জনশ্রুতির ভিত্তিতে বইটীর নামকরণ হয়েছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 'ঝড়' উপন্যাস; তারপর যুদ্ধ ও শান্তি এই দুই প্রতিকূল শক্তির বিরাট সংঘর্ষে যে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে তাই নিয়ে 'নবম তরঙ্গ'। 'ঝড়'-এর কয়েকটি প্রধান চরিত্র 'নবম তরঙ্গে'-ও অংশ নিয়েছে। তাদের সংক্ষিপ্ত পূর্বপরিচয় নীচে দেওয়া হল :

সেনেটর লো—আমেরিকান ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য।

মেরী—লো-র একমাত্র সন্তান।

নিভেল—মেরীর স্বামী। দেশদ্রোহী ফরাসী কবি।

কর্ণেল রবার্টস্—আমেরিকান বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ।

শিরকে—ফ্রান্সে জার্মাণ দখলদারীর সময় জার্মাণ কর্মকর্তা।

আঁরি লজাঁ—ফরাসী ইঞ্জিনীয়র। মহাযুদ্ধের সময় ইনি প্রতিরোধ বাহিনীর (মাকি) অন্যতম নেতা ছিলেন।

মরিস লাঁসিয়ে—'রশাইনে' নামে ফরাসী কারখানার মালিক। যুদ্ধের সময় জার্মাণদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। এঁর বাড়ী 'লা কর্বেই'-তে দুমা, নিভেল, মোরিও, সেখা, লঁজা প্রভৃতিকে নিয়ে সামাজিক আড্ডা জমত। প্রথম স্ত্রী মার্সেলিনের মৃত্যুর পর মার্ত-কে বিয়ে করেন।

মাদো—মরিস লাঁসিয়ের প্রথম পক্ষের মেয়ে। সার্জি নামে এক রুশ যুবককে সে মনেপ্রাণে ভালবেসেছিল। কিন্তু যুদ্ধের ঠিক আগে সার্জিকে রাশিয়ায় ফিরে যেতে হয়; সে-দেশের জীবনধারার সঙ্গে মাদো খাপ খাওয়াতে পারবে না এই ভেবে সে মাদোকে জীবন-সঙ্গিনী করে সঙ্গে নিতে সাহস করেনি। বিচ্ছেদ বেদনায় অভিভূত মাদো সাময়িকভাবে সুখদুঃখ ভালমন্দের অনুভূতিও প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। সেই সময় আবার ফ্রান্সের ওপর জার্মাণ আক্রমণ; দেশজোড়া বিশৃঙ্খলা ও অসহায় মনোভাব, পেতঁ্যাপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় সে আরও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় বের্তি কারখানার মালিক শিল্পপতি বের্তিকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, কিন্তু বিয়ের প্রথম রাত্রেই বুঝতে পারে কী ভুল সে করেছে। সম্বিত ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জার্মাণদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাজে যোগ দিতে শুরু করেছিল। জার্মাণদের সঙ্গে সহযোগিতায় বের্তি যখন দেশদ্রোহিতা করে চল্ল তখন মাদো তাকে হত্যা করে, বাপের সঙ্গেও তার ছাড়াছাড়ি হয়। মাকি বাহিনীর নায়িকা ও বীরাঙ্গনারূপে মাদো সুপরিচিতা। ফ্যাশিস্টবিরোধী যুদ্ধে সার্জি প্রাণ দিয়েছে একথা সে পরে জেনেছিল।

প্রফেসর দুমা—ফরাসী দেশের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ। জার্মাণ দখলদারীর সময় দেশভক্তির 'অপরাধে' জার্মাণ মৃত্যুশিবিরে বন্দী ছিলেন।

ডাঃ মোরিও—দুমা, লাঁসিয়ে প্রভৃতির চিকিৎসক ও বন্ধু। জার্মাণ দখলদারীর সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

রেণে মোরিও—ডাঃ মোরিও-র ছেলে। শিশু-চিকিৎসক।

সেম্বা—ফরাসী শিল্পী। মাদোকে ভালবাসত, কিন্তু মাদোর কাছে সে ছিল বন্ধু, প্রণয়ী নয়।

(এই অনুবাদের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় সেম্বা নামটি ভুলক্রমে সঁবা লেখা হয়েছে)।

"এখন তো আর আমাদের পরস্পরকে চিনতে বাকী নেই; তাই পষ্টই বলি—মেরী যখন চিঠি লিখে জানাল যে সুইজার্ল্যাণ্ড থেকে একটা ফরাসী কবিকেই ও বেছে নিয়েছে তখন একেবারে বসে পড়েছিলাম। দু হপ্তা ধরে একটা জিনিসও মুখে তুলতে পারিনি, নরম-সেদ্ধ ডিমটা পর্যন্ত গলা দিয়ে নামেনি। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে; কিন্তু দেখ বাপু, কবি মাত্রেই মহা-আলসে। আর তোমার ফরাসীরা—ভাল একটা মতলব ভাঙ্গিয়ে কি করে টাকা কামাতে হয় তা ওরা জানে না; এমন কি টাকা থেকেও টাকা কামাতে পারে না। ওরা টাকা কামাতে পারে শুধু মেয়েমানুষ থেকে। মেরী আমার আদর্শ। ও হলিউডী সুন্দরী নয় মানি। কিন্তু ওকে যদি ভাল করে চেন তাহ'লে বুঝতে পারবে—ওর মনটা একেবারে খাঁটি সোণা। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে—তবে কিনা আমার বয়স হল ছেষট্টি, দুনিয়াটাও যে একেবারে দেখিনি তা নয়—সম্পত্তিটার দিকেই কিন্তু বাপু নজর ছিল তোমার। চালাক ছেলে হলেও ঐখেনেই বোকামি করলে—আমরা দোখ্‌নেরা কি আর সহজে পটল তুলি? কার শ্রাদ্ধে কে ফলার খাবে তাই বা কি করে বলি। তা বলে তোমার বাপু লোকসান হয়নি, পষ্ট কথা। বলতে গেলে লাভ হয়েছে তোমারই। সম্পত্তির ওয়ারিসরা হয় লেজ—কিন্তু তুমি চালাক ছেলে, তুমি হয়েছ মাথা। এখন তুমি ফ্রান্সে ফিরে যেতে পার—'ট্রানজক'-এর ডিরেক্টর হয়ে।"

সেনেটর (রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য) লো তাঁর জামাইয়ের কাঁধ চাপড়ে দিলেন—আর সেই সঙ্গে জামার আস্তিন দিয়ে মদের গ্লাসটাও উল্টে ফেল্লেন। হেসে উঠে নুন ছড়িয়ে দিলেন টেবিল ক্লথের ওপর। শ্যামল রংয়ের দাগটা দেখে নিভেলের মনে পড়ল তার স্ত্রীর কথা। "মিসিসিপির লাল গোলাপ।"

সে এখেনে নেই, বাঁচা গেছে! ভেবে ও মিনিটখানেকের জন্যে আনন্দ পেল। ও এখন গা ছেড়ে দিতে পারে, নিজের ইচ্ছে মতো উপভোগ করতে পারে, যে নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলিতে আবেগ দিয়ে লিখেছিল পাতালেশ্বরী প্রসার্পিনের অপহরণের কাহিনী সে রাত্রিগুলি ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু ধাক্কা খেয়ে ও ফিরে এল বর্তমানেঃ ওর শ্বশুর, ট্রানজক এবং মেরী—যে দশ দিনের মধ্যে এখানে এসে যাবে আর তারপর যাকে নিয়ে পারী যেতে হবে। কী ভয়ানক বিরক্তিকর ব্যাপার! আমি যে জন্মেছিলাম অন্য কিছুর জন্যে, পল ভালেরী যে আমার কবিতার প্রশংসা করেছিলেন—সে কথা কেউ জানতে চায় না। এই লাল-চুলো আমেরিকানটা আমাকে তাচ্ছিল্য করছে। ও ভাবে যে কবি মাত্রেই ভাড়াটে প্রেমিক ('মুতন্যর')। তবু আমি চীৎকার করে বলতে পারিনেঃ "ওরে বর্বর থাম্!" অস্বাভাবিক হলে কি হবে, লোকটা তো বুড়ো হচ্ছে না। কেন তা ভেবে পাইনে। মেয়ের মতই ওর মাথায়ও লাল চুল। সদ্য জন্মান শিশুর মতো চোখ দুটো। একটা ফীডিং বোতল হলেই ষোলকলা পূর্ণ হত। কিন্তু না তা তো নয়; ওর ট্রানজক আছে, সেনেট আছে, উঁচু মহলের রাজনীতি আছে, কত কি আছে।

নিজের অবস্থাটা, খুব করুণ বলে মনে হল নিভেলের। ইচ্ছে হল জোরে হাই তোলে কিংবা তোয়ালেটা ছুড়ে ফেলে দেয়, টেবিল থেকে উঠে বাইরে চলে যায়। আত্মসংবরণ করে বিষণ্ন মনে ও আঙুরগুলো খুঁটতে লাগল। হাসতে হাসতে লো আবার বল্লেন, "তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে বাপু…।" নিভেলের কাঁধটা আবার চাপড়ে দিলেন।

"স্পষ্ট বলি, প্রথমে মেরীর জন্যে আমার ভাবনাই হয়েছিল—ফরাসী মানুষ ফরাসীর মতোই হবে। কিন্তু তুমি যা হোক স্বামী হিসেবে ভালই দাঁড়ালে দেখলাম। তিন বছর—না কি চার?—রেকর্ডটা ভালই বলতে হয়। বিশেষ করে যে-লোক কবিতা লেখে তার পক্ষে।"

নিভেলের মনে হল—হতাশা, রাগ আর বিরক্তির একটা ঢেউ যেন মনের মধ্যে ধেয়ে আসছে। তিন বছর ধরে এমনি ধারা কথাবার্তা সহ্য করা একটা রেকর্ডই—তাতে সন্দেহ নেই। পর্দা ভেদ করে পথহারা একটা সূর্যরশ্মি সেনেটরের কড়া, অগ্নিবর্ণ চুলগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলল। একটা পাকা পীচ ফল হাতে খোঁতলে ফেলে লো সেটাকে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন, সারা গায়ে

ফিনকি দিয়ে রস ছড়িয়ে পড়ল। নিভেল আর সহ্য করতে পারল না। ওর ফ্যাকাশে, রোগাটে মুখটা বিকৃত ভঙ্গীতে কুঁচকে উঠল।

সহানুভূতির সুরে লো জিজ্ঞাসা করলেন: "লিভারটা আবার চাড়া দিল নাকি?"

চমকে উঠল নিভেল—যেন দোষ ধরা পড়েছে। আমতা আমতা করে বল্ল: "বড্ড গরম।..."

"ভালই তো, সব ময়লা বের করে আনবে। একবার ভাল রকম ঘামবার পর পরিষ্কার হয়ে দাঁড়ানো যায়—ঈশ্বর আর মানুষ দুয়ের কাছেই। এতদিনে তোমার এটা অভ্যেস হয়ে যাওয়া উচিত। তুমি তো এখেনে তিন বছর আছ, না? না চার বছর?"

তোয়ালে দিয়ে নিভেল কপালের ঘাম মুছল—ধূলায় গামছাটা ধূসর হয়ে গেল। এক গ্লাস বরফ-জল খেয়ে ফেল্ল ঢক ঢক করে। তারপর মনটাকে শক্ত করে জবাব দিল:

"তিন বছর। যুদ্ধ শেষ হবার সময় আমরা এসেছি।"

হো হো করে হেসে উঠলেন সেনেটর। "যুদ্ধ শেষ হয়েছে কোথায় শুনলে? তোমার ফরাসীদের কথা ধরলে, যুদ্ধ তো শুরুই হয়নি। মেজর স্মিড্‌লের কাছে শুনেছি যে ফরাসীরা আমাদের ট্যাঙ্ক দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকত—ট্রেন দেখে গরুগুলো যেভাবে চেয়ে থাকে। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে বাপু—নেপোলিয়ন তোমাদেরই ছিল তা জানি। কিন্তু সে বহু দিন আগে। এখন তোমরা হয়েছ...কবি। যুদ্ধ শেষ হয়নি, সবে শুরু হচ্ছে। রেডগুলো (কমিউনিস্টরা) সহজ চীজ নয় জানি। ওরা অদৃষ্টবাদী। রুশিয়ানের কাছে জীবনের মূল্য বেশী নয়। আর তা ছাড়া, ওরা গাদা গাদা, সংখ্যায় বড্ড বেশী। কিন্তু তবু আমরা জিতবই। চার বছর হোক, তিন বছর হোক, ন তুমি এদেশে আছ তদ্দিনেই দেখার সুযোগ পেয়েছ যে, আমরা আমেরিকানরা কোনো কাজ আধখেপচা করে ফেলে রাখিনে। শুরু করতে আমাদের দেরী হয় সত্যি—সব জিনিষ গুছিয়ে নিয়ে, অগ্র পশ্চাৎ হিসেব করে নিয়ে কাজ করাই আমরা পছন্দ করি—কিন্তু একবার যখন পা বাড়াই তখন একেবারে পড়ি কি মরি।...রেডগুলোকে সিধে করার পর তোমার সঙ্গে বসে এক দিন তোমাদের শ্যাম্পেন খাব।"

ততক্ষণে নিভেল সামলে নিয়েছে। এখন আবার সে সেই পুরোনো নিভেল—সংশয়বাদী কিন্তু মার্জিতরুচি সহচর—যার মধুর সামাজিকতায় নিউইয়র্কের চালিয়াৎ বাবুরা মুগ্ধ, সেনেটরের ইয়ার-বন্ধুরাও মুগ্ধ। মিষ্টি হাসি হেসে সে বল্ল:

"রুশিয়ানদের হাতে বোমাটা কি তাহলে নেই-ই? এতখানি দৃঢ় বিশ্বাস আপনার?"

লো দপ করে জ্বলে উঠলেন। "বোমার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে, কিন্তু এ তো মেরীর নামে কবিতা লেখা নয়। কি না কি কারণে কাল তুমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করলে যে, ইউনাইটেড আমাদের সঙ্গে জোর পাল্লা দেবে—যেন এর থেকে আমি টাকা কামাতে যাচ্ছি। কিন্তু টাকার জন্যে তো আমার তুলোই আছে। ট্রানজক আমার কাছে কর্তব্য। এ কাজ করছি ভগবানের জন্যে আর আমেরিকার জন্যে। আমি ফরাসীও নই, কবিও নই, আমার আদর্শ আছে। ধর্ম, পরিবার, সভ্যতা—এসব আমাদের রক্ষা করতে হবে। কর্ণেল রবার্টস পাকা লোক। উনি বেশী কথা বলেন না, কিন্তু যা বলেন শোনার মত। ট্রানজকটাকে উনি গুরুতর জিনিষ বলেই মনে করেন। পারীতে তোমাকে কি রকম খাটতে হবে তা আমি আন্দাজ করতে পারি! তোমার মত লোকের ইতস্তত করলে চলে না। ওঃ সরকারী দপ্তরের গাধাগুলোকে কি নাকালই করেছিলে তুমি! তোমার জন্যে আমি গর্ব বোধ করি। এখন আর তোমাকে ফরাসী মনে করিনে। সত্যি বলছি, খাস আমেরিকান বলেই ধরি তোমাকে। লোহার পর্দার ওপারে পৌঁছান, এটাই প্রধান কথা। বিল কষ্টারকে প্রাগে পাঠানো যেতে পারে, সেটা কিছু মস্ত সমস্যা নয়। তবে মস্কো হল অন্য কথা—সে বিষয়ে রবার্টস ভরসা করছেন তোমার ওপর। ফরাসী মানুষের পক্ষে সেখানে অলক্ষিতে ঢুকে পড়ার সুবিধা বেশী। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এমন একটা লোক দেখ—রেড নয়, ফিকে লাল—আর এন্তার সিলভার টনিক খাওয়াও। সোশ্যালিষ্টরা ওটা খুব ভালবাসে। ওখানে অনেক কিছু করা সম্ভব, রবার্টস বলেন।

অবজ্ঞার ঢংয়ে নিভেল কপাল কোঁচকাল।

"পেন্টাগনের (আমেরিকার সামরিক সদর দপ্তরের) বাবুদের বুদ্ধির দৌড় সম্বন্ধে অনেক দিন থেকেই আমার সন্দেহ ছিল। তাহলেও

কর্ণেল রবার্টস যে এত ছেলেমানুষ তা ভাবিনি। ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পিটে ভাল স্পাই (চর) বানাতে পারবেন না কখনো। টাকাটাই শুধু জলে যাবে।"

"স্পাইয়ের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি? গুপ্ত খবর দরকার হলে রবার্টস তোমার আমার কাছে চাইবেন না; তাঁর নিজের লোক আছে। ওঁকে শুধু গোয়েন্দা ভাবলে ভুল করবে। উঁচু উঁচু মহলে ওঁর যাতায়াত। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ওঁকে দর্শন দিয়েছিলেন সম্প্রতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে মিলিটারী ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই—আজকের দিনের কর্মসূচী ওটা নয়। রুশিয়ানরা সত্যি সত্যিই লড়তে চায় তা তুমি বিশ্বাস কর না, না?"

"না। ওরা আরম্ভ করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন নয়। দশ পনের বছর পরে, যখন ওরা একদম তৈরী হয়ে যাবে। এই ভদ্রলোকেরা ঝুঁকিটুকির মধ্যে নেই, একেবারে জিতের খেলা খেলতে চান। তবে অন্য পক্ষ সম্বন্ধে আমি অত জোর করে বলতে পারিনে। এই যে আপনার রবার্টস—ইনি লড়াইয়ের জন্যে উসখুস করছেন। আর আপনি নিজেও তো কাল বল্লেন—লড়াই এড়ানো যাবে না।"

"বলেছিলাম নাকি? যদি বলে থাকি তো ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে গিয়েছিল। ছেষট্টি বছর বয়স হল, এখনও কিন্তু ঝোঁকের মাথায় ভেসে যেতে পারি। আর রবার্টস—ওঁর সঙ্গে তো দিন রাত তর্ক হয়। ওঁর মাথা আছে: যুদ্ধের চেয়ে শান্তিতেই মুনাফা বেশী তা উনি বোঝেন। কিন্তু মিলিটারী তো! মিলিটারী মাত্রেই লড়তে চায়। সেটা স্বাভাবিক—যুদ্ধ না থাকলে ওদের যে বোকা বোকা দেখায়। রেডগুলো নিশ্চয়ই যুদ্ধ লাগাবে, তাই আগেভাগেই ওদের বানচাল করে দিতে হবে—এই হল রবার্টসের বিশ্বাস। উনি আদর্শবাদী, যা চান তাই ভাবেন। আমি কিন্তু শান্তভাবেই জিনিষটাকে বিচার করি। যুদ্ধ না করেও রেডগুলোকে শায়েস্তা করা যায়। কেউ যদি তোমার পথ আটকায় তাকে সরাতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু কি ভাবে? মেরে ফেলাটাই সব সময় সুবিধাজনক নয়; কোনো কোনো সময়ে শত্রুর সর্বনাশ করে দেওয়াও ভাল। স্মিথের রিপোর্টে পড়েছি: যুদ্ধটা ওদের বেশ নাকাল করে ছেড়েছে। থাবা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওদের সামনে—শিকার আগলে যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ বেবী কুকুরটা। অস্ত্র জোগাড় করতে

করতে ওরা ফকীর হয়ে যাক। পষ্ট বলি, বাইবেলেও তাই লিখেছে—সাপের মত বুদ্ধি চাই…"

নিভেল আর শুনছিল না; ও একটা কায়দা রপ্ত করেছিল—রেডিও-বক্তার বক্তৃতা যেভাবে সুইচ টিপে সরিয়ে দেওয়া যায়, সেভাবে আলাপকারীর আলাপও ও দূরে সরিয়ে দিতে পারত; কণ্ঠস্বরগুলো যেত মিলিয়ে, মাথায় থাকত এলোমেলো, দূরাগত কতকগুলো শব্দ। এ রকম সময়ে ওর মনে হত যেন পারীতে নিজের ঘরে ফিরে গেছে, সেখানে বসে কবিতা লিখছে। ওর স্ত্রীর হাত থেকে, বাচাল আপখুশী শ্বশুরের হাত থেকে, আর আমেরিকার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জায়গা ছিল এই স্বপ্নময় দ্বিতীয় দুনিয়া। এই যে স্যাঁতসেতে গুমোট গরম—মানুষের মাথার ওপর এই যে অভ্রভেদী অট্টালিকাশ্রেণী—ব্যবসা, মুনাফা আর লাল বাতি জ্বালার এই যে অনর্গল কথাবার্তা—এসব কিছুতেই ওর ধাতস্থ হয় না। এদেশের সব কিছুই প্রকাণ্ড আর বিষাদময়; ঝড়গুলো ভয়ঙ্কর লাগে, ছেলেবেলার মত; আর বৃষ্টি তো নয় যেন সিনেমা ছবির জলপ্লাবন। অনেক দিন আগে—আমেরিকায় আসার অল্প পরেই—ও একটা হোটেলে আগুন লাগতে দেখেছিল। ভয়ে উন্মত্ত একটি মেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সতের তালার জানলা থেকে। দৃশ্যটা নিভেলের চোখে ভাসত বার বার। কেন জানিনা ও ভাবত মেয়েটা ফরাসী মেয়ে; স্বপ্নাবিষ্ট চোখে কখনো দেখত মেয়েটি যেন ক্রন্দনরতা পার্সিফোন, কখনো দেখত মেয়েটি যেন বহুবিগত দিনের দেবী বীণাপাণি। ও নিজে বড় কবি হতে পারত। কিন্তু হল অন্য রকম। কোনো কারণে ও জার্মানদের উদারতায় বিশ্বাস করেছিল, কোনো কারণে নিজেকে বেঁধে ফেলেছিল ঐ লালচুলো মূর্খ বৌটার সঙ্গে, আর এখন আবার অদৃষ্ট নিয়ে খেলা করতে হচ্ছে ওকে। এ তো ওর জীবন নয়, এ আগুন; আর ও বসে আছে অনেক উঁচুতে, যেখান থেকে পালাবার পথ নেই, অথচ ঝাঁপ দিতেও সাহস হয় না। পারীতেই ও গুলি করে নিজের মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারত, জেনিভার হ্রদে লাফিয়ে পড়তে পারত—সেও ভাল এর চেয়ে…

প্রথম বছরটা স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়েছিল নিউ ইয়র্কে। তারপর মেরী অসুখে পড়ল, ওরা গেল দক্ষিণে। দক্ষিণ, রামঃ! গরম, তার ওপর ঐ হাঁদা স্ত্রীলোকটার উৎপাত, সন্ধ্যাবেলায় রেডিওর বীভৎস চীৎকার, মদের মধ্যে

পুদিনার গন্ধ, সন্ত্রস্ত নীগ্রোগুলোর কাঙ্গালপনা। বৌকে নিভেল প্রায়ই বলত যে আমেরিকানরা ওকে বিরক্ত করে ছাড়ল—সভ্য লোকের পক্ষে মানুষকে শাদা আর কালায় ভাগ করা চলে না। নীগ্রোদের কথা ও কিছু বলেনি : তারাও ওর বিরক্তি উৎপাদন করত—তাদের ভয়, তাদের মনযোগানো হাসি, ঝলসানো শাদা দাঁত, অভাবের মধ্যেও ফুর্তি করে নেওয়ার কায়দা, উৎকট কামোত্তেজনাপূর্ণ তাদের নৃত্যভঙ্গী—এ সব দেখে ওর বিরক্ত লাগত। "মানুষ ছিলাম আমি, কিন্তু এখন আমাকে চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে",—একবার ও স্ত্রীকে বলেছিল। মেরী হাসল : "তাহলে স্মিড্‌ল তোমাকে বোঝাতে পেরেছে যে, নীগ্রোগুলো জানোয়ার? চাঁদু, তুমি ছিলে কবি, হয়েছ প্ল্যাণ্টার (বাগিচার মালিক)—তবে প্ল্যাণ্টেশন (বাগিচা) নেই এই যা।" নিভেল চটেছিল কিন্তু কিছু বলেনি ; একটা নির্বোধ, তাও আবার উৎকট ভাবপ্রবণ নির্বোধ, তার সঙ্গে তর্ক করতে ওর সম্ভ্রমে বাধে। নিউইয়র্ক শহরটাকে দেখে ওর মনে হল যেন হারানো স্বর্গ। সেখানে ক'জন ভাবপ্রবণ, বাবরীবিলাসী শিল্পীর সঙ্গে মেরীর দিনগুলো ভালই কাটত। আর নিভেল ঘুরে বেড়াত দীর্ঘ পথে পথে আলো ও কুয়াশার মধ্যে, পান করত কনিয়াক (মদ) আর স্মৃতিতে জাগিয়ে তুলত শঙ্কলী সেইন নদী, তার ধীবর দল, তার ধারে ধারে বইয়ের দোকান আর প্রণয়ী-প্রণয়িণীর যুগল মূর্তি। তখন সে কবিতা লিখেছিল—ফ্রান্সের কবিতা, দীপ-পাদপ তুল্য মুকুলিত চেষ্টনাট তরুর কবিতা, পৃথিবীর প্রাচীন গোলার্ধে যে শান্ত বিষাদ তারই কবিতা। আর এখন ও নিজেকেও ভুলতে পারে না—রক্তকেশী শয়তানীটা ওকে পাঁকের মধ্যে টেনে নামিয়েছে।

নিভেল আরও খিটখিটে হয়ে উঠল। লোকে বলত ওটা ওর লিভারের দোষে, কিন্তু নিভেল মনে করত ওর শ্বশুরই ওর সকল কষ্টের মূল। তবু মানসিক প্রশান্তির দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলিতে যখন ও নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করত তখন স্বীকার করতে হত যে, লো-র একেবারেই হৃদয় নেই বা মন নেই এ কথা বলা চলে না। বিদেশী মানুষ, যার না ছিল টাকা, না ছিল দেশ, না ছিল সামাজিক মর্য্যাদা—তাকেই তিনি নিজের পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। এখন আবার তাকে পারীতে ফিরে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছেন—দরিদ্র হতমান অবস্থা থেকে তাকে একেবারে ট্রানজকের ডিরেক্টর বানিয়ে পাঠাচ্ছেন।

বিখ্যাত লেখকরাও ওকে তোষামোদ করবে। এঁদের একজন এরি মধ্যে খোসামোদ করে চিঠি দিয়েছেন—"'ল্য মাস্ক দ্ব সিসে' রচয়িতার মৌলিক প্রতিভাকে" অভিবাদন জানিয়েছেন। নিভেলকে তিরস্কার করতে কার সাহস হবে? ব্যর্থতাক্ষিপ্ত স'বা সাহস করবে না নিশ্চয়। মনে মনে নিভেল বল্ল, "আমার জীবনের একটা নিজস্ব পথ আছে; যে-হার্কিউলিস আন্টিউসের গলা টিপে মেরেছিল, একচল্লিশ সালে সেই হারকিউলিসের পক্ষই আমি বেছে নিয়েছিলাম, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আমার ভুল হয়েছিল নিশ্চয়ই—ঐ উন্মাদ, দাম্ভিক টিউটনটাকে আমি প্রায় দেবতা বলে ধরে নিয়েছিলাম। পদ্ধতিটা ভুল ছিল, কিন্তু ভ্রান্তিহীন ছিল আমার উদ্দেশ্য—প্রসার্পিনের জন্যে লড়াই করা, লড়াই করা কবিতার জন্যে, ইয়োরোপের জন্যে। একচল্লিশই বয়ে চলেছে, একটা প্রচণ্ড শক্তি আজ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে—সে শক্তি আমেরিকা। আমি তাহলে কোন কিছুর প্রতি কৃতঘ্নতা করিনি, বিশ্বাসঘাতকতা করিনি কারো প্রতি—না ফ্রান্স, না শিল্পকলা, না নিজের প্রতি।" এইভাবে ও নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে যখন দেখতে হল—চটকদার পোষাক পরে বাচ্চা মেয়ের মত মেরী লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে বাগানে, কিংবা যখন আর এক দফা গলাধঃকরণ করতে হল সেনেটরের কথাবার্তা—"তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে বাপু"—তখন ওর মনের স্থৈর্য্য আবার যেতে বসল। ডায়েরীতে লিখল (পুরোনো অভ্যাসের মধ্যে এটাই শুধু রয়ে গিয়েছিল): "আমার মনে হয় এর চেয়ে নীচে কেউ নামতে পারে না, মার্সে'ই-এর যে কোন রক্ষিতাও আমার চেয়ে সুখী। দেবী বীণাপাণিকে আবাহন করতেও সাহস হয় না, দেবী এখানে এক দিনও বাঁচবেন না। যা কিছু আমার প্রিয়, তা রক্ষা করার একমাত্র আশা অবশ্য ওদের ঐ বোমা। ওদেরকে আমার আশীর্ব্বাদ করা উচিত, কিন্তু আমি ওদের ঘৃণা করি। এখানকার রবার্টস বা অন্য কোনো ভুঁইফোড় বাবুর তুলনায় শিরকে তো প্রায় নিটঝের সামিল। ঠাট্টা ছেড়ে দিয়ে বল্লেও বলতে হয়—জার্মানরা ছিল অনেক বেশী সূক্ষ্ম। বুদ্ধির দিক দিয়ে একটা মানুষ কতখানি অমার্জিত হতে পারে, তা ইয়োরোপের কেউ কল্পনা করতে পারে না। মেরীটা অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; ওর যা বয়স তা মানসিক রোগ-[illegible] কাছে বিলক্ষণ পরিচিত (ও এখন তেতাল্লিশে পড়েছে, যদিও

স্বীকার করে মাত্র উনচল্লিশ বছর)। নিজেকে নিয়ে কি করবে তা ও জানেই না। ও টেক্সাসে গেল মোরগের লড়াই দেখবার জন্যে ; প্রসঙ্গক্রমে বলি—মোরগের লড়াইটা সেখানে নিষিদ্ধ, কমিউনিস্ট মিটিংয়ের মত ঐ লড়াইটাও অনুষ্ঠিত হয় বে-আইনী ভাবে। তারপর মিলারের নভেলগুলো গিলতে আরম্ভ করল ; বল্ল 'অমার্জিত সত্যই' ও ভালবাসে ; অথচ মিলার হচ্ছে স্রেফ কামশাস্ত্র—বয়স্ক জলহস্তীদের জন্যে। এখন আবার নতুন বাই চেপেছে—আবিষ্কার করেছে এক শখের চিত্রকর, তাকে দিয়ে জড় পদার্থের ছবি আঁকায়—শাদা লিলির ছবি—বলে সে নাকি এক নতুন রুসো। ওর চোখ দুটো লম্পটের মত, মুখটা হাঁ করা। বিরক্তিকর, সবই বিরক্তিকর। এই তো ঘুম থেকে উঠেছি— এরি মধ্যে ঘামে ভিজে দাগ পড়ে গেছে চেয়ারে। রাম রাম ! ওদের ওপর ঘেন্না ধরে গেল, ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর, প্রত্যেটা কথা আর ভঙ্গীর ওপর।"

এক মাসের মধ্যেই ফ্রান্স আসবে ওর চোখের সামনে। সেখানে তারা কি ওকে মনে রেখেছে ? তিন বছর আগে ও কতকগুলো খবরের কাগজের কাটিং পেয়েছিল : ও বিশ্বাসঘাতক, ওর বিচার চাই—দাবী করেছে ল্যজাঁ-র বন্ধুরা। অবশ্য তারপর অনেক পরিবর্তন এসেছে। ওকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আত্মপক্ষ সমর্থনও করতে হবে না—এখন তো আগামী যুদ্ধের কথা সবাই বলে। "তোমরা যখন কমিউনিস্টদের সঙ্গে ভাব জমাচ্ছিলে তখনই আমি এই ভবিষ্যত দেখতে পেয়েছিলাম"—ও বলতে পারবে। হ্যাঁ ল্যজাঁ সাহেব, দেখা যাবে কাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।

তবু, পারীতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলে উদ্বেগ জাগত। লাঁসিয়ে বোধহয় দেশভক্ত সেজেছে—জার্মানদের সঙ্গে কারবারের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় আছে তো। সঁবা-টা মাথামোটা আর হাঁড়িমুখো। কাগজে লিখেছিল দুমা আমেরিকা আসছেন। বুড়ো মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—মীটিংয়ে বক্তৃতা করে বেড়ান, আজে বাজে হরেক রকমের ইস্তাহারে সই দেন। তার মানে, ওঁকে নিয়ে নিরিবিলি কোন নৈশ ভোজে বসে যে গল্প করব, পুরোনো দিনের স্মৃতি মন্থন করে ফিরিয়ে আনব না করবেই-এর সন্ধ্যাগুলির কথা, বোকা মোরিসের রন্ধন-চাতুর্যের বিবরণ, ফোভিস্ত একজিবিশন নিয়ে মত-বিরোধের বৃত্তান্ত, এপোলো আর মার্সিয়ার মননশীল সংগ্রামের

কাহিনী—তার আর সম্ভাবনা রইল না। না, সত্যকে স্বীকার করতে হবে—যুদ্ধের আগের পারী আর নেই। নিভেলের সামনে দাঁড়াবে একটা নতুন, অপরিচিত শহর।

বৌ এখেনে নেই—সে সুখটাও ও উদ্বেগের জন্যে উপভোগ করতে পারত না। ওষুধ খেয়েও ভাল ঘুম হত না। ওর লম্বা, সবুজাভ মুখের ওপর চোখ দুটো জ্বরগ্রস্তের মত ঝকঝক করত। আর এখন শ্বশুরের সঙ্গে ক্লান্তিকর নৈশভোজের পর, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবসাদের মধ্যে বসে বসে ও ঝাপ্সাভাবে ভেবে চল্ল: এমন দিন ছিল যখন দেখেছি পুনর্জন্মের স্বপ্ন, দ্বিতীয় জীবন শুরু করার স্বপ্ন, কিন্তু এখন আর তা চাই না—দ্বিতীয় জীবন, শততম জীবন, সব জীবনের কথাই এখন অগ্রিম বুঝে ফেলেছি। সে জীবনের স্বপ্ন পান্‌সে হয়ে গেছে…

"কই তুমি তো শুনছ না!" বলে লো চেঁচিয়ে উঠলেন। "আর প্রধান কথাটা হল: ওখানে একটা গুপ্ত বিরোধী দল আছে, রবার্টস বলেছেন। ওটাকে সংগঠিত করাই হচ্ছে কাজ।…রবার্টস বড় কেউকেটা নন, স্বয়ং হ্যারিম্যান ওঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন। অনেক রিপাব্লিকানেরও ওঁর সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা। ডালেসের সঙ্গেও ওঁর কথাবার্তা হয়েছে, আমি জানি। রবার্টসকে বলেছিলাম, যুদ্ধ না বাধিয়ে কাজ সাফ করতে পারলে খরচ কম। তবে, অবিশ্যি, তোমার এই বোমা দিয়ে যদি গোটা ব্যাপারটার ফয়সালা করা যায়. তাহলে আমি কথা বলব না…"

যেমন কথা তেমন কাজ—উনি হঠাৎ কথা বন্ধ করলেন। বয়সের বোঝা আজকাল ওঁকে অভিভূত করে: তেজী কথাবার্তা চালাতে চালাতেই হঠাৎ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যান। বয়সের জন্য এরকম হয় তা উনি মনে করেন না। ডাক্তারেরা অবশ্য তাই বোঝাতে চায়—কিন্তু উনি ভাবেন যে শহরটাই ওঁকে ক্লান্ত করে তোলে, আর কিছু নয়। তিনি অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়েছেন মিসিসিপির ধারে, শাদা থামওয়ালা এক প্রাচীন বাড়ীতে; ফুলের বাগান সাজিয়েছেন, মেরীর খেয়ালখুশী চরিতার্থ করেছেন, আর চেয়ে চেয়ে দেখেছেন প্রকাণ্ড হলুদ বরণ নদীটা গোধূলির অন্ধকারে কেমন করে কালো হয়ে ওঠে। নীগ্রোদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল কড়া, কিন্তু ন্যায্য; দোষীদের এক কথায় তাড়িয়ে দিতেন, আর পরিশ্রমী ও বশম্বদদের দিতেন উপহার—বড় দিনের সময়। নিভেলকে বলেছিলেন: "উত্তুরেরা নিগ্রোদের পক্ষ নিতে

ভালবাসে, কিন্তু ওদের কথা বিশ্বাস করো না ; উত্তুরেরা, এমন কি উত্তুরে কমিউনিস্টরাও, নিগার দেখলে ঘেন্না করে। কিন্তু আমি ওদের বিয়ে-শাদীতে যাই, ওদের ছেলেপিলেকে আদর করি—আর যাই হোক আমি ওদের মানুষ বলেই ধরি।" যুদ্ধের অল্প দিন আগে লোর বন্ধুরা ওঁকে রাজনীতিতে টেনে আনতে পারল। তিনি বুঝলেন যে এখন আর মেরীর ওপর অভিভাবকগিরির প্রয়োজন নেই। ধার্মিক মানুষ তাই নিজেকে বল্লেন—ভগবানের প্রতি, দোসর মানুষদের প্রতি কর্তব্য অবহেলা করা চলে না। রাষ্ট্রের ব্যাপারে উনি হাত দিতে আরম্ভ করলেন ; তারপর সেনেটে (রাষ্ট্রীয় পরিষদে) নির্বাচিত হলেন। তাঁর মনে হত—ওয়াশিংটন শহরতলীতে প্রকাণ্ড পল্লীভবনটাও সংকীর্ণ, আর লোকগুলো একগুঁয়ে। যাই হোক তিনি উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে ঢেলে দিলেন কাজের মধ্যে। সেনেটের কমিটিতে কতদিন বক্তৃতা দিলেন। সম্প্রতি আবার ট্রানজকটাকে খাড়া করলেন। ওঁর মুখটি রক্তাভ, বলিষ্ঠ গঠন—জোরে কথা বলেন, জোরে হাসেন। সবাই ভাবত উনি সুখী, কিন্তু ওঁর মন চাইত সেই হলুদ বরণ নদী, শাদা থামওলা সেই বাড়ী, মন চাইত প্রশান্তি। মাথা ধরে, দম ফুরিয়ে যায় বলে উনি কষ্ট পেতেন আর বার বার বলতেন, "শেষ পর্যন্ত বোধ হয় জামাইয়ের আগেই মরতে হবে।"

আর্ম-চেয়ারে বসে উনি ঢুলছিলেন। নিভেল তখনো খাবার টেবিলে বসে, মনে হচ্ছিল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওর মনটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, চোখের সামনে কাঁপছিল টুকরো টুকরো ছবি—ফ্রান্সের পুরোনো মেলা, জ্বলন্ত হোটেলের জানলায় সেই মেয়েটী, আর লাল এনিমোন ফুল-ঝলসানো বনপথ। ঝি আসার শব্দ ও টের পায়নি।

সেনেটর জাগলেন। "টেলিগ্রাম ?"

উনি চীৎকার করে উঠলেন, টেলিগ্রামটা হাত থেকে খসে গেল। নিভেল সেটা পড়ল : "কাল মেরীকে হত্যার চেষ্টা হয়। ভগবানের দয়ায় মেরী অক্ষত। মিষ্টার নিভেল আসবেন কিনা তারে জানান, নাহলে অবিলম্বে মেরীকে চলে যাবার পরামর্শ দিই। আক্রমণকারী হাজতে, লোকটা আপনার ভূতপূর্ব শ্রমিক, নীগ্রো হ্যারিসন। তদন্ত চলছে। সকলেই বিক্ষুব্ধ, আপনাকে সহানুভূতি জানাচ্ছেন। আপনার দারুণ বক্তৃতার সাফল্যে প্রাদেশিক আইন-সভা অভিনন্দন জানিয়েছে। ট্রানজকের আশু লক্ষ্য সম্বন্ধে আপনার ঘোষণা

স্থানীয় পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়ে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে। আপনার বিশ্বস্ত মেজর স্মিডল্।”

“হায় ভগবান!” কোনো রকমে লো-র গলা দিয়ে স্বর বেরুল অবশেষে। “বাছা আমার! আর আমিই কিনা প্লাওয়ারের সুন্দর কুটীরটাতে বদমায়েসটার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম! পষ্ট বলি, ওরা মানুষ নয়। হাত তুললো—মেরীর গায়ে! যে কোনদিন একটা পোকাকেও কষ্ট দেয়নি। ভয়ঙ্কর কাণ্ড। কিন্তু আমি তো যেতে পারব না, কালই আমার রিপোর্টটা উঠবে কমিটিতে…”

মিসিসিপি যেতে হবে—সম্ভাবনাটা নিভেলের ভাল লাগছিল না। কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করার সাহস হয় না, সেনেটর সব কিছু ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর মেয়ের প্রতি অবহেলা কিছুতেই ক্ষমা করবেন না—তা সে জানত। লো ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগলেন, রুমাল দিয়ে বার বার চোখ মুছলেন, অসংবদ্ধ কথা বলে চীৎকার করতে লাগলেন। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলে নিভেল বল্ল:

“আমি এখুনি এরোপ্লেনে রওনা হচ্ছি। কিন্তু মেরী এখানে এলেই ভাল হত নাকি? ওর জায়গা বদল করা দরকার। এখন যদি স্মিডল্‌কে ফোন করি তাহলে ও জ্যাকসন থেকে সকালের ট্রেণ ধরতে পারবে। যত শীঘ্র পারে আপনার কোলে ফিরে আসুক—এই আমি চাই।”

পথ ধরে নিভেল একলা চল্ল; অন্ধকার নেমেছে কিন্তু গরম কমেনি। গুমোট স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় আর পেট্রোলের গন্ধে ওর দম আটকে আসছিল। ওর ছুটি এবার শেষ: বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আবার মেরী। নীগ্রোরা ওকে মারতে গেল—আশ্চর্য; ও তো সব সময় নীগ্রোদেরই পক্ষ নিত। আবার ভেবে দেখল—না, তত আশ্চর্য নয়; নীগ্রোদের ওরা মরিয়া করে তুলেছে—আর ঘটনাচক্রে মেরীই ছিল সামনে। এই হ্যারিসনটার হয়তো লো-র ওপর আক্রোশ ছিল; তারপর একদিন বোধহয় একটু বেশী টেনেছে, তখন শোধ নেবার মতলব এঁটেছে—বোঝা শক্ত নয়।

হুস্ করে একটা মোটর ছুটে গেল; অন্ধকারের মধ্যে দুটো লাল চোখ কিছুক্ষণ ধরে জ্বলল। থামল নিভেল। কিন্তু লোকটা মেরীকে মেরে ফেল্লেই তো পারত?…

যে পরিবারে নিভেল মানুষ সে পরিবারে ভগবানের নাম নেওয়া হত

শুধু ফাজলামি করার জন্যে : বাইবেলের ব্যাপার নিয়ে মজার মজার ছড়া কাটতে ভালবাসতেন ওর বাবা। লরেল-কুঞ্জের মধ্যে শ্বেতমূর্তি বা ছায়ামূর্তি— কিশোর কবি এগুলিকেই দেবদেবী বলে জেনেছিল। কিন্তু এখন সে হঠাৎ আকাশে হাত তুলে তীব্র চীৎকার করে উঠল : "কেন তুমি ওকে মেরে ফেল্লে না ?" তার এ কাতর প্রার্থনা মিসিসিপির গরীব নীগ্রোটার কাছে নয়, তার প্রার্থনা ভগবানের কাছে—যে ভগবানকে মেজর স্মিড্‌ল ধন্যবাদ দিয়েছিলেন তাঁর টেলিগ্রামে।

ও বুঝতে পারল ওর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বিকৃত হাসি হেসে হেটে চল্ল। চোখে পড়ল : একটা জানলায় লম্বা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন একটি মেয়ে চুল বাঁধছে, মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। পাইপ মুখে বারান্দায় বসে রয়েছে প্রৌঢ় মানুষ। কে একজন ঝারি নিয়ে ফুলগাছে জল দিচ্ছে। যে যার নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত, ভাবল নিভেল, ট্রানজক নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, কমিউনিস্টদের নিয়ে বা আমাকে নিয়েও মাথা ঘামায় না। এ দেশেও বোধ হয় কবি আছে, প্রেমিক আছে। কোনো মেয়ে হয়তো এখন সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। ব্লোয়া শহরের দলিল-লেখক জেনেট—যে সন্ধ্যাবেলা কলমের শাদা চারাগুলোতে জল দেয়—তার কথা মনে পড়ছে। হয়তো রুশিয়াতেও অমনি জল দেয়।··· দলিল-লেখক না হলে কোনো হিসেবনবীশ বা এঞ্জিনীয়র।··· সে দেশেও মেয়েরা সন্তান প্রসব করে, তাদের স্তন্যপান করায়, ঘুম পাড়ায়। সবাই নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত, শুধু আমিই বাইরে দাঁড়িয়ে। ঐ মেয়েটি, আরশির সামনে বসে স্বপ্ন দেখছে··· ওর আছে নিস্তব্ধতা, আছে সন্ধ্যা, আছে শান্তি। তবে আমাকে কেন ফরাসী লোক ধরে ধরে গুপ্তচরের কাজে পাঠাতে হবে, কেন আমাকে বাজে রিপোর্ট তৈরী করতে হবে, হৈ চৈ করতে হবে, আগুনে ইন্ধন যোগাতে হবে? মেরী আসবে তিন দিনের মধ্যে। বলবে : "তুমি আমার আবেগ-অনুভূতি বোঝ না।" সেনেটর গুড় গুড় করে বলে চলবেন, "দেখ বাপু! তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে।" তারপর ফাইলের পর ফাইল, রিপোর্ট, গঞ্জনা, ট্রানজক। রবার্টস বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন—বোমাটাই সব চেয়ে নির্দোষ জিনিষ।······

[২]

নীগ্রো ডেভিড হ্যারিসন কর্তৃক মেরী নিভেলকে হত্যা করার চেষ্টার খবর মিসি-সিপির সব কাগজে বার হল। কাগজগুলি উল্লেখ করল যে, অধিকাংশ কালা আদমির স্বভাবসিদ্ধ নীচ প্রবৃত্তি তো আছেই, তা ছাড়া রাজনৈতিক আক্রোশও আসামীকে পরিচালিত করেছে: "আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সেনেটর লো—যিনি দক্ষিণ দেশে জেফারসন ডেভিসের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন"—আসামী তাঁর ওপরই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। মেজর স্মিড্‌লের ধীরতা ও চাতুর্যেই অপরাধী ধরা পড়েছে—সেজন্যে মামলার রাজনৈতিক দিকটা আরও জোর পেল।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মেরুদণ্ড স্বরূপ মেজর স্মিড্‌ল—দক্ষিণ দেশে তাঁকে কে না জানে? উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় সব জিনিষেই তিনি আগ্রহ দেখাতেন। তিনি ধর্ম-মন্দির সংসদের সভ্য, আবার বুষ্টার্স ক্লাবের সভাপতি। তিনি চাষ-বাসের প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতেন, আবার কাগজে প্রবন্ধও লিখতেন—নিউ অর্লিয়ঁা, জ্যাকসন আর বার্মিংহামের কাগজে। সেনেট নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্যে তিনিই লো-কে রাজী করিয়েছিলেন। মেজর ছিলেন লো-র থেকে সতের বছরের ছোট, তাই সেনেটর ওঁকে খেলাচ্ছলে ডাকতেন 'বয়' বলে—কিন্তু ওঁর বুদ্ধির তারিফ করতেন, প্রায়ই ওঁর পরামর্শ চাইতেন।

দুটো মেডেল নিয়ে মেজর যুদ্ধ থেকে ফিরেছিলেন, আর সঙ্গে এনেছিলেন দক্ষিণীদের সম্বন্ধে শতাধিক কাহিনী। তাঁর কথা শুনলে মনে হত যে, লুইসানিয়া বা মিসিসিপি না থাকলে আমেরিকানরা বুঝি নর্ম্যাণ্ডি উপকূলে নামতে পারত না, এল্‌ব নদীর ধারেও পৌঁছাতে পারত না। নিজের সম্বন্ধে তিনি কম বলারই চেষ্টা করতেন, খালি কথাপ্রসঙ্গে জানিয়ে দিতেন যে, কলোন অধিকারের সময় তিনি ছিলেন সামনের দলে, একটা সাঁজোয়া ইউনিটের নেতৃত্বে। যুদ্ধের মধ্যে তাঁর চুলগুলি শাদা হয়ে গিয়েছিল—তাতে তাঁর রৌদ্রদগ্ধ তারুণ্যচিহ্নিত মুখে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ত।

স্বভাবতই এত বিখ্যাত লোকের শত্রুও ছিল অনেক। উকীল ক্লার্ক সাহেব—জ্যাকসনের লোকেরা যাঁকে 'রেড' বলে ধরত—সেই ক্লার্ক সাহেব বলেছিলেন যে, মেজর স্মিড্‌ল কু-ক্লুক্স ক্ল্যানের চাঁই। শুনে মেজর

জানিয়ে দিলেন : "কু-ক্লু-ক্স ক্ল্যান দেশসেবা করে, ওর অনেক সভ্য যে আমার বন্ধু তাতে আমি গর্ব বোধ করি। কিন্তু আমি ওর সভ্য নই। আমি আইন-ভীরু নাগরিক—আমার বাপ ছিলেন জজ, আমি নিজে এগারো বচ্ছর ধরে আইনের ব্যবসা করেছি। ওরা যা চায় আমিও তাই চাই—দক্ষিণের প্রাণবাণীটিকে রক্ষা করতে চাই। কিন্তু ওরা বেরিয়েছে চমকদার কাজ করতে, আত্ম-বলি দিতে—আর আমি করছি আইনের খবরদারী।" কুলোকে রটাত—মেজর স্নিডল্ মিসিসিপিতে মাদক বর্জনের পক্ষ নেন তার কারণ, পাশের প্রদেশে যেখানে মাদকের ওপর নিষেধ নেই, সেখানে সীমান্ত এলাকায় মেজরের একটা মদের দোকান আছে—জ্যাকসনের লোকেরা প্রায়ই সেখানে মদ খেতে যায়। চোরাই মদ চালানের যে-দলটা এ প্রদেশে অনবরত কড়া মদ পাচার করত—যাদের সর্দার ছিল জো—সেই জো-কে মেজর সাহায্য করেন এমন কথাও শোনা যেত। এ কথাটা বোধহয় অতিরঞ্জিত, কিন্তু সীমান্তের মদের দোকানের ব্যাপারে মেজর অস্বীকার করতেন না যে, ওতে তাঁর অংশ আছে। হুইস্কির তিনি মোটেই বিরোধী নন, বলতেন মেজর। তবে এ প্রদেশের অর্ধেকের বেশী লোক কালা আদমি, মদ খেলে তারা খুনখারাপি করতে পারে—শুধু এই কারণেই তিনি মাদক বর্জন সমর্থন করেন।

গুজব আরও ছিল : যেমন—শিকাগোর কলেজে পড়া একটি নীগ্রো মেয়ে ছুটিতে যখন দেশে আসে তখন মেজর নাকি তাকে ধর্ষণ করেন। বিধবা ফার্মারের সঙ্গে মেজরের বিয়ে হবার দু'ঘণ্টা আগে মেজর শুনলেন যে, বিধবা তাঁর বাগবাগিচার কিছু অংশ ভাইয়ের নামে লিখে দিয়েছেন—শুনবামাত্র মেজর নাকি হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন। আরও শোনা যেত, ইওরোপে যে জার্মান মেয়েটির সঙ্গে তিনি সংসার পেতেছিলেন, আসার সময় নাকি তার পান্নার হারটা নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন। গল্পগুলি সত্য না মিথ্যা কেউ জানত না; কিন্তু তাঁর এত মান-সম্ভ্রম, এমন রসময় চেহারা—তবু বিয়ে করেননি কেন, ভেবে সবাই আশ্চর্য হয়ে যেত। মেয়ে মহলে খুব খাতির তাঁর। এমন যে মেরী, যার ধারণা ছিল যে তার বাপের কাছে যারা যাতায়াত করে তারা খেলো লোক, গেঁয়ো লোক—সেই মেরী পর্যন্ত পনের বছর আগে ওঁর সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। মনের ভাব সে মোটেই গোপন করার চেষ্টা

করেনি। তখন স্মিডল ওকে বলেছিলেন: "আমি আপনার যোগ্য নই। চিত্রকলার আমি কিছুই বুঝি না। আর স্বামী হিসেবে আমি হব দুর্দান্ত স্বৈরাচারী। লো-র মেয়ের বর এর চেয়ে ভাল হওয়া উচিত।"

মেরীর সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন, বলতেন আমি আপনার স্বেচ্ছাসৈনিক। মেরীর অহংকারী স্বামীটির নেকনজরে পড়ার জন্যেও চেষ্টার ত্রুটী করেননি। যে লোকটা মেরীকে আক্রমণ করেছিল, স্মিডলই তাকে পাকড়াও করেছেন শুনে লো জামাইকে বল্লেন, "দেখ বাপু তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে—কিন্তু এই ছোকরা মেরীকে ভালবাসে তোমার চেয়েও বেশী।"

মেরী আর মেজরের বন্ধুত্বটা সম্প্রতি একটু খিঁচড়ে গেছে তা সেনেটর জানতেন না। নিভেলকে সহ্য করতে স্মিডল প্রস্তুত ছিলেন, যদিও ওকে তিনি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন: "একটা অপদার্থ, থিয়েটারী ঢংয়ের লোক—ফরাসীরা যা হয়।" যুদ্ধের সম্বন্ধে মতামত দিতে গিয়ে স্মিডল স্বীকার করতেন যে মিত্রপক্ষের চেয়ে শত্রুদেরই তাঁর ভাল লাগত। তিনি জার্মাণ শহরগুলোর শৃঙ্খলা আর পরিচ্ছন্নতার তারিফ করতেন, জার্মাণ সৈন্যদের সহ্যক্ষমতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, আর যখন জার্মাণ মেয়েদের বর্ণনা দিতেন তখন অতীতের কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত। ফ্রান্সের আবর্জনা, তার নীতিবোধের শৈথিল্য আর চপলতা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। "শাদা কাফ্রী" বলতেন তিনি ফরাসীদের। "আর শাদাই বা এমন কি—মার্সেইয়ের লোক আর কাফ্রীর মধ্যে তফাৎ করা শক্ত, ওরা সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে থাকে—না আছে ঐতিহ্য, না আছে শৃঙ্খলা, না আছে কিছু।" নিভেল যদিও কমিউনিস্টদের বাপান্ত করত, স্বীকার করত যে গোড়ার দিকে জার্মাণদের সঙ্গে ও সহযোগিতা করেছিল, তবু মেজর তার কথা বিশ্বাস করতেন না। ভাবতেন সেনেটরের জামাই বোধহয় কমিউনিস্ট দরদী। মেরীর মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তা অনেক দিন ইয়োরোপে থাকার ফলে, না ওর স্বামীর প্রভাবের ফলে—স্মিডল বুঝতে পারতেন না। কমিউনিস্ট সম্বন্ধে মেজরের ভয় দেখে মেরী ঠোঁট বাঁকাত। বলত—মন্দ হয় না—সব যদি ওলট পালট করে দেওয়া যায়, হোয়াইট হাউসের মসনদে 'সুর রিয়ালিস্টদের' এনে বসানো যায়, অবাধ বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা চালু করা যায়,

আর সময়ে অসময়ে ভগবানের দোহাই পাড়াটা যদি বন্ধ করা যায়—তাহলে মন্দ হয় না। মেরী ওঁকে ঠাট্টা করছে স্মিড্‌ল বুঝতেন—তবু গা জ্বলে যেত। লো-র মেয়ের কি এমন বিদ্রূপ সাজে, তাও আবার এই রকম সময়ে ?

তবু সহ্য হত, যদি না মেরী বারে বারে কালা আদমিদের দুরবস্থার কথাটা তুলত। ইয়োরোপ থেকে যত সব বিদঘুটে ধারণা নিয়ে এসেছে—স্মিড্‌ল মনে মনে বলতেন ; তাতে মেরীর আচরণের কারণ বোঝা যায় কিন্তু আচরণটা তো তাই বলে ঠিক প্রমাণ হয় না। ওর স্বভাবটাই বেয়াড়া ; নিষিদ্ধ একটা কিছু যদি ধরল তো আব্‌দেরে খুকীর মত ক্রমাগত তাই চালাবে। নিভেলের মন্তব্য সংযত, শুধু বলত যে আমেরিকার অনেক কিছু সে বুঝতে পারে না। কিন্তু মেরী একেবারে চীৎকার করে বলে উঠত—স্মিড্‌ল মনে হচ্ছে নীগ্রো সৈন্যদের আড়ালে গা বাঁচিয়েছিলেন। বলত—সমঝদারেরা সবাই, এমন কি পিকাসো-ও নীগ্রো ভাস্কর্যের প্রশংসা করেন ; বলত—নীগ্রোদের দেহসৌষ্ঠব চমৎকার। চটে উঠে মেজর একদিন ওকে বলেছিলেন : "আপনার যদি মেয়ে থাকত তো তাকে কালা আদমি বিয়ে করতে দিতেন ?" হেসে মেরী জবাব দিয়েছিল : "তাহলে তো মেয়ের ওপর আমার হিংসেই হত। নীগ্রো স্বামী যে চমৎকার হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

মেজর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, মেরীর কথাবার্তা বুঝি অন্য লোকের কানে পৌঁছায়। তাহলেই সেনেটরের ভবিষ্যত ফসা ; আর তার চেয়েও যা ভয়ের কথা, সেনেটরের পৃষ্ঠপোষক রূপে স্মিড্‌লের নামও ডুবে যাবে। কিন্তু ওর মতামত যদি ও কোনো কাফ্রীর কাছে বলে থাকে ? আজকাল কাফ্রীগুলোর বড় বাড় বেড়েছে। ওরা যখন গোরা মানুষদেরও (যুদ্ধে) হত্যা করতে পেল তখন অমন তো হবেই ; ওতে ওদের খিদেটাই তাতল। জার্মাণ ঠেঙ্গানোর পরে আমেরিকান ঠেঙ্গাতেও আটকাবে না। নানা মীটিংয়ে বক্তৃতা দিয়ে মেজর বল্লেন—রেডগুলো নীগ্রোদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে। একজন রুশ অফিসারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ইতিহাস বর্ণনা করলেন সেনেটরের কাছে : "লোকটা কি বল্ল ধারণাও করতে পারবেন না ! যা তা নয়, লোকটা মেজর, মেডেল পেয়েছে। আপনার আমার চেয়ে একটা কালা ড্রাইভারের দাম তার কাছে বেশী। কায়দাটা বুঝেছেন ? কালাগুলোকে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিতে চায়। তাহলেই ওরা ভাল ভাল ঘাঁটি পেয়ে

যাবে, মেক্সিকো উপসাগরের কোনো না কোনো জায়গায় সৈন্য নামাতে পারবে আর তারপর ধেয়ে আসবে উত্তরে। বলেন কি, এই কায়দার কথা ওয়াশিংটন টের পায়নি?…" নীগ্রোদের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, এই স্মিড্‌লের মত। আইন ও শৃঙ্খলার অনুগামী তিনি, তাই প্রবন্ধাবলীতে লিঞ্চিংয়ের (নীগ্রোদের বে-আইনী ভাবে পুড়িয়ে মারা বা খুন করা) বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। কিন্তু কু-ক্লু-ক্স ক্ল্যান যখন একজন নীগ্রোকে ফাঁসী দিল—সে চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্টকে অপমান করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল—তখন স্মিড্‌ল খুশীই হলেন—ব্যাটারা এবার হয়তো বুঝবে।

সারা প্রদেশে আলোড়ন তুল্ল যে ঘটনা, ঠিক তার আগে সেনেটর লো-র কাছ থেকে মেজর এক দীর্ঘ পত্র পেয়েছিলেন—ট্রানজকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। চিঠিতে পুনশ্চ দিয়ে সেনেটর তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেনঃ "মেরীর কথা ভুলো না। ওকে এখন বিধবা বল্লেই হয়—ট্রানজকের জন্যে নিভেল তো রাজধানীতে আটকে থাকে। হপ্তা তিনেকের মধ্যে মেরী এখানে আসবে, তারপর ওরা ইয়োরোপ রওনা হবে।" স্মিড্‌ল তখন খুব ব্যস্ত; পরদিন সন্ধ্যা হলে তবে মেরীকে দেখতে যাবার ফুরসৎ পেলেন। গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখলেন গেটের কাছে—তারপর সার বাঁধা আজালিয়া ঝাড়ের পাশে পাশে মোটরের রাস্তা ধরে হেঁটে বাড়ীর ভেতর চল্লেন। মেজাজটা খুশী ছিল, তাই ঠিক করলেন যে মেরীর হিংসুটে টিটকারীগুলো গায়ে মাখবেন না—ওর মনটা ভাল, তার ওপর লো-র মেয়ে। বাড়ীর কাছে এসে একেবারে চক্ষুস্থির! একটা প্রকাণ্ড নীগ্রো তেতালায় মেরীর ঘরের জানলা থেকে ঝুলে পড়ে বৃষ্টির পাইপ বয়ে নীচে নামছে। "থাম", বলে মেজর চীৎকার করে উঠলেন। নীগ্রোটা লাফিয়ে পড়েই দে-ছুট। কিন্তু চোট পেয়েছিল বোধহয়, তাই শোফারটা ওকে টপ করে ধরে ফেল্ল। দৌড়ে এল মালী আর ক'জন মজুর। ডালপালা ছাঁটাইয়ের ছুরির হাণ্ডল দিয়ে নীগ্রোটাকে এক ঘা কসিয়ে দিল শোফার। ভয়ে স্মিড্‌ল হতবাক। মেরী, তার পরণে একটা জাপানী কিমোনো, ছুটে বাইরে এল—মৃগী রোগীর মত চীৎকার করতে করতে—"ও কিছু নেয়নি! শুনছেন? ও চোর নয়!" মাথা স্থির করে নীরস স্বরে স্মিড্‌ল বল্লেন, "সে কথা আদালতে ঠিক হবে। আমার কর্তব্য আপনাকে রক্ষা করা, মিঃ লো-র ঘরবাড়ী রক্ষা করা।" মজুরদের হুকুম,

দিলেন আসামীকে যন্ত্রপাতির গুদামে বন্ধ করে রাখতে; উনি শহর থেকে পুলিশ পাঠিয়ে দেবেন, তারা এলে তাদের হাতে যেন দিয়ে দেয়।

অল্প পরেই রাত। পথের ধারে ধারে ফণি মনসার ঝোপগুলোকে হেড লাইটের আলোয় দেখাচ্ছিল যেন বিকট বিকট জীব সব দাঁড়িয়ে আছে, দলে দলে। তারপর হলুদ রংয়ের প্রকাণ্ড চাঁদ উঠল। স্মিড্‌ল স্থির হতে পারছিলেন না। মেয়েটার মনটা অবশ্য ভাল, কিন্তু মাথা ভর্তি পোকা। লো পরিবারের মেয়ে কিনা খুনীর পক্ষ সমর্থন করছে—কী লজ্জা!

জজ গিলমোরের বাড়ী—জজ সাহেব স্মিড্‌লকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। "এক গ্লাস হুইস্কি দিই?"

স্মিড্‌ল না করলেন; গলাটায় যেন খিল ধরেছে। উনি আসামীর ব্যাপারটা বর্ণনা করলেন। "কী সর্বনাশ!" বার বার বল্লেন জজ সাহেব। "সত্যি বলছি, এ যেন দুঃস্বপ্নের মত কাহিনী!"…নির্বাক হয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ বসে থাকলেন।

"ও হয়তো মেরীকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল, নয় কি?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন জজ সাহেব।

মেজর জবাব দিলেন না। মেরীর কিমোনোর ওপর আঁকা লালচে বকগুলো ওঁর চোখের সামনে কিলবিল করতে লাগল। কোথায় যেন একটা শিশু চেঁচিয়ে উঠল। জজ সাহেব হাসলেন:

"আমার রাঁধুনীর।…ও-ও নীগ্রো, কিন্তু একেবারে শান্তশিষ্ট। আর রাঁধে যা, চমৎকার।"

পর দিন প্রকাশ পেল যে নীগ্রোটার হাতে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। লোকটা কে তাও সহজেই স্থির করা গেল—যুদ্ধ থেকে ফেরার পর হতেই তো সে লো-র বাগিচায় কাজ করছে। দোষ অস্বীকার করে লোকটি বল্ল, "ভদ্র মহিলা আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।" ও জানলা থেকে লাফ দিল কেন জিজ্ঞাসা করাতে নীগ্রোটা বল্ল, "একটা গাড়ীর ভোঁ শুনে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

জজ গেলেন মেরীর সঙ্গে দেখা করতে। সে ওঁর সামনে আসতে চায়নি—জজ সাহেব ঘণ্টাখানেকেরও বেশী বসে। অবশেষে সে বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল চীৎকার:

"কোন্ অধিকারে আপনি আমায় জেরা করতে এসেছেন? আমি বাবার কাছে নালিশ করব। কি চান আপনি? একশো বার তো বলেছি—লোকটি চোর নয়, কিছু চুরি করেনি।"

জজ সাহেব ভ্যাবাচ্যাকা।

"আমাকে মাফ করবেন, ব্যাপারটা আপনাকে কতখানি আঘাত দিয়েছে তা বুঝছি। আমি তো জেরা করতে আসিনি, শুধু আমার বেদনা আর সহানুভূতি জানাতে এসেছি। বদমায়েসটা লুকিয়ে কেন আপনাদের বাড়ীতে ঢুকেছিল তা কিছুতেই বলছে না। বুঝতে পারছিনে ও ডাকাতি করতেই এসেছিল, না আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতে।···হয়তো আপনাকে খুন করার মতলবও ছিল।···"

বিকারগ্রস্ত রোগীর মত মেরী হঠাৎ হেসে উঠল।

"লোকটি যে আমার সঙ্গে প্রেম করে না, তাই বা কি করে বুঝলেন? না কি, আমার ও বয়স পার হয়ে গেছে মনে করেন?"

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জজ বেরিয়ে এলেন, মেজর স্মিড্‌লের কানে কানে বললেন: "মিসেস নিভেলের মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে মনে হয়। এমনিই উনি একটু খামখেয়ালী, তার ওপর এই চোট।···উনি একবার কাঁদছেন একবার হাসছেন, আবার আবোলতাবোল বকছেন।···বেরিয়ে আসতে পারলাম এই আশ্চর্য্য।"

"সে যা হোক, লোকটা কি ওঁকে খুন করতে গিয়েছিল?"—মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, কথাবার্ত্তাটাও মেরীর দিক থেকে ঘুরিয়ে দিলেন।

"না বোধহয়।···মোটের ওপর আমি ঠিকই ধরেছিলাম—বদমায়েসটা মিসেস নিভেলের ওপর অত্যাচার করতেই গিয়েছিল। উনি সে রকম ইঙ্গিতই দিলেন।···সেনেটর কি বলবেন ভেবে পাইনে।···খবরের কাগজ-ওলাদের বলা ভাল যে ও খুন করতে গিয়েছিল—সেটাই যেন ভাল শোনায়। ভয়ঙ্কর ব্যাপার, বুঝলেন, ভয়ঙ্কর। রাজ্যপালকে জিজ্ঞাসা করলে হত না? কি বলেন আপনি?"

মেজর চট করে জবাব দিলেন না; জজের কথা শুনে দমে গিয়েছিলেন তিনি। কিলবিল করা বকের ছবিটা মুহূর্ত্তের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল. দেখলেন যেন একটা প্রকাণ্ড, বীভৎস নীগ্রোর গলা জড়িয়ে রয়েছে মেরী।

কাক্রীটার কথা হয়তো কিছুটা সত্যি। ঐ মৃগীস্বভাব মেয়েটার তো কোনো গুণের ঘাট নেই। আসল কথা হল—ওকে চুপ করাতে হবে।

"ঠিক বলেছেন," বল্লেন মেজর, "ও মিসেস নিভেলকে আক্রমণ করেছিল—সেটাই সার কথা। বাকী তো খুঁটিনাটি মাত্র। কাগজগুলো এ নিয়ে খুব হৈ চৈ লাগাবে—অশ্লীল কাহিনীই ওদের পছন্দ। কিন্তু এ তো নাচওয়ালীর ব্যাপার নয়, সেনেটরের মেয়ে। ঠিক হোক, ভুল হোক..."

কথাটা স্মিড্‌ল শেষ করলেন না। হেসে বল্লেন জজ সাহেব:

"ঠিক হোক, ভুল হোক, প্রাণদণ্ডের ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে ওকে বসতেই হবে।"

নীগ্রো ডেভিড হ্যারিসন তখন পড়ে আছে কয়েদ ঘরে—কর্দ্দমাক্ত মেঝের ওপর। তার ঠোঁট কেটে গেছে, চোখ ফুলে গেছে। দরজার বাইরে দু'জন কারারক্ষী একঘেয়ে ভাবে বলে চলেছে: "দহলা, টেক্কা, টেক্কা, দহলা।" ডেভিড হ্যারিসনের মনটা শূন্য, ফাঁকা; ভয় বা বেদনা তখন আর তার মনে সাড়া জাগায় না। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল: জেনী ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, রেলপুলের পাশে। অমনি একটা প্রচণ্ড শিহরিত হাহাকারে জেলটা থরথর করে উঠল।

[৩]

লো ছিলেন অসম্ভব রকম একগুঁয়ে। এ বিষয়ে মেরীও বাপের ধাতই পেয়েছিল। ওর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত, ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত অনেক জিনিষই—তা সে একটা বই হোক, লোক হোক, কোনো নতুন ধরণের 'বাদ' (ইজ্‌ম) হোক, কিংবা একটা কোনো আমোদপ্রমোদই হোক; এগুলো ওর কাছে একেবারে বাতিক হয়ে দাঁড়াত। এগারো বছর ইয়োরোপে বাস করে ও দেখেছে অনেক কিছু, কিন্তু তবু শিশুর মত নির্ভেজাল রয়ে গেছে। ওর শিক্ষাটা চল্ল পেছন দিকে। যেসব জিনিষ ওর বন্ধুরা তারিফ করে যেমন, শিল্পের নানান সৃষ্টি আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা—ও শুধু সেগুলোই জানে। বিভিন্ন ভাবধারার সংগ্রামকে ও দেখত যেন ক্যালিডোস্কোপের মত—

ছবির পর ছবি, বর্ণোজ্জ্বল, পরিবর্তনশীল। বলতে পারা যায় যে ইয়োরোপ যেন ওকে পঙ্গু করে দিয়েছিল : ওকে শিখিয়েছিল কুরুচির প্রতি আতঙ্ক, কিন্তু সুরুচির বীজ বুনে দিতে পারেনি ; আমেরিকার বিরুদ্ধে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আদর্শ কি তা দেখিয়ে দেয়নি।

নিভেলকে ও প্রচণ্ড ভালবাসল। ওর ভালবাসার দাবী ছিল অত্যধিক—সেই ভালবাসায় নিভেলকে ডুবিয়ে দিল। নিভেলের প্রতিভায় ওর বিশ্বাস ছিল। লো-র টাকা পেয়ে নিভেল যে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা করতে পারছে তা ভেবে ও শিশুর মত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। ফ্লোরেণ্টাইন চামড়ায় বাঁধা কত সুন্দর সুন্দর খাতা ও চুপিচুপি নিভেলের ঘরে রেখে আসত, আর ঘণ্টাখানেক পরে জিজ্ঞাসা করত, "কিছু লিখলে নাকি?" নিভেল তার অতীতের অনেকখানিই ওর কাছ থেকে গোপন রেখেছিল ; বলেছিল যে জার্মাণীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারার জন্যেই ফ্রান্স ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। একদিন (ওরা চলে আসার অল্প আগে, জেনিভাতে) চুল কাটার সেলুনে বসে একটা কাগজ তুলে নিতেই হঠাৎ মেরী একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ; কাগজটায় লিখেছে যে, নিভেল('ভাল পদ্য-লেখক' বলে ওরা নিভেলের পরিচয় দিয়েছে) ফ্রান্সে জার্মাণ দখলদারীর সময় জার্মাণদের সঙ্গে সহযোগিতা করত ; পুলিশের ছাড়পত্র বিভাগে যখন ও পরিচালক ছিল তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশভক্তদের গেষ্ট্যাপোর হাতে ধরিয়ে দিত। স্তম্ভিত হয়ে মেরী ছুটে এল স্বামীর কাছে। একটি কথাও বলতে পারল না, নীরবে খবরের কাগজটা তার হাতে তুলে দিল। মুখ বিকৃত করে নিভেল বল্ল : "চোতা কাগজ—কমিউনিস্টদের। আক্রোশ ফলাচ্ছে। মিথ্যে কথা, কুৎসা রটনা, ইতর রাজনীতি।" মেরী সন্তুষ্ট হয়নি ; তখন নিভেলকে সবিস্তারে বোঝাতে হল যে, কমিউনিস্টদের ঘৃণা করলেও দেশভক্ত হওয়া যায়, ওর তো প্ল্যাণ্টার বাপ ছিল না কাজেই পুলিশ দপ্তরের চাকরী ছাড়তে পারেনি, ও কাউকে ধরিয়ে দেয়নি বরং অনেক বন্দীকে সাহায্য করেছে। আরও জানাল যে, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটা নিয়ে ও মাথাই ঘামায় না, কারণ "পল ভালেরীর দুটো লাইনের দাম সমস্ত রাজনীতির চেয়ে বেশী।" তখনও মেরী স্বামীকে বিশ্বাস করেছিল,

কিন্তু একটা বিস্বাদভাব রেখে গেল ঘটনাটা—ওর স্বামী যে পুলিশে কাজ করত আর সে কথা যে সবাই জানে এতে ও দুঃখ পেয়েছিল। তিন বছর পরে (যখন ওরা লো-র জমিদারীতে) একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় ও হঠাৎ বলে উঠেছিল, "ও হো হো, আমার সত্যিই মনে হয় তুমি ফরাসীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে—তোমার খালি বড় বড় কথা, কিন্তু উচিত-অনুচিতের ধারও ধার না।"

আমেরিকায় ফেরার পর তিন চার মাস মেরী তার স্বামীর পাশ থেকে নড়েনি: নিজের দেশে এসেও মনে হত যেন ও বাইরের লোক—তাই স্বামীকেই ভাবত একমাত্র বন্ধু। বুঝত যে তাতে স্বামী জ্বালাতন হন, কিন্তু কি করবে? তা সত্ত্বেও নিভেল অবশ্য ওকে পাশ কাটিয়ে যেত, কায়দা করে। কয়েকটা রাত বাইরে কাটিয়ে এসে বলত, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে দেরী হয়ে গেছে, কিংবা বলত—ওকে প্রেরণার সন্ধানে ফিরতে হয়, ও তো শুধু মেরীর স্বামী নয়, ও হল কবি। মেরী হিংসায় জ্বলত, অশ্রুবিকৃত মুখে ঘুরে বেড়াত, নিজেকে ধিক্কার দিত—আমি নির্বোধ, আমি সংকীর্ণমনা, আমি উন্মাদ। একবার এমনি ধারা হতাশার মুহূর্ত্তে ও গেল এক সুর-রিয়ালিষ্ট শিল্পীর সঙ্গে দেখা করতে—পারীতে তার সঙ্গে ওর পরিচয়। শিল্পী ওকে দেখাল তার নতুন ছবিগুলো: কফিনে শুয়ে মরা মানুষ পাইপ টানছে; আল্পস অঞ্চলের দু'টো গরু ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। তারপর দু'জনে মিলে খুব মদ খেল। "আপনার যাওয়ার সময় হয়নি?" শিল্পী শুধাল। হেসে উঠে মেরী কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করল। ঘরে ফিরল সকাল বেলা। প্রচুর মদ খাওয়া ধরল, জীবন চালাল উশৃঙ্খলভাবে। স্বামী ওকে ঠকাচ্ছে তা ও বুঝত, অবিচলভাবে ও-ও তার শোধ দিল একই ধরণে। ওরা আলাদা হয়ে গেল না কেন? সেনেটরই তার আসল কারণ। প্রকৃতই যদি মেরী কাউকে ভালবাসত তো সে তার বাপকে। ছেলেবেলায় মা মারা যাবার পর বাপই তাকে মানুষ করেছিলেন। বাপের সব কিছুই ও ভালবাসত—এমন কি তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতিও। তাঁর উচ্চাশা, রাজনীতির প্রতি তাঁর বিমুগ্ধ আগ্রহ—সে সব ও ক্ষমা করত। তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার—যা ওর কাছে মনে হত বিরস, এমন কি কখনো কখনো নীচ বলেও মনে হত—তাও ও ক্ষমা করত। তাঁর সঙ্গে কখনো তর্ক

করত না, নিজের খামখেয়ালি বা উদ্ভট প্রবৃত্তিগুলোর কথা কখনো তাঁর সামনে তুলত না। মিসিসিপিতে বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে ভাবটা ছিল বিরূপ—তাই বাপের ওপর সে-আঘাত হানার অধিকার তার নেই বলেই মনে করত মেরী। নিজেকে বোঝাত: বাপের পরামর্শ না নিয়েই পতি নির্বাচন করেছি আমি, এখন দাঁতে দাঁত চেপে হাসির ভাণে সহ্য করতে হবে।...একে এই দুঃখ, তার ওপর হুইস্কি আর হুল্লোড়ের রাত—সব মিলিয়ে ও অসুখে পড়ল। বাপ জেদ ধরলেন ওদের দক্ষিণে গিয়ে থাকতে হবে। মিসিসিপির ধারে ওঁর জমিদারীতে নিভেলর সঙ্গে ও কাটাল দেড় বছর। ঐ দিনগুলোই ছিল সব চেয়ে কঠোর। তাই ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল পারী যাওয়ার সম্ভাবনায়—সে সম্ভাবনার অর্থ স্বাধীনতা: সেখানে ও যা খুশী করতে পারবে, তাতে সেনেটরের নাম খারাপ হবার ভয় নেই। নিজেই স্বামীকে বল্ল, নতুন কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে ওয়াশিংটনে নিভেলের বিলিব্যবস্থা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও দক্ষিণেই থাকবে। নিভেলকে ও আর ভালবাসে না, তাই তাকে ছেড়ে থাকতেই ভাল লাগল—যদিও জমিদারীর জীবন ওকে ক্লান্ত করে তুলত। যে সব ক্ষণস্থায়ী বৈচিত্র্যের জন্যে ওর প্রকৃতি উন্মুখ হয়ে উঠত সে সব বৈচিত্র্যের সঙ্গী অবশ্য জ্যাকসনের মত এক-ঘোড়ার শহরেও মিলতে পারত—কিন্তু ও যে সেনেটরের মেয়ে। লো-র সুনামের কথা ওকে সব সময় মনে রাখতে হয়, তাই ওর আচরণ হল আদর্শ। চেষ্টা করল যে করে হোক সময়টা কাটিয়ে ফেলবে—প্রাউস্ট পড়ল, উদ্ভিদের বাগান সাজাল, দানধ্যান শুরু করল, বাগিচার নীগ্রো স্ত্রীলোকদের কাছে বিলোতে লাগল ছেলেপিলের কাপড় চোপড়, ওষুধ আর চকোলেট।

এই সূত্রেই ডেভিড হ্যারিসনের সঙ্গে ওর পরিচয়—সে থাকত বুড়ো প্লাওয়ারের ওখানে। প্লাওয়ারের নাতিনাতনীদের ভিটামিন খাওয়াত মেরী। এক রবিবার প্রার্থনার পর ওদের বাসায় গিয়ে দেখে সেখানে এক নীগ্রো তরুণ, একটি ছোট মেয়ের ছবি আঁকছে। ছবিটির ভাবব্যঞ্জনা আর অলঙ্কারহীন রেখা বেশ ভাল লাগল। ডেভিড জানাল সে ছবি আঁকতে ভালবাসে। অমনি পরের রবিবারে মেরী তার জন্যে নিয়ে এল পড়ুয়াদের রং এক বাক্স। তখনও নিভেল যায়নি—বায়ুগ্রস্ত স্ত্রীর এই আধুনিকতম মোহ নিয়ে সে খুব ঠাট্টা করেছিল। নীগ্রোটির সঙ্গে

মেরীর দেখাসাক্ষাৎ অব্যাহত থাকল—তাকে ও রং এনে দিত, বাঁধানো খাতা এনে দিত, বিখ্যাত শিল্পীদের জীবনবৃত্তান্ত এনে দিত। ডেভিড শুধু রবিবারই ছবি আঁকার কাজে সময় দিতে পারে, তবু সে বেশ উন্নতি করে চল্ল। মেরীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে ও এক বড় শিল্পীকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। ও প্রায়ই ডেভিডকে বলত, তার উত্তরে যাওয়া উচিত। "নিউ ইয়র্কে তোমার কদর বুঝবে। ওখানে নীগ্রো অভিনেতা আছে অনেক, তাদের একজনের সঙ্গে আমি একবার এক সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম। ওরা থাকে হার্লেমে, কিন্তু অভিনয় করে সর্ব্বত্র, আর কি তারিফটাই পায়! কোনো ভাল গ্যালারীতে তোমার চিত্র প্রদর্শনী খুলে দেওয়া যায়; আমি নিউ ইয়র্কে গিয়ে নিজেই তার ব্যবস্থা করে দেব।" ডেভিডের জবাবে কিন্তু হেরফের হত না, বলত, "আপনাকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু আমি তো যেতে পারব না।"

একবার নীগ্রোটির কাছ থেকে ফিরে আসার পর মেরী হঠাৎ হেসে উঠল: "আর কোনো সন্দেহ নেই, এই নীগ্রোটির সঙ্গে আমি প্রেমেই পড়ে গেছি।" ও স্বপ্ন দেখতে-লাগল গোপন মিলনের—কারণ এখন ওদের দেখা হয় শুধু প্রকাশ্য স্থানে, প্লাওয়ারের বাসায়; কখনো কখনো ডেভিড ওকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। ও ছটফট করতে লাগল, ওষুধ খেয়েও রাতের পর রাত ঘুমতে পারল না; স্বপ্নাবিষ্ট, বিষণ্ণ-চোখ ঐ নীগ্রোটির ভাবনা দিবারাত্র তাকে পাগল করে তুলতে লাগল। শুধু যদি ও একটী চুমু দেয়! সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলতে মেরী প্রস্তুত ছিল; ডেভিডের হাতে চাপ দিয়ে কানে কানে বলত: "আমি বুঝি পাগলই হয়ে যাব।" ডেভিড ছিল সশ্রদ্ধ, সংযতবাক, যেমন বরাবর; কখনো কখনো মুখ ফিরিয়ে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলত। দেখে মেরী ভাবত: ও-ও বোধহয় জ্বলছে।

"আজ সন্ধ্যায়," বল্ল মেরী, "আমার ওখানে এসে দেখা কোরো। খুব ভাল ভাল শিল্পীর ছবি দেখাব।"

"অসম্ভব," ডেভিড জবাব দিল।

"কেন? গেটের কাছে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, আমার ঝিটাকেও সরিয়ে দেব। যদি

মালীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো বলে দেব আমার টেবিলটা মেরামত করতে এসেছ—তুমি তো বলেছিলে ছুতোরের কাজ কর, না? তবে ভয় নেই, মালীর সঙ্গে দেখা হবে না···”

“অসম্ভব,” আবার বল্ল ডেভিড।

মেরী চটল, গালের ওপর ফুটে উঠল লাল লাল দাগ। আত্মবিস্মৃত হয়ে চীৎকার করল:

“যা বলা হচ্ছে তাই করবে, তর্ক করো না—তাতে তোমারই বিপদ। মালীর ভয়ে কাতর হচ্ছ, কিন্তু আমি তোমার আরও অনেক বেশী ক্ষতি করতে পারি, জান না?··”

ডেভিড এসেছিল। মেরী বাস্তবিকই ওকে ছবি দেখাতে শুরু করল। ওর চিত্র-সংগ্রহ ছিল নানা রকমের, এলোমেলো; সুর-রিয়ালিষ্ট ছবির পাশেই টাঙ্গানো রদ্যাঁর ছবি, আর মাতিসের আঁকা চমৎকার একটীর জড়-জীবনের আলেখ্য। ডেভিড ডুবে গেল সৌন্দর্যের আনন্দে; ইতস্ততঃ ভাব কাটিয়ে বলতে শুরু করল শিল্পের কথা। হঠাৎ মেরীর মাথায় এল যে ডেভিডের মধ্যে যা সে ভালবাসে তা হচ্ছে ওর ব্যগ্র, অনুসন্ধিৎসু মন, শিল্পের প্রতি ওর গভীর অনুরক্তি। মেরী বুঝতে পারল আলিঙ্গনের আকাঙ্খা সে ত্যাগ করতে পারে। চিত্তবিনোদনের উপায় তো সে অনায়াসে পেতে পারে পারীতেই, তারই মত কোনো অশান্ত আত্মার সাহচর্যে—কিন্তু ডেভিড শিল্পী, তাকে রক্ষা করতে হবে।

“তোমার বয়স কত?” সে জিজ্ঞাসা করল।

“পঁচিশ বছর।”

মেরী তার বয়সের কথা ভাঙ্গত না, কিন্তু এবার বল্ল:

“আর আমার তেতাল্লিশ, তোমার মায়ের বয়সী। শোনো ডেভিড, তুমি নিউ ইয়র্ক যেতে চাওনা কেন? টাকার ভাবনা করোনা, জল-রংয়ের ছবি আমি তোমাকে কিনে দেব। তুমি শিল্পী, এখানে থাকলে তোমার জীবনটা নষ্ট হবে।”

একটা মোটরের ভোঁ বাজল। মেরী চাইল বাইরের দিকে।

“স্মিড্‌ল!”

তখন ডেভিড জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

[৪]

জেনী ডেভিডের জন্যে রেলপুলের ধারে অপেক্ষা করেনি, দাবানলের মত ভয়ঙ্কর খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা নীগ্রো এলাকায়। "এ কাজ স্মিড্‌লের," বল্ল বুড়ো নীগ্রোরা। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়েরা ছেলেপিলেদের আরও কাছে টেনে আনল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা। জানলায় জানলায় আলো নিভে গেল, বাড়ীগুলো এক এক করে অন্ধকারে ডুব দিল, আর মৃত পল্লীর অন্ধকার পথে পথে ধূলোর ঘূর্ণী উড়িয়ে একটা ঝলসানো হাওয়া মাতামাতি করতে লাগল।

জেনী একটা লালচে ব্লাউস সেলাই করছিল, এমন সময় ছুটে এল তার ভাই। রুদ্ধশ্বাসে সে উচ্চারণ করল শুধু একটি শব্দ, "ডেভিড।" জেনীর আর বুঝতে বাকী রইল না।

এক বছর আগে এম্‌নি একটা গুমোট সন্ধ্যা, ওরা যাচ্ছিল বনটার দিকে। ওদের পরিচয় বহু দিনের, কিন্তু ঐ সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পরে তবেই ওরা বুঝল যে এর আগে ওদের পরিচয়ই হয়নি। গন্ধবহ বন—শ্যাওলা আর বিস্মৃত বসন্ত আর আনন্দের গন্ধ। গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে রয়েছে লিয়ানা লতাগুলি। ছোট্ট পোড়ো বাড়ীটার গায়ে বেড়ে উঠেছে একজোড়া ফণী-মনসা, প্রেমপূর্ণভাবে ওরা যেন প্রণয়ীযুগলকে অনুকরণ করছে। ডেভিডই কথাটা বলেছিল প্রথমে, আর পরে জেনী কথাগুলো মনে আনার জন্যে কত চেষ্টা করেছে, কিন্তু মনে আসেনি। মনে হয়েছিল যেন ডেভিডের সুদীর্ঘ আত্মকথা। কিংবা ডেভিড হয়তো শুধু জেনীর নামটাই উচ্চারণ করেছিল—আর বাকী কথা বলে দিয়েছিল বনের তরুসারি আর বিহঙ্গকুল, বাকী কথা বুঝি ভাষা পেয়েছিল হাতে হাতে, অধরে অধরে।

ফেরার পথে চোখ তুলে চেয়ে জেনী কেঁপে উঠেছিল। "কি হল?" জিজ্ঞাসা করল ডেভিড। ও উত্তর দেয়নি, চলতেই পারছিল না। তারপর থেমে মৃদু শব্দে বল্ল, "আমার ভয় করে।" ওর ভয় দূর করতে ডেভিড চেষ্টা করেছিল, বলেছিল যে ওদের গোপন কথাটা কেউ জানবে না। ও ঘাড় নাড়ল। লোকের রটনা তো ওর ভয়ের কারণ নয় তা বলবে কি ক'রে ডেভিডকে? কালো আকাশের দিকে চেয়ে ও দেখেছিল একটা বড়,

সবুজ তারা। এমন তারা ও কখনো দেখেনি—সারা আকাশের মধ্যে ওটা নিঃসঙ্গ, আশাহীন, ভাগ্যহত। জেনী ভাবল, "আমাদের ভালোবাসারই মতো……"

সৌভাগ্যের তারা আছে একটা। তারই কথা গান করে না গীর্জায়? ক্লান্ত মেষপালকদের বন্ধু সে তারাটি; আর তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন জুয়ার আড্ডার মধ্যে হতাশা যখন পা ফেলে চলে তখন জুয়াড়ীরা ঐ তারারই দোহাই মানে। যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় ডেভিড নিয়ে এসেছিল একটা ছোট্ট লাল তারা—একজন রুশিয়ান ওকে দিয়েছিল। সবাইকে তারাটা দেখিয়ে সে বলেছিল, "এটা সৌভাগ্যের তারা।" আর জেনী যে তারা দেখল সেটা অন্য রকম—সেটা দেয় দুর্ভাগ্যের আভাস। ছ' মাস পরে জেনী ডেভিডকে বল্ল:

"আমার কুসংস্কার নেই, বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। অলৌকিক লক্ষণ আমি বিশ্বাস করিনে, তবু যখন ঐ তারাটা দেখলাম বুঝলাম যে দুর্ভাগ্য আসছে। তা বলে ভেবোনা আমি অনুতপ্ত। বড় সুখী আমি! যখন তুমি চুমু দাও তখন ভাবি পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কে? কিন্তু তখন বুঝেছিলাম আমাদের সুখ কেড়ে নেবে। তারাটা কত সবুজ, কী বিষাদময় যদি দেখতে পেতে…"

তিক্ত হাসি হেসেছিল ডেভিড।

"নীগ্রোদের কপালে সুখ হল, কখনো শুনেছ জেনী?"

হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেল—রবিবার রবিবার ওদের দেখা হত। দিনগুলো ছুটত—সোম, মঙ্গল, বুধ…। জেনী সেলাই করত; ডেভিড করত ছুতোরগিরি, আর তুলো তুলত, লরী চালাত। জেনী ব্লাউস তৈরী করত—রক্তাভ আর নীল, ভায়োলেট ফুল আর ডালিম ফুলের রং; মেজর স্মিড্‌ল বিদেশে; সবুজ তারাটা উঠেছিল শুধু ঝাপসা হয়ে আসার জন্যে, ভেঙ্গে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্যে।

"তুমি অত খেটোনা জেনী।"

"কেন? আমার গায়ে জোর আছে। হাত দুটো দেখ।"

"জানিনে। কিন্তু আমার চোখে মনে হয় তুমি দুর্ব্বল—না ঠিক দুর্বল নয়, ঠুনকো!"

মাথাটা জেনী ঘুরিয়ে নিল—সবুজ তারাটার কথা ভাবতে ভাবতে—তারপর ওকে চুম্বন করল, বার বার…

জেনী গান গাইতে ভালবাসত। ও গাইত ভালবাসার গান, মেঘের ওপর ছোট্ট ছেলেটির গান, জোড়া ফুলের গান, আরও কত গান। ডেভিড একবার ঠাট্টা করে বলেছিল :

"সবুজ তারাটার গান গাওনা কেন ?"

জবাব দেয়নি জেনী। ওরা তারপর অন্য কথা বলতে আরম্ভ করেছে—হঠাৎ জেনী সুর করে গেয়ে উঠল :

কী আশ্চর্য্য ফল ফলে দখিণের গাছে,
পাতা আর শেকড়েতে রক্ত লেগে আছে।
দখিণা হাওয়াতে ভাই কি বা যেন দোলে,
পপ্‌লার ডাল থেকে আশ্চর্য ফল ঝোলে।

"এ গান তো চার্লির ওপর," ডেভিড বল্ল। "বেলজিয়ামে লড়াইয়ের সময় আমাদের ক্যাপ্টেন কি রকম ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ে। কুঁকড়ে শুঁকড়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে লোকটা চীৎকার করতে লাগল, 'ফসা, সব ফসা !' ব্যাটা একেবারে কাপড়ে চোপড়ে, মাইরি বলছি। জার্মাণীদের তো আমরা হটিয়ে দিয়েছিলাম অনেক আগেই, কিন্তু ও বিশ্বাসই করে না। ওর মাদুলি ছিল একটা ছোট্ট পুতুল—ওখানে বসে বসে ব্যাটা খালি সেটার পায়েই মাথা ঠুকতে লাগল। ব্যাপার স্যাপার দেখে সকলে হেসেই কুটপাট—সত্যি বলছি, ঈশ্বরের দিব্যি। হ্যাঁ, আমাদের দিয়ে যখন ওদের দরকার ছিল তখন এম্‌নিই। তারপর চার্লিকে গাছের ওপর লটকে দিল কে? ফ্র্যাঙ্ক। ও যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিল, সবাই জানে; ও, আর আর দুটো অপদার্থ শাদা-চামড়া, নোংরা, ভীতু। চিনি তো দুটোকেই—সারা যুদ্ধটাই কাটিয়েছে হাসপাতালে হাসপাতালে।

"আমি একটা লরী চালাচ্ছিলাম। খেয়াঘাটে দেখা হল রুশিয়ানদের সঙ্গে। না না, ওরা দাড়ি রাখে না, ও কথাটা সত্যি নয়—আর ওরা লোক অতি-চমৎকার। আমাদের সঙ্গে ছিল তিনটে গোরা। দেখবামাত্র ওরা তো রুশিয়ানদের ছেঁকে ধরল—ওদের কাছ থেকে আদায় করল

কত কি—বোতাম, অটোগ্রাফ, স্মৃতিচিহ্ন। আমি আর চার্লি আছি এক পাশে; হঠাৎ একজন রুশিয়ান চলে এল আমাদের কাছে। লোকটা কে জান? একজন কর্ণেল। তিনি আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন—সবাইয়ের সামনে। কথাও বল্লেন; তার মানে বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু মনে হয় ভাল কথাই বলেছিলেন, কারণ ওঁর মুখটি ছিল হাসিহাসি। হ্যাঁ, উনি চার্লির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। চার্লি মেডেল পেয়েছিল, আমার মত। কিন্তু ওর চেয়ে আমার বরাত ভাল। আমি সশরীরে ফিরতে পারলাম, কিন্তু চার্লির হাতটা গেল। ফ্র্যাঙ্ককে জানি, ও যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিল, আর চার্লিকে গাছে লটকিয়েছিল। না, জেনী, ওদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না।"

"উত্তরে তোমার যাওয়া চাই-ই। নিউ ইয়র্কে গেলে আর কোনো অসুবিধা থাকবে না। রুশিয়ায় হয়তো আরও ভাল। জানি না কেমন, তবে অত দূর, ওখানে কোনো দিন পৌছতেই পারবে না। কিন্তু নিউ ইয়র্ক যেতে পারবে ঠিক। টিকিটের পয়সা আমি জমিয়ে তুলব। যেতেই হবে তোমাকে।"

"না জেনী, আমি যাব না। তোমাকে পেয়েই খোয়াব, এই কি তুমি বল? প্রায়ই মনে পড়ে তোমায় খুঁজে পেয়েছি কত কষ্টে। একটা দ্বীপ কি একটা তারা খুঁজে বার করাও তার চেয়ে অনেক সহজ—ওগুলো যে হিসেবে ধরা যায়। কিন্তু ভালবাসার হিসেব কোথায়? হয় এল, নয়তো এল না—এমনি ভালবাসা। আমি সুখ খুঁজে পেয়েছি জেনী।"

"কিন্তু, ডেভিড, সুখ যে বড্ড ঠুনকো..."

"মিসিসিপিতে গোরাদের চেয়ে আমরা সংখ্যায় বেশী। নীগ্রোরা যদি নিজেদের কথাটা বুঝত তাহলে ভাবনা থাকত না। কালই আমি ওদের বলছিলাম, 'তোমরা মাথা খাটাতে চাও না কেন বাপু? যুদ্ধ থেকে যারা দৌড় মেরেছিল তারাই লটকে দিল চার্লিকে, আর রুশিয়ান কর্ণেল হাত মেলালেন চার্লির সঙ্গে।' ওরা দাঁড়াল না জেনী, ওরা ভাবতে ভয় পায়। প্লাওয়ার বুড়ো কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, 'মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের দয়া বেশী, তাই ভাবি কালা আদমিদের স্বর্গটা বোধহয় গোরাদের স্বর্গের চেয়ে খারাপ হবে না।' দেখলে তো, উনি ভাবেন ঈশ্বরের দুটো

স্বর্গ—সেনেটর লো আর নীগ্রো প্লাওয়ারের আকাশ যেন তফাৎ তফাৎ। তাই তো বলি, ওরা ভাবতেও ভয় পায়…”

“আমিও ভয় পাই, ডেভিড। তুমি যখন এম্‌নি কথা বল তখন আনন্দে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে, আবার ভয়ও লাগে। ভয় হয় কেউ বুঝি তোমার কথা শুনে ফেলবে…”

“কে শুনবে ? দেবতারা ?”

“না, স্মিড্‌ল।”

মেরীর আসার কথা ডেভিড যখন প্রথম জানাল তখন জেনী অস্থির হয়ে উঠল। ডেভিড যে ছবি আঁকে তা অবশ্য ভালই ; ও ছবি আঁকতে পারে সে কথা এ' গোরা মেয়েটাকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে। আমি তো কত দিন আগেই বলেছি—কিন্তু ও ভেবেছে যে ভালবাসি বলেই ও কথা বলছি। ওর নিউ ইয়র্কই যাওয়া উচিত। কিন্তু সেনেটরের মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়—এ সব ব্যাপারের ফল ভাল হয় না।

“ওঁর সঙ্গে আর কি দেখা করেছিলে, ডেভিড ?”

“উনি আজ আবার এসেছিলেন। রং এনে দিয়েছেন।”

জেনী বুঝল : ডেভিডের চোখে লেগে গেছে এই গোরা মেয়েটা। মেয়েটা হয়তো খুব চালাক, হয়তো দুনিয়ার চারিদিকে অনেক ঘুরেছে। জেনীর হিংসে হল ; এমন কি ডেভিডের সঙ্গে গোপন মিলনের জায়গায় পর্যন্ত যাবে না ভাবল, কিন্তু পরে আবার মত বদলে ছুটে গেল। ডেভিড ওকে বাহুতে জড়িয়ে ধরলে ও জিজ্ঞাসা করল :

“ধরছ কেন ? তোমার তো এখন আরও লোক আছে…”

ডেভিড হাসল।

“ওকে নামাব কি করে ভেবে পাইনে। বলেছিলাম আপনি প্লাওয়ারদের এখানে আসবেন না, শুনে চটে আগুন হয়ে গেলেন।”

“উনি চটেন তা তুমি চাও না ? তাহলে ওঁকে ভালই বাস…”

“ভালবাসিনে, ভয় পাই—এই হল আসল কথা। তুমি যদি দেখতে তাহলেই বুঝতে ! উনি যে কি করে বসেন কিছু বলা যায় না।”

একটা অস্বাভাবিক সময়ে ও জেনীর কাছে ছুটে এল। ও তখন অপ্রকৃতিস্থ।

"ভদ্র মহিলার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জান এবার কি ধরেছে? আজ সন্ধ্যায় আমাকে ওর বাড়ী যেতে বলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেনেটরের বাড়ীতে। তা কিছুতেই হয় না, আমি বল্লাম, কিন্তু ও চেচিয়ে বকতে লাগল। ভয় দেখাল আমাকে, বল্ল নিজের কথা মত কাজ করাবেই।"

"যেও না, তুমি কিছুতেই যেও না ডেভিড। ওরা ফাদ পেতেছে, তোমাকে মেরে ফেলবে।"

"না গেলে ও শোধ নেবে। মুশকিলটা হচ্ছে যে ও প্রেমে পড়ে গেছে, বুঝেছ? নিজেই আমাকে বল্ল। আমার পেছনে স্মিডলকে লেলিয়ে দিতে পারে।"

"তুমি পালাও, উত্তরে চলে যাও। কাল। আজই।"

"বাজে কথা বোলো না। তোমাকে না নিয়ে কোথাও যাব না। দুটো টিকিটের মত টাকা আমাদের তুলতে হবে। একলা গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না—পষ্ট কথা। ওর ওখেনে গেলে ওকে সোজা বলে দেব···"

"ওখেনে যেওনা, দোহাই তোমার যেওনা ··"

"কাল পুলের ধারে, লক্ষীটি। কেমন? আমি তোমায় ভালবাসি জেনী।"

ও চলে গেলে জেনী তার চীনা মাটির তৈরী টাকার কৌটাটা ভেঙ্গে পুঁজি বার করল; ওতে ছিল একটা সোনার হৃৎপিণ্ড আর তার ওপর দুটো ঘুঘু। ডেভিডের টিকিটের জন্যে বসন্তকাল থেকেই টাকা জমিয়ে আসছে জেনী। আনি, দু'য়ানি, পয়সা সব ও গুণল: এতেই হবে মনে হচ্ছে। আমি ওকে যেতে রাজী করাবই। কাল ওর কথা দিতে হবে যে ও যাবেই। বনের মধ্যে, আমাদের সেই প্রিয় জায়গাটাতেই দু'জনে দু'জনের কাছে বিদায় নেব।

ও একটা লালচে ব্লাউস সেলাই করল, নিজের জন্যে এবার—নিজেকে সুন্দর, পরিপাটি দেখাক তাই চেয়েছিল—যাতে বিদায়কালে ডেভিডের মনে তারই ছাপ থেকে যায়। আর ওর উদ্বেগ ছিল না, আর ও কাঁদেনি, সবুজ তারার কথা ভাবেনি; ও জানত যে কাল ওদের ছড়াছড়ি হবে। সম্ভবত ডেভিড বলবে: "শীগ্‌গিরই ফিরে আসব"—যাবার সময় ওরা সবাই অমনি বলে। কিন্তু নীগ্রো মানুষ কি আর উত্তরে গেলে ফেরে? নিউ ইয়র্কেই ও

বিয়ে করবে; আলো-ঝলমল, চওড়া রাস্তা ধরে সিনেমায় যাবে—ওর বৌকে নিয়ে। যখন জেনীর কথা মনে পড়বে তখন হয়তো দুঃখ পাবে, মুহূর্তের জন্যে।

লাল ব্লাউসটা সেলাই করা শেষ হয়নি, এমন সময় ওর ভাই ছুটে এল। ও চীৎকার করে ওঠেনি, চাপা কান্নাও কাঁদেনি; নীরবে বাইরে চলে গিয়েছিল। গভীর অন্ধকার রাত। দমকা হাওয়ার ধাক্কায় গরম ধূলোগুলো মুখে এসে লাগছে। ও বসে পড়ল মাটির ওপর। নেই আলো, নেই তারা—নেই, নেই। মাটিতে মুখ গুঁজে মৃদু স্বরে ও ডাকল: "ডেভিড!"

[৫]

প্রকৃতিস্থ হতে মেরীর দু'দিন লেগেছিল। নিভেলকে টেলিফোন করার পর মেজর স্মিডল্ ওর কাছে গেলেন—ও কবে যেতে চায় জানার জন্যে। মাথা ধরার ওজর দিয়ে ও কথাই বল্ল না তাঁর সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক পরে মোটর হাঁকিয়ে মেরী শহরে গেল, নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তিনি কিন্তু আশ্চর্য্যের ভাব দেখালেন না। অত্যন্ত অমায়িকভাবে বল্লেন যে ওর স্নায়বিক অবস্থাটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল, বুঝতে পারেননি বলে বিশেষ দুঃখিত; যাই হোক হপ্তাখানেকের মধ্যে ব্যাপারটা চুকে যাবে। বাধা দিয়ে মেরী বল্ল:

"ছেলেটি যে উঁচু দরের শিল্পী সে কথা আপনাকে বলা বৃথা—শিল্পের তো আপনি থোড়াই পরোয়া করেন। কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি, জেনে রাখুন—কোর্টে আমি বলব যে আমিই ওকে বাড়ীতে ডেকে এনেছিলাম। বুঝতে পারছেন?"

মেজর হাসলেন:

"কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। ওকে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে স্বচক্ষে দেখিনি? ওর মতলব যদি ভাল হত তাহলে কখনই চোর ডাকাতের মত চলত না।"

"তাহলে আমি বলব—"

ও উঠে দাঁড়াল। গভীর আরক্ত মুখে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

"আমি বলব যে ওকে আমি ভালবাসি। কথাটাকে আপনি হাস্যকর মনে করুন, কি গর্হিত মনে করুন—যাই মনে করুন তাতে আমার বয়ে যাবে।"

ও ভেবেছিল স্মিড্‌ল স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, কিংবা বকুনি লাগাবেন, নয়তো ওকে লজ্জা দেবেন। কিন্তু উনি খুব ধীরভাবে বল্লেন:

"ধরুন আপনি তাই বল্লেন। তাতে কাফ্রীটাকে বাঁচাতে পারবেন না। বরং উল্টো।... নিশ্চিত জেনে রাখুন, ওকে তখনি হাতের কাছে যে গাছ পাবে তাতেই লটকে দেবে, নয়তো পুড়িয়ে মারবে—এখানে ঐ ধরণের ব্যাপারে ক্ষমা নেই। ব্যক্তিগতভাবে আপনার কি হবে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে—সে আপনার ব্যাপার। কিন্তু আপনার বাপের ওপর কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবেছেন কি? তাঁর সর্বনাশ করতে চান? ওয়াশিংটনে তিনি এখন মান্যগণ্য লোক, আমেরিকার গর্ব। একটা নীগ্রোর সঙ্গে আপনি থেকেছেন এ কথা যদি স্বীকার করেন, তাহলে সেনেটর হবেন সবার হাসির পাত্র, ওঁকে তাড়িয়ে ছাড়বে। মিঃ লো-কে তো জানি; এ অপমান তিনি কিছুতেই সামলে উঠতে পারবেন না।"

মেরী বুঝতে পারল যে স্মিড্‌লের কথাটা ঠিক। প্রচণ্ড ক্রোধ আর অক্ষমতা আর অপমানের অশ্রুজলে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। উঠে বেরুতে যাচ্ছিল, আবার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্ল:

"অধমেরও অধম আপনি। এর শেষ কোথায় জানি না, কিন্তু যেখানেই শেষ হোক আপনাকে ঘৃণা করব চির জীবন ধ'রে, হ্যাঁ, চির জীবন ধ'রে।"

অবিচলিত স্মিতহাস্যে তিনি বল্লেন:

"মিসেস নিভেল, আপনার হৃদয়াবেগের কথা যেদিন আমাকে জানিয়েছিলেন, তা আমার সুন্দর মনে আছে। সেবার বলেছিলাম—আমি আপনার প্রেমের যোগ্য নই। সামান্য একজন সাধারণ মানুষ আমি, কবি নই, শিল্পীও নই—শুধু আপনার পিতৃবন্ধু, ব্যস। আর এবার আমাকে বলতে দিন—আমি আপনার ঘৃণারও যোগ্য নই।"

পরদিন মেরী গেল উকীল ক্লার্ক সাহেবের কাছে—ডেভিডের পক্ষ সমর্থনের জন্যে তিনিই নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্থানীয়ভাবে তিনি 'রেড' বলেই পরিচিত: তিনি স্বেচ্ছায় নীগ্রোদের পক্ষ সমর্থন করতেন। তাছাড়া

মেজর স্মিড্‌লকেও তিনি তারিফ করতে পারতেন না বলে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে বিরক্তির পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ওপর আবার রোটারি ক্লাবের এক ভোজসভায় তিনি অবিবেচকভাবে বলে ফেলেছিলেন যে তাঁর মতে "রুশিয়ানরা শান্তি চায়।" ওর পর প্রায় পঞ্চাশখানা বেনামী চিঠি এসেছিল তাঁর নামে: তাঁকে বলা হয়েছিল—দেশ ছেড়ে চলে যাও; কেউ বলেছিল মস্কো যাও, কেউ বলেছিল নিউইয়র্ক, কেউ বা সাইবেরিয়া।

ক্লার্কের কাছে গিয়ে ডেভিডের ব্যাপারটাকে মেরী "দুঃখজনক ভুল বোঝাবুঝি" বলে অভিহিত করল এবং সেটা তাঁকে বোঝাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। বল্ল যে ও (মেরী) "একটা বোকামি করে ফেলেছিল"—একজন নীগ্রো, যে নাকি প্রতিভাশালী শিল্পী, তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল। সে অবিশ্যি রাজি হচ্ছিল না, তবুও জেদ করে এনেছিল। মেজর স্মিড্‌লকে গাড়ী করে আসতে দেখে নীগ্রোটিও "বোকামি করল"—জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

"এখন কি করা?" ও জিজ্ঞাসা করল।

উকীল সাহেব চট করে জবাব দিলেন না: বোঝা গেল যে ব্যাপারটা তিনি মনের মধ্যে নেড়ে চেড়ে দেখছেন, আর চারপাশে ছড়াচ্ছেন সিগ্রেটের ধোঁয়া ও ছাই। অবশেষে তিনি বল্লেন:

"ওকে স্বীকার করতে হবে যে আপনার ওখানে চুরি করতে গিয়েছিল। বাঁচবার পক্ষে এটাই সব চেয়ে ভাল পথ।"

মেরী ক্ষেপে উঠল; বলতে লাগল ডেভিডের প্রতিভার কথা, তার নম্রতার কথা—কি ভাবে সে ওর কাছ থেকে রং-ও নিতে চায়নি—আবার বোঝাল যে দোষ যদি কারও হয়ে থাকে তো সে মেরীর। নির্দোষ লোককে জেলে পাঠাবে? দেখব কি করে পাঠায়! কোর্টে ও সাক্ষী দিতে প্রস্তুত—বলবে যে জোর করে নীগ্রোটিকে বাড়ীতে টেনে এনেছিল।

উকীল মাথা নাড়লেন।

"তাতে লোকে বড় জোর ভাববে যে আপনার মাথা খারাপ। আপনি যত জেদ ধরবেন, আমার মক্কেলের কেস ততই খারাপ হবে। আপনি কোর্টের ধারে কাছেও যাবেন না—তাতেই সব চেয়ে উপকার। আমি ওকে রাজি

করাতে চেষ্টা করব। আপনার তো ঘড়ি ছিল, আংটি ছিল! ও বলবে যে অভাবের তাড়নায় এমনি করেছে। অবশ্য দয়ার আশা নেই বল্লেই হয়, তবু যা বল্লাম, এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। সরকারী উকীল মনে করেন যে ও আপনাকে খুন করতে গিয়েছিল, জজও তাই মনে করেন। জেলটা তামাশা নয় সত্যি, কিন্তু ইলেকট্রিক চেয়ারের চেয়ে তো ভাল।"

মেরী আবার ক্ষেপে গেল।

"ওরা খুনের কথা বলে কোন্ সাহসে? ওদের স্মিড্লই শিখিয়েছে—নিশ্চয়। ওদের জাহান্নমের রাজনীতির জন্যে একটা নির্দোষ লোকের, একটা শিল্পীর সর্বনাশ করতেও বাধে না? এ আমি সইব না! আমি বলব যে আমি হ্যারিসনকে ভালবেসেছিলাম—তাতেই বা দোষ কি? এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—ও কিন্তু আমার জন্যে মোটেই কেয়ার করত না—বুঝেছেন? আমি যদি আদালতে এ কথা জানাই তাহলে ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

ক্লার্ক আবার মাথা নাড়লেন:

"আপনাকে কুকুরের মত তাড়াবে—শাদা চামড়ার আইন ভাঙ্গছেন আপনি। হয়তো তাড়াবে না—হাজার হলেও আপনি সেনেটরের মেয়ে। ওরা বলবে—ঘটনাটার ধাক্কায় আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—তারপর পাগলা গারদে সরিয়ে দেবে।"

"কিন্তু ওকে তো ছেড়ে দেবে?"

"মরে গেলেও না। তা ছাড়া খালাস পাক তা তো আমরা চাইনে। তার চেয়ে ইলেকট্রিক চেয়ারও ভাল। ওরা যদি আপনার কাছে শোনে যে আপনি নীগ্রোকে ভালবেসেছিলেন, তাহলে ওকে জেল থেকে টেনে বের করে এনে পুড়িয়ে মারবে।"

"আপনার কথাও স্মিড্লের মতই।···নির্দোস মানুষকে বাঁচানো যায় না তা আমি কিছুতেই মানব না! তাহলে বিচার কিসের জন্যে? কিছুই বুঝিনে······"

ক্লার্ক বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। প্রায় ষাট বছরের দীর্ঘ, শীর্ণ মানুষটী; ধূসর, প্রলম্বিত ভ্রূ-জোড়া মুখের চেহারাটা অপ্রীতিকর করে তুলেছে; যখন মৃদু হাসি হাসেন শুধু তখনই মানুষটির ভেতরকার আন্তরিকতা আর সহৃদয়তা চোখে পড়ে।

"আপনি বড্ড বেশী দিন বাইরে কাটিয়েছেন। আমেরিকার অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন।...মাঝে মাঝে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—কোথায় আছি, পাগলা গারদে? আমাদের এ প্রদেশটা ঐ রকমই। এই যে, পড়ে দেখুন, এটা এখুনি পেলাম।"

মেরীর হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন। "ওরে ব্যাটা রেড বাঁদর! ভেবেছিস পার পেয়ে যাবি? নীগ্রো হারামজাদাদের আর বাঁচাতে হবে না, এখন আপনার জান বাঁচা, সরে পড়্। জ্যাকসনে আমরা একটাও কমিউনিস্ট রাখব না। রুশিয়ানদের কাছ থেকে ছ'হাজার ডলার খেয়ে যা নয় তাই করছিস! তোদের শান্তি আমরা চাইনে। রুশিয়ানদের বোমা থেকে বাঁচাতে পারবিনে, বলে দিচ্ছি। আর তুই? একটা ছোট্ট বুলেটেই তোকে ঠাণ্ডা করে দেব, বুঝলি?" নাম সইয়ের জায়গায় লেখা ছিল: "ভাল ভাল আমেরিকান।"

"জানোয়ার!" মেরী বল্ল। "লিখেছে কে? স্মিড্‌ল?"

"জানিনে। এ রকম অনেক আছে। নির্দোষী নীগ্রো কেন সাজা পাবে তা আপনি বুঝে উঠতে পারেন না, কিন্তু এটা বুঝতে পারেন? আমার দিকে চেয়ে দেখুন—কমিউনিস্ট মনে হয় কি? আমি গির্জায় যাই। আমার ঘর আছে।একটি মেয়ে আছে। আরে, আমি নিজেই তো কমিউনিজমের ভয়ে ডরাই। রুশিয়ানদের কাছ থেকে ছ'হাজার ডলার! জীবনে একটা রুশিয়ান দেখিনি—অবিশ্যি সার্কাস দলের সঙ্গে যে কসাকগুলো এসেছিল তারা ছাড়া, কিন্তু তারা তো রেড নয়। শান্তি চাওয়া কি পাপ, আপনিই বলুন! ফ্রেডের কথা আপনার মনে আছে তো? কী ভাল ছেলে, কত চালাক...সন্তান হারানোর দুঃখ কি তা বুঝেছি। রুশিয়ানরা তো অনেক দূরে, তাদের কথা ভাবছি না। ভাবছি ফ্রেডের বন্ধুদের মরতে হবে কেন? ওরা আমার দেওয়ালে লিখে দিয়েছিল: "নীগ্রো-সমর্থক ধ্বংস হোক!" কিন্তু আমি উকীল। নীগ্রোর মামলায় কাউকে না কাউকে তো দাঁড়াতে হবে! নীগ্রোদের আমি ভালবাসি ভাবছেন? মোটেই না। আমার কাছে ওরা হল, মানে...ছেলেমানুষ, এখনো বড় হয়নি। কিন্তু ন্যায় বিচারের পক্ষে আমি। আমাদের প্রদেশে লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী ওরা। ওদের সবাইকে কি ফাঁসি দেবেন? এ লোকগুলো বলে তারা 'ভাল আরেরিকান'—কিন্তু তা নয়—আমি বলব এরা খারাপ আমেরিকান, এরা আমাদের বিপদে ফেলবে, ভয়ঙ্কর বিপদে..."

তিনি উঠে দাঁড়ালেন, অফিসের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

"মাপ করবেন, আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। ও কথাগুলো রাজনীতির, কিন্তু আপনার আমার আলোচনা হচ্ছে ব্যবসা সংক্রান্ত। হ্যাঁ, এম্‌নিই হয়। নীতির কথা ভুলে গেছি বহুদিন, শুধু যেটুকু পারি সাহায্য করার চেষ্টা করি, ব্যস। আমি বলছি, আপনি এর মধ্যে আসবেন না—এলে আরও খারাপই হবে। বেরুবার পথ একটাই—চুরির চেষ্টা। ও তো যুদ্ধে গিয়েছিল, মেডেল পেয়েছে।...সহজে যাতে পার পায় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। জোয়ান ছেলে, বিপদ কাটিয়ে উঠবে ঠিকই..."

যাবার জন্যে মেরী যখন উঠল তখন উনি আন্তরিকতার সঙ্গে ওর হাতে হাত মেলালেন। "সুন্দর লোক আপনি। এমন লোকের সংখ্যা বড় কম এই তো দুঃখ..."

মেরী বুঝল যে ডেভিডের জন্যে ও কিছুই করতে পারে না, কিন্তু জিনিষটা ও মেনে নিতে পারছিল না। ঐ মুহূর্তেই ক্লার্ক হয়তো ডেভিডকে বলছেন—"চুরি করতে গিয়েছিলে স্বীকার কোরো।..." কী ভয়ঙ্কর!

বাড়ীতে ফিরে একটা টেলিগ্রাম পেল: বাবা জানিয়েছেন—ওকে যদি ওখানে আটকে থাকতে হয় তাহলে তিনি সব ফেলে প্লেনে চলে আসবেন। মেরী ঘাবড়ে গেল—এটাই ও চায় না! তাড়াতাড়ি ও যাত্রার প্রস্তুতি করে ফেল্ল। গাড়ীতে বসে ডেভিডের কথা ভাবল, রাত্রিবেলা একটু কাঁদলও। স্থির করল যে স্বামীর কাছে পরামর্শ নেবে: নিভেল ধূর্ত্ত লোক, একটা কিছু উপায় বাৎলে দেবেই...

বরাত ভাল, ওর বাপ বাড়ী ছিলেন না। নিভেলের সঙ্গে একান্তে বসে ও তাকে সব কথা বল্ল—শুধু স্মিড্‌লের সঙ্গে দেখা করার কথাটা বাদ দিল। নীগ্রোটিকে বাড়ীতে ডেকে এনেছিল কেন বোঝাতে গিয়ে কপট হাসি হেসে ও বল্ল: "আমি একটু প্রণয়রঙ্গের চেষ্টা করেছিলাম মাত্র, আর কিছু নয়—কিন্তু ও আমার দিকে ফিরেও চায়নি। সাধারণভাবে মেয়েদের প্রতি ওর আগ্রহই নেই—ও যে শিল্পী সেটাই সব চেয়ে বড় কথা।" মন দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মেরীর কথা শুনল নিভেল, কোনো হাল্কা মন্তব্য করল না। ও তখনি ধরতে পারল অবস্থাটা কতখানি গুরুতর: এর থেকেই সেনেটরের পতন হতে পারে—আর সেনেটরের সঙ্গে তো এখন ওর ভাগ্যও বিজড়িত। মৃগীবায়ুগ্রস্ত এই মেয়েটাকে যেমন করে হোক ঠাণ্ডা করতে হবে।

"উকীল ঠিক বলেছেন, তোমার থেকেই ওর সর্বনাশ হতে পারে। তোমার আমেরিকায় ব্যাপার স্যাপারই এই রকম…"

" 'আমার' কেন? এখানে জন্মেছি সে দোষ আমার? তোমাদের অবশ্য আলাদা কথা। আমি রাজনীতির কিছু বুঝিনে বলবে নিশ্চয়। তা ঠিক, তবু আমিও বুঝি যে তোমাদের এই ট্রানজকের সংগঠনটা আমেরিকান।"

"আমি তো ফরাসী গো। জানতে চাও তো শোনো—আমার আগ্রহ শুধু ফ্রান্স সম্বন্ধে। ভাল কথা, এই নীগ্রোঘটিত ব্যাপারটার মত কাণ্ড আমাদের ওখানে কখনই ঘটতে পারত না। আর ট্রানজকের কথা যদি ধর, এটা শুধু আমেরিকান সংগঠন নয়, এতে সবারই স্বার্থ। বলশেভিকরা তোমার সুর-রিয়ালিষ্টদের কি দশা করবে ভাবতে পার? আমি আমেরিকানদের পক্ষে নই —আর রুশিয়ানদের আমি বিপক্ষে। যুদ্ধের সময় পারীতে একজন কারখানা-ওয়ালাকে দেখেছিলাম—লোকটা অসংস্কৃত, তবে রসবোধ আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমেরিকানরা রুশিয়ানদের সঙ্গে অত দোস্তি করছে কেন? শুনে সে হাসল: 'মিত্রপক্ষ তো আর লোকের পছন্দর ওপর নির্ভর করে না…'

মেরী শুনছিল না। কিন্তু নিভেল যখন ওর বাপের কথা তুল্ল—"ওঁকে কিছুতেই ব্যতিব্যস্ত করা চলে না"—তখন ও চমকে উঠল। "বাবার কী অসুখ হয়েছে? সত্যি বল।"

"ওঁর বয়স। তার ওপর স্ক্লিরসিস। ডাক্তারেরা বলছেন, ওঁর গুরুতর রক্তের চাপ রয়েছে, কিছুতেই যেন নিজেকে উত্তেজিত হতে না দেন। তাহলেও, বেশ চালু আছেন, তেজও যথেষ্ট। আজ আবার সেনেটে বক্তৃতা করবেন। তোমাকে দেখার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছিলেন"…

মেরীর মুখে হাসি ফুটল, কিন্তু মিনিট খানেক পরে আবার কালো হয়ে এল। "কিন্তু এই নীগ্রোর ব্যাপারে কি করা যায়?"

"তুমি এত হৈ চৈ করছ কেন বুঝিনে। ওর ছোকরা বয়স, দু এক বছরে ওর কি আসে যায়? তা ছাড়া, জেলেই থাকুক আর বাইরেই থাকুক ওদের জীবন তো আর বড় মধুর নয়…ও বেরিয়ে এলে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পার। তখন ও উত্তরে যাবে। যাই বল নীগ্রোদের পক্ষে উত্তরেই ভাল…"

"আমি তো ওকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। সে কথা ধরাই আছে…"

বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পারল নিভেল। ও বিষয়টা বদলে দিল।

"জান তো, এক হপ্তার মধ্যে আমরা যাচ্ছি। নিউ ইয়র্কে একগাদা কাজ রয়েছে, ওখানে আমাকে কিছুটা আটকে থাকতে হবে। আশা করি তুমি আপত্তি করবে না। মিসিসিপির পর এখন হাওয়া বদল করা তোমার পক্ষে ভাল। ওহো, তোমার একটা চিঠি রয়েছে।"

চিঠিটা সেই সুর-রিয়ালিষ্ট শিল্পীর, জানতে চেয়েছে মেরী কবে নিউ ইয়র্ক আসবে: ওর একটা প্রদর্শনী হচ্ছে। চিঠি পড়ে মেরী হাসল: তাহলে সে ভুলে যায়নি। মেরী ডেভিডের কথা মনে আনতে চাইল, কিন্তু সে যেন দূরে সরে গেছে, অতীতে মিলিয়ে গেছে। সত্যিই হয়তো আমি অতিরঞ্জিত করে তুলছি! দু তিন বছর এমন আর কি ভয়ঙ্কর। ও তো তরুণ। আর আমি তেতাল্লিশ। তা ছাড়া, দু বছর বন্ধ ছিলাম আমিও তো। অবিশ্যি ডেভিডের পক্ষে খুবই দুঃখের কথা, এমন প্রতিভাশালী ছেলে। কিন্তু জেলে ওদের কাজ করতে দেয় নিশ্চয়। যাতে অন্নের ওপর দিয়ে যায় সেটা দেখাই বড় কথা।

র‍্যাপার, ফেস ক্রীম, শৌখিন টুকিটাকি ইত্যাদিতে ভর্তি স্যুটকেসের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে অবশেষে ও ওর লেখার প্যাডটা খুঁজে বার করল। ক্লার্ককে চিঠি লিখে দিল—তিনি ঠিকই বলেছিলেন তা ও এখন বুঝেছে। "আশা করি দু তিন বছরের বেশী সাজা হবে না হ্যারিসনের।" লিখল—উনি যেন ডেভিডকে বলে দেন যে ও তাকে মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাবে—"সিগ্রেট আর রং কিনবার জন্যে।" একটা চেকও ভেতরে ভরে দিল: কেসটা যাতে আগ্রহ নিয়ে করেন তার জন্যে উকিলকে উৎসাহ দিতে হবে তো; ওঁরা ইচ্ছে করলে মামলা ভালই লড়তে পারেন। এ কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে ওর শেষ ভাবনাও দূর হয়ে গেল। খামটা আঁটতে না আঁটতেই টেলিফোন এল—ফরাসী দূতাবাসের কাউন্সেলরের কাছ থেকে—নিউ ইয়র্কে তাঁর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। তিনি ওকে বাগান-ভোজের নিমন্ত্রণ জানালেন। চঞ্চল হয়ে উঠল মেরী—একটা ফ্যাশানদুরস্ত টুপিও নেই—মিসিসিপির সংকীর্ণ গর্তটায় থেকে থেকে বেশভূষার এমনি দুর্দশা হয়! চলে গেল টুপিওলার ওখানে। শান্ত সম্ভ্রান্ত ওয়াশিংটনটাকে ওর মনে হল যেন কোলাহলমুখর রাজনগরী। এক ভিয়েনাবাসী বেহালাবাদকের বাদ্যানুষ্ঠানের টিকিট কিনল: টিকিট ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে মেক্সিকান চেহারার একটী যুবক ওর দিকে চেয়ে হাসল। ফুলের

দোকানে রক্তাভ নীল অর্কিডগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে। সুর-রিয়ালিষ্ট শিল্পীটির কথা আবার মেরীর মনে পড়ল, আর মৃদু হাসি জেগে রইল মুখের ওপর।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে তবে দেখা হল বাপের সঙ্গে। ওকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে তিনি বল্লেন ঃ

"আহা, বাছা আমার! বদমায়েসটা কি তোমাকে খুন করতে গিয়েছিল?"

ও হাসল। "না না ওসব কিছু নয়।...অভাবে লোকটা একদম কাহিল, তাই কিছু চুরি করতে এসেছিল। আশা করি ওকে ছেড়ে দেবে, কিংবা মেয়াদ দিলেও বছর দু তিন, ব্যস।..."

"দেখ ওর মনটা কত নরম," নিভেলের দিকে ফিরে সেনেটর বল্লেন। দেঁতো হাসি হেসে সম্মতি জানাল নিভেল।

[৬]

"এক্ষুনি রবার্টসের সঙ্গে দেখা হল। তর্ক বেধে গেল অবিশ্যি—উনি আবার রোমাঞ্চের ভক্ত। গরম রক্ত, সব সময় যেন টগবগ করে ফুটছে। পষ্ট বলি, আমি ভেবেছিলাম একটা কিছু চমকদার জিনিষ নিয়ে ট্রানজকের কাজ শুরু হবে, ধর—'ক্রেমলিনের গোপন কথা,' কিংবা 'পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', না হয় 'দক্ষিণ আমেরিকায় কমিউনিস্ট গুপ্তচর'। কিন্তু রবার্টস মতটা বদলে দিলেন।.. ঐ ফরাসীটাকে নিয়েই আমাদের আরম্ভ করতে হবে। লোকটা যে এত বেশী ভয়ঙ্কর তা রবার্টসের কথা শোনার আগে ধারণা করতে পারিনি।"

বিদ্রূপের হাসি হাসল নিভেল। "প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ঐ অতি-ভয়ঙ্কর ফরাসীটির বয়স তিয়াত্তর।"

"তুমি কী ইঙ্গিত করতে চাও?" রাগে লো-র মুখ লাল হয়ে উঠল। "দেখ বাপু, তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে, কিন্তু তোমার কথাটা একেবারে অর্বাচীনের মত তা বলতেই হয়। যে কেউ ভাববে তুমি যেন বিশ বছরের বাচ্চা। আমাদের আমেরিকানদের তুমি কি মনে কর? নিরেট মূর্খ? শুনে রাখ—তোমার ঐ অতি-প্রশংসিত ফরাসীটির চেয়ে দু একটা জিনিষ বেশীই জানি আমরা। তুমি নিজেই বলেছিলে যে, আমেরিকায় আসার আগে

জেফারসন ডেভিসের নাম শোনোনি—অথচ আমি তোমাদের ক্লেমঁসোর কথাও জানি। সে ছিল তোমাদের জাতটা অধঃপাতে যাওয়ার আগে। ক্লেমঁসো কবিতা লিখতেন না, কাজ হাসিল করাতেন। জার্ম্মাণদের ছাতু করে দেবার সময় তাঁর বয়স কত ছিল, বল না? কুড়ি? চল্লিশ? না কর্তা, এই প্রফেসরের চেয়েও তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর বেশী…”

“ক্লেমঁসো তো নিয়মের ব্যতিক্রম। তা ছাড়া, সারা জীবনই তিনি রাজনীতি করেছিলেন। কিন্তু ডুমা হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক; তাঁর বইপত্র ছাড়া আর কিছুই তিনি জানতেন না যুদ্ধের আগে। একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সোশ্যালিষ্ট আর র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিষ্টদের তফাৎ কোথায়, আর ওর মধ্যে কারা বেশী র‍্যাডিক্যাল…”

সন্দেহের চোখে সেনেটর তাঁর জামাতার দিকে চেয়ে রইলেন, যেন এই প্রথম তাকে দেখছেন। “তুমি তাকে চিনতে? রেডগুলোর সবার সঙ্গে তোমার খাতির—মেজর স্মিডল বহু দিন আগেই আমাকে বলেছিল। ওর কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন দেখছি ও অনেক খোঁজ রাখে। দেখ বাপু, তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে, আর তোমার ফ্রান্সে হয়তো ব্যাপার স্যাপারই ঐ রকম—কিন্তু এখন তো আর তুমি শুধু ফরাসী নও, তুমি এখন আমার জামাই, ট্রানজকের ডিরেক্টর।”

“অন্যায়টা কি হল বুঝলাম না। ফ্রান্সে আমি কবি বলে পরিচিত, বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাত হওয়া তো স্বাভাবিক। ডুমার নামের যাদু অস্বীকার করবে, এমন লোক আছে তা তো মনে হয় না। ওহো, এডাম্‌স ওঁর সম্বন্ধে কি বলেছেন দেখেছেন? আজকের ‘হেরাল্ড ট্রিবিউনে’…”

“এডাম্‌স বড় দরের বৈজ্ঞানিক হতে পারেন, কিন্তু তিনি একটি বড় দরের আহাম্মকও বটে। গত বছর উনি চীৎকার করে গলা ফাটালেন যে, ওঁর রচনাগুলি শুধু আমেরিকা নয়, সারা দুনিয়ার সম্পত্তি। ওঁর কাজটা যে শুধু মাথার খুলির গড়ন পরীক্ষা করা, মাথার খুলি ভাঙ্গা নয়—এই রক্ষা। যে কোনো রুশিয়ান এ রকম আহাম্মককে বাঁদর নাচ নাচাতে পারে। এলোমেলো বকা রবার্টসের স্বভাব নয়—তিনি বলেছেন যে আমেরিকার পক্ষে ডুমা খুবই বিপজ্জনক। মনে রেখো, রবার্টসের পক্ষে নয়, আমার পক্ষে নয়—আমেরিকার পক্ষে। ছাপার মতো প্রবন্ধ আমাদের এখুনি যোগাতে হবে সব

কাগজগুলোকে। এই হবু-বৈজ্ঞানিকের আসল চেহারা খুলে ধরে দেখিয়ে দিতে হবে যে ও একটা জোচ্চোর, বাটপাড়। পষ্ট বলি, আমরা আমেরিকানরা বিশ্বাস করে ফেলি বড্ড সহজে। এই ফরাসী লোকটার সম্মানে এডাম্‌স তো অভ্যর্থনারই আয়োজন করছেন। কেউ কখনো এমন কথা শুনেছে? কেলেঙ্কারি। এডাম্‌সের মত আহাম্মককে নিয়েও কারবার করতে হবে বুঝি— কারণ ওঁর নাম আছে। কিন্তু তোমার ডুমার নাম কেউ শুনেছে, বলতে পার?"

"নৃতত্ত্ব অবিশ্যি সিনেমা নয়, বক্সিং-ও নয়, তবে এডাম্‌স নিজেই বলেন যে ডুমা তাঁর গুরু…"

লো রাগে ফুঁসছিলেন; তাঁর চিবুকে ও কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠল। চীৎকার করে বল্লেন:

"ফরাসী দেখলেই এডাম্‌স গড়াগড়ি যান—ওটা ওঁর অভ্যাস! মহৎ জাতি ছিলে তোমরা এক সময়ে, তা জানি—কিন্তু অতীত ভাঙ্গিয়ে চিরদিন বসে বসে খাওয়া যায় না। এখন তোমরা নগণ্য। মার্শাল প্ল্যানের কৃপায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমাদের খাওয়াচ্ছি কি আমাদের ওপর গুরুগিরি ফলাবার জন্যে?"

"আমি ডুমার কথা বলছিলাম, মার্শাল প্ল্যানের কথা নয়।"

"দেখ বাপু, তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনে; কিন্তু ট্রানজকটাকে যদি তুমি সরগরম করে তুলতে না পার, তাহলে আমার অন্য লোক দেখতে হবে। আমি মেরীকে ভালবাসি সত্যি। তুমি তার স্বামী এও সত্যি, মানে, ধরতে গেলে তুমি আমার ছেলের মতন—হ্যাঁ। কিন্তু যদি তোমার আর আমেরিকার মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন আসে তাহলে আমি আমেরিকাই বেছে নেব। মনে রেখ, রিচমণ্ডে প্রাণ দিয়েছিলেন আমার পিতামহ। একদিকে সন্তানসন্ততি আর একদিকে ভগবান, এর মধ্যে যদি কখনো বাছাই করতে হয় তবে ভগবানকেই বেছে নেবো। অ্যাব্রাহাম তো ইতস্তত করেননি…"

নিভেল বুঝল তর্ক করা বৃথা। সেনেটর শান্ত হলে ও বল্ল:

"বেশ, ডুমাকে নিয়েই শুরু করা যাক। কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে, কাজটা প্রায় অসম্ভব? ডুমার খ্যাতি কতখানি তা ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট (পররাষ্ট্র দপ্তর) জানে; ওঁকে ওরা ভিসা (আমেরিকা প্রবেশের ছাড়পত্র)

নামঞ্জুর করতে সাহস পায়নি। রবার্টস এখন অসুবিধাটা সেরে নিতে চান, ওঁকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করাতে চান। সেটা বুঝি। কিন্তু খবরের কাগজগুলো কি করতে পারে, বিশেষ করে এত অল্প সময়ের মধ্যে? বুঝছিনে কি—"

"ভেবে পাইনে তুমি কি বোঝ? পদ্ম? পারীর ন্যাংটা মেয়ে? আরে বিল কস্টারের কি হল, তার অস্তিত্বের কথাটা কি ভুলে গেছ? রবার্টসকে বলেছিলাম, আমাদের পক্ষে ওর চেয়ে ভাল লোক আর হয় না—কলমবাজ যাকে বলে। তা ছাড়া ও পারীতেও বছর দুই ঘুরে বেড়িয়েছে—এমন কেলেঙ্কারি নেই যা জানে না। এখুনি ধর ওকে। যদি এড়াতে চায়, বলবে এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে—আমরা ওকে ওয়াস´ বা প্রাগে পাঠাতে চাই। এ কাজের পক্ষে ও-ই হবে দারুণ লোক। রবার্টস বলেছেন এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না! ফরাসীটা ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বক্তৃতা দেবে। তার মানে কালকেই আমাদের ওটা বার করতে হবে, আর পাঁচশো শব্দের কম না হয়…"

কস্টারকে ফোন করতে যাচ্ছিল নিভেল, কিন্তু দ্বিতীয়বার ভেবে মতটা বদলাল; ঐ কালি-ছিটোনেওয়ালাটার আজকাল চাল বেড়েছে। নিভেলকেই নিউ ইয়র্ক যেতে হবে।

ট্রেণে এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর: এক ভাটিখানার টেবিলে বসে আছেন লাল-চুলো সেনেটর, বেড়ালের বেশ ধরে—রাগে গর গর করছেন। তারপর স্ট্রেচার (রুগীর খাট) নিয়ে বেয়ারারা এল নিভেলের কাছে, ওকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল; ও ধস্তাধস্তি করল, একজনকে কামড়ে দিল—কিন্তু তবু ওরা ওকে টেনে নিয়ে চল্ল একটা ময়দার কলে—চেঁচাতে লাগল যে ওকে গুঁড়িয়ে ধূলো করে দিতে হবে। হ্যাঁচকা টানে ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর দৌড় দিল—ওকি আবার সেই লাল বেড়ালটা গর গর করছে। · ঘুম ভেঙ্গে গেল নিভেলের। দেখল ঝাপসা জানলা দিয়ে চমকে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কের শহরতলী।

বিল কস্টার আমেরিকান সাংবাদিকদের মধ্যে কেউকেটা বলে পরিচিত। মস্কো, পারী আর জার্মাণী থেকে সংবাদদাতারূপে সে প্রথমে নাম করে। তারপর ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নেতা ও রাজনীতিবিদদের—

যাদের ও নাম দিয়েছিল 'লাল বহুরূপী'—তাদের সম্বন্ধে রোমহর্ষণ রটনা চালিয়ে খ্যাতি লাভ করে। বিভিন্ন প্রদেশের একশো ছেচল্লিশ খানা সংবাদপত্রে কস্টারের চিত্র-শোভিত একটি কলাম প্রতিদিন প্রকাশিত হত। ছবিতে দেখা যেত ওর মুখে প্রসন্ন স্মিত হাসি। আর ওর কলামগুলো ভরা থাকত হিংসায়। আসলে ও হাসতও না, বিদ্বেষও বোধ করত না। পুরোনো দিনের খোশ-মেজাজ বিল ভালবাসত যশ, অর্থ আর সুন্দরী মেয়ে; সে বিল আর নেই। অর্থ, জনপ্রিয়তা, সুন্দরী স্ত্রী—জীবনকে উপভোগ করার জন্যে যা কিছু দরকার—সে সবই তার আছে বলে মনে হবে। তবু সে মুখ ভার করে ঘুরে বেড়াত। দিনটা আরম্ভ করত হুইস্কি দিয়ে আর মাতাল হয়ে ওঠার পর বিড়বিড় করে বলত মরণের কথা। ওর স্ত্রী একজন বিখ্যাত স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকাল। বিল তাঁকে বল্ল, "অনিদ্রা, মাথাধরা। কিন্তু ওটা তুচ্ছ। আত্মসম্মানী প্রত্যেকটি ডাক্তারের মতো আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমার কষ্ট কি, তাহলে আমি বলব—কিছু না। সব কিছুর ওপর, নিজেরও ওপর, কী যে ঘেন্না ধরে গেছে আমার, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।"

ম্যানহ্যাটানে একটা ছোটখাট অট্টালিকা কিনেছিল বিল; নিউ ইয়র্কের পক্ষে সেটা বিলাস, অপব্যয়। অভিযোগের সুরেই নিভেল ভাবল, একটা ইতর খিস্তিখেউড়ওলার সঙ্গে একজন কবির ভাগ্য তুলনা করা চলে কি? খোলামেলা প্রকাণ্ড হলওয়েটাতে সাজানো রয়েছে আজটেক দেবদেবীর মূর্তি-সুর-রিয়ালিস্ট ভাস্কর্য আর কারুকার্যখচিত প্রাচীন ইটালিয়ান পাত্র। নিভেল দেখল দেওয়ালে একটা উত্রিলো অঙ্কিত নগরী-দৃশ্য—পারী শহরতলীর ক্ষুদ্র, বিষণ্ণ পথ।

"আপনার কি উত্রিলো ভাল লাগে?"

বিল কাঁধ ঝাঁকি দিল।

"আমার স্ত্রীর খেয়াল। স্বামীর হাতে যদি ফুঁকে দেবার মত কিছু পয়সা থাকে তাহলে আমেরিকান স্ত্রীলোকেরা কী যে খেয়াল তুলতে পারে তা আপনি ভেবেও পাবেন না। খোলাখুলি বলছি, আমার কিছুই ভাল লাগে না। তবু আসুন একটু পান করা যাক। আপনি কি খাবেন? কঞাক? হুইস্কি? একটা ককটেল?"

নিভেল ঘাবড়ে গেল ; লোকে বলে কস্টার অতি মাত্রায় মদ খায়। ও মাতাল হয়ে গেলে লিখতে পারবে না—অথচ লাল-চুলো বুড়ো শয়তানকে প্রবন্ধটা দিতে হবে কালই। বিল গ্লাস স্পর্শ করতে না করতেই নিভেল প্রবন্ধের কথাটা তুলল। নিভেলের কথা শেষ হলে কস্টার বল্ল :

"প্যারীতে শুনেছিলাম যে আপনি কবিতা লেখেন। লেখেন নাকি ?"

"লিখতাম।"

"আর আজকাল ?"

"কদাচিৎ : সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই।"

"আফশোষের কথা। কবিতা লেখার সময় আপনি কী অনুভব করেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। ওর থেকে বাস্তবিকই একটা ধাক্কা পান বোধ হয়। হুইস্কির মত অনেকটা। আমি কখনও চেষ্টা করে দেখিনি। অনেক জিনিষই চেষ্টা করিনি। যেমন ধরুন, আফিং খাইনি কখনো। ভেবেছিলাম একবার পরখ করব, কিন্তু কেন যেন হয়ে উঠল না। গুল্ডস্‌বার্গ বাঘ শিকার করেছেন, তিনি বলেন ওতে মজে যেতে হয় ; জানিনে, কখনো চেষ্টা করে দেখিনি। জেট প্লেনে চড়িনি কখনো। ওটা অবশ্য কিছু নয়, কিন্তু আরও একটা বড় জিনিষের কথা বলি : আমি কখনো রাজনীতিতে নামিনি। আমার এক বন্ধু আছে—রিপাব্লিকানরা ভোটে হেরে গেলে সে বিষ খেতে চেয়েছিল। মজার কথা কি ? মেয়েমানুষ থেকেও বিশেষ কোনো মজা পাইনি আমি। মেয়ে বড় কম দেখিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই যন্ত্রবৎ। আজকাল আর ওদিকে বড় যাইনে। আপনি যা বলেছেন : সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই।"

নিভেল মুখ বিকৃত করল : "কী বিরক্তিকর এই লোকগুলো ! লোকটাকে চিনিনে বল্লেই হয়, তার ওপর এসেছি ব্যবসার ব্যাপারে দেখা করতে—কিন্তু ওর লজ্জার বালাই নেই। জংলী ! কিন্তু প্রবন্ধটা আদায় করতেই হবে…।" ও সহানুভূতির সুরে বল্ল :

"আমাদের সমকালীন মানুষের এই তো ব্যথা। আমাদের বাপ-দাদারা বুড়োতেন অন্য ধরণে : ফুল্‌কিটীকে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখতেন, হাস্যকর দেখাবে বলে তাঁদের ভয় ছিল না। লুক্সেমবুর্গে বেতো সেনেটররা ছুটতেন ছুঁড়ীদের পেছনে, আর মঁার্ত-র পানশালায় দু চোখে মোহিনীদের গিলে খেতেন ক্ষীণদৃষ্টি বুড়ো

লোথারিওরা। সে দিন গেছে।...আপনি আমি বড্ড বেশী দেখেছি; মেদুসার চোখে চোখে চেয়েছি বলতে পারেন। এখনও আমরা করতে পারি সবই, কিন্তু কোনো কিছুতেই আর সাধ নেই।"

বিল ঘাড় নাড়ল আর এক গ্লাস পার করল। নিভেল ভাবল: ও খুব বেশী মাতাল হবার আগেই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে হবে।

"প্রিয় মিঃ কস্টার—মানসিক অরুচি সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করলে খুবই আনন্দ পাব। বিষয়টা দারুণ। আমি কবি, আমি আপনাকে বুঝতে পারি। কিন্তু এক্ষুনি আমাকে একটু কাজের কথায় ফিরে আসতে হচ্ছে। ঐ প্রবন্ধটা কাল বার করতেই হবে। সেনেটর লো—"

বিল ওকে শেষ করতে দিল না।

"গাজর? জানি। নিজেকে বড্ড বড় করে দেখে। জানি সেনেটের বেশীর ভাগ সভ্যই গবেট—তবু তার মধ্যেও লো আবার সবাইকে টেক্কা দেয়। ও আপনার শ্বশুর, না? হোকগে, আমার শ্বশুর সেনেটর নয় বটে, কিন্তু সেও একটী আকাট। এখন কি আমার লেখা ডিক্টেট করার ইচ্ছে আছে মনে করেন? আজকের কাজ আমি শেষ করেছি—ঐ পিট্‌সবার্গ স্ট্রাইকের ওপর। এখন বরং হুইস্কি খাব ইচ্ছে করছে।"

"সেনেটর মনে করেন যে এটাই আপনার সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রপাত। আমি তো আগেই বলেছি, ট্রানজক—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছেন, সুতরাং আবার বলার দরকার নেই! আমি ইয়োরোপ যাব—হয়তো। অবিশ্যি সেখেনেও ভয়ঙ্কর বিরক্ত লাগবে—কিন্তু শ্রীমতী কস্টার নামক আমেরিকান মহিলাটী একেবারে আমার গলা পর্যন্ত বিতৃষ্ণা ধরিয়ে দিচ্ছে। কথাটা বুঝলেন? আপনাদের এই ট্রানজকের জন্যে আমি যেতে পারি, কিংবা ইউনাইটেডের জন্যেও যেতে পারি—কে কত মধু ঢালবেন তার ওপর সেটা নির্ভর করে। আপনার শ্বশুরকে এ কথা বলতে পারেন। আর ঐ ফরাসী লোকটার ওপর লেখা? ইচ্ছে হচ্ছে না।"

"মিঃ কস্টার।..."

"হ্যাঁ, ঐ আমার নাম।"

"আমার একটা উপকার করুন।..."

"ও, আচ্ছা, আপনার খাতিরে। কিন্তু একটা শর্ত: প্রথমে এই বোতলটা

দুজনে শেষ করব, তারপর আপনি আপনার কবিতা থেকে কিছু শোনাবেন। বেশ মজার কিছু—এই ধরুন মেডুসার ওপর।…”

আপত্তির চেষ্টা করল নিভেল; এই উদ্ধত লোকটাকে কবিতা শোনাতে ওর বিরক্তি লাগছিল; আর আরও বেশী হচ্ছিল ভয়—কস্টার হয়তো মাতাল হয়ে পড়বে, একশোটা কথাও লেখাতে পারবে না। কিন্তু বিল অটল, কাজেই নিভেল তার অনুরোধ রাখতে বাধ্য হল।

টেলিফোনটা তুলে নিল বিল।

“জেসী? পনের মিনিটের মধ্যে আমার কথা লিখতে আরম্ভ করবে। ঐ যে দুমা লোকটা, ফরাসী বৈজ্ঞানিক, ওর ওপর যা কিছু মাল মসলা আছে জমা কর। বুঝলে? স্মাইল্‌সকে বল ছাপা বন্ধ রাখতে—পিটসবার্গ ব্যাপারটার বদলে নতুন কপি যাবে।—”

ও আবার গ্লাসগুলো ভরে নিল। “নিন, লাগান।”

নিভেল কটমট করে চাইল ওর দিকে, দেওয়ালের দিকে, বোতলটার দিকে, তারপর আরম্ভ করল আবৃত্তি। শান্ত, শীতল কতকগুলো পুরোনো কবিতা ওর মনে পড়ল—ডায়নার খেয়ালের কবিতা আর বিজন হেলাসের নিষ্পত্র পর্বতের কবিতা। বিল ওকে বাধা দিল:

“মেডুসার কি হল? ঠকান চলবে না! যাতে ধাক্কা লাগায় এমন কিছু চাই আমি। বুঝলেন?”

একটা স্নায়বিক উত্তেজনার ভঙ্গীতে নিভেলের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। কত নীচে তাকে নামতে হয়েছে! এমন করে কেউ বাঁচতে পারে? ওর সামনের লোকটা যে কস্টার তা ও সহসা বিস্মৃত হয়ে গেল, ভুলে গেল যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা জঘন্য প্রহসন। সরবে সম্বোধন করল ও নিজেকেই। দু বছর আগে দক্ষিণ দেশে থাকতে—যখন ও প্রথম বুঝেছিল যে চিরদিনের মত রক্ত-কেশ শয়তানটার খর্পরে পড়েছে—তখন কয়েকটা কবিতা লিখেছিল। সেগুলিই আবৃত্তি করল:

সূর্য অস্ত যাচ্ছে;
স্বপ্নভরা চোখে
ছোট্ট নদীর পাড়ে
ছিপ হাতে বসে থাকে ভাবুক,

দৃষ্টি তার আন্দোলিত ফাৎনায় !
এটা অবসরের সময় ।
আনমনে সে ভাবে,
কুয়াসায় মুছে গেছে প্রান্তর,
হয়তো,
আগামী কাল
অমনি মুছে যাব আমি ;
তবু, ঝলমল করবে গ্রীষ্মের দিন
ঝলমল করবে বিচিত্রবর্ণ নদীটি
শুধু থাকব না আমি ···
চিরন্তনের ছায়া তার মনে—
আর এদিকে, বালির উপরে,
তার পাশে ছটফট করছে
সন্ত ধরা মাছটা ;
জল ? কোথায় ?
জল আর নেই !
দম আটকে আসছে তার !
দেরী হয়ে গেছে ;
হতাশা !
গরম বাতাসে পুড়ে গেল
ওর গলা ;
হাঁ করে রইল কানকোটা ;
উত্তপ্ত বালি !
তবু ফাৎনার দিকে চেয়ে
চুপ করে বসে রইল ভাবুক···

একেবারে অবসন্ন হয়ে ও চেয়ারে বসে রইল, মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসতে যেন আর সাহস হয় না। বিল উঠে গেল জানলার ধারে, তারপর হঠাৎ খিস্তি করে উঠল :

"বেজন্মার দল ! চিরন্তনের ধ্যান করবেন উনি, আর পটল তুলতে হবে

আমাকে? মাইরী, এ কবিতাটা হুইস্কির চেয়েও কড়া। আপনাকে হিংসে হয়। একবার আমি গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোথা থেকে উড়ে এল স্নাইল্‌স্‌—বলতে শুরু করল—"

একটি খুবসুরত মেয়ে ভেতরে এল। মেয়েটি দেখতে ঠিক ফিল্ম ষ্টারের মতো।

"মিঃ কস্টার আপনি বলে যাবেন, না আগে ফাইলগুলো পড়ে দেখবেন?"

বিল আবার মুখখিস্তি করল। মেয়েটি মুখ ফেরাল অন্য দিকে। আর নিভেল ফিরে এল বাস্তব জগতে, হতাশভাবে ভাবল: লোকটা মাতাল হয়ে গেছে, কিছুই লিখবে না!

"মিঃ কস্টার, আপনি কথা দিয়েছেন…"

বিল কাষ্ঠ হাসি হাসল:

"আপনি আমাকে জানেন না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি লিখে ফেলব। ইতিমধ্যে একটু পান করুন, আর একটা বোতল খুলেছি।"

মেয়েটার সঙ্গে বিল চলে গেল ওপর তলায়, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে কয়েক তা পাতলা কাগজ ছুড়ে দিল নিভেলের দিকে। প্রবন্ধটার শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল "রেড ছাগ-দেবতা"। কস্টার লিখেছে যে, "সহজ-বিশ্বাসী আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা" দুমাকে "সহকর্মী বলে ধরে নিয়েছেন, কিন্তু লোকটা আসলে একটা জোচ্চোর; পরের লেখা চুরি করে ও নিজের নামে চালায়। ওর চরিত্রও সন্দেহজনক। ফ্রান্সের প্রত্যেকটি পড়ুয়া ছেলেও যাকে ঘৃণা করে, সেই নচ্ছারটাকেই আমরা মাথায় তুলে নাচার ব্যবস্থা করছি।" তারপর বিল তার কল্পনার রাশ একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। লিখেছে যে, যুদ্ধের আগে দুমা ছিল "রেডদের ক্ষুদে দালাল", সে নাকি "হোয়াইট কসাকদের সর্দারকে চুরি করে এনেছিল, আর বিষ খাইয়েছিল চিয়াং কাই-শেকের ভাগনীকে।" আরও লিখেছে—দুমা 'সোসিয়েতে উনিভের্সেল' ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল, ১৯৩০ সালে বসন্তকালে "ফরাসী জেনারেল স্টাফের (সেনানীমণ্ডলীর) গুপ্ত খবর যোগাড় করার ব্যাপারে হিটলারকে সাহায্য করেছিল—যার জন্যে ও পেয়েছিল এক লক্ষ মার্ক", আর শেষ খবর দিয়েছে—"হতভাগ্য বন্দীদের দারুণ যন্ত্রণা দিত" দুমা। "যাই হোক এই রেড পশুটার প্রধান বিশেষত্ব," লিখেছে কস্টার, "হ'ল ওর উৎকট কাম প্রবৃত্তি। দুমা বুড়ো হয়েছে তবু মেয়ে দেখলেই পেছনে ছোটে, বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের

পেছনে। পারীতে ওর বাসাটা তো দস্তুর মতো বদমায়েসির আড্ডা—তাতে লুকানো প্রবেশ পথ আছে, আর আছে 'উৎপীড়নের গুমঘর'। আমাদের মনোভাবের প্রতিধ্বনি তুলে আমেরিকান মাত্রেই বলবেন: এই রেড ছাগ-দেবতাটাকে লাথি মেরে দূর করে দাও আমেরিকা থেকে!"

"একেবারে ধানি লঙ্কা, কি বলেন?" কস্টার জিজ্ঞাসা করল। "আপনার শ্বশুরের মুখ দিয়ে লাল পড়বে।"

প্রবন্ধ লেখার জন্যে খোসামোদ করার সময় নিভেল অবিশ্যি বুঝেছিল যে খিস্তিবাজটা নোংরা কথাই লিখবে। তবু ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। লা কর্বেই-এর সন্ধ্যাগুলো ওর মনে পড়ল—ফ্লবেয়ার সম্বন্ধে তর্কাতর্কি, আর দুমার প্রসন্ন হাসি; দুমা কি ভাবে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাও মনে পড়ল। নিভেল ভেবেছিল ওঁর হয়ে অনুরোধ জানাবে, কিন্তু জানায়নি, ভেবেছিল: ওতে ওঁর কোনো সাহায্য হবে না, অথচ জার্মাণরা আমার ওপরই এর শোধ নেবে কোনো না কোনো দিন। দুমা ছিলেন ফরাসী দেশের প্রাচীন বনস্পতির মতই দৃঢ়—তা প্রমাণ হয়েছে; মৃত্যু-শিবিরও তাঁকে মারতে পারেনি, আর এখন এই অসভ্য ইতরটা লিখছে যে তিনি বন্দীদের যন্ত্রণা দিতেন! কী নীচ, কী ভয়ঙ্কর নীচ! কাল ওরা এটাকে ছাপবে। দুমা পড়বেন। তাঁর কানে কানে কেউ বলে দিতে পারে—"এতে নিভেলের হাত আছে।" ওরা ইতরামী করুক কিন্তু আমি কেন যাব তার মধ্যে? আমি কবি। স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে উপড়ে নিয়ে এলে একটা আত্মা কেমন করে মরে যায়—তা কি এই ভাড়াটে কলম-বাজটা বুঝতে পারবে?

বিল ওর চিন্তায় বাধা দিল।

"খেয়ে ফেলুন! মদে সব ময়লা কেটে দেয়। এর পর আমার দরকার অন্তত তিন গ্লাস হুইস্কি। লোকে বলে এই ফরাসী মানুষটি খাসা। পারীতে ওঁর কথা শুনেছিলাম। বলেছিল একটা নির্বোধ লোক—কি নাম তার, দাঁড়ান মনে করি—হ্যাঁ, বোধহয় লাঁসিয়ে। যাকগে উনি যখন রেড, তখন ঠিকই হয়েছে। মস্কো দেখেছি আমি। আদর্শ ফাদর্শ নয়, হুইস্কিই আমার পছন্দ! কথাটা বুঝলেন?"

নিভেল স্বস্তি পেল। এই পশুটাও ভাবতে পারে তাহলে। খাসা লোক দুমা তাতে সন্দেহ নেই, বড় বৈজ্ঞানিকও নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন তিনি শত্রু।

তিনি চান যে, সব দেশকেই চলতে হবে রুশিয়ার মতো, আর কবিতা লিখতে হবে বীট মূলোর ওপর, নয়তো ঢালা লোহার ওপর।

যাওয়ার সময় বিল বল্ল :

"ট্রানজকের কথাটা ভেবে দেখব। টাকার বহরের ওপরই ওটা নির্ভর করবে, বলবেন গাজরকে। আমি অবিশ্যি গ্রাহ্যও করিনে, কিন্তু শ্রীমতী টাকা ভালবাসেন। বুঝতে পারলেন কথাটা? যাকগে, আপনার ঐ লেখাটা কিন্তু দারুণ। দম আটকে আসে, উঃ! হুইস্কি এর কাছে কোথায় লাগে। কিন্তু ভাববেন না, পটল তুলব আমরা সবাই। আপনার কানকোর সঙ্গে হাত মেলাই, আচ্ছা আসুন।"

[৭]

সেনেটর লো সরল মনে ভাবতেন যে তিনি কর্নেল রবার্টসের সঙ্গে তর্ক করেন, তাঁর নিজস্ব একটা মত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবার্টস যা বলতেন তাই তিনি করতেন। কর্নেল লোকটি মৃদুস্বভাব। দেখতে মিলিটারীর মতো তো ননই, বরং পণ্ডিতের মতো। বয়স ছেচল্লিশ। বিয়ে করেছিলেন শিকাগোর এক ব্যাঙ্কারের মেয়েকে, উত্তরাধিকারসূত্রে শ্বশুরের সম্পত্তির কিছু অংশও পেয়েছিলেন। সুতরাং ইচ্ছে করলে নবাবী কায়দায়ই থাকতে পারতেন। কিন্তু সাদাসিধে চালই ওঁর পছন্দ, সহকর্মীদের চেয়ে গরীব চালেই উনি চলতেন। মেয়ে এলিকে তিনি ভালবাসতেন, তবু কড়াভাবেই তাকে মানুষ করেছিলেন ; ছবি, কি চীনে মাটির জিনিস, কি অন্য কোনো আশ্চর্য বস্তু— কিছুই তিনি সংগ্রহ করে বেড়াতেন না ; বাড়ীতে ভোজের আসর বসাতেন না ; উপাসনায় যেতেন প্রতি রবিবার আর স্ব-ইচ্ছায়ই বিভিন্ন সাহায্য ভাণ্ডারে দানধ্যান করতেন। তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও জনকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে পরিচিত যে মানুষটি, সে মানুষটির এ-ই পরিচয়।

কিন্তু এই অতি-ধার্মিক, অতি-বিনয়ী লোকটির মনের মধ্যে ছিল এক প্রচণ্ড আসক্তির চঞ্চলতা, রাজনীতি ছিল ওঁর বাতিক। ১৯৪৩ সালের বসন্ত-কালে উনি বলে উঠলেন, "রুশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে—খুব শীগ্‌গিরই।" শুনে ওঁর সহকর্মী তো অবাক। নিজের কাছে উনি প্রমাণ

করতে লাগলেন যে রেডরা যুদ্ধ চায়। প্রথমে ওটা ছিল আন্দাজ, তারপর নিজেকে বোঝাতে বোঝাতে ওর ওপর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গেল, ওটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে পরিত্রাণের পথ মাত্র একটী; সে-পথ হচ্ছে: রুশদের ওপর আক্রমণ করা।

ওঁর স্ত্রী একদিন এলিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চাপা স্বরে, "যুদ্ধটা এড়ানো যায় না? ওদের হাওয়াই জাহাজ সব এখানে এসে পড়বে যে।..." দৃঢ়তার সঙ্গে দরদ মিশিয়ে উনি জবাব দিয়েছিলেন, "কী যন্ত্রণা আসছে তা আমি বুঝিনে ভাবছ? বলিদান দেবার জন্যে প্রস্তুত হতেই হবে আমাদের। যা আমাদের সব চেয়ে আদরের তাও। দেরী করলে আর আমাদের রক্ষা থাকবে না।"

হ্যারিম্যানের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হল। নিজের আচরণে সবাইকে মোহিত করে দিতে হ্যারিম্যান খুব ভালবাসেন; আর রবার্টস ভাবলেন হ্যারিম্যানের মতো এতবড় লোকের সমর্থন আদায় করতেই হবে। তাই দুজনেই আপ্রাণ চেষ্টা করলেন পরস্পরকে মুগ্ধ করতে। পরে হ্যারিম্যান গল্প করেছিলেন: "কর্ণেল রবার্টস একেবারে খাঁটি লোক, যা করেন তা বিশ্বাস নিয়েই করেন। ওঁর মত লোক আমাদের দরকার।" আর হ্যারিম্যানের সঙ্গে আলাপটা মনে করে রবার্টস ভেবেছিলেন: লোকটা ব্যবসাদার অবিশ্যি, কিন্তু আমিও তো একেবারে আলগা হয়ে থাকতে চাইনে; মুরুব্বী নইলে চলে না, সুতরাং সময়ে হ্যারিম্যানকে দিয়ে কাজ হতে পারে।

রবার্টসের সহকর্মীরা বুঝতেন যে, ওঁর কাজকর্ম ভালই চলছে। কিন্তু তাঁরা যতটা আন্দাজ করতেন, রবার্টসের কাজ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও বহুমুখী। সংবাদপত্র-জগতের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল; বিদেশে কি প্রচার হচ্ছে, কংগ্রেস সদস্যদের মেজাজ কোন্ দিকে চলছে—তিনি তার খোঁজ রাখতেন। কট্টর রিপাব্লিকানদের সঙ্গে তিনি মিল করিয়ে দিতে চাইতেন দক্ষিণের ডেমোক্র্যাটদের। আবার সঙ্গে সঙ্গে আপোষপ্রবণ মহলগুলিকে তিনি অপদস্থ করার চেষ্টা করতেন, যারা আলাপ-আলোচনার পক্ষপাতী তাদের বলতেন, 'পরাজয়-মনা'—এমন কি তাদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলতেও ছাড়তেন না। সব সময় তিনি নিজে থাকতেন পেছনে, খ্যাতির সন্ধান করতেন না কথনো—খুব খুশী হতেন যখন তাঁর ধারণাগুলোকেই অন্য লোকে তাদের ধারণা বলে চালিয়ে

দিত। রাজনীতি-সংক্রান্ত সামাজিক বৈঠকে, কিংবা সেনেটের লবীতে তাঁর নাম মাঝে মাঝে উল্লিখিত হত—কিন্তু এই বিনয়ী কর্ণেলটীর রাজনৈতিক ভূমিকা কত গুরুতর তা সাধারণ মানুষ কখনো আঁচও করতে পারত না।

একবার একটা প্রবন্ধ বার হয়েছিল 'ডেলি ওয়ার্কার' কাগজে। তাতে লিখেছিল যে, "পর্দার আড়াল থেকে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের মধ্যে কর্ণেল রবার্টসের নাম উল্লেখযোগ্য—তিনি হচ্ছেন যুদ্ধবাদী পার্টির সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার।" কাগজটা এ কথার কোনো প্রমাণ দেখায়নি। প্রবন্ধটা পড়ে রবার্টসের ওপরওলা হেসে উঠলেন: "অত্যাচার-বাতিকে মরছে রেডগুলো। ওরা কাকে নিয়ে পড়েছে জান? আমাদের রবার্টস বেচারাকে।"

নর্থ ক্যারোলিনা প্রদেশে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক সভায় অভিভাষণ প্রসঙ্গে রুষ্টভাবে রবার্টস ঘোষণা করলেন যে, নিবর্তনমূলক যুদ্ধের পোষকতা তিনি কখনো করেননি, শান্তির উদ্দেশ্যেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন: লোকে যে দুর্বল, তারা যে দারিদ্র্য দেখে চমকে ওঠে তা তিনি জানেন। লো-র সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তিনি সব সময়েই বলতেন, "হয়তো আপনার কথাই ঠিক—আমরা হয়তো যুদ্ধ ঠেকিয়ে দিতে **পারব**।" সেনেটরকে আশ্বস্ত করার জন্যেই এ কথা বলা হত। খুব কম লোকের কাছেই রবার্টস মনের কথা ভাঙ্গতেন। ডাবেন্ট নামে তাঁর একজন বিশ্বাসী লোক ছিল। মন্দভাগ্য ব্যবসায়ী সে, ওঁর স্ত্রীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কর্ণেলের অতি দুরূহ কাজগুলিও ডাবেন্ট মনপ্রাণ দিয়ে সমাধা করত, কিন্তু রবার্টস কি চান তা সেও কখনো জানতে পারত না। কর্তব্যের ব্যাপারে ডাবেন্ট ছিল একেবারে কট্টর। ও যদি কোনো সরকারী অফিসে বা ব্যাঙ্কে কাজ করত তাহলেও এমনি উৎসাহের সঙ্গেই করত। ঘটনার গতি অন্য দিকে গেলে ডাবেন্ট রেডদের জন্যেও কাজ করতে পারত—এ কথা ভেবে রবার্টস মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ করতেন। কিন্তু রবার্টসের কাছে রাজনীতি ছিল একটা প্রচণ্ড আসক্তি, সব চেয়ে উপভোগ্য বৃত্তি। আমেরিকান শতাব্দী শুরু হয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। যে সব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আমেরিকান নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ, তাঁদের একজন বলেই তিনি নিজেকে গণ্য করতেন।

কাগজের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের তিনি এড়িয়ে চলতেন, তবে স্বভাবটা থাকত বেশ মিশুক ধরণের। যারা আলাপ করতে আসত তাদের মুগ্ধ করে দেবার কায়দা তিনি জানতেন, বিভিন্ন মহলের লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও রক্ষা করতেন। যত ব্যস্তই থাকুন না, গানের মজলিস আর চারুকলা প্রদর্শনীতে যোগ দেবার সময় তিনি ঠিক বের করে নিতেন, অতি-আধুনিক বইপত্রও পড়ে নিতেন। উদার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ বলেই তাঁর পরিচয়। রেড সিনেমা অভিনেতাদের ওপর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন ; আইনস্টাইন সম্বন্ধে বলেছিলেন : "বিরাট প্রতিভাকে নমস্কার করি ; কিন্তু রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে এত বড় বৈজ্ঞানিক এমন ছেলেমানুষি করবেন, এ খুবই দুঃখের কথা।" প্রফেসর এডামসের শান্তিবাদী (প্যাসিফিষ্ট) বক্তৃতাস্রোতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-লিপি পেশ করার জন্যে রবার্টসকে নাম সই করতে বলা হয়েছিল। তিনি তাতে রাজি তো হনই-নি, উপরন্তু প্রফেসরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে এক চিঠি লিখে দিয়েছিলেন।

দুমা এসে পৌছানোয় রবার্টস খুবই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন ; দুমা রেডদের হাতে মস্ত বড় হাতিয়ার। বিখ্যাত নাম, প্রচারের সুযোগসুবিধা।··· যতটুকু তিনি শুনেছেন তাতে বুঝেছিলেন যে দুমা বেশ চালাক লোক, আর তারও বাড়া কথা হল যে, দুমা পশ্চিমী সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিবান মানুষ—বুদ্ধিজীবিদের তাঁর দিকে টলাবার মতো ক্ষমতা রাখেন। কেন ঘোড়ার ডিম ওরা ওঁকে আসতে দিল? এই দুর্বলচিত্ত কুটনীতিবিদগুলোই আমেরিকাকে ডোবাবে!

থাকতে দেওয়া যেতে পারে না দুমাকে : উনি মীটিং করবেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিত হবেন, শান্তির বাকচাতুরী দিয়ে আমেরিকানদের ভোলাবেন। কিন্তু ওঁকে বহিষ্কার করাও অত সোজা নয়—বৈজ্ঞানিকেরা প্রতিবাদ তুলবেন। কস্টারের প্রবন্ধটা তো সাধারণ লোককে নাচাবার জন্যে। অবিশ্যি রাস্তায় একটা বিক্ষোভ মিছিল করে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে আমেরিকাটা রেডদের মামার বাড়ী নয়। কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে বড় বড় লোকদের দাঁড় করানো—এটাই প্রধান কাজ। প্রফেসর গ্রের ওপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করা যায়। কিন্তু আর সব? এডামস ওঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করছেন—

তার মানে বড় বড় নামওলা ডজনখানেক ম্যাদামারা ভদ্রলোকের ওপর মোহিনী-শক্তি খাটাবার সুযোগ পাবেন ডুমা···

খানিকটা ইতস্তত করার পর রবার্টস ঝুঁকি সত্ত্বেও একটা মতলব স্থির করলেন : নিজে গিয়ে এডাম্‌সের সঙ্গে দেখা করবেন, অভ্যর্থনার আগেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করে নেবেন। প্রফেসর সরল লোক, শকুনকেও শান্তি-কপোত মনে করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাহলেও খাঁটি আমেরিকান তিনি; অনেকবার বলেছেন যে তিনি একনায়কত্বের বিরোধী, রেডদের তিনি বিশ্বাস করেন না। ডুমা এখানে বৈজ্ঞানিক হিসেবে আসেননি, এসেছেন আন্দোলনকারীরূপে—সে কথা এডাম্‌সকে স্পষ্ট বলে দিতে হবে। এর থেকেই কাজও হাসিল হয়ে যেতে পারে—প্রফেসরের রাজনীতি সহ্য হয় না। বিচক্ষণতা দেখাতে হবে অবশ্য রবার্টসকে; এডাম্‌সের বন্ধু হিসেবেই তিনি কথা বলবেন, আর কিছু নয়।

ট্রেণে বসে বসে যুক্তিতর্কগুলো আর একবার ঝালিয়ে নেবার যথেষ্ট সময় পেলেন রবার্টস, যে সব আপত্তি ওঠা সম্ভব তারও জবাব ভেবে নিতে পারলেন। তবু প্রফেসরের প্রকাণ্ড, নিরানন্দ পাঠাগারে ঢুকে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। এখানে তিনি আগে বহুবার এসেছেন, দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে তাঁরা পরস্পরকে জেনে আসছেন—তা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হলেন। "গত বছরের থেকে অনেক বেশী বুড়িয়ে গেছেন উনি", ভাবলেন রবার্টস। এডাম্‌সের চিবুক দীর্ঘ, আর মুখের বর্ণ পাণ্ডুর—কালো রিমের চশমায় তা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। দেখতে অনেকটা প্রাচীন চীনা মানুষের মতো। স্বভাবে আবেগহীন, এমন কি খানিকটা কাঠখোট্টা ধরণের হলেও তিনি অমায়িকভাবে রবার্টসকে স্বাগত জানালেন, তাঁর মেয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। রবার্টস আবার পাল্টা সংবাদ নিলেন ওঁর নাতি সম্বন্ধে। তারপর দুজনেই নীরব : কথাবার্তা ঝিমিয়ে এল। কাজের কথা পাড়তে বাধ্য হলেন রবার্টস। পশ্চিমী সভ্যতার পক্ষে রুশিয়ানরা কত বিপজ্জনক সে বিষয়ে তিনি বলতে লাগলেন অস্পষ্টভাবে, কিন্তু আবেগের সঙ্গে। এডাম্‌স শুনে গেলেন, মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়লেন। অধিকতর ভরসার সঙ্গে বলে চল্লেন রবার্টস :

"আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এটা রাজনীতির কথা

নয়, এটা আমাদের অস্তিত্বের কথা, আমাদের অধিকারের কথা—যে-অধিকারের জোরে আমরা তর্ক করি, চিন্তা করি, সৃষ্টি করি। কমিউনিজম যদি জেতে তাহলে শুধু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থারই মৃত্যু ঘনাবে না, বিজ্ঞানেরও অবসান ঘটবে।"

মৃদু হাসি হাসলেন এডামস; সেই বিষণ্ণ হাসিতে ওঁর দুর্বোধ্য মুখভাব উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"আবার রাজনীতি! ওতে আপনি এতই মশগুল যে বুঝতেও পারেন না আপনার কথার ছত্রে ছত্রে রাজনীতি ফুটে বেরোয়। রুশিয়ানরা কেমন থাকে জানিনে, বিচার করার স্পর্দ্ধাও রাখিনে। প্রফেসর হেনস আমাকে বলেছিলেন, ওরা বিজ্ঞানে খুব এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ওদের জীবনধারা উনি বিশেষ পছন্দ করেননি। সেটা স্বাভাবিক। আমার একটি ছাত্র আছে, কলকাতা থেকে এসেছে। ওর কাছে কয়েকটা কথা শুনলাম মন দেবার মতো—প্রাচীন সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ওদের দেশ। ওরা ইংরেজদের মতো থাকতে চায় না, ওদের ওই না-চাওয়াটা বুঝতে পারি। আমি অবশ্য ভারতবর্ষে থাকতে চাইব না। রুশিয়াতেও না, যদিও সেখানেও চিত্তাকর্ষক জিনিষের অভাব নেই। দেহ-বিন্যাস শাস্ত্রে প্রফেসর বুনাকের গবেষণাদি সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উঁচু। তবু, ঐ যে বল্লাম, ওখানে আমি কাজ করতে চাইব না। জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওদের আলোচনার রিপোর্ট পেলাম সেদিন। গুরুত্বপূর্ণ অনেক মন্তব্য রয়েছে বটে—কিন্তু মাত্র একটি বৈজ্ঞানিক অনুমিতি অভ্রান্ত বলে ধরে নিয়ে আর সব অনুমিতিকে ওরা কি করে ভ্রান্ত বলে দেয়, সে আমি বুঝে উঠতে পারিনে। প্রফেসর বুনাকের হয়তো তাতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু আমি অমন অবস্থায় কাজ করতে পারতাম না। সবুর, সবুর, এখনো আমি শেষ করিনি। একজন রুশ বৈজ্ঞানিকও খুব সম্ভব আমাদের এখানকার প্রচলিত অবস্থার মধ্যে কাজ করতে পারবেন না : পৃথিবীর রূপ এমনই বিচিত্র। আর যুদ্ধ? ও পদ্ধতিটা বর্বরদের। রুশিয়ানরা কি গায়ের জোরে আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে লাইসেংকোর মতটা ঠিক? পারে না। বিজ্ঞানের সেবকদের মধ্যে কোনো রকমের একটা ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা খুব দরকার। আমাদের দুনিয়ায় রাজনীতির হস্তক্ষেপ আমি চাইনে। আপনি আসার ঠিক আগে খবরের কাগজগুলো এল—প্রফেসর দুমার ওপর প্রবন্ধ বেরিয়েছে ওর একটাতে। জঘন্য! দেখেছেন ওটা?"

রবার্টস হেসে উঠলেন।

"কস্টারের কথায় কেই বা কান দেয়! বটতলার সাংবাদিক, তার ওপর লজ্জা শরমের বালাই নেই। তবে দুমার কথা যখন তুল্লেন তখন বলি—বৈজ্ঞানিকের সম্ভ্রম উনি হারিয়েছেন। আপনি যার নাম দিচ্ছেন 'রাজনীতি' সেই রাজনীতিতেই উনি নেমে এসেছেন।"

"জানি। বিরক্তও লাগে। কিন্তু এইমাত্র আপনি যে সাংবাদিকের নাম করলেন সে মূর্খ; সে লিখেছে যে দুমা একটা জোচ্চোর। আমার প্রত্যেকটি ছাত্রই জানে প্রফেসর দুমার অবদান কতখানি। আমি যে বিশেষ বিষয় নিয়ে চর্চা করি তার নাম করোটিবিজ্ঞান—বিষয়টা খুবই সূক্ষ্ম—কিন্তু প্রফেসর দুমার কাছে আমার ঋণও কম নয়।"

"হেরাল্ড ট্রিবিউনে আপনার মহৎ বিবৃতি পড়লাম। আপনি কি বাস্তবিকই ভাবেন যে এই কস্টারটার কথা কেউ বিশ্বাস করে? আমি একটা সাধারণ মানুষ, তবু আমিও জানি দুমা মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। সেজন্যেই তো আরও দুঃখ হয় যে, তিনি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধন করতে এদেশে এলেন না, এলেন রাজনৈতিক আন্দোলন করতে।"

"ঠিক বলেছেন। কষ্ট লাগলেও আমিও তাই বলেছিলাম প্রফেসর দুমাকে। রাজনৈতিক আক্রোশে উনি অন্ধ হয়ে গেছেন—এই তো মুস্কিল। ওঁর হোটেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আধঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হল, তারপর বুঝলাম যে দুজনের ভাষা দু রকম। রুশিয়ানরা যুদ্ধ করতে চায় না—উনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন। ওঁর এ কথাটা বোধহয় ঠিক: প্রফেসর হেনসের কাছেও অমনি শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁর আর একটা পয়েন্ট ঠিক নয়—রাজনীতিবিদেরা ওঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, কোনো কোনো আমেরিকান নাকি যুদ্ধের জন্যে উদ্‌গ্রীব। বোঝাই যায় এটা একটা হাসির খবর—তাই বল্লাম ওঁকে। আবার একটা নতুন রক্তারক্তি চাইবে এমন লোক এদেশে নেই—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"না এমন লোক একজনও নেই", প্রতিধ্বনি করলেন রবার্টস। "মনে হয় আমেরিকানরাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় জাত। আমাদের সামরিক ঐতিহ্যও নেই, উপনিবেশও নেই—তা ভুলবেন না। আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও, শুধু এই আমরা চাই।"

প্রফেসর সায় দিলেন।

"এটাই ডুমা বোঝেন না। আমেরিকানদের ভাল করে দেখার পর তাঁর মতটা বদলাবে আশা করি।"

"তাতে সন্দেহ আছে। এখন উনি পড়েছেন কমিউনিস্টদের হাতে। সব প্রশ্নের একই জবাব দিচ্ছেন—দোষটা আমেরিকার। ওঁর বিবৃতিটা পড়েননি?"

"না, পড়িনি, পড়তে চাইওনে। তার চেয়ে ওঁর গবেষণা সম্বন্ধে আলাপ করাই আমার ইচ্ছে। উনি কাল আসবেন, ওঁর সম্মানে একটা ছোট্ট অভ্যর্থনার আয়োজন করেছি।"

"আচ্ছা মিঃ এডামস, আপনি কি মনে করেন না যে, এই অভ্যর্থনা আপনার মতামতের বিরুদ্ধে যাচ্ছে? অস্বীকার তো করা যায় না, ডুমা এখানে এসেছেন—"

এডামস বাধা দিলেন:

"জানি উনি আমার জন্যে আসেননি। বিজ্ঞানের জন্যেও আসেননি। কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ করব নৃতত্ত্ববিদ ডুমাকে; এখানে কোনো রাজনীতিক সভা হবে না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। উনি বিবৃতিটা দেবার পর একবার ইচ্ছে হয়েছিল নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিই। কিন্তু ঐ জঘন্য প্রবন্ধটা যখন বেরিয়েছে, তখন মস্ত বড় একজন বৈজ্ঞানিকের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কথা ভাল করে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করি।"

আর চাপাচাপি করে লাভ নেই, রবার্টস বুঝলেন। ভদ্রতার খাতিরে আরও দু চার মিনিট বসার পর তিনি বিদায় নিলেন।

কিন্তু ওয়াশিংটন ফিরলেন না, হাতে কাজ ছিল। লেমনেড পান করতে করতে বসে রইলেন একটা ছোট্ট পানশালায়। মনটা একেবারে নিরানন্দ। লোকগুলো কী অন্ধ! এই যে এডামস, বুঝতেই চান না যে রেডরা এক জায়গায় বসে থাকবে না; ডজনখানেক দেশ তো এরি মধ্যে সাবড়ে দিয়েছে, আরও সাবড়াবে। ওদের শেষ করা যায় এখনই, কারণ এখনও ওরা উঠে দাঁড়াতে পারেনি, আর বোমাটা এখনও রয়েছে আমেরিকার একচেটে অধিকারে। ওদের সময় দিলে দশ বছরের মধ্যেই ওরা আমেরিকার ওপরে উঠবে। অথচ লোকে এটা বুঝতে চায় না! ভাল-মানুষি? সঙ্কোচ? না, স্রেফ কাপুরুষতা। অন্ধদের মধ্যে বাস করা দায়…"

ধ্যান ভাঙল ডাবেণ্টকে দেখে—ওর ওভারকোট থেকে টপ টপ করে জল ঝরছে।

"বৃষ্টি পড়ছে নাকি?" আশ্চর্য হয়ে রবার্টস জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভীষণ বৃষ্টি।"

তাহলে অনেকক্ষণ রয়েছি এখানে, যখন এসেছিলাম তখন তো রোদ ছিল।…ডাবেণ্টের কি দেরী হয়ে থাকতে পারে? ওঃ হো, তাই তো! আমি খানিক আগেই এসেছিলাম, একটু জিরোবার জন্যে…

এডাম্‌সের সঙ্গে যে কথা হল তার ধাক্কা উনি সামলে উঠতে পারেননি। বেশ চেষ্টা করে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলেন, তারপর ডাবেণ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন তার ছেলে কেমন আছে—ছেলেটিকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল। কাজের কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ডাবেণ্ট নিজেই শুরু করল:

"ঐ ডুমার ব্যাপারটা একদম তৈরী। লাগলে আর দেখতে হবে না। কখন লাগবে এগুর্স জানতে চায়।"

"আজ নয় তা তো দেখাই যাচ্ছে। কালও নয়। এগুর্সকে জানাব এখন। ও হো, ফ্রেড, সেই অন্য ব্যাপারটার জন্যে ভাবনা হচ্ছে—দর্জিটার সঙ্গে তুমি ব্যবস্থা করেছ? যাই হোক, লোকটা কি রকম বল তো?"

"ম্যাকহর্ণ ঠিক আছে। ইয়োরোপে ওর সঙ্গে চেনা, ও ছিল কাপ্তেন। তা বলে ভাববেন না যে কাজটা পেয়েই ও লুফে নিল। ওকে রাজি করাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়।"

"রেডগুলোর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নেই তো? কোনো রকমেই?"

"কিচ্ছু নেই। নিজের ছায়া দেখেই ও আঁতকে ওঠে। এফ-বি-আই'এর (গোয়েন্দা বিভাগ) ভয় দেখিয়ে ওকে কাহিল করতে হয়েছিল।"

"কোনো কথা ফাঁস করনি তো?"

"কি ভাবেন আমাকে? দিন, কাগজগুলো দিন—গায়ে ফিট করে কিনা দেখা হবে আজ।"

দোমড়ানো খামটা প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে ডাবেণ্ট উঠল।

"একটু দাঁড়িয়ে যাও, বৃষ্টিটা ধরতে পারে। গাড়ী কোথায় রেখেছ?"

"স্কোয়ারের ধারে। এক দৌড়ে পৌঁছে যাব। ফিট করার পরীক্ষায় দেরী না হয়!"

ডাবেন্ট চলে গেল। ঘড়ি দেখলেন রবার্টস: সাড়ে চারটে। ডিকারের ওখানে যাওয়ার সময় হয়নি তখনো। বৃষ্টিও ছাড়ে না। রাস্তা দিয়ে যেন একটা প্রকাণ্ড হলুদবরণ নদী বয়ে চলেছে।

এডাম্‌স যদি জানতেন।…তিনি নিশ্চয়ই নিন্দা করতেন: গোপন কাজ, জোচ্চুরির ফাঁদ। শুধু এডাম্‌স কেন, সবাই। রবার্টসের স্ত্রীই বলবেন, "তুমি এমন কাজ করতে পার আমার ধারণাও ছিল না!" লোককে বোঝাতে যাওয়া কি কম ঝঞ্ঝাট! ওরা যে রামকাণা সে কি ওঁর দোষ? রেডগুলো অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্যে তৈরী হচ্ছে, জাপানীদের মতো। অথচ লোকে তা বোঝে না, বুঝতে চায় না। তোমাকেই এগিয়ে এসে তাদের চোখ খুলে দিতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, এডাম্‌সের মতো লোক যদি নাও বোঝেন যে ডুবছেন, তবু তাঁকে বাচাতে হবে। তবে কাজটা শক্ত, খুব শক্ত। ধরতে গেলে উনি একাই। এলা ভাবে যে উনি ভয়ঙ্কর অত্যাচারী—কারণ উনি বলেছিলেন, হতচ্ছাড়া সিনেমাটায় না গিয়ে ও আর্ভিং পড়ুক। ওঁর স্ত্রী কাল বল্লেন—ওঁর মত অসম্ভব লোকের সঙ্গে থাকা যায় না—ওঁর দাবী বড্ড বেশী। কিন্তু তার কাছে তো কিছুই দাবী করেননি। ডিং মেরেও সে ওঁর কল্পনাগুলোর নাগাল পায় না সেই ভেবেই সে অসন্তুষ্ট। কোন্ লেখক যেন লিখেছেন: "অত্যাচারের অর্থ হল—লোককে অত্যধিক ভালবাসা, কিন্তু তাদের ওপর অত্যল্প বিশ্বাস স্থাপন করা।" হবে—বলা যায় না। তিনি লোকদের ভালবাসেন, অন্তত আমেরিকানদের। কিন্তু এডাম্‌সের মত মানুষকে বিশ্বাস করা যায়? ওঁর করোটিবিল্বের বাইরে আর কোন্ কথাটা ওঁর মাথায় ঢোকে? ঠিক যেন ছেলেমানুষ। আর ছেলেমানুষদের তো হাত ধরে পথ দেখাতেই হয়…

ওয়েটারকে ডাকলেন। ডিকারের ওখানে যাবার সময় হয়েছে।

বাইরে অন্ধকার। রাস্তায় বেগুনি আভা, এখানে ওখানে আলোর শিখা চমকে উঠছে। নদীর ধারের পথ ধরে তিনি গাড়ী চালালেন। স্টীমারগুলো অধীরভাবে ভোঁ বাজাচ্ছে। দীপালোকিত আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলোকে দেখাচ্ছে যেন পাহাড়ী গ্রাম। অন্য সব আলোর চেয়েও ওপরে ঝিকমিক করছে একটী আলো, বড় তারার মত। বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম।

লোকচরিত্র বিচারে ডাবেন্ট বেশ পটু। সেজন্যে রবার্টস ওর কদরও করতেন। কিন্তু দর্জি ম্যাকহর্ণকে ও যে কাপুরুষ বল্ল—সে কথাটা একটু দুর্বোধ্য। নীচে থেকেই জীবন শুরু করেছিল ম্যাকহর্ণ, এটা ওটা ক'রে কোনো রকমে দিন গুজরাণ করত। কিন্তু শীগ্‌গিরই ওপরে ভেসে উঠল। ডুবলও অনেকবার, দেউলে হল বার দুই, পাড়ি জমাল শহর থেকে শহরান্তরে—কিন্তু আশা ছাড়ল না এক বারও।

বর্ষাতির কাপড় ওয়াটারপ্রুফ করার একটা নতুন পদ্ধতি ও আবিষ্কার করেছিল যুদ্ধের অল্প দিন আগে। এটাতে লাভের সম্ভাবনা ভালই মনে হচ্ছিল। ঐ সময় নাগাতই ও ভালবেসে বসল এক জজের মেয়েকে, উনিশ বছরের সুন্দরী তরুণী মেয়েটি। গ্রেটন নামে আর একজন ছিল মেয়েটির পাণি-প্রার্থী। তার বয়স ম্যাকহর্ণের চেয়ে পনের বছর কম তো বটেই, তা ছাড়া আরও সুবিধা ছিল তার: তার বাপ একটা তেল রিফাইনারির মালিক, ম্যাকহর্ণের ওয়াটারপ্রুফ দোকানের চেয়ে ওটা এক ধাপ উঁচু। মেয়েটা ম্যাকহর্ণকে প্রত্যাখ্যান করল, কিন্তু সে পরাজয় মানার লোক নয়: আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে আনল মেয়েটিকে। পাহাড়ের মধ্যে একবার মটর বিহারের পর অত্যুচ্চ পথ আর বাতাস আর হুইস্কির প্রভাবে মেয়েটা মায়ের উপদেশ ভুলে গেল। পরদিন গম্ভীর স্বরে ম্যাকহর্ণ জজকে সেই সংবাদ জানিয়ে দিল: "ভগবান আমাদের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছেন—এখন তার ওপর দস্তখত আর সীলমোহর এঁটে দিলেই হবে।"

সাহসী অফিসারদের মধ্যে সে অগ্রগণ্য—যুদ্ধক্ষেত্রে এই ছিল ম্যাকহর্ণের পরিচয়। আলসাসে ওর ব্যাটালিয়ানকে জার্মাণরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল, প্রতি-আক্রমণ করে আমেরিকানদের ঘিরে ফেল্ল। মাত্র বারো জন লোক নিয়ে ম্যাকহর্ণ শত্রু-বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও সময় ও ছিল আমুদে, ফুর্তিবাজ মানুষ, মদ খেতে ওস্তাদ; ইয়োরোপের প্রাচীন শহরগুলো দেখে ও আনন্দ পেত; শাড়া দেখলেই পেছনে ছুটত; মৃত্যুকে ও মুখোমুখি দেখেছে, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জ্যাককে কবরে শুইয়ে রেখে এসেছে; গান গেয়েছে, যুদ্ধটাকে শাপান্ত করেছে, চীৎকার করেছে যে—"জেনারেল প্যাটনটা হস্তিমূর্খ",

"ওয়াশিংটনের বাবুগুলো তাদের নোংরা কাজ করার জন্যে যত আনাড়ি জুটিয়েছে", "ওদের এই নরকের মধ্যে ঠেলে দিলে বাছাধনেরা টের পায়।" এক কথায় বলতে গেলে, ওর আচরণ ছিল আর পাঁচজনেরই মতো।

ভেবেছিল যুদ্ধের পর ওর ব্যবসা দারুণ চলবে, পাহাড়ের ওপর কিংবা সমুদ্রের ধারে একখানা সুন্দর বাড়ী কিনবে, বাপ হওয়ার আনন্দ উপভোগ করবে। কিন্তু তা হবার নয়, ভাগ্যদেবী ওর প্রতি বিরূপ। ধাক্কা ও অতীতেও অনেক খেয়েছে—যুদ্ধের আগে প্রতিবারেই সে সামলে উঠতে পেরেছিল; কিন্তু এবার ওর মুঠো যেন ঢিলে হয়ে গেছে। ও একবার এক বন্ধুকে বলেছিলঃ "আলসাসে আমাকে গুলি খেতে হয়নি, বরাত ভাল; কিন্তু ওরা আমাকে দু টুকরো করে কেটে তারপর আর জোড়া দেয়নি, ভুলে গেছে। আমার অর্ধেকটা হল যুদ্ধের আগের মাল, অরে বাকী অর্ধেকটা পরের। বলেই দিই—এই দ্বিতীয় ভাগটা অচল।"

ফরাসী শহরগুলোকে যখন ও বন্দীদশা থেকে মুক্ত করছিল তখন এদিকে ওর কারখানাটা যাচ্ছিল অধঃপাতে। কাপড় চোপড় ওয়াটারপ্রুফ করার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল কারজন নামে একজন। যে জলকন্যা ছাপ ছিল ম্যাকহর্ণের এত গৌরবের বস্তু, সে ছাপ তখন আর কাউকে প্রলুব্ধ করে না।

ওর স্ত্রী ওকে সপ্রেম সম্বর্ধনাই জানিয়েছিল, তবু না জানি কেন ওর মনে যেন আগে থেকেই একটা মোচড় দিয়ে উঠল। যুদ্ধের আগে ওর স্ত্রী সন্ধ্যাবেলাগুলো ঘরে কাটাতে ভালবাসত, সন্তান লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত, মনে হত ও যেন গৃহলক্ষ্মী। কিন্তু এখন সে মেয়েই নেই। সে এখন হরদম পার্টিতে যায়, বন্ধুত্ব করে এমন সব প্রগলভস্বভাব মেয়েদের সঙ্গে যাদেরকে জজ মশাই থাকলে বাড়ীতেই ঢুকতে দিতেন না। পোষাক-আষাক, পিকনিক আর এই ছেলেটা ঐ ছেলেটা—এই নিয়েই তারা আলাপ করে, ম্যাকহর্ণকে দেখে করুণা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে। ম্যাকহর্ণ এক দিন হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, তার পর সরল ফৌজী ভাষায় স্ত্রীকে শুনিয়ে দিল মুখের ওপর। কিন্তু হঠাৎ অনুভব করল যে ওর কিছু আসে যায় না—বৌ কোথায় যায়, কার কাছে যায় তাতে ওর আগ্রহ নেই। হিংসা কি কষ্ট কিছুই ও বোধ করল না।

কারখানাটা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। একটা ইলেকট্রিক সরঞ্জামের

দোকান কিনল ম্যাকহর্ণ—লোকে বলত দোকানটা সোনার খনি। বাস্তবিকই বছর খানেক বেশ কাজ চল্ল, কিন্তু তারপর খরিদ্দার সব অদৃশ্য। অর্ধেক দামে ওটা বেচে দিয়ে সে একটা বিজ্ঞাপনের অফিসে চাকরী নিল। ভাল মাইনে পেত, তার উপযোগী কাজও করত; ওর কল্পনাটা ছিল উর্বর, কি ক'রে লোককে চমকে দিতে হয়, লোকের দৃষ্টি টেনে আনতে হয় সে কায়দা ও জানত। বরাতের ফের, ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে চাকরীটি গেল। বৌ কাঁদছে তবু ওর ভাবান্তর নেই, অথচ ওরই ভাবনার কথা। কি বৌ, কি চাকরী, কি অন্য কিছু—কিছুরই ও আর পরোয়া করে না। ও ভাবে যে, যুদ্ধের পর থেকে আমেরিকায় মানুষের জীবনই বদলে গেছে, সেজন্যে এমন হচ্ছে! বোঝে না যে ও নিজেও বদলে গেছে।

ফৌজী বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা হলে আবার একটু ভাল লাগত, ওরা যে এক কথায় পরস্পরের মনের ভাব বুঝে নিতে পারে। ওরা একসঙ্গে পান করত, মনে জাগিয়ে তুলত কত ঝোড়ো দিনের কথা, সুন্দরীদের কথা আর হারানো সাথীদের কথা; যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনে আরামে বসে থাকত যারা তাদের খিস্তি করত; কখনো কখনো দার্শনিক ভাবও প্রকাশ করত, বলত—চোর-জোচ্চোরে দেশটা ছেয়ে গেল, যারা যুদ্ধের মুনাফায় মোটা হয়েছে তারা আজ প্রবীণ সৈনিকদের জায়গা দিতে চায় না, আর রাজনীতিওলারা মুখে খুব 'বড় বড়' কথা বলে, কিন্তু ওদের বিশ্বাস করবে কে? আরও বলত যে, যদি আর একটা লড়াই বাধেই তো সে লড়াই লড়ুক বক্তৃতাবাজেরা—আমরা পুরোনো সিপাহীরা আর ওতে ঘেড়ুচ্ছি না। ম্যাকহর্ণও চীৎকার করত, সম্ভবত অন্যদের চেয়ে বেশী জোরেই চীৎকার করত; ও শাপান্ত করত রাষ্ট্রপতিকে, ঐ পাজী কার্জন আর তার হতচ্ছাড়া পেটেন্টটাকে, শাপান্ত করত বৃটিশদের, রেডদের আর কংগ্রেসম্যানদের তো বটেই; কংগ্রেসম্যানদের ও বলত "বাটপাড়ের দল"।

তবু যে করেই হোক রুজি তো রোজগার করতে হবে। যৌবনকালে এক ভাল দর্জির ওখানে শিক্ষানবিশী করেছিল ম্যাকহর্ণ। এখন একটা দর্জি-দোকানের দর পেল খুব সস্তায়—দোকানের মালিক মারা গেছে, তার স্ত্রী ক্যানাডা চলে যেতে চায়। অনুরোধ উপরোধে ম্যাকহর্ণ দোকানটা কিনতে রাজি হয়ে গেল—যদিও ও জানত যে ও দোকান থেকে কিছুই হবে না:

পয়সাওলা খরিদ্দার ধরতে হলে নাম চাই, জানাশোনা থাকা চাই, বিজ্ঞাপনে অন্তত হাজার পাঁচেক ঢালা চাই; আর কম পয়সার লোকে অর্ডার দিয়ে পোষাক করায় না, রেডি-মেড কেনে—যেমন ম্যাকহর্ণ নিজেই কেনে। একজন পুরোনো কাটার আর দু' জন সাহায্যকারী যোগাড় করেও দোকানের সাইনবোর্ডটা বদলে দিল, তারপর বসে বসে হাই তুলতে লাগল—অপ্রত্যাশিত খরিদ্দারের প্রতীক্ষায়। ঝম ঝম বৃষ্টিতে সারাদিন ঘুরে বেড়ানোও এর চেয়ে ভাল ছিল: বসে থাকলেই ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু তারপর একদিন একটা দাঁও পেল—যুদ্ধের পর থেকে এই প্রথম: হঠাৎ এক খরিদ্দার এসে দোকানের ঘণ্টায় ঘা দিয়েছে। খরিদ্দারটিও অসাধারণ—মস্কো থেকে সদ্য-আগত এক রুশিয়ান ভদ্রলোক।

রাত্রিবেলা এই ঘটনাটার কথা ভাবতে ভাবতে ম্যাকহর্ণের মনে পড়ল যে ওর দোকানের কাছেই হচ্ছে রেডদের ট্রেড মিশন (সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান)। মাপ দেখার জন্যে খরিদ্দারটি যখন আবার এলেন তখন ম্যাকহর্ণ তাঁকে অভ্যর্থনা করে কফি খাওয়াল, আলাপ জুড়ে দিল। ওঁর কাছে শুনল রেডরা রেডি-মেড পোষাক কিনতে চায় না; আমেরিকায় দোকানে তৈরী পোষাকগুলোর কাপড় বড় খেলো, বেশী দিন টেঁকে না। সেরা ইংলিশ সার্জ দিয়ে ম্যাকহর্ণ রুশিয়ান ভদ্রলোকটিকে দুটো স্যুট বানিয়ে দিল, দামও ধরল মাঝারি রকম। বল্ল, "আপনার দেশের লোকদের কাছে যদি আমার দোকানটা একটু সুপারিশ করে দেন তবে বড় বাধিত হই। যুদ্ধের ময়দানে রুশিয়ানদের আমি দেখেছি—বেশ ফুর্তিবাজ। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনে আমি—আশেপাশে বজ্জাত লোকের তো অভাব নেই। আমি শুধু ব্যবসায় দু পয়সা কামাতে চাই, ব্যস।"

ক'দিন পরে ওর প্রথম খরিদ্দার আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। রুশিয়ানরা কি পছন্দ করে ম্যাকহর্ণ তা মনোযোগ দিয়ে দেখল; বুঝল যে ওরা চায় কাপড়টা সরেস হবে, আর প্যাটার্ণটা স্নিগ্ধ—নীল সার্জ স্যুট, কভার্ট কাপড়ের কোট, কালো ব্রড-ক্লথ। খরিদ্দার বেশী না হলেও ও বেশ কাজ পেল। মুখ টিপে হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বল্ল: "আমাকে নিয়ে অদৃষ্টের খেলা চলেছে! যুদ্ধের আগে কোট বিক্রী করতাম, বেশীর ভাগই কালাদের কাছে, আর এখন করছি রেডদের কাছে।"

ম্যাকহর্ণ লক্ষ্য করেছিল যে রুশিয়ানরা বেশী কথাবার্তা বলে না, মিশুকও নয়। মনে মনে ও ভাবল : ওরাও বদলেছে ; এল্‌ব্‌-এর ধারে যে-রুশিয়ানদের দেখেছিলাম তারা জোরে হাসত, আমাদের সঙ্গে বসে ভডকা খেত,. জার্মাণদের কি রকম কচুকাটা করেছিল তার গল্প বলত। একজন রেড খরিদ্দার একদিন ওর দোকানে ঢুকে মৃদু হাসলেন আর একটু ঠাট্টা-তামাসা করলেন। সেদিন ম্যাকহর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বল্লেই হয়।

"হ্যাঁ, আপনি খাঁটি রুশিয়ান," ম্যাকহর্ণ তাঁকে বল্ল। "আপনি হাসেন। আপনার দেশের অনেক লোক আমার দোকানে এসেছেন, আমার কাজে খুশী হয়ে ধন্যবাদও দিয়েছেন, কিন্তু আপনি হয়তো বিশ্বাসই করবেন না, তাঁদের একজনকেও একটু হেসে কথা বলতে দেখিনি।"

খরিদ্দারটী হো হো করে হেসে উঠলেন।

"মানে, দেখুন, আমাদের পক্ষে এখানে উল্লসিত হয়ে ওঠার তো বিশেষ কোনো কারণ নেই! আর আমার কথা যদি বলেন, খারাপ লাগলে ঠাট্টা-তামাসা করা আমার একটা বদ-অভ্যাস।"

"যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি, এদেশে আপনাদের ভাল লাগে না?"

"না, কেন? কোনো কোনো জিনিস ভালই লাগে। যেমন ধরুন আপনাদের দেশের রাস্তাঘাট বেশ সুন্দর।"

"সত্যি, রাস্তাগুলো ভালই। গত রবিবার আমি ঘণ্টায় একশো মাইল গাড়ী চালিয়েছি। এক রুশিয়ান মেজরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম একবার, এল্‌ব-এর পারে। কিছু খবর নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা—সারা দিন ওঁর সঙ্গে থাকলাম। হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন আপনাদের দেশের রাস্তাগুলো খুব খারাপ—অনেক সময় নাকি গাছ কেটে কেটে রাস্তায় পেতে দিতে হয়, তবে গাড়ী যেতে পারে।"

ম্যাকহর্ণ হঠাৎ থেমে গেল : খরিদ্দার হয়তো অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু মুখ টিপে হাসছেন তিনি :

"আমিও লড়েছি, অল্পস্বল্প। কতকগুলো রাস্তা আবার আরও খারাপ।...পথে গাছ পেতে দেওয়া,তা রাস্তা বরাবর পাতলে না হয় লোকের দমই ফুরিয়ে আসে। কিন্তু যদি আড়াআড়ি পাততে হয়, তখন মনে হবে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

শিষ্টাচারসম্মতভাবে ম্যাকহর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল, কিন্তু তারপর জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হল :

"এ রকম রাস্তা আপনারা বরদাস্ত করেন কি ক'রে ?"

রুশিয়ান আবার হাসলেন :

"সেদিন আপনারই দেশের একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। প্রথমে মনে হল লোকটা বোকা, পরে মাথায় ঢুকল যে লোকটা পাজী, আর শেষ পর্যন্ত শুনলাম যে লোকটা সেনেটর। ঐ রকম সেনেটর বরদাস্ত করার চেয়ে গাছ-পাতা রাস্তায় একশো মাইল ছুটে আসতেও রাজি আছি। কথাটা হল, আমাদের অনেক রাস্তাঘাটই যে জঘন্য তা আমরা জানি, কিন্তু আপনাদের অনেক সেনেটরও যে ঐ রকমই জঘন্য তা আপনারা জানেন মনে হয় না।"

এবার ম্যাকহর্ণ হেসে উঠল।

"বাটপাড়ের দল। কেউ বিশ্বাস করে না ওদের। কাউকে তো ভোট দিতে হবে, তাই ওরা ভোট পায়। দেখুন স্যর, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল। সেই রুশিয়ান মেজরটীর কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। খাসা লোক, আবার বুদ্ধিমানও। এখন নিশ্চয়ই বেশ পয়সা কামাচ্ছেন। আচ্ছা আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ? রেডরা আবার যে কেন যুদ্ধ করতে চায়, এটা আমি বুঝতে পারিনে। আপনি তো যুদ্ধে গেছেন, ঠেলাটা কি রকম তা জানেন। সকাল বেলা কাগজ খুললেই চক্ষু চড়ক গাছ ! একটা না একটা লোমহর্ষণ খবর থাকে রোজই।"

"ক্ষিদের বহর অনুসারে আজগুবি কল্পনার দৌড়। কাগজের লেখকও মানুষ ; সে ভাত খেতে চায়, আবার জলখাবারও খেতে চায়। দু মাসের বেশী এদেশে আছি—কিন্তু আপনারা সবাই এত বেশী যুদ্ধ যুদ্ধ করেন কেন আজও বুঝলাম না। সেবার আপনাদের পেট ভরে খেতে হয়নি বলেই কি ? মনে পড়ছে, একবার একটা কুরগানের ওপর বসে ছিলাম।···কুরগান বলতে আপনি কিছু বুঝলেন না নিশ্চয়—আচ্ছা কুরগান মানে ঢিবি। তবে স্তালিনগ্রাদ কি তা জানেন নিশ্চয়। যাকগে, স্তালিনগ্রাদের কাছে একটা ঢিবির ওপর বসে ছিলাম, ভাবছিলাম শেষ পর্যন্ত কবে যুদ্ধ শুরু করবে আমেরিকানরা। কিন্তু তখন আপনাদের অন্য চিন্তা ছিল বোধহয়। যাই হোক, বৃথাই আমি অপেক্ষা করেছিলাম।···কিন্তু যুদ্ধ তো শেষ হয়েছে অনেক দিন ; এখন 'যুদ্ধ,

যুদ্ধ !' চীৎকার করার বদলে অন্য কাজে মন দেবার সময় এসেছে। আপনাদের ওপর হামলা করার কথা কেউ ভাবছে না। যুদ্ধ নয়, আমরা আপনাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই।"

রুশিয়ানটী চলে যাবার পরই দরজার ঘণ্টা বাজল। লাফিয়ে উঠল ম্যাকহর্ণ: আরও খরিদ্দার নয় নিশ্চয়? না, ফ্রেড ডাবেণ্ট এসেছে। স্ট্রাসবুর্গে ওর সঙ্গে ম্যাকহর্ণের ভাব হয়েছিল। ডাবেণ্ট সে সময় মিলিটারী সদর ঘাটিতে কাজ করে—গুজব, গল্প আর নানান সামরিক পরিকল্পনায় ওর পকেট ভর্তি—এদিকে ম্যাকহর্ণ তো লোমহর্ষণ খবরের ভক্ত বটেই। যুদ্ধের পর মাঝে মাঝে ওদের দেখা হত—পানীয় নিয়ে বসে ওরা তখন পুরোনো দিনের কথা আলাপ করত।

ডাবেণ্ট যেন চিন্তিত।

"জিম, ঐ যে লোকটা তোমার এখান থেকে গেল, লোকটাকে দেখলে সন্দেহ হয়।"

"কেন? উনি একটা নীল স্যুট আর দু জোড়া প্যান্টের অর্ডার দিয়েছেন; দাম দিয়েছেন অগ্রিম।"

"ও কথা বলিনি। লোকটা বিপদজনক। ও আমেরিকায় এসেছে কেন জান?"

"আমার কাছে কেন এসেছে তাই আমি জানি—এসেছে একটা নীল স্যুট আর দুটো প্যান্টের জন্যে। আমেরিকায় কেন এসেছে তা নিয়ে আমার দরকার নেই। মনে হয় ব্যবসা করতে এসেছে। আমাকে ওদের ট্রেড মিশনের ঠিকানা দিয়েছিল।"

"বরাবরই জানি, তোমার মাথাটা একটু মোটা। ও এসেছে কেন শুনবে? কাগজে এ খবর পাবে না। দস্তরমত লোমহর্ষণ কাণ্ড। রেডরা মতলব এঁটেছে যে টেনেসীর এটম কারখানাগুলো উড়িয়ে দেবে।"

"দেখ ফ্রেড, লোমহর্ষণ খবরে আর আমি বিশ্বাস করিনে। রেড লোকটা বলছিল সম্প্রতি এক সেনেটরের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে। তার মানে লোকটা ফালতু নয়। ও রকম লোক কি আর কারখানা উড়িয়ে বেড়ায়?...উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছ তুমি।"

"উঁহু, চাপাচ্ছি না। তুমিই বরং বড় বড় কথা বলছ জিম। অনেক রেডের সঙ্গে আজকাল তোমার দেখা হয়, তারা যা-যা বলে তাই আউড়ে যাচ্ছ।"

"তারা তো কিছুই বলে না। 'প্যান্টটা একটু ঢিলে হবে', 'কাঁধটা আরও তুলতে হবে' এ রকম কথা ছাড়া কিছুই বলে না। রেডদের পোষাক বানাচ্ছি সে কি আমার দোষ? আমার আর কোনো উপায় ছিল না। এ জীবনে কী পেলাম?"

"তুমি সাচ্চা আদমি তা তো জানি, কিন্তু সবাই কি আর তোমার কথা বিশ্বাস করবে? ঐ পাজীটার জন্যেই তোমার সর্বনাশ হতে পারে। এর একটা কিছু বিহিত করতেই হবে তোমাকে।"

"একটা খরিদ্দার গেলে খুবই কষ্ট। তবে ব্যাপারটা যদি ওরকমই হয় তাহলে ওর অগ্রিম জমাটা না হয় ফেরত পাঠিয়ে দেব।"

"উঁহু, তাতে বাঁচবে না। ফিট করল কিনা দেখতে আসবে কবে আবার?"

"বুধবার পাঁচটার সময়।"

"আমি থাকব। দোকানে কাউকে রেখো না, আমি ওর জ্যাকেটটা পরীক্ষা করব।"

"ফ্রেড, তোমার মাথা খারাপ! যদি ও সত্যিই বড় দরের গুপ্তচর হয় তাহলে তোমাকে ওর পকেট হাঁটকাতে দেবে ভেবেছ?"

"হাসিও না জিম। গুপ্ত কাগজপত্র ও পকেটে নিয়ে বেড়ায় নাকি? ওর কোটের বাঁ দিকে বুকের ভাঁজে কি সেলাই করা আছে হাত দিয়ে দেখতে চাই।"

"তোমার মতলব বোঝে কার বাপের সাধ্যি! রেডগুলো অবিশ্যি কুচক্কুরে। কিন্তু আমি বাবা এ সবের মধ্যে জড়াতে চাইনে। তোমাকেও বলি, সাধ করে ফাঁস পরো না।

"তুমি আমার বন্ধু, তাই তো এলাম সাবধান করতে। জান তো আমি এখন প্রচার বিভাগে কাজ করি। সেখানে এফ-বি-আইয়ের একটা লোকের সঙ্গে আমাকে সম্পর্ক রাখতে হয়, বুঝলে কি না। ঐ লোকটা কাল আমাকে বল্ল, 'ম্যাকহর্ণ রেডদের সঙ্গে কি সব চালাচ্ছে'। ওরা তো তোমার দোকানেই হানা দিতে চায়! অনেক কষ্টে থামালাম। ওকে কথা দিয়েছি, আমি নিজে রেডটার পোষাক পরীক্ষা করে নেব। আর ওরা যদি ওকে ধরে, তা এখানে নয়। এমন কি তোমাকে ডেকেও নিয়ে যাবে না, কথা দিয়েছে। তোমার উপকার করলাম জিম, আর তুমি আমাকে যা তা জিজ্ঞাসা করছ!"

"না বাবা, আর জিজ্ঞাসা করছিনে। জার্মাণরা যখন ঘিরে ফেলেছিল তখনও আমি ভয় পাইনি, কিন্তু এখন এত ভয় করছে মনে হচ্ছে যেন খাটের নীচে লুকোই। শান্তিতে থাকতে দেবে না জানি। এই হতচ্ছাড়া দোকানটা কিনে কি গুখুরিই করেছি! টেক্সাসে গেলেই ভাল ছিল। একটা টিন-ভর্তি ফলের ব্যবসার খোঁজ পেয়েছিলাম ওখানে। ওহো ফ্রেড, সেই রাত্রের এলার্মের কথাটা মনে পড়ে তোমার, সেই যে তুমি ল্যাঙ্গোট পরেই লাফ দিয়ে পালালে। আর জ্যাক মারা পড়ল।...সে এক দিন ছিল বটে! শেষকালে আমাকে লোকের পকেটেও হাত দিতে হবে, কে জানত..."

বেশ খানিকক্ষণ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে চলল ম্যাকহর্ণ। ডাবেণ্ট ওকে ঝাঁঝ কাটিয়ে হালকা হতে দিল, তারপর বিদায় নিল, বল্ল, "আচ্ছা বুধবার তাহলে।"

এল বুধবার। কাটার আর সাহায্যকারীদের ম্যাকহর্ণ ছুটি দিয়ে দিয়েছিল। পিন এগিয়ে দিল ডাবেণ্ট। ফিটিংয়ের মাঝামাঝি রুশিয়ান বল্ল:

"আমার জ্যাকেটে একটা বোতাম লাগিয়ে দিন তো—খালি পড়ে যায়..."

ডাবেণ্ট জ্যাকেটটা নিল। ও একেবারে ভদ্রতার প্রতিমূর্তি; রুশিয়ানকে বল্ল পকেট থেকে সব কিছু জিনিষ বার করে নিতে:

"এক টুকরো কাগজ হয়তো পড়ে যাবে—পরে দেখবেন তাতেই একটা জরুরী ঠিকানা লেখা ছিল..."

জ্যাকেটটা নিয়ে ও পার্টিশনের আড়ালে গেল। দুষ্টু হাসি হাসল ম্যাকহর্ণ। খেটে মরুক ব্যাটা! ও বোধহয় ছুচে সুতো পরাতেও জানে না। এই মিলিটারী সায়েবগুলো সারা যুদ্ধটা কাটিয়েছে আরামে হোটেলে বসে। 'প্রচার বিভাগ'!...এর নাম প্রচার? না পকেট কাটা? প্রথমে ভেবেছিলাম ও বুঝি এমনি ইতর লোক, এখন দেখছি ব্যাটা নীচ গোয়েন্দা...

খরিদ্দারের সঙ্গে আলাপ করা যাক, ম্যাকহর্ণ ঠিক করল।

"একটু দেরী হচ্ছে, কিছু মনে করবেন না। ও আমার লোক নয়—ও শুধু বন্ধুর হয়ে ঠেকো দিচ্ছে। বোতাম কেমন লাগাবে ভগবান জানেন। কিন্তু জ্যাকেট আপনার ভালই লাগবে। রুশিয়ানরা সবাই আমার কাজের তারিফ করেন। কাগজে লেখে, আপনাদের সঙ্গে নাকি আমাদের সম্বন্ধ খারাপ। কিন্তু আমি মশাই রুশিয়ানদের কিছু খারাপ টারাপ দেখিনে। সেই রেড মেজরের

ওখেনে অতিথি হয়েছিলাম যখন, তাঁকে বল্লাম ডলার নোটটার ওপর নাম লিখে দিতে। মঙ্গল-চিহ্নের মত ওটা আমি রেখে দিয়েছি। দেখবেন?"

নোটটা বাড়িয়ে দিল।

" 'অসিপ এলপার্ট'। মেজর এলপার্টের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?" কি আশ্চর্য!"

"মানে আপনিও তাঁকে চেনেন?"

"সামান্য। একই টিবির ওপর বসে তিনি আর আমি দু'জনেই ভেবেছি—আমেরিকানরা লড়বে, না লড়বে না।"

জ্যাকেট নিয়ে ফিরে এল ডাবেন্ট।

"নিন স্যর। একশো বছরেও আর ছিঁড়বে না।"

রুশিয়ানটি চলে যাচ্ছে। ম্যাকহর্ণ অর্ডার বইটা দেখল—রুশ নামগুলো মনে রাখা শক্ত।

"আচ্ছা আসুন মিঃ···অ্যাঁ···মিনায়েভ। এর পরের ফিটিং সোমবার।"

[৯]

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছে ম্যাকহর্ণ। ও বাড়ী যায়নি, মদের দোকানেই বসে আছে—হুইস্কি টানছে, হিংস্রভাবে পা দোলাচ্ছে আর অস্ফুটভাবে মুখ খিস্তি করছে। শাপান্ত করছে সবাইকে—ডাবেন্টকে, সেই রুশিয়ানটাকে (যার মুখে বিদ্ঘের খই ফুটত), রাষ্ট্রপতিকে, রেডগুলোকে, বৌকে, নিজেকে। ওঃ কী খবর? এমন চমকদার খবর পেলে রিপোর্টারেরা হাজার বার ঠোঁট চাটবে। কিন্তু ও রিপোর্টার নয়—ওর খুব খারাপ লাগছে, পেটের ভেতর যেন কেমন করে উঠছে। ঐ যে হট-ডগগুলো খেয়েছিল ওতেই কি বিষিয়ে গেছে?···

যাবার সময় ডাবেন্ট বলে গিয়েছিল, "টুঁ শব্দটি নয় জিম। কাজটা ভালই হাসিল হল—ওর জ্যাকেটে কিছু একটা সেলাই করা আছে···।" রেডটা বিস্ফোরক নিয়ে আসছে, গুঁড়িসুড়ি মেরে—কল্পনা করার চেষ্টা করল ম্যাকহর্ণ। অবিশ্বাসের হাসি হাসল একবার, আবার পরমুহূর্তেই শিউরে উঠল।

আদরের নোটটা থলি থেকে বার করল। এই ইতরটা ছিল মেজরের বন্ধু। সেবার ওরা আমাদের কি খাতিরই করেছিল। স্বিড্‌লটা গোড়ার দিকে একটু

চাল দেখিয়েছিল বটে—পান করতে চায়নি। বড্ড গুমোরে, ঐ ব্যাটা। কিন্তু ও ব্যাটাও মদ খেয়ে চুর। আর রুশিয়ানদের সঙ্গে জিগ নাচ নাচল গারস্টোন। ডাবেণ্টকে ঠিকই বলেছি—সে এক দিন ছিল। অবিশ্যি মারা পড়তে পারতাম—জ্যাকের মত—কিন্তু তখন এটুকু অন্তত জানতাম যে শত্রু কে। এখন সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। ডাবেণ্টের ওপর ভরসা করা যায় না। ও আমাকে এক কথা বলে আর এফ-বি-আইকে আর এক কথা। লোকের সর্বনাশ করতে চায় ও—এই ওর কাজ। আমার কাজ দর্জির, ওর কাজ চুকলির। কোথায় আমাকে ধন্যবাদ দেবে, না আমাকেই জেরা লাগাবে: কে? কি? কেন?

সবই কী রকম বদলেছে! রুশিয়ানরা আমাদের বন্ধুর মত খাতির করেছিল। ঐ জানদার মানুষটি আমেরিকানদের সঙ্গেও ছাতি মিলিয়েছিল বোধহয়। আর এখন ওরা ওকে পাঠিয়েছে কারখানা উড়িয়ে দিতে। ভেবে দেখ! একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি আমি। তবে গা বাঁচিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলে মনে হবে, ওঃ কী ভয়ঙ্কর চমকদার কাণ্ড।

ম্যাকহর্ণের ইচ্ছে করে ব্যাপারটা কাউকে বলে: এক খরিদ্দার এল তার দর্জির কাছে, একটা নীল স্যুট আর দু জোড়া প্যাণ্টের অর্ডার দিল, হাসল, ঠাট্টা করল আর তারপর দেখা গেল ওই এক নম্বর আসামী: রেডরা ওকে পাঠিয়েছে শহর উড়িয়ে দেবার জন্যে। কি রকম, গরম না? লোকটার প্রাণের বন্ধুকে চেনে ম্যাকহর্ণ। এই তো তার সই করা ডলার নোট। আফশোষ যে মদওয়ালাকে ও গল্পটা বলতে পারছে না, শুনলে সে হাঁ হয়ে যেত।

ম্যাকহর্ণ আর একটা হুইস্কি খেল, তারপর ঠিক করল গারস্টোনকে ফোন করবে। বছর দেড়েক ওদের দেখা হয়নি: প্রকাণ্ড শহর, যে যার নিজের ধান্দায় ফেরে। শেষবার দেখা হয়েছিল হিলের বিয়েতে। সে একটা দারুণ ভোজ; কত কথা—হিল কি করে জার্মাণটার কাছ থেকে শূয়োর গ্যাঁড়া দিয়েছিল, ম্যাকহর্ণ কি করে মেডেল পেল, কি ভাবে ওরা রুশিয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই থেকে আর গারস্টোনের সঙ্গে ম্যাকহর্ণের দেখা হয়নি, যদিও দেখা করতে যাবে বলে অনেকবার ভেবেছে। হিলের সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। হয়তো এতদিনে তার ছেলেপিলেও হয়েছে। গারস্টোন তখন

পাশের পড়া পড়ছিল। এখন বোধহয় উকীল, দু'পয়সা কামাচ্ছে। ওর কাছে কথা বলে লাভ আছে, চালাক-চতুর লোক। ও-ও তো গিয়েছিল রেড মেজরের ওখানে; দোভাষীর কাজ করবে বলে ওকে নিয়ে যাওয়া হল—ভাল কথা মনে পড়েছে, ও তো আধা-রুশিয়ানই। এটা কত বড় ঘটনা ও ঠিক বুঝবে।...

ভাগ্যি ভাল—গারস্টোনকে বাসায়ই পাওয়া গেল।

"হ্যালো জো, আমি কথা বলছি টাইম্‌স স্কোয়ারের ভাটিখানা থেকে—আমাদের সে-ই পুরোনো আড্ডা, মনে আছে তো? সোজা চলে এস, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আচ্ছা সেবার যে আমরা সেই রুশিয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—মনে পড়ে তোমার? বেশ বেশ, এবার পাল্টা দেখা...পেল্লায় কাণ্ড!"

গারস্টোন তার বাসায় ডাকল ম্যাকহর্ণকে। একটু বেশী দূর সত্যি, কিন্তু ব্যাপারটা যখন রুশিয়ানদের নিয়ে, তখন ম্যাকহর্ণকে ও ভডকা খাওয়াবে—কাজেই লোকসান পুষিয়ে যাবে।

ভিড়ের সময় ট্যাক্সি পেতে ম্যাকহর্ণের বেশ খানিকটা সময় লাগল। দাঁড়াতে হল মোড়ে মোড়ে। দূরও কম নয়: ম্যাকহর্ণ আবার অসুস্থ বোধ করতে লাগল—কিন্তু ঠাওর করতে পারল না কি জন্যে—হট-ডগ্‌স না বুক ধড়ফড়ানি? হঠাৎ ও নিজের ওপর ক্ষেপে উঠল: কোন্ কম্মে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি? ও তো আমার ইয়ার নয়। এক রেজিমেন্টে ছিলাম তো কি? ডাবেন্ট বলেছে, 'টুঁ শব্দটী নয়।' গারস্টোন যে পুলিশের লোক নয় তাই বা বলি কি করে? কথাটা ফাঁস করে ফেলব আর ওরা অমনি দেবে আমাকে সাবাড় করে। আলবৎ—মরা মানুষে কথা ফাঁস করতে পারে না।

চারদিক তাকিয়ে দেখল। যেন আর একটা শহরে এসে পড়েছে। ইস্ট সাইড। যুদ্ধের সময় থেকে ও আর এসব দিকে আসেনি। আর যাই হোক এখানে ওর কোনো খরিদ্দার নেই; আছে শুধু ইহুদীরা। দোকানগুলোর জানলায় লেখার অক্ষর নেই, তার বদলে মজার মজার এঁকাবেঁকা ছবি। গারস্টোন ইহুদী, ম্যাকহর্ণের মনে পড়ল। তাহলে তো আরও খারাপ—ইহুদী হলেই রেড হয়। গারস্টোন হয়তো কমিউনিস্ট! সে বলে দেবে

—ম্যাকহর্ণ পুলিশের সঙ্গে আছে। ওরা যখন কারখানাই উড়িয়ে দিতে চায় তখন ম্যাকহর্ণকে সাবাড় করতে আর কি ?

ও ঠিক করল মুখ সামলে চলবে। 'পেল্লায় কাণ্ড'-টার কথা যদি গারস্টোন জিগ্যেস করে বলবে ওটা ঠাট্টা, বন্ধুর সঙ্গে এক সঙ্গে আড্ডা দেবার অজুহাত, আর কিছু নয়।

একা থাকত গারস্টোন। সোজা সিঁড়ি থেকেই ম্যাকহর্ণ ঘরে ঢুকল। চারদিকে বই ছড়ান, এলোমেলো। পর্দার আড়ালে একটা খাট। খুব সুখে থাকে মনে হয় না তো। ছিটও আছে—আসবাব না কিনে এত সব বই কিনেছে। গারস্টোন কোথায় কাজ করে জিজ্ঞাসা করল।

"ফিনিক্স ইনশিওরেন্সে কাজ করেছিলাম বছরখানেক।"

"উকীল ছিলে ?"

গারস্টোন হেসে উঠল। "ক্যানভাসার। প্রথমে বীমাকারীরা তাড়াল, তারপর বীমা কোম্পানী।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও—তুমি পাশ করে ডিগ্রী পাওনি ?"

"পেয়েছি। জীবনে আরও অনেক বোকামী করেছি। কাল হয়তো রাস্তায় বিজ্ঞাপন বিলোবো, সুন্দরী শো-র বিজ্ঞাপন। পেশাটা সম্ভ্রান্তই, তবে রোমান আইনের দরকার হয় না আর কি! বাজে বকে লাভ নেই। চলো শরাপ খাওয়া যাক।"

"ভডকাটা পাও কোথা থেকে হে ?"

"খাও, কোনো চিন্তা নেই—ওটা রেড নয়। ঐ যে বাঁকটা পেরিয়ে ১২৬ নং রাস্তা, ওখেনে বিক্রী হয়।"

ওরা বোতলটা শেস করল। গারস্টোনের মেজাজ সেদিন বেশ শরীফ। মেজর স্মিড্‌ল আর হিলকে এক হাত নিল, তারপর এক মজার গল্প বল্ল—একটা জেব্রা নিয়ে। ম্যাকহর্ণ ভাবছিল ও পেল্লায় কাণ্ডের কথা শুধোবে, কিন্তু শুধোলো না। ক্যাসেলে মর্টারের গোলাবৃষ্টির সামনে ওরা কেমন আটকে গিয়েছিল সে কথা মনে করে ওরা গল্প চালাল।

"সে এক দিন ছিল!" নিশ্বাস ফেলে বল্ল ম্যাকহর্ণ। "আর এখন সবাই যেন তেরছা। আমেরিকার জন্যে লড়ল কারা সেকথা ব্যাটারা ভুলেই গেছে মনে হয়। যা তা নয়, একটা উকীল, তাকেও ঘোড়দৌড় করে বেড়াতে হবে।

ভাবছ বুঝি আমার খুব সুখে কাটছে ? সুখই বটে ! রেডদের জন্যে পেন্টুল সেলাই করি। যুদ্ধের আগে কোট বেচতাম কালা আদমিদের। সেও এমন কিছু ভাল না। তবু যাহোক, নিগার আর এমন কি ? জুতো পালিশওয়ালা। বেশ ভাল ড্রাইভারের কাজ দিত ওরা, লড়াইয়ের ওখেনে। কিন্তু রেড —দুর থেকেই সেলাম বাবা। ওদের মতো লোকেরাই—"

"তুমি তাহলে খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস কর ?"

"কাগজের সঙ্গে এর কি ? জ্যাক কেমন করে মলো ভুলিনি। আমেরিকানরা মরুক, তা আমি চাইনে। কেই বা লড়তে চায়, বলতে পার ? তুমি চাও না। আমি চাইনে। চায় রেডগুলো।"

গারস্টোন হাসল। দেখে ম্যাকহর্ণের মেজাজ বিগড়ে গেল।

"তুমি আমাকে যত বোকা ঠাউরেছ তত বোকা আমি নই—জেনে রেখো ! রেডগুলো লড়াই করবেই। সে খবর কাগজে পাবে না, একেবারে ভেতরের খবর। হাসি বার করে দিচ্ছি দাঁড়াও। কি রকম তোমাকে কানে ধরে ঘোরাচ্ছে এখুনি দেখবে । সেবার সেই রুশিয়ানদের ওখানে গিয়েছিলাম মনে আছে ?"

"মেজরটীর নাম পর্যন্ত মনে আছে—এলপার্ট।"

"তবে শোনো : ওঁর এক বন্ধু এসেছিল আমার দোকানে—স্যুটের অর্ডার দিতে। বল্ল সে নাকি মিশনে থাকে, ব্যবসা করতে এসেছে, একজন সেনেটরের সঙ্গে পরিচয় আছে, আরও কত কি। আমি একটা আস্ত গাধা তাই ফাঁদে পড়লাম : 'ফার্ষ্ট কেলাস স্যুট বানিয়ে দেব মিঃ মেইনফ।' অথচ লোকটা কে জান ? এক নম্বর ডাকাত ! একটা গোটা শহর উড়িয়ে দেবার মতলব ভাঁজছে। আমার কাছে এসেছিল তাই রক্ষে। আমি একটা মহাপণ্ডিত তা বলছিনে, তোমার মত বইয়ের গাদা আমার নেই। তবে সামান্য দর্জি হলেও, এক আধটা কথা যে জানিনে তা নয়। রেডটার পকেটের মধ্যে কি ব্যাপার সেটা আমার চোখ এড়ায়নি—হ্যাঁ, স্যর, এড়ায়নি। রাজনীতির আমি থোড়াই পরোয়া করি—যত সব ঘোড়ার ডিম। তা বলে আমেরিকান শহরগুলোকে উড়িয়ে ধূলো করে দেবে, আর বসে বসে দেখব ? ওদের উচিত আমার পায়ের ধূলো নেওয়া। কিন্তু এফ-বি-আইতে ঢুকেছে কারা ? যত ব্যাটা চোর। স্থির হয়ে থাকতেও দেবে না আমাকে। এখন বল তো বাপু—জিম ম্যাকহর্ণকে নিয়ে ঠাট্টা করে কোন্ শালা ?"

গারস্টোন ওকে ঠাণ্ডা করতে গেল না: ম্যাকহর্ণ লোকটা ভাল, তবে পেটে দু চার ফোঁটা বেশী পড়লে একটু বেসামাল হয়ে যায়।

শেল্‌ফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে নামটা দেখেই ম্যাকহর্ণ ক্ষেপে উঠল:

"আমেরিকান ফৌজের সার্জেণ্ট তুমি, এই সব ছাইপাঁশ পড়! এত বই নিয়ে কি কর কচুপোড়া—প্রথমে বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি......বইতেই তুমি মরেছ বাছাধন। এবার সত্যি কথা বল তো—ভডকাটা পেলে কোথায়?"

"ঐ যে দোকান থেকে। ভাল লেগে থাকে যদি, তুমিও কিনতে পার।"

"রেখে দাও তোমার ধাপ্পা, আমাকে কি কচি খোকা পেয়েছ। তুমি আর আমি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আমেরিকার জন্যে লড়েছি। আর এখন তুমি রেডদের সঙ্গে গেছ। হুড়হ্যাঙ্গাম ভালবাসিনে আমি, তা বলে ভীতু তো নই—আমি লড়তে যাব রুশিয়ানগুলোর সঙ্গে!"

যত চেঁচায় ততই ওর রাগ বেড়ে যায়। এখন মনে হতে লাগল যে ঐ রেডগুলোই যত নষ্টের মূল। ওরাই ওর 'জলকন্যা' পেটেণ্টটা ছিনিয়ে নিয়েছে, বৌটাকে নষ্ট করেছে, ওর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আগে তো কেউ যুদ্ধের কথা ভাবত না। লোকে ভালভাবে দিন কাটাত, টাকা কামাত, বেস্‌বল খেলা দেখতে যেত। আর এখন সব চুলোয় গেছে! রাগের চোটে ও চীৎকার করে উঠল: "সোজা বলে দাও—তুমি আমেরিকান, না রেড?" আর তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটে চলে গেল সিঁড়ির দিকে।

গুমোট সন্ধ্যা। ছোট ছোট হতচ্ছিরি দোকানগুলোর পানে শত্রুতার দৃষ্টিতে কটমট করে চেয়ে রইল ম্যাকহর্ণ—বাক্স, বাঁধাকপির ঝুড়ি, পেতলের বাতিদান। দেখলে পাগল হয়ে যেতে হয়—লোকগুলো আমেরিকায় থাকে, অথচ আমেরিকানদের মতো করে জীবনযাপন করতে চায় না! ঘাটেপোড়া বাড়ীগুলো, সবগুলোই রেড আড্ডা। কে জানে হয়তো নিউ ইয়র্কটাই উড়িয়ে দেবে।

তারপর ভয় পেল: ওকে কেন ও কথা বলতে গেলাম? রেডদের ও লেলিয়ে দেবে আমার পেছনে। একটা পাহারা সঙ্গে দেবার জন্যে ডাবেণ্টকে বলব? সে হাসবে। আমার জন্যে আর পাহারার বন্দোবস্ত করবে কেন? আমি তো সেনেটর নই। রেডগুলোর মতই ওরাও—পাজী, বদমায়েস। হায় হায়, কেউ আমাকে রক্ষে করবে না। তোমার বারোটা বেজেছে বুঝলে

জিমচন্দর! আমেরিকায় বদমায়েস হয়ে বাঁচতে পার, কিন্তু বোকা হলে রক্ষে নেই। সাবাড় করে দেয় বোকাদের···

দুটো অন্ধকার রাস্তার কোণে ঝাপসা আলোর নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ব্রণ আর মেছেতা ভরা মুখটা ঘামে চকচক করছিল। একদম ওপর তলা থেকে কে চীৎকার করে উঠল: "কেটে ফেলব, শালা বেজন্মা!" ম্যাকহর্ণ দেখল যেন ঘন কালো রক্ত পড়ছে মাটির ওপর—টপ, টপ। ভাবল—আমার গলাই কাটছে নিশ্চয়। কাতর হয়ে হাই তুলল।

[১০]

সরু বারান্দার মত ঘরটায় গারস্টোন পায়চারি করছিল—ভাবছিল কি করা। জ্যাকেটের ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না। আগে কাগজ দেখলে ম্যাকহর্ণ নাক শিঁটকোতো, কিন্তু কাগজগুলোই এবার ওকে খেয়েছে। নেহাৎ বোকা না হলে এমন গাঁজাখুরি কথা কেউ বিশ্বাস করে? ···পুলিশরা কতকগুলো দলিল পাকড়াতে চায়—সেটা বোঝা যাচ্ছে। লোকগুলিকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। বলব নাকি তাদের ট্রেড মিশনে গিয়ে—"মিঃ মেইনফকে দর্জির কাছে যেতে মানা করবেন"? ওরা ভাববে আমি পুলিশের লোক। বেটী বোধহয় রুশিয়ানদের কাউকে কাউকে চেনে। আমেরিকান-সোবিয়েত পরিষদে যেত, ও বলেছিল। বেটীকে ফোন করি? কিন্তু সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, ও হয়তো শুয়েই পড়েছে, হ্যাঁ তাই। কিন্তু এটা যে খুব জরুরী, কাল পর্যন্ত দেরী করা যায় না। কিন্তু ওর স্বামী যদি ফোন ধরে? ওদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি রকম কে জানে? বেটী বলেছিল, "তার ধ্যানধারণা অন্য রকম।" তার মানে ফোন গেলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। লোকটার হয়তো প্রণয় ঘটিত সন্দেহ আছে। সবচেয়ে মুস্কিল হল, ও কেন দেখা করতে চাইছে বেটী বুঝতে পারবে না। শেষবারের সেই আলাপটা নিয়েই তো গোল, বেটী ভাববে ও মনের কথা জানাতে চায়, ওকে ধমকে টেলিফোন ছেড়েও দিতে পারে বেটী।···বাঃ সবই বুঝলাম, কিন্তু কিছু তো করতে হবে। ম্যাকহর্ণ এখন পুলিশের হাতে খেলছে। হুশিয়ার করে দিলে রুশিয়ানটি আরও সাবধান থাকবে···

গারস্টোন ছটফট করে, ওদিকে সময় বয়ে যায়। সব সময়ই ওর ঐ রকম—লোকটা সাহসী, সরল, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছিল ম্যাকহর্নের ঐ কথাটা: "বইতেই তুমি মরেছ...।" বইগুলো গারস্টোনের বন্ধু, আবার শত্রুও। হতাশ হয়ে এক এক সময় বলত নিজেকে: শেল্‌ফের ওপর কেমন গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে বইগুলো—কিন্তু তোমার মাথার মধ্যে ঢুকলেই একটার সঙ্গে আর একটার আদায়-কাঁচকলায়—ওগুলো পরস্পরের ফাঁক ভরায় না, পরস্পরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। যত রকমের বই আছে দুনিয়ায়, সত্যও কি তত রকমের?

যুদ্ধ যত দিন চলছিল তত দিন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি—বুঝেছিল, নাৎসিদের তো হারাতে হবে। কিন্তু শান্তির প্রথম দিন থেকেই এল সংশয়। ম্যাকহর্ন আর স্মিডলকে নিয়ে রুশিয়ানদের সঙ্গে সেই সাক্ষাতের কথাটা ওর খুবই মনে পড়ে। শান্তির উদ্দেশ্যে পান করেছিল ওরা সবাই, কিন্তু ওর মনে যেন খটকা লেগেছিল—আমেরিকানরা মেজরকে জেরা করেছিল সন্দেহপূর্ণ-ভাবে। ফেরার পথে মেজর স্মিডল বলেছিলেন: "রেডদের বড্ড বাড় বেড়েছে, একটু নামিয়ে আনা দরকার।" যুদ্ধ আজও চলছে, গারস্টোন বোঝে। কিন্তু বুঝতে পারে না এবার হারাতে হবে কাদের—রেডদের, না ওর নিজের দেশের মানুষদের? ওর বাধাপ্রাপ্ত লেখাপড়া ও আবার শুরু করল নিউ ইয়র্কে ফিরে। মূল্যবোধ বদলেই চলল। নিজেকে বোঝাল: যাই হোক, আমেরিকান ব্যবস্থাটা বেশী ভাল। যে-জীবনে সবাই চিন্তা করে একইভাবে, সে-জীবন কেমন ধারা? হপ্তাখানেক পরে নিজেকে শ্লেষ করে ভাবল: আমাদের দুটো পার্টি আছে তাতে লাভটা কি? ও দুটো তো দুটো মটরের মত, একই রকম। রিপাব্লিকান আর ডেমোক্র্যাটের তফাৎ ধরা যায়? এখানে কমিউনিস্টও আছে, ঠিকই, কিন্তু তারা আর ক'জন? চিনি গুনে ওদের। ওদের তো পয়সা নেই, ওরা লোককে বোঝাবে কি করে? ও যা পেল তাই পড়ল, এলোপাথারি—মার্ক্স আর বের্গসঁ, জেম্‌স আর টলস্টয়, সোবিয়েত যৌথখামার সংক্রান্ত বই, আবার বাজারের হু হু করে কাটা বইগুলোও। প্রতিদিন যে-কাগজ কিনতে হত সেটাকে ঘৃণা করত। কংগ্রেসম্যান আর রেডিও ভাষ্যকারদের বক্তৃতায় আর বিশ্বাস করত না। মনে হত সারা বাতাসেই মিথ্যে গিস গিস করছে। আর বই থেকেও সাহায্য পায় না—প্রত্যেকটা বই-এরই নিজস্ব আলাদা দাওয়াই, সর্বরোগহর।

পাশ করে ডিগ্রী পেল। আইন ব্যবসায় দাঁড়াতে হলে টাকা চাই। ও ভাবল কোনো কোম্পানীতে আইনঘটিত পরামর্শদাতার কাজ করবে। ওর কোনো অভিজ্ঞতা নেই, জবাব দিল একটা ব্যাঙ্ক। আর একটা বল্ল, নামকরা উকীল চাই। হোয়াইট এণ্ড ক্রাউজার কারখানার হেড অফিসে প্রায় লেগে গিয়েছিল, কিন্তু ভেস্তে গেল: ইহুদী সহ্য হয় না মিঃ ক্রাউজারের। ও বীমা দালালের কাজ নিতে বাধ্য হল। কিন্তু কাজটা করতে ওর লজ্জা লাগত— স্বামী পরদিনই মারা যেতে পারেন একথা স্ত্রীকে বোঝাতে গেলে লজ্জা তো লাগবেই। ফাঁকি দিচ্ছে বলে ওর জবাব হয়ে গেল। ম্যাকহর্ণকে আর বলেনি যে ও দু মাস ছাপাখানায় পিওনের কাজ করেছে, তারপর জানলা-ঝাড়ুদার, তারপর কাগজের হকার। কখনো কখনো দশ ডলার হাতে জমত, সেদিন ভাল করে খেত, নতুন বই কিনত; আবার কখনো কপালে এক পয়সাও জুটত না। ক্ষুধা আর অপমান দুই-ই ও সহজে সহ্য করতে পারত; দুঃখ পেত শুধু এই ভেবে যে সত্যের নাগাল পায় না।

রোজ খানকয়েক করে কাগজ পড়তে আরম্ভ করল, লেকচারে গেল, ধর্ম-সমিতির জমায়েতে যোগ দিল, নানারকম জনসভায় হাজির হল: অস্পষ্ট আশা তখনো ছিল যে সব চেয়ে দরকারী জিনিষ কোন্‌টা তা জানতে পারবে। বেটীর সঙ্গে আলাপ—মস্কো-প্রত্যাগত এক প্রফেসরের লেকচারে। সোবিয়েতের আপেল সম্বন্ধে প্রফেসর খুব তারিফ করলেন, তারপর কোন্ এক রেড বৈজ্ঞা-নিককে আক্রমণ করে বল্লেন লোকটা "ছন্ন বৈজ্ঞানিক"। ট্যান রং-এর স্যুট পরে গারস্টোনের পাশে বসে ছিল এক তরুণী। গরম দেশের মতো তার দেহের ত্বক, মনে হয় ইটালিয়ান কি স্প্যানিয়ার্ড, কিন্তু চোখ দুটী বড় আর হালকা রংয়ের। লেকচারার কি বলছেন গারস্টোন প্রায় শুনতেই পেল না—আকর্ষণীয় প্রতিবেশিনীর দিকে ওর চোখ পড়ে ছিল। মেয়েটী হঠাৎ ওর দিকে ফিরে বল্ল, "উনি মরগ্যানিজ্‌মের সমর্থন করছেন। তা করবেনই, উনি যে 'টাইমস'-এ কাজ করেন।" গারস্টোন সায় দিল, তৎক্ষণাৎ। আশা করতে লাগল মেয়েটী আরও কিছু বলবে। কিন্তু সে শুনেই যাচ্ছে আর নোট নিচ্ছে। ওরা এক সঙ্গে বেরুল। সাহস সঞ্চয় করে গারস্টোন ওর সঙ্গে কথা বল্ল; ও মৃদু হাসল। ওকে বাড়ী পৌঁছে দিল—জানতে পারল যে ওর নাম বেটী কীন; ও জীব-বিজ্ঞানের ছাত্রী, বিবাহিত, ওর স্বামী হচ্ছেন শিল্পকলার সমালোচক।

পরদিনই ওকে ফোন করতে ইচ্ছে করছিল গারস্টোনের, কিন্তু ইচ্ছেটা দমন করল : কী বলবে ওকে ? গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলাপটা চালু রাখতেই গারস্টোনের ঘাম ছুটে গিয়েছিল। চারজন জীব-বিজ্ঞানীর লেখা চার চারটে প্রবন্ধ ও পড়ে ফেল্ল ; তার মধ্যে তিন জন লিখেছেন যে মর্গ্যানিজ্ম, যাকে বেটী নিন্দে করল, সেই মর্গ্যানিজ্মই একমাত্র সঠিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ, আর চতুর্থ জন লিখেছেন বিপরীত। কে ঠিক গারস্টোন জানে না, কিন্তু একটা জিনিষ নিশ্চয় করেই জানে—বেটী যা যা ভাবে তার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ একমত। এক হপ্তা পরে বেটীকে ফোন করল, জিজ্ঞাসা করল, সে কোনো লেকচারে যাচ্ছে কিনা—মর্গ্যানিজ্ম সম্বন্ধে তার সঙ্গে আরও আলোচনা করতে চায়। টেলিফোনে বেটীর স্বরটা ভালই লাগল। সে বল্ল গ্রীসের ব্যাপার সম্বন্ধে একটা মীটিংয়ে যাওয়ার কথা। না : চারটে প্রবন্ধের ওপর সময়টাই নষ্ট হয়েছে—মর্গ্যানিজমের বিষয়টা বেটী আর তুলছে না। মীটিংয়ের পর অনেকক্ষণ ওরা ঘুরে বেড়াল, আর আলাপ করল—শুধু রাজনীতি। "আমি কমিউনিস্ট একথা আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই", বল্ল বেটী। "তাতে কি আপনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন ?" আন্তরিকভাবেই জবাব দিল গারস্টোন : "না, মোটেই না।" বিদায় নেবার পর ও ভাবল : এবার বুঝলাম ওর বিশ্বাসের দৃঢ়তা কতখানি। সত্যি বাঁচতে হয় কি করে তা সেই রুশিয়ান মেজরটীও জানতেন। কিন্তু আমি জানিনে। আমাদের রাজনীতিওয়ালাদের চেয়ে কমিউনিস্টরা ভাল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওরাও ভুল করে বোধহয়। এ জিনিষটার ঠিক তাল পাচ্ছিনে। তবে একটা জিনিষ পরিষ্কার—বেটীকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। বত্রিশ বছরের চাষাড়ে ভূত আমি। আমিই আবার ঠিক ইস্কুলের ছেলের মত মিনিট গুণছি—কখন ফের ওর সঙ্গে দেখা হবে। আমার জন্যে ওর কি আসে যায় ? ওর রাজনীতি আছে, জীবতত্ত্ব আছে। তা ছাড়া স্বামীও আছে। বেটীকে জবাব দিয়েছিলাম, "না, মোটেই না" ; মিথ্যে কথা। এটা এখনও ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারছিনে। রুশিয়ান মেজরটীর সঙ্গে অবিশ্যি দেখা হয়েছিল ঠিকই। ছাপাখানাটায় একজন প্রুফরীডার ছিল—দেখেই বুঝেছিলাম যে কমিউনিস্ট, কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপই হয়নি বলা যায়। বাস্তবিক, কোনো কমিউনিস্টের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কখনো। মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়রের মেয়ে বেটী, স্বচ্ছল পরিবারে মানুষ, ওর স্বামী বই লিখেছে চিত্রকলা সম্বন্ধে। ও তবে

কমিউনিস্ট কেন? তাহলে একটি মাত্র লক্ষ্য নিয়েই জীবনের পথে চলা যায়?...

পরের বার যখন ওদের দেখা হল, ও ভেবেছিল বেটী আবার রাজনীতি শুরু করবে। কিন্তু বেটীর মনের ভাবটা উদাস, কয়েকবার তো অবান্তরই জবাব দিল; তারপর হঠাৎ শুরু করল আবৃত্তি:

শাদা মেঘের রুমাল উড়িয়ে
বাতাস বিদায় নিল;
আর খান খান হয়ে গেল
বাতাসের হৃদয়,
আমাদের ভালবাসার মৌনতায়।

বাতাসে উতলা দিনটা। শ্বাস রুদ্ধ করে দাঁড়াল গারস্টোন—ওর চমক লেগেছে বেটীর কবিতায় আর বেটীর সান্নিধ্যে; চমক লেগেছে ওদের নীরব পাশাপাশি চলায়, হাওয়ার মুখোমুখি।

এখন ওরা প্রায়ই দেখা করে। রাজনীতি বা শিল্পকলার কথা বলে; সামান্য সামান্য বিষয়েও কথা বলে, কিন্তু সেগুলো তৎক্ষণাৎ ভীষণ গুরুতর হয়ে ওঠে ওদের কাছে। দেখা করছে কেন সে কথা কখনো তোলে না; মনের কথা ব্যক্ত হয়ে যেতে পারে এমন সব বিষয়ই ওরা চেষ্টা করে এড়িয়ে যায়।

হঠাৎ গারস্টোনের অবস্থায় একটু উন্নতি দেখা দিল: হিলের ওখানে এক লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি ওকে বল্লেন ছেলেদের একটা পত্রিকার জন্যে একটা ছোট গল্প লিখে দিতে: লেখকটী কুড়ে তাই অন্য লোককে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিতেন। গারস্টোন তার বইপত্রের মধ্যে ডুবে ডুবে অটারদের জীবন সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী এক গল্প লিখে দিল। তার জন্যে ও পেল দু শো ডলার।

ওরা ঠিক করল রবিবারটা এক সঙ্গে কাটাবে। বেটীর গাড়ী ছিল, ওরা গাড়ী চালিয়ে উঠে গেল পাহাড়ের ওপর। গিরিপথে ওদের দেখা হল মেঘের সাথে—যেন উষ্ণ অথচ সজল আলিঙ্গন। তারপর এল সোণালী রৌদ্র, কুঞ্জ-বীথিকা, আর লিলাক রং-এর অ্যানিমোন গুচ্ছ। গারস্টোনের প্রশস্ত করতলে বেটী তার হাতটী রাখল। হাতে হাতে হল কত কথা, অতীতের কত স্বীকারোক্তি, ভবিষ্যতের কত শপথ। গারস্টোন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠল:

"বেটী, এ-ও ঐ মেঘেরই মতো, বাঁচতে পারিনে এ না পেলে…তোমাকে না পেলে, বেটী…"

বেটী হাতটা ছাড়িয়ে নিল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

"ও কথা আমাকে কখনো বোলো না, শুনছ, কখনো বোলো না।"

ওরা শহরে ফিরল নির্বাক ; বিদায় অভিবাদনের সময় চোখে চোখে চাইল না। রবিবারের কথা এটা, এর তিন দিন পরে ম্যাকহর্ণ এসেছিল গারস্টোনের কাছে।

"ও ভাববে আমি বুঝি বোঝাপড়ার জন্যে জেদ করছি"—ঘরে পায়চারি করতে করতে মনে মনে বল্ল গারস্টোন। "সওয়া বারোটা। পাগল আমি…।" যাই হোক তবুও টেলিফোন করল।

"এত রাতে ফোন করছি, কিছু মনে কোরো না বেটী…।"

ব্যাকুলতায় ও কথাই বলতে পারছিল না।

"তুমি ফোন করবে, তারই অপেক্ষায় ছিলাম।"

"বেটী, সত্যি বলছি, ব্যাপারটা খুব গুরুতর। আমি কিছুতেই স্পর্দ্ধা করতে পারতাম না, কিন্তু সত্যিই খুব জরুরী কথা। ফোনে বলতে পারছিনে, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার, খুব তাড়াতাড়ি, এখনই…।"

ও বল্ল আধ ঘণ্টার মধ্যে বার হয়ে বাকটার কাছে গারস্টোনের অপেক্ষা করবে।

ওদের দেখা হল—নীরবে, বিনা সম্ভাষণে। দু জনে তাড়াতাড়ি হেঁটে চল্ল, যে দিকে দু চোখ যায়।

"বেটী, গুরুতর ব্যাপার। একটা নোংরা ফাঁদ পাতছে পুলিশে। কোনো রুশিয়ানকে চেন তুমি ? লোকটাকে এখুনি সাবধান করে দেওয়া দরকার। মেইনফ, না কি নাম লোকটার। দর্জির কাছে যেন সে কিছুতেই না যায়, এফ-বি-আইয়ের সঙ্গে দর্জিটার যোগ আছে।…"

বক বক করে ম্যাকহর্ণ যা যা বলেছিল সবই ও বেটীকে জানাল।

"এখন বুঝলে তো, কেন তোমাকে ফোন করতে হয়েছিল ?"

"কাল সকালে বার্ণির সঙ্গে আমার দেখা হবে, ও রুশিয়ানদের ওখানে যায়। তুমি ঠিকই করেছ জো। কী জঘন্য ফন্দি ! ওরা সব করতে পারে। রক্ত, বোমা, খুনোখুনি—যা পারবে তাই চালাবে নিজেদের মতলব হাসিল করার

জন্যে। মাঝে মাঝে আমার ভয়ঙ্কর লাগে, জো—এত সব মিথ্যে, নোংরামি, আর হিংসে-বুদ্ধি! না, আমার কথার মানে তো তা নয়…। সকাল বেলা বার্নি ওদের সাবধান করে দিয়ে আসবে। এখন আর আমরা কি করতে পারি? ও তো আর রাত্রি বেলা দর্জির ওখানে যাবে না। তুমি খুব ভাল কাজ করেছ, জো।"

জোর হাতটা ধরে ও চাপ দিল। ও বুঝি বিদায় নিচ্ছে, জো ভাবল।

"চল তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিই।"

"তোমার কি কিছু তাড়াতাড়ি আছে জো? গুমোট দিনটার পরে এখন কেমন তাজা, কেমন সুন্দর।…"

আলোয় উদ্ভাসিত এক স্কোয়ারের ওপর ওরা দাঁড়াল। ম্লান গোলাপের তোড়া বিক্রী করতে এল একজন স্ত্রীলোক। বাড়ীগুলোর ওপরে চমকে চমকে উঠতে লাগল—আগুনের লেখা, বামন, কুস্তীগির। একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বেটী, অতি মৃদু স্বরে বল্ল:

"জো, তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম…"

কথাটা হয়তো ও শুনতে পায়নি, কিংবা বেটী হয়তো শেষই করেনি। বাড়ীগুলোর সামনে দরজার সিঁড়িতে গোছা গোছা ভোরের কাগজ, ওরা দেখল। চোখ ঝলসানো শিরোনামা: "রেড গুপ্তচর গ্রেপ্তার!"

একটা কাগজ টেনে তুলে নিল গারস্টোন: "গতকল্য কমিউনিস্ট ট্রেড মিশনের কর্মচারী মিঃ মিনায়েভ এফ-বি-আই বিভাগ কর্তৃক আটক হইয়াছেন। তাঁহার নিকট যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই রেড 'কূটনীতিবিদটী' শুধু এটম বোমা উৎপাদন সম্বন্ধে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি আমেরিকান কারখানা উড়াইয়া দিবারও পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারীরা জানাইয়াছেন যে, মিঃ মিনায়েভ কূটনৈতিক নির্বিঘ্নতার অধিকারী নন, যুক্তরাষ্ট্রের আইন-ভঙ্গকারী বিদেশী লোক রূপে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতে পারে।"

খবরের কাগজটা ও হাতের মধ্যে পিষে ফেল্ল।

ওরা ফিরে চল্ল। দাঁড়াল বেটীর বাড়ীর সামনে। গারস্টোন বল্ল:

"একটা কথা বলতে শুরু করেছিলে তুমি, কাগজটা পড়ার আগে…।"

ও চট করে জবাব দিল না। গারস্টোনের হাতটা ধরল, আবার ছেড়ে দিল।

“না, জো। কিছু বলতে চাইনি আমি ···। ও কথা ভুলে যাও ···। কিসের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে তা তুমি জান না। ওরা চেষ্টা করবে আমাদের তাড়িয়ে বেড়াতে, ধ্বংস করতে। অনেক ধৈর্য চাই জো, অনেক মনের জোর। সহৃদয় বন্ধু তুমি জানি, কিন্তু তাতেই হবে না। শৃঙ্খল আর রক্ত আর যন্ত্রণার অগ্নিপরীক্ষা পার হতে হবে আমাদের। আসি, জো!”

জো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। অনেক উঁচুতে একটা জানলায় বাতি জ্বলে উঠল, তারপর নিভে গেল। তবু ও দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে চলে গেল ওখান থেকে—লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরল, এসে পড়ল ব্রডওয়েতে, অত ভোরে সে রাস্তা জনশূন্য। ক্বচিৎ কখনো দু একজন নিঃসঙ্গ পথচারী দেখা যায়। কে যেন গান গাইছে। গালাগালি করছে দু জন জাহাজী। রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে, ঢুলছে। বিজ্ঞাপনের লেখাগুলো নীল পিচের ওপর নাচল, তারপর হুস্ করে উঠে গেল তিরিশ তলায়, ঝলসে উঠল ঘোলাটে-লালচে আকাশে। গারস্টোনের মনটা ছুটে গেল অতীতের দিকে—রাইনের ধারে রাত্রি বেলার সেই স্বল্পকালস্থায়ী সংগ্রাম। আবার? বেটীর কি হবে? কী হবে জীবনের? এ সবই ওর হাত থেকে কেড়ে নেবে। রকেট সঙ্কেত। সাইরেনের আওয়াজ। একটা বোমা পড়ল। ঠিক এখানে, একেবারে মর্মস্থলে···। ওদের সর্বনাশ হোক!

ও জোরে চীৎকার করে উচল: “সর্বনাশ হোক ওদের!” পথচারীরা কিন্তু অবাক হয়নি: এমন অসময়ে হতভাগা মাতাল ছাড়া কেই বা ব্রডওয়েতে বেড়াবে?

[১১]

নিউ ইয়র্ক যাত্রার অল্প দিন আগে দুমা লাঁসিয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইদানীং ওঁদের বড় দেখা হত না: সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছিল লাঁসিয়ের। ‘রশাইনে’-র (লাঁসিয়ের কারখানা) অবস্থা আবার কাহিল হয়ে উঠেছে, অথচ ওঁরও আর আগের দিনের মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। খড়খড়ি বন্ধ আধা-অন্ধকার ঘরটায় উনি বসে থাকেন সারাদিন, নিজের মনেই বিড় বিড় করেন। বসন্ত কালের একটা সুন্দর দিনে মার্ত ওঁকে বলে কয়ে একটু বেড়াতে পাঠাল:

বর্ষভারাক্রান্ত ন্যুব্জদেহ নিয়ে উদ্বিগ্ন চিন্তাচ্ছন্ন মনে উনি পা ঘসে ঘসে চলছিলেন —এমন সময় দুমা ডাকলেন। একটা ছোট্ট কাফের বারান্দায় বসলেন দু জনে; কিন্তু কি বলে কথা শুরু করবেন দু জনেই ভেবে পাচ্ছিলেন না। লা কর্বেই-এর সেই সন্ধ্যাগুলির স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন লাঁসিয়ে একবার, আবার চুপ করে গেলেন : মার্সেলিন চলে গেছে, লে-ও চলে গেছে, লুই ··

মাসখানেক আগে ডাক্তার মোরিওর-ও মৃত্যু হয়েছে। তাঁর জীবনের মতোই তাঁর মৃত্যু—বিষণ্ণ অথচ সরস। প্রফেসর গিয়েছিলেন তাঁকে উৎসাহিত করতে—তাতে তিনি বল্লেন : "এখনও ডাক্তারী বিদ্যে একেবারে ভুলিনি—লক্ষণ দেখে বলে দিচ্ছি, খুব বেশী হয় তো আর দু হপ্তা ·। ভাববেন না যে আমি দুঃখ পাচ্ছি। জীবনের খেলা ভালই খেলে এলাম। বললে অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু সত্যিই আমার অর্দ্ধেক জীবন-ভর ইলেকট্রিসিটি দেখিনি; পাসপোর্ট দেখিনি, এমন কি জাজ বাজনাও শুনিনি। তখন কাফেতে কাফেতে বাজত ওয়াল্ট্জ, সীমান্ত অঞ্চলে তল্লাশী করত নিষিদ্ধ তামাকের জন্যে, আর সন্ধ্যে হলে ঘরের মধ্যে তেলের বাতিটি জ্বালিয়ে খুশী হয়ে উঠতাম—কী সুন্দর জ্বলে! হুগোকে কবরে নিয়ে গেল, তখন আমি লিসেতে পড়ি।···আর এক যুগের মানুষ আমি। পিনো আমাকে একটা বজ্জাত কমিউনিস্ট বলে মনে করত। আর পিয়ের-এর কমরেডদের জিগ্যেস করুন, ওরা বলবে আমি একচেটে পুঁজির সাকরেদ। আসলে আমি হচ্ছি একজন সাধারণ ডাক্তার মাত্র, যে ডাক্তার হাজারো রোগের চিকিৎসা করেছে। প্রথমে নাম ছিল 'ক্যাটার', তারপর হল 'ইনফ্লুয়েঞ্জা', তারপর 'গ্রিপ্'—কিন্তু রুগীরা হেঁচে চল্ল সেই একই সনাতন ধরণে। আমার যখন ছোকরা বয়স তখন বাবা তর্ক করে বলতেন যে, আর যুদ্ধ হতে পারে না, কারণ একটা অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে—মেশিন-গান। আর এ জীবনে এটম বোমাও দেখলাম। তাহলে শান্তিতে মরতে পারি বোধহয়···।"

না, মোরিও-ও নেই। লাঁসিয়ের মনে পড়ল মার্সেলিনকে তিনি দেখতে আসতেন, ব্যঙ্গোক্তির আড়ালে লুকিয়ে রাখতেন দুঃসহ বেদনা; তাঁর মনে কি আছে কেউ বুঝত না কখনো।

"আমরা যেন গোরস্থানের ভেতর দিয়ে চলেছি", বল্লেন লাঁসিয়ে। "অন্য কথা বলুন।"

ওঁর দিনকাল কেমন যাচ্ছে দুমা জিজ্ঞাসা করলেন।

"যাচ্ছেতাই। রশাইনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আমার আনন্দ কেড়ে নিয়েছে, সেটাই সবচেয়ে খারাপ লাগে। বেঁচে আছি কিসের জন্যে? না, না, তর্ক তুলবেন না—আপনার ধারণা অন্য রকম তা জানি। আমি ক্লান্ত, তর্ক করতে চাইনে। মাদো এখন আপনাদের সঙ্গে। বহু দিন ওকে দেখিনি; কেমন আছি জিগ্যেস করতেও আসেনি একবার। হয়তো আপনাদের কথাই ঠিক, জিতবেন হয়তো আপনারাই, কিন্তু তার জন্যে আমার হিংসে হয় না। আমার জন্মস্থান নিওর, জেলা দু-সেভ্‌র্‌, মস্কো নয়। আজকের দিন নিয়ে আনন্দ করার কিছুই নেই ফরাসীদের। রুশিয়ানরা কোথায় কোন্‌ কারখানা বানাচ্ছে তাতেই আপনি খুশী। বোমাটা আছে আমেরিকানদের হাতে, পিনোর তাতেই আনন্দ। কিন্তু আমি আনন্দ করব কি নিয়ে? ফ্রান্স আর নেই। একটা বড় শক্তি ছিলাম আমরা, আর আজ কী হয়েছি? মনাকো।...পিনো বলে রুশিয়ানদের চেয়ে আমেরিকানদের জোর বেশী। হবে। কিন্তু তাতে আমার তো কিছু সুবিধা হল না। যুদ্ধ যদি বাধে তবে ধ্বংস পাবে ফ্রান্স—মস্কো নয়, নিউ ইয়র্কও নয়। লা কর্বেই ছাড়া আমার আর কিছু নেই। ওখানে সুখে ছিলাম। ওরা লা কর্বেই ধ্বংস করে দেবে, ঠিক জানি। খুশী হয়েছিলাম যখন আমেরিকানরা আমাদের মুক্ত করল, ওদের বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম ওরা সুসংস্কৃত জাত, এখন দেখছি অসভ্য। গগনভেদী একটা আসুরিক অট্টালিকার কদর ওদের কাছে নত্‌র্‌-দামের চেয়ে বেশী। শিল্পকলা চুলোয় যাক, ওরা খানা-টেবিলেও ভদ্রলোকের মতো বসতে পারে না। সত্যি বলছি বন্ধু, ওরা খায় না, গেলে।"

দুমা হেসে উঠলেন।

"পিনো যেন আপনার কথা না শোনে। শুনলে আপনাকে কমিউনিস্ট বলে দাগ দিয়ে রাখবে। আমেরিকানদের পলিসিটা জঘন্য—ওরা চায় সবাই ওদের মতো চলুক। আমেরিকায় আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আমার কিন্তু কোনো নালিশ নেই। ওরা একটু অমার্জিত অবিশ্যি, আধ-পাকা। কিন্তু জাতটা প্রতিভাশালী। সম্প্রতি একটা আমেরিকান উপন্যাস পড়লাম। ভাল লাগল, বুঝেছেন—বেশ স্পষ্টবাদী, গতিশীল। আমাদের লেখকদের নিয়ে মুস্কিলটা কি জানেন—ওরা বড্ড বেশী চালাকি দেখাবার চেষ্টা করে—প্রত্যেকটা চুলই

চার ভাগে না চিরে ছাড়বে না। ডাঃ মোরিও বলতেন: 'আপনার বয়সে স্নায়ুমণ্ডলী অসাড় হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু বিশ্রী'। আমেরিকানদের সুবিধা আছে একটা—তারুণ্য।"

"আপনার কথা মানতে পারলাম না", উত্তর দিলেন লাঁসিয়ে। "দেখুন না, আমার তো পানীয়ের মধ্যে সোডাওয়াটার, ডাক্তারের হুকুমে খাস্ত বরাদ্দ হয়েছে অতি বিকট, তার ওপর মার্ত একেবারে ডিক্টেটরী চালায়। তবু, যতদূর মনে পড়ে, সুরা তো পাকিয়েই তুলতে হয়। অপক্ক সুরায় রং জমে না, কি আস্বাদে, কি ঘ্রাণে কোথাও একটু শিহরণ জাগায় না। শুধু পাকস্থলীই ভর্তি হয়। ঐ বর্বরদের উপন্যাস আপনার ভাল লাগে? তর্ক করব না, কিন্তু আমার পক্ষে পুরোনো আনাতোল ফ্রাঁসই ভাল।"

এই আলাপটাই দ্যুমার আবার মনে পড়েছিল নিউ ইয়র্ক থাকতে। ভেবে কৌতুক বোধ করলেন: ওদের যতটা নির্ভেজাল (অ্যাঁজেন্যু) ভেবেছিলাম তা তো নয়—ওদেরও আছে আচার-অনুষ্ঠান, গতানুগতিকতা, কুসংস্কার। ওদের বয়স কম নিশ্চয়ই—কোন্ কারবারের কবে জন্ম হল সেখান থেকেই ওদের কাল-গণনার সূত্রপাত। কিন্তু স্বকীয়তাও নেই ওদের; মনের দিক দিয়ে সজীব নয়—হাজারো কুসংস্কার: এটা করা চলে, ওটা করা চলে না, সবই যেন অনুশাসনে বাঁধা। স্নায়ুমণ্ডলীর সেই একই অসাড়তা, তবে তরুণ বয়সে। সেটা বিশ্রী তো বটেই, অস্বাভাবিকও।

গত শীতকালে ডাঃ মোরিও এসেছিলেন দ্যুমার ওখানে, দেখা করতে। প্রফেসর জানালেন যে তিনি আমেরিকা যাবেন ভাবছেন। মোরিও আপত্তি করলেন: "তার মানে আর একটা 'ইন্‌ফার্ক্‌ট'। একটু সাবধান হোন! কাল আবার বক্তৃতা দিয়েছেন। যে কোনো গলাবাজই মীটিংয়ে চেঁচাতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে দ্যুমা তো আর নেই। নিছক পাগলামি! আপনার মতো অবস্থা হলে লোকে বিছানায় শুয়ে থাকে, আকাশে ওড়ে না।" সলজ্জ হাসি হাসলেন দ্যুমা: "আপনারও তো বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত, কিন্তু আপনি ছুটোছুটি করে বেড়ান, আমাকে দেখতে আসেন। অন্তত একজন আমেরিকানকেও হয়তো কাণ্ডজ্ঞানের পথ দেখাতে পারব আমি। ট্রুম্যানের শেষ বক্তৃতাটা পড়েছেন? বাতাসে যুদ্ধের গন্ধ। আপনি, আমি—আমরা জীবন থেকে যা পাবার পেয়েছি, কিন্তু আমাদের ছোটদের তো মরতে দিতে পারিনে।"

এখনও তিনি অনেক ঘোরেন বটে, কিন্তু হঠাৎ থেমে পড়েন, দম আটকে আসে। সজীব, কালো চোখ দুটীর নীচে ভারী, লালচে গর্ত হয়েছে। তবু তাঁর মধ্যে বেঁচে ছিল অটুট তারুণ্য, অদম্য তেজ আর গভীর প্রসন্নতা—দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। প্রফেসর এডাম্‌স তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন : "মনে রেখো, উনি মৃত্যু-শিবিরে বন্দী ছিলেন, যেখানে অনেক জোয়ান মানুষও বাঁচতে পারেনি ; তবু ওঁর বয়স কিছুতেই ঠাওর করতে পারবে না তুমি।" দুমা সব সময় কাজে ব্যস্ত ; লেকচার তৈরী করছেন, মীটিংয়ে বক্তৃতা করছেন, একটা বইও লিখলেন, আবার তারি মধ্যে মারীর সঙ্গে একটু হাসিঠাট্টা করতে ভুললেন না, বিষণ্ণ-বদন কোনো ছাত্রের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে—তাও ভুললেন না।

প্লেন থেকে ওঁর দুর্গতি আরম্ভ হল। সমুদ্রতীরের শহরগুলি দেখে তিনি তারিফ করছিলেন—ওপর থেকে সেগুলিকে দেখায় যেন পাষাণ-কুঞ্জ—এমন সময় স্টুয়ার্ডেস এক তা কাগজ দিয়ে বল্ল : "প্রশ্নমালার জবাব লিখুন, অনুগ্রহ করে।" বেশ যত্ন করে দুমা লিখলেন তাঁর নাম, জন্মস্থান ও জন্ম-তারিখ, কোথাকার নাগরিক ; তারপরে এল শিরোনামা "রেস" (নৃতত্ত্বগত জাতি-বিভাগ)। উনি হাসলেন; 'রেস' ধারণাটার যথেচ্ছ প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা গোটা প্রবন্ধই লিখে দিলেন। তারপর কাগজটা মুঠোয় দুমড়ে ফেল্লেন। লিখছেন কার জন্যে ? কোনো অর্দ্ধ-শিক্ষিত ডিটেকটিভ পড়বে এটা। একটু অপ্রতিভ-ভাবে মেয়েটীর কাছে আর একখানা ফর্ম চাইলেন : "ওটাতে কালি ডুবড়ে ফেলেছি।" রেস সম্বন্ধে প্যারাটা খালি রেখে দিয়ে অন্য সব প্যারা ভরিয়ে দিলেন। এয়ারড্রোমে তাঁকে দু ঘন্টা আটকে রেখে পুলিশ শুধু এই সমস্যাটা নিয়েই ধস্তাধস্তি করল যে, একজন ফরাসীর পক্ষে—তিনি গোরা না কালা—তা জানিয়ে দেওয়ায় কী আপত্তি থাকতে পারে। অবশেষে তাদের বড়কর্তা বুঝিয়ে দিলেন : "লোকটা রেড। ওর মালপত্র আবার তল্লাশী কর, আর দেখ, চোখটা বেশ করে খুলে রেখো।"

এয়ারড্রোমে দু জন আমেরিকান এসেছিলেন দুমার সঙ্গে মিলতে। উনি ভাবলেন ওঁরা বুঝি ছোকরা বৈজ্ঞানিক—কথা আরম্ভ করে দিলেন প্রফেসর মুল্যারের গবেষণা সম্বন্ধে। ওঁরা হেসে উঠলেন। দেখা গেল ওঁদের একজন সাংবাদিক আর একজন ফরীয়ার (পশু-লোম কারিগর) সমিতির সম্পাদক। দুমা বল্লেন :

"কিন্তু আমার সহকর্মীরা আমাকে ডেকেছেন…"

সাংবাদিকটীকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল।

"প্রফেসর এডাম্‌সের শরীর ভাল নয়, তবে কাল সকালে তিনি আপনার ওখানে গিয়ে দেখা করবেন।"

ফরীয়ার হাসলেন—মড়ার মতো। "খবরের কাগজগুলো আপনার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। ওরা বলছে যে আপনি কমিউনিস্ট। আর প্রফেসর এডাম্‌সের যাকে বলা যায় একটা মর্য্যাদা আছে তো, সে মর্য্যাদা তাঁকে রাখতে হবে। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তাতে বোধহয় আপনি আশ্চর্য হয়েছেন। 'শান্তি দরদী লীগ'-এর আমি একজন সংগঠক। আমরা চাই আপনি নিউ ইয়র্কে একটা জনসভায় অভিভাষণ দেন। সব চেয়ে বড় হল হচ্ছে 'ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডন', কিন্তু দেখবেন সেটাও আমরা ভরিয়ে দেব। প্রফেসর এডাম্‌স আমাদের সঙ্গে যোগ দেননি বটে, তবে রসায়নশাস্ত্রী প্রফেসর ম্যাকক্লে আছেন আমাদের লীগে। তা ছাড়া কয়েকজন ধর্মযাজক, শিক্ষক, ডাক্তার, তাঁরাও আছেন। রাজনীতির ব্যাপার নয়—লোকে শান্তি চায়।"

সাংবাদিকটী যখন এত দূরে চলে গেছেন যে তাঁর কানে আর কথা পৌঁছবে না তখন ফরীয়ার ফিস ফিস করে বল্লেন :

"আমিও কমিউনিস্ট। এখানে আমরা খুব মুস্কিলে আছি।…আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারি ?"

প্রফেসর এডাম্‌স সত্যিই ওঁর হোটেলে এলেন দেখা করতে। সেই হতচ্ছাড়া প্রশ্নমালাটার কথা দুমা উল্লেখ করলেন, খুব হাসলেন দু জনে। এডাম্‌স বল্লেন :

"যত সব গণ্ডমূর্খ! আপনার নামটাও জানে না! আজই আমি রিপোর্টারদের বলছিলাম—আপনি এসেছেন তাতে আমেরিকার মর্য্যাদাই বেড়েছে।"

"কী যে বলেন! সে যা হোক, নীগ্রোদের প্রতি এখানকার মনোভাবটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝছিনে। জার্মাণদের কথা মনে আসে। এ মনোভাবের কারণ কি বলুন তো ?"

"বোঝানো মুস্কিল—সমস্যাটা জটিল। নীগ্রো জনসংখ্যার সংস্কৃতির মান নীচু, এটাকেই সাধারণত কারণ বলে ধরা হয়।"

"কিন্তু মান তো ইচ্ছে করেই নীচু রাখা হয়। নীগ্রোদের মাথার খুলির বহর ছোট কি বড় তার থেকে তো সমস্যা আসছে না, আসছে সামাজিক অসাম্য থেকে—তা আপনিও জানেন আমিও জানি।"

"ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবে প্রত্যেক জাতিরই এক একটা দুর্বলতা থাকে; কুসংস্কার দূর করা তো সহজ নয়! এ দেশটাকে আরও ভাল করে চিনলে দেখতে পাবেন বিজ্ঞান এখানে অনেক সুবিধা ভোগ করে: আমরা টাকা পাই, যথেষ্ট টাকা। ব্যবস্থারও খুঁত ধরার উপায় নেই—চমৎকার চমৎকার লেকচার হল, লাইব্রেরী, বিশেষ বিশেষ ইনস্টিট্যুট, কত কি রয়েছে—তবে আমাদের কথা যে সব সময় শোনে তা নয়..."

দুমার সন্ধ্যাটা কাটল প্রফেসর হেন্‌সের ওখানে, মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে খুব চিত্তাকর্ষক আলোচনায়। ওঁরা যা কাজ করেছেন তাতে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। নাশভিলের এক তরুণ জীব-বিজ্ঞানীর সঙ্গে ওখানে দেখা হল—ফরাসী দেশে কি গবেষণা হচ্ছে তিনি জানতে চাইলেন। চায়ের আসরে গুরুতর আলোচনা ক্ষান্ত হবার পর ঐ জীব-বিজ্ঞানী ভদ্রলোক বল্লেন:

"আপনি বিদেশী মানুষ, এ কথা শুনে হয়তো আপনার হাসি পাবে যে, আমাদের প্রদেশে আমরা ছাত্রদের কাছে ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারিনে——আমাদের প্রদেশের আইনে ওটা নিষিদ্ধ। ওখানে আদম আর ইভ ছাড়া আর সবই অচল টাকা, 'জাভা মানুষের' কথা বল্লে হাতে দড়ি পড়তে পারে.."

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে এসে দুমা অনেকক্ষণ ঘুমতে পারেননি। হঠাৎ শুনলেন কোথা থেকে চীৎকার আসছে। ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে নিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালেন। রাত্রিবাস পরিহিত এক যুবক আর যুবতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে: ফটো তোলার আলো ঝলসে উঠল কয়েকটা, ফটোগ্রাফাররা কাজ পেয়েছে। দুমা ভাবছিলেন ওরা বুঝি ফিল্ম তুলছে, কিন্তু একজন ফটোগ্রাফার বুঝিয়ে দিল: "এমন খানাতল্লাশী হরদম হয়ে থাকে। ওদের বিয়ের সার্টিফিকেট নেই।...ভাগ্যি ভাল, এখনও সময় আছে: সকালের কাগজে দিতে পারব।..."

ঘরের ভেতরে দুমা তখন বিরক্তিতে গজ গজ করছেন: ধুত্তোর, নিকুচি...। ওরাই আবার স্বাধীনতার কথা বলে! লোকের শোবার ঘরে আড়ি পেতে বেড়ায়—কে কার সঙ্গে শুয়েছে তাই দেখতে! তাই বা কি, লোকের মগজের মধ্যেই আড়ি

পাতে! মানুষের উৎপত্তি বর্ণনা করতে চান তো মেহেরবানি করে ঈসপের ভাষায় কথা বলুন! আরও মুস্কিল যে, এদের সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। প্রফেসর এডাম্‌স বেশ ভালো করোটীবিজ্ঞানী, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের কাজের বাইরে আর কিছু কি ভাবেন তিনি? ওঁদের দেশে ভাল ভাল লেখক কারা, জিজ্ঞাসা করলাম। জবাব দিলেন: "আমার স্ত্রী হয়তো বলতে পারবেন, উপন্যাস টুপন্যাস আমি পড়িনে।" সারা ইয়োরোপ ঘুরেছেন প্রফেসর হেন্‌স, দু দু মাস থেকেছেন ফ্রান্সে। কিন্তু দেখেছেন কি কিছু? যখন বল্লাম, মার্শাল প্ল্যানের সাহায্য মানে আমেরিকাকে সাহায্য, ইয়োরোপকে নয়, তখন অবাক হয়ে গেলেন, বল্লেন, "এমন প্ল্যানের কথা তো আগে শুনিনি!" এরা প্রত্যেকেই জানে শুধু নিজের খাস বিষয়টুকু: অমুকের কারবার জুতোর ফিতে নিয়ে, সুতরাং জুতো-পালিশের তিনি ধারও ধারেন না। পৃথিবীর নতুন গোলার্দ্ধ! নতুনটা কোথায়? যত রাজ্যের কুসংস্কার কুড়িয়ে এনেছে ইয়োরোপ থেকে, আর ভাবছে যে অপরকে শিক্ষা দেবার অধিকার পেয়ে গেছে···

পরদিন সকালে দুমা ঘরে বসে কাজ করছেন, এমন সময় যে ফরীয়ার ভদ্রলোক এয়ারড্রোমে গিয়েছিলেন তিনি এলেন; বিল কস্টারের প্রবন্ধ সম্বলিত খবরের কাগজটা তাঁর হাতে। দুমা সেটা পড়লেন অবাক হয়ে, ঘন সাদা ভুরু দুটো কপালে উঠতে লাগল। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

"হলপ করে বলছি···অদ্ভুত লিখেছে! কী চমৎকার মিথ্যে কথা বলতে পারে!"

কাগজটা সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন:

"এখানকার কেউ এটা বিশ্বাস করে কি?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকেই করে। কী অবস্থায় আমাদের কাজ করতে হয় আপনার ধারণাই হবে না। ঐ প্রবন্ধটা পড়ে লোকে ভয় পেয়ে যেতে পারে। ওর প্রতিবাদ করার উপায় তো আমাদের নেই: 'ডেলী ওয়ার্কারের' প্রচার আর কত? কাল আপনি এডাম্‌সের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, ভাল কথা। এ সব খবর তাড়াতাড়ি ছড়ায়। উঁচু দরের লোক এডাম্‌স—তিনি যদি আপনাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন তাহলে লোকে বুঝবে যে এসব খবর একেবারে বাজে। আমাদের বন্ধু প্রফেসর ম্যাকক্লে-ও ওখানে থাকবেন।

লোককে উত্তেজিত করার জন্যেই কস্টারের প্রবন্ধ—মীটিংটা ওরা ভেঙ্গে দিতে চায়। কিন্তু তা পারবে না।”

ফরীয়ার অনেকক্ষণ ধরে বলে চল্লেন—তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের কি কি মুস্কিলের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে দুমা মৃদু হাসতে লাগলেন: তিনি তখন মনে মনে নিজেকে কল্পনায় দেখছেন—কখনো গুপ্তচর হয়েছেন, গুপ্ত দলিল চুরি করছেন, কখনো বা গেস্টাপোর বেশ ধরে দাঁড়িয়েছেন, আবার কখনো বা ছাগদেবতা মূর্তিতে পারী-রমণীদের পেছনে ছুটছেন বোয়া দ বুলোনের রাস্তায়।

“প্রফেসর এডাম্‌স প্রবন্ধটা দেখলে মজা পাবেন। ছাগদেবতা হওয়ার পক্ষে আমার বয়সটা একটু বেশী, তিনি জানেন।”

কিন্তু প্রফেসর এডাম্‌স মজা পেলেন না। রবার্টসকে তিনি সত্যি কথাই বলেছিলেন: প্রবন্ধটা জঘন্য, বিশেষ করে কস্টার যেখানে দুমাকে জোচ্চোর বলেছে। কিন্তু রবার্টসকে যে কথা জানাননি তা হল: প্রবন্ধটা পড়ে শ্রীমতী এডাম্‌স বলেছিলেন, “এই অভ্যর্থনাটা নাকচ কর। লোকটা খুব বড় বৈজ্ঞানিক হতে পারে, কিন্তু যে লোকের এম্‌নি কুখ্যাতি তাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আনা যায় না।” রেগে উঠলেন এডাম্‌স: “ঐ গাধাটা লিখেছে যে দুমা জোচ্চোর, অথচ আমার বইতে তাঁর লেখা থেকে কোটেশন তুলেছি কত বার। কাগজে যা লেখে তাই বিশ্বাস কর কেন?” “জানিনে বাপু, হয়তো একটু বাড়াবাড়িই করেছে। কিন্তু লোকে বলে উনি মেয়েদের পেছনে লাগেন। আর এম্‌নি লোককে তুমি নিমন্ত্রণ করে আনছ?” মুচকি হাসলেন এডাম্‌স: “ওঁর বয়স কত জান?” “কেন, তুমিই তো বলেছ বয়সের তুলনায় অনেক তরুণ উনি। আমি অবিশ্যি জিদ করছিনে, তোমার ব্যাপার তুমি বোঝ। কিন্তু আমি ওঁকে অভ্যর্থনা করতে পারব না। আমার শরীর ভাল নয়, বলে দিতে পার। অতিথিদের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করনি তাই রক্ষা। হেন্‌স গিন্নী আসবেন বলেছিলেন; ওঁর কৌতূহলের সীমা নেই, যেন বাঁদরের কৌতূহল। যাই হোক ওঁকে ফোন করে বলে দেব আমি অসুস্থ।”

প্রফেসর এডাম্‌সের কাছে আসন্ন অভ্যর্থনাটা যেন অগ্নিপরীক্ষা। দুমাকে ওঁর পছন্দ হয়নি। ভদ্রলোক এলেন তো এইমাত্র, আসতে না আসতে নীগ্রোদের ব্যাপারে এমন মতামত দিতে লেগেছেন যেন সবজান্তা। সমস্যাটা কত জটিল,

ঝট করে কি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায়? আর আমেরিকার মতলব ইত্যাদি সম্বন্ধে যা বল্লেন সে তো একেবারে আবোল-তাবোল। আমেরিকানরা যুদ্ধের জন্যে ক্ষেপেছে—একথা বল্লেই হল? সব চেয়ে শক্তিশালী ফৌজ কারা রেখেছে? আমেরিকানরা নয়। রুশিয়ানরা। আর ফরাসীদেরই বা একেবারে নিরীহ ভালমানুষটি সাজলে চলবে কেন? ওদের সারা ইতিহাস ধরেই তো ওরা যুদ্ধ করে এসেছে।···দুমার মত বৈজ্ঞানিক যদি রাজনীতিতে মাথা গলান তবে বড় বিরক্ত লাগে। সময়টা খুবই খারাপ, এডাম্‌সকে কেউ রেডদের সমর্থক ভাবে তা তিনি চান না। কিন্তু তা বলে অভ্যর্থনাটাও তো নাকচ করে দেওয়া যায় না। মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক দুমা, ওঁদের বার্ষিক অধিবেশনের জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। কেউই অবিশ্যি ভাবতে পারেনি যে উনি এখেনে এসে আন্দোলন শুরু করে দেবেন। দুমার ব্যবহারে দুঃখ লাগে। কিন্তু কাগজ-গুলোও কম যায় না, ওঁর নামটা পাঁকে টেনে আনতে চায়। গোটা ব্যাপারটাই কুৎসিত। তিনি, এডাম্‌স, দেখিয়ে দেবেন—বৈজ্ঞানিকের আচরণ কেমন হওয়া উচিত—রাজনীতিক ঝগড়াঝাটির ঊর্দ্ধে তিনি···

পরদিন কাগজে কাগজে বার হল—সোভিয়েট কূটনীতিবিদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে চমকপ্রদ বিবরণ। এডাম্‌স চমকে উঠলেন। এতো আর কর্ণেল রবার্টসের অনুমান নয়, অমুক বা তমুক রাজনীতিবিদের জল্পনা-কল্পনাও নয়: মস্কোর হাত এবার ধরা পড়েছে। মনে হয় শেষ পর্যন্ত রবার্টস বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন, রুশিয়ানরা সত্যিই যুদ্ধের আয়োজন করছে। কাজটা পাগলামি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উন্মাদরা আবার কবে যুক্তি-শাস্ত্র মেনে চলে? মস্কো গিয়ে প্রফেসর হেন্‌স আসল জিনিষটাই দেখতে পাননি।, বিদেশীদের ওরা শুধু সামনের শান্তিপূর্ণ দিকটাই দেখায়—সেটা স্বাভাবিক। দুমা এখন কি বলবেন? আন্দাজ করা যায় অবিশ্যি। উৎকট সমর্থক উনি, রুশিয়ানদের সাফাই গাইতে চেষ্টা করবেন নিশ্চয়। অভ্যর্থনাটা বাতিল করার পরামর্শ রবার্টস ঠিকই দিয়েছিলেন। সত্যি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? রাজনীতিক কথাবার্তা একপাশে ঠেলে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন তিনি, এডাম্‌স। শুধু বৈজ্ঞানিকদের বৈঠক, ব্যস।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছ'জন শেষ মুহূর্তে ফোন করে জানালেন, তাঁরা আসতে পারবেন না। কেউ বল্লেন, শরীর খারাপ, কেউ বল্লেন কাজ আছে,

কেউ বা পারিবারিক অসুবিধার দোহাই দিলেন। অভ্যর্থনায় এলেন—প্রফেসর হেন্‌স, বিখ্যাত অস্থি-বিদ্যাবিশারদ প্রফেসর বার্ট, জীব-বিজ্ঞানী ক্র্যামার, রসায়নশাস্ত্রী ম্যাকক্লে, আর উদীয়মান তরুণ প্রত্ন-নৃতত্ত্ববিদ হেনেসি। সকলের ব্যবহারই খুব অমায়িক ; দুমার কাজকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। প্রফেসর এডাম্‌স বল্লেন :

"আপনার নতুন বইটার জন্যে আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। 'রেভ্যু আন্ত্রোপোলোজিক্'-এর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল যে, নৃ-মিতির নীতি সম্বন্ধে আপনি একেবারে বিপ্লব এনে দিয়েছেন।"

বিষয়টাতে উৎসাহিত হয়ে দুমা বল্লেন সোবিয়েৎ বৈজ্ঞানিক ইয়ার্খোর গবেষণার কথা :

"খুবই চিত্তাকর্ষক তথ্য। সূচক সংখ্যাগুলি কত সাবধানে ব্যবহার করতে হয় তা তিনি দেখিয়েছেন। একজন সহকর্মী, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, পড়ে একটু অবাক হলাম : তিনি সব পুরোনো ভ্রান্ত ধারণায় ফিরে গেছেন—মাথার খুলির মাপের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চান যে নীগ্রোরা পশ্চাৎপদ। আবার মস্তিষ্কের ওজন সম্বন্ধে প্রাচীন যুক্তিগুলোও টেনে এনেছেন! আমি ভেবেছিলাম, এসব কুসংস্কার অনেক দিন আগেই চাপা পড়ে গেছে। কলম্বিয়ার এই সহকর্মীটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কুভিয়ে-র—তাঁর মস্তিষ্কের ওজন ছিল দু হাজার গ্রাম। বেশ, কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁসের মস্তিষ্কের কথাটা বল্লেন না কেন? সেটার ওজন ছিল মাত্র এগার শো গ্রাম। এমনি ধারা আবোল-তাবোল যদি মানতে হয় তা হলে বলতে হবে যে, কুভিয়ে থেকে আনাতোল ফ্রাঁসের রেস আলাদা। কিন্তু ওঁরা দু জনেই যে ফরাসী—শুধু তাই নয়, দু জনেই ফরাসী একাডেমীর (বিদ্বৎ পরিষদের) সদস্য। এ রকম হস্তকৌশল সোভিয়েৎ ইউনিয়নে হতেই পারে না ; তথ্য বিকৃত করায় সেখানে কারও স্বার্থ নেই…"

প্রফেসর হেনেসি বাধা দিলেন :

"আপনি হয়তো বলবেন যে, জীব-বিদ্যার তর্কটাতেও তথ্য বিকৃত হয়নি। ওর রিপোর্টটা পড়েছি—বিজ্ঞানের দিক থেকে রাজনীতিক নির্দেশের পায়ে এতখানি হুকুমবরদারি কল্পনাও করা যায় না।"

"আমি একমত হতে পারছিনে", শান্তভাবে দুমা বল্লেন। "অবশ্য ওদের

কথা বলার ধরণে একটু তফাৎ আছে। কোনো কোনো মন্তব্য শুনে আপনারা চমকে উঠবেন তা বুঝতে পারি। কিন্তু যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হল সেটার গুরুত্ব অপরিসীম…"

"কমিউনিস্টদের কাছে!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর হেনেসি। "যাই বলুন, ওটা বৈজ্ঞানিক আলোচনা নয়, স্রেফ প্রচার। কাল হয়তো শুনব যে ডারউইনও রুশিয়ান।"

দুমা কাঁধ ঝাঁকি দিলেন:

"মাফ করবেন, কিন্তু কথাটার মধ্যে রস নেই। কথাটা একজন বৈজ্ঞানিক বল্লেন বিশ্বাস করা শক্ত, মনে হয় যেন খবরের কাগজের রিপোর্টার বলছেন…"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন প্রফেসর ম্যাকক্লে:

"কাল 'টাইম্‌স'-এ প্রফেসর হেনেসির একটা প্রবন্ধ বার হয়েছে, দেখেননি বোধহয়। এটম বোমা পশ্চিমী সংস্কৃতিকে রক্ষা করছে, এই ওঁর বক্তব্য।"

"একটু বাড়িয়ে বলছেন আপনি," প্রফেসর হেনেসি বল্লেন। "তবে আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে, রেড সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সভ্যতার পক্ষে বিপদ স্বরূপ; আর শুধু এটম বোমার ভয়ই রুশিয়ানদের ধরে রেখেছে।"

পরিস্থিতিটাকে সহজ করতে গেলেন প্রফেসর এডাম্‌স:

"প্রফেসর ইয়ার্থোর গবেষণার কথায় ফিরে এলেই ভাল হয় না?"

মিনিটখানেক চুপচাপ; তারপর প্রফেসর হেনেসির দিকে চেয়ে দুমা বল্লেন:

"যদি ভাবেন যে রুশিয়ানরা যুদ্ধ চায়, তা হলে ভুল করবেন। তারা খুব ব্যস্ত, আরও কত কাজ রয়েছে…"

প্রফেসর বার্ট এতক্ষণ আলাপে যোগ দেননি। কপট হাসি হেসে এবার তিনি ছাড়লেন:

"ঠিক, ঠিক, আজই তো সে খবর পড়লাম। নৃ-মিতির পদ্ধতিতে তাদের যত না উৎসাহ, বুঝলেন প্রফেসর সাহেব, তার চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ টেনেসী কারখানাতে।"

হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন দুমা:

"আর আপনি তাই বিশ্বাস করেন? চমৎকার! আমাকেও হয়তো

ছাগ-দেবতা বলে ধরে নিয়েছেন? যাকগে, ঠাট্টা ছেড়ে দিয়ে বলি, ঐ ব্যাপারটার সবটাই যে এফ-বি-আইয়ের বানানো জিনিষ তাও কি আপনারা বুঝতে পারেন না?"

প্রফেসর এডাম্‌স আবার হস্তক্ষেপ করলেন :

"এই অশোভন তর্ক বন্ধ করাই ভাল, আমি মনে করি। প্রফেসর দুমার গবেষণা আমরা সবাই তারিফ করি, তাঁর মতো বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিককে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমরা আনন্দিত। বাস্তবিকই মিঃ দুমার রাজনৈতিক মতামতে আমাদের কিছু আসে যায় না। পরমত-সহিষ্ণুতার শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত। প্রিয় মিঃ দুমা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই : আপনার বিরুদ্ধে ঐ যে নির্বোধ, অভদ্র প্রবন্ধটা বেরিয়েছে ও:তে আমরা সবাই বিরক্ত। কিন্তু আমি হলে, আজকের রিপোর্ট'টাকে কখনই ঐ জঘন্য লেখাটার সঙ্গে সমান বলে ধরতাম না। আমার বাড়ীতে আমাদের সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য দেখানো হয় তা আমি চাইনে। আর এক কাপ চা দিই, মিঃ দুমা?"

"ধন্যবাদ, আপনারা যদি অনুমতি করেন, আমি এখন উঠি। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কাল আবার একটা মীটিংয়ে বক্তৃতা করতে হবে।

উনি নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

সিঁড়ির ওপর প্রফেসর ম্যাকক্লে এসে ধরে ফেল্লেন।

"দেখলেন তো আমাদের বৈজ্ঞানিকদের। মাঝে মাঝে আমি হতাশ হয়ে পড়ি। রেসবাদীর যথার্থ নমুনা ঐ হেনেসি। ওঁকে একেবারে আকাশে তুলে দেওয়া হয়—'আমেরিকান বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত রশ্মি'! কিন্তু এডাম্‌স পর্যন্ত বল্লেন সেদিন : 'প্রফেসর হেনেসি একেবারে কিছুই করেননি, ওঁর সবটাই ধারের কারবার।' বার্ট তো ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন —চারদিকে শুধু রেডই দেখেন। আপনার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম এটা ওরা কিছুতে ক্ষমা করবে না। আচ্ছা এডাম্‌সের কথা ধরুন। মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক, মানুষ বলতে যা ধরা হয় সে হিসেবে মোটেই মামুলি মানুষ নন, তবু তিনিও খবরের কাগজগুলোর প্রত্যেকটা ধাপ্পা বিশ্বাস করেন।···কালকের মীটিংয়ে আমিও বলব। আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে বলেছে আমাকে—সেটা আমার মস্ত বড় সম্মান মনে করি। আমাদের প্রথম বড় জনসভা হবে এইটাই। খোলা-খুলিই বলি আপনাকে—আমি কমিউনিস্ট নই; আপনার সঙ্গে হয়তো অনেক

বিষয়েই মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ চাইনে আমি। বোমাটা নিয়ে এত হৈ চৈ, শুনলে গায়ে জ্বর আসে। আমার মতো আরও অনেক লোক আছে, কিন্তু তারা দিশেহারা, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ; কি করবে তা ভেবে পায় না।…”

উনি দুমাকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন।

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালবেন দুমা, কিন্তু বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে গেছে। ঘণ্টা বাজালেন। এক তরুণী পরিচারিকা দরজাটা খুল্ল, তারপর আবার তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল। মিনিট খানেক পরে সে ফিরে এল আর একজন ঝিকে সঙ্গে নিয়ে। দুমা ওকে সাহায্য করতে গেলেন, কিন্তু ওঁকে টেবিলের কাছে আসতে দেখে সে চীৎকার করে উঠল। দুমার খেয়াল হল : ও খবরের কাগজটা পড়েছে, তাই ভয় পেয়েছে। সদয় হাসি হাসলেন তিনি :

“রেখে দাও, আমি নিজেই করব। শুভ রাত্রি!”

বাতিটা প্যাঁচে বসিয়ে দিলেন। কী বোকা মেয়েটা! মারীকে বলার জন্যে ঘটনাটা মনে রাখতে হবে—সে খুব মজা পাবে। কী ক্লান্ত লাগছে…

উনি সোফার ওপর শুয়ে পড়লেন। পা দুটো যেন আড়ষ্ট, নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে। পথচলার ঝুলি থেকে একটা শিশি বার করে তার থেকে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিলেন একটা চিনির ডেলার ওপর। ফোঁটা গুণলেন : “এক, দুই, তিন।” আবার গুণলেন। সবই যেন ঝাপসা, গোলমেলে : পরিচারিকাটী, হেনেসির দাঁত বার করা হাসি, নীগ্রোদের মাথার খুলি।

চলমান আলোগুলো ছাতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ওখানে গিয়ে খড়খড়িটা নামিয়ে দেওয়া উচিত। কেন যেন সেই ডাণ্ডাধারী এস, এস (নাৎসি ঝটিকা বাহিনীর) পশুটার কথা মনে পড়ল। “মানুষ তো শুধু একটা কাঁপা নল, কিন্তু চিন্তাশীল নল।”…চিন্তা করেছিলাম বলেই আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। …কাল মীটিংটা রয়েছে, অথচ আমার বক্তৃতা তৈরী করিনি। চেষ্টা করে উনি উঠে দাঁড়ালেন, ধীরে ধীরে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন। এই ভাবে আরম্ভ করব : “মানুষকে চিন্তা করতেই হবে। পাস্কাল যথার্থই বলেছিলেন : হতে হবে চিন্তাশীল নল, তাহলে আর ঝড়ঝাপ্টার ভয় থাকবে না। ওরা বোমার কথা বলে, কিন্তু সমস্ত বোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হল বিচার-বুদ্ধি।” যদি ঘণ্টা দুয়েকের জন্যেও ঘুমতে পারতাম! ক্লান্তিটা যদি একটু কাটিয়ে নিতে পারতাম!

দুপুর হয়নি, কিন্তু ঝলসানো গরমের চোটে জ্যাকসনের লোকজনেরা তখনি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। উত্তর দেশের সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণের শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভটা, তার পাশে স্কোয়ারের ওপর একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে অনবরত, তবু বীরের মত দাঁড়িয়ে সে হাত তুলছে—শাদা ধুলোমাখা ক্বচিৎ যে দু একটা গাড়ী আসছে সেগুলোকে পার করিয়ে দেবার জন্যে। ওখানে একটা সিপাহীর ব্রোঞ্জ মূর্তি উজ্জ্বল আকাশের দিকে হাত তুলে খাড়া রয়েছে, আর পুলিশটাকে দেখাচ্ছে যেন অবিকল তারই প্রতিচ্ছবি। ফুটপাথের ওপর বসে সকালের কাগজ বিক্রী করছে একটা বুড়ো লোক। "রেড গুপ্তচর কর্তৃক দোষ অস্বীকার", ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে বলছে লোকটা, "সব খবরটা পড়ে দেখুন।"···ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছে একজন নীগ্রো স্ত্রীলোক।

ভিক্টোরিয়া বার-টা (পানশালা) বেশ ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। ওটার নাম ছিল মরু-বাগিচা—বাছাই করা খরিদ্দারেরা কড়া পানীয় পেতেন শুধু ওখানেই। লোকে বলত ওর মালিক প্রতি বছরই মেজর স্মিড্‌লকে মোটা টাকা চাঁদা দেয়—দানধ্যানের উদ্দেশ্যে। একজন যুবক বারে বসে পুদিনা মেশানো মিষ্টি মদ খাচ্ছিল। বারওলাকে সে বল্ল :

"আরে পীট, এসো না এক গেলাসের বাজি লাগানো যাক। আমার শালা পাথর চাপা কপাল। কাল কেস্‌লারের কাছে তিন গেলাস হারলাম। কথায় বলে, তাসে হারলে পীরিতে জিতবে—কিন্তু সব ফক্কিকারী। ম্যাগকে মনে আছে? সেই যে ছুঁড়িটা, কি সুন্দর পাছা মাইরী! যাকগে, ও এখন গ্যালাপের সঙ্গে ভিড়েছে। বাপ বলে বিয়ে কর, হুঁঃ বিয়ে না হাতী। আরে ব্বাবা সামনের বছরেই তো যুদ্ধ্ লাগবে, তবে বিয়ে করে কি হবে কচুপোড়া? যুদ্ধুর সময় কি ছুঁড়ীর অভাব? আমি যাব রেড ঠেঙ্গাতে, আর সেই ফাঁকে আমার ইস্তিরি যাবেন গ্যালাপের সঙ্গে পীরিত করতে—সেটী হচ্ছে না বাবা।"

বাজিতে ও হারল। বারওলা দুটো গ্লাস ভর্তি করে নিল।

"সামনের বছরেই যুদ্ধ্ লাগবে? কেন রে? গেল ফাগুনে বাড়ী কিনেছি একটা। হক কথা বলি, লড়বার জন্যে আমার কিন্তু বাবা পরাণ আই-ঢাই করছে না।"

"কারই বা করছে? কিন্তু দেখে নিও, তবু সব্বাই যাবে, ঠিক। সব ফক্কিকারী, কিন্তু করবে কি বল? রাষ্ট্রপতি কি বলেছেন দেখেছ? দিগ্‌গজ নন অবিশ্যি তিনি, যা সবাই বলে তাই বলেন। আমি লড়তে যাব তা কি আমি বলছি? তবু যাব। তবে বিয়ে করে কি হবে? জিমির মতো আমার ঠ্যাংটা কেটে বাদ দেবে? না বাবা তার চেয়ে মরাও ভাল। যত সব ঘোড়ার ডিম।"

বুস্টার্স ক্লাবে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন মেজর স্মিড্‌ল। ক্লাব মেম্বরেরা প্রতি বুধবার প্লাজা হোটেলের ভোজ-কামরায় জমা হন। স্মিড্‌লকে বক্তৃতা দিতে হবে তাই তাঁর খুব অস্বস্তি লাগছিল—ক্লাব মেম্বরদের মধ্যে যে মাথা মাথা নাগরিকেরাও আছেন। আছেন—তুলো রপ্তানীদার আর বড় বড় ব্যাবসাদার ক'জন, খবরের কাগজের মালিক একজন, একজন ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট, আর জজ গিলমোর। বরাত দোষে স্মিড্‌লের মাথাটা ধরে আছে, গত রাত্রে যে আনন্দ-ভোজে গিয়েছিলেন তারই জের ওটা। অনেক রাতে ভোজ শেষ হয়ে যাবার পর স্মিড্‌ল বাইরে এসে দেখেন তাঁর গাড়ীর মধ্যে রিটা, ডাঃ হালীর স্ত্রী। ওর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর, জ্যাকসনের মেয়েদের মধ্যে সেরা সুন্দরী বলে খ্যাত, তার ওপর দুর্ভেদ্য। ও তখন নেশায় রঙ্গীন, সারাক্ষণ হি হি করে হাসছে আর কর্কশ চীৎকার করছে। গাড়ীটা রাস্তা থেকে সরিয়ে নিলেন স্মিড্‌ল, আলো দিলেন নিভিয়ে, তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন রিটাকে। ওর চীৎকার চড়ল। উনি বল্লেন: "চেঁচামেচি নয়, এই প্রথম সর্ত।" ও থেমে এল। উনি যখন ঘরে ফিরলেন তখন বেশ ক্লান্ত, তার ওপর ভাল ঘুমতেও পারলেন না। ঠাণ্ডা জলে চান করলেন, তবু ক্লান্তি গেল না। সোডা ওয়াটার খেয়ে মাথা টিপে রইলেন—বেদনাটা যায় না।

যাই হোক, তিনি পৌছালেন ঠিক সময়েই; মঞ্চের ওপর সম্মানের আসনে বসলেন। তাঁর পাশে—খবরের কাগজের মালিকটি আর একজন তুলো রপ্তানীদার। সম্মেলনের বাকী লোকেরা খেতে বসলেন ওঁদের চেয়ে একটু নীচে, ছোট ছোট টেবিলে। প্রত্যেকটি ক্লাব মেম্বরের বুকে একটা চিরকুট আঁটা—কে কোন্ কারবারের মালিক তা তাতে লেখা আছে। তার বিশেষ দরকার ছিল না কারণ সকলেই সকলকে চেনেন, কিন্তু জ্যাকসনিয়ানরা রীতি-নীতি একটু গোঁড়া ভাবেই পালন করেন। দেওয়ালে দেওয়ালে চাঁদের ছবি,

প্রকাণ্ড, উজ্জ্বল—ওটা বুস্টারদের প্রতীক। সকলে নিজের নিজের জায়গায় বসার পর স্মিড্‌ল তাঁর হাতুড়িটা টেবিলের ওপর ঠুকলেন।

"প্রিয় বুস্টারগণ, আমি প্রস্তাব করি যে ডাঃ হালীকে ক্লাবের সভ্য নির্বাচিত করা হোক। ধন্বন্তরির তেজী শিষ্য তিনি তা আমরা জানি। খাসা লোক, তার ওপর ষোলো আনা আমেরিকান। রাত্রি বেলাও যদি রোগীর জীবন রক্ষা করতে হয় তো উনি দশ মাইল পথ পর্যন্ত হেঁটে যাবেন, একথা আমি হলপ করে বলতে রাজী আছি। আপনারা বলবেন, শুধু ওতেই হয় না। বেশ, ওঁর গুণের তালিকা পড়ে শোনাচ্ছি। উনি কখনো কোনো নীগ্রোকে ওষুধ দেননি। তাতেও হবে না? আচ্ছা আরও পড়া যাক। উনি কখনো রেডদের ওষুধ দেবেন না। বরং আরও কিছু রেড বাঁদরকে যমালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন।"

এই মন্তব্যটা অট্টহাসির সঙ্গে অভিনন্দিত হল; কেউ কেউ হাততালি দিলেন। স্মিড্‌ল বলে চল্লেন:

"সুতরাং বুস্টার সভ্যদলের মধ্যে ডাঃ হালীকে আমরা গ্রহণ করছি। অভিষিক্ত হোন, উঠুন, বুস্টারদের নমস্কার করুন। ওঁদের বলে দিন আপনি কি নাম চান?"

ডাঃ হালী, পঞ্চাশ বছরের টাক মাথা, ক্ষুদে লোকটি, দারুণ চীৎকার করে বল্লেন:

"ঘূর্ণি ঝড়"।

সবাই এবার খানা নিয়ে পড়লেন। ভাজাভূজির পর, কিন্তু মুর্গীর মাংস পরিবেশনের আগে যে সময়টুকু, সেটুকুই বক্তৃতার সময়—যাতে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তার ফুরসৎ হাতে থাকে: এই সব ভোজে বড় বড় লেনদেনের কথা পাকাপাকি হয়ে যেত। এক গ্লাস জল খেয়ে এক টুকরো বরফ চুষতে চুষতে মুখ ভার করে স্মিড্‌ল ভাবলেন: ডাক্তারের বৌ-টাই আমাকে ডোবাবে…

কিন্তু বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁর ভয়টা অমূলক—খবরের কাগজের মালিকটি বল্লেন, "দারুণ" বক্তৃতা।

"রেড-রা পৃথিবীটাকে গ্রাস করার জন্যে হাত বাড়িয়েছে—ওরা ভিখিরীদের স্বর্গ বানাবে পৃথিবীতে—আদম আর ঈভের মত যাদের পরণে নেংটিও জোটে না তারাই থাকবে। কিন্তু ওদের বুঝতে হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে, এটাই আমাদের

সৌভাগ্য। এক প্রকাণ্ড বাঁধ আজ রেড বন্যাকে রোধ করেছে। আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করবে, ওরা ভেবেছিল। ফ্রান্সে ওরা স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইক লাগিয়েছে। আমরা না থাকলে ইটালীও দখল করত। ওরা গভীর জলের ডুবুরি। বৃটিশ মন্ত্রীদের কেউ কেউ ক্রেমলিনের টাকা খায়—এ কথা শুনলে আমি আশ্চর্য হব না...”

হাসি আর হাততালি।

“আচ্ছা আসুন হিসেবের ভাষায় বলি। গত বসন্ত কালে রপ্তানি তুলোর দাম ছিল চারশো চল্লিশ লক্ষ ডলার। অগাস্ট মাসে এল ভীষণ মন্দা, মনে আছে তো? রপ্তানি বিশ লক্ষতেও পৌঁছায়নি। জাপানকে কর্জাদি দেওয়ায় শরৎ কালে অবস্থাটা একটু উন্নত হল। খাঁটি খৃষ্টানের মতোই আমরা শীতটা কাটালাম আশায়, আর বসন্তটা প্রত্যাশায়। আজ অবস্থা বদলেছে। রেডদের ওপর টেক্কা দিয়েছি আমরা। কংগ্রেস থেকে মার্শাল প্ল্যান অনুমোদিত হওয়ার পর তুলো আবার রাজাসনে বসেছে। শুভ্র পাঁজগুলি আজ সোনার রূপ ধরেছে। প্রেসিডেন্টের দ্বিধা দেখে, আর সরকারের গড়িমসি দেখে আমরা মাঝে মাঝে চটে উঠি বটে, কিন্তু একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আমাদের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পুরোনো ঐতিহ্য আবার ফিরে আসছে। রুজভেল্টের দিন শেষ হয়েছে, চিরকালের মত ..”

এ কথায় সকলে প্রায় একবাক্যে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

“দেশটাকে যুদ্ধের তালে তুলবার ঘোষণা যেদিন থেকে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, সেদিন থেকেই ব্যবসার মুখে হাসি ফুটেছে। আবার আমরা শ্রীবৃদ্ধির পথে চলেছি। তার তাৎপর্য কি, বন্ধুগণ? রেড-রা আমাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। সেই জন্যেই ওরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিদ্রোহ ওস্কাল, গ্রীক বিদ্রোহীদের সাহায্য করল, আর চীনের আইনসম্মত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল ওদের দল-বল। কিন্তু তাতে আমাদের সর্বনাশ হয়নি, বরং সাহায্যই হয়েছে। যে গৌরবময় নাম আমরা বহন করি তার সম্মান আমরা রেখেছি—ইয়োরোপীয়ান কাফের দল যখন ‘সংকট!’ ‘সংকট!’ বলে গলা ফাটাচ্ছে সে দুর্দিনেও আমরা সাহস হারাইনি। আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যেটুকু দরকার ঠিক সেটুকু ভয়ই ওরা আমাদের দেখাতে পেরেছিল। আজ আমরা অস্ত্রসজ্জা করছি, অপরকে করাচ্ছি—সৈন্যদের আমরা অস্ত্র দেব, সরঞ্জাম

দেব, খাদ্য দেব। সংঘর্ষের দিন কাছে আসছে—আর প্রতি পদক্ষেপেই বেড়ে চলেছে আমাদের ঐশ্বর্য। সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, গৌরবময় দক্ষিণ দেশের সুখদায়ক চন্দ্রিমা আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে।”

ন্যাপকিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছে স্মিড্‌ল বসে পড়লেন; তাঁর চারদিকে তখন অনেকক্ষণব্যাপী হাততালি, হৈ চৈ আর কৃতার্থ হাসির শব্দ।

পুচ্ছ উচ্চে তুলেই তিনি ঘরে ফিরলেন। “আবার যখন কোনো ভোজে যাব”, এবার ভাবলেন, “তখন গাড়ীতে যেন রিটাই আসে, আর কোনো মেয়ে নয়—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের এই শহরের পক্ষে অমন মেয়ে পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা।”

বাড়ী পৌঁছে দেখলেন সেনেটর লো-র চিঠি এসেছে। ওয়াশিংটনের পরিস্থিতি কি, নির্বাচনী অভিযানের প্রস্তুতি কি ভাবে হচ্ছে, ‘দলমুক্ত’ ডেমোক্র্যাটরা কি রকম গণ্ডমূর্খ, এইসব বর্ণনা করার পর সেনেটর কাজের কথায় এসেছেন :

“মফস্বঃলের কাগজগুলি আমি দেখিয়া থাকি, সেগুলিতে তোমার বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়িয়া আনন্দ পাই। কিন্তু শুধু তোমার লিখন-কুশলতার জন্যই যে তোমাকে ট্রানজকের কাজ লইয়া জার্মাণী যাইতে অনুরোধ করিতেছি এরূপ মনে করিও না। তুমি নিশ্চয়ই বোঝ যে, বার্লিনের অবস্থা দিন দিন আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে; এটি বাস্তবিকই সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র। ওখানে আমাদের তরফ হইতে চতুর ও উদ্যমশীল লোক পাঠানো প্রয়োজন। তুমি দেড় বৎসর জার্মাণীতে কাটাইয়াছ, জার্মাণদের তুমি চেন; তদ্ভিন্ন তুমি একজন খাঁটি আমেরিকান, অবিলম্বে কি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় তাহা তোমার জানা আছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। দক্ষিণ দেশে তোমার কাজকর্ম সম্বন্ধে কর্ণেল রবার্টসকে বলিয়াছিলাম, তিনি আমার ধারণা আগ্রহের সহিত সমর্থন করিলেন। চেষ্টা করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব জ্যাকসনস্থ কাজকর্ম গুটাইয়া ফেল এবং এখানে চলিয়া আইস। এমন অনেক কিছু তোমাকে বলিবার আছে যাহা স্বভাবতই চিঠিতে লেখা যায় না।”

স্মিড্‌ল উল্লসিত হলেন : তাঁর কপাল খুলছে। তিনি আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, টাইটা ঠিক করে বসালেন, তারপর মৃদু হাসলেন : শ্রীমতী হালী,

তোমাকে অন্য সঙ্গী জোটাতে হবে ; আর বলে রাখছি, সঙ্গী নিয়ে বেশী বাছা-বাছি কোরো না—যাই কর, দ্বিতীয় স্মিড্‌ল তো আর পাবে না। তারপর যাত্রার প্রস্তুতি করতে হবে স্মরণ করে তিনি চিঠিপত্র পড়তে আরম্ভ করলেন।

বিজলী পাখার হাওয়ায় উকীল ক্লার্ক সাহেবের পাকা চুল উড়ছে। উনি এখুনি জেল থেকে ঘুরে এসেছেন : উঃ কি গরম ওখানে! আর মক্কেলের সঙ্গে সেই কথাটা আলোচনা করে তিনি একেবারে হায়রাণ হয়ে পড়েছেন। ঐ একগুঁয়ে নীগ্রোটাকে বোঝাবার জন্যে আবার চেষ্টা করেছিলেন। কথাটা তো জলের মত সোজা—কসুর মানতে হবে ডেভিড হ্যারিসনকে। ওকে বাঁচাবার উপায় একটই—নিছক ডাকাতি করতে গিয়েছিল বলে একরার করা। তবু খুব বেগ পেতে হবে অবিশ্যি—সরকারী উকীল অভিযোগ করেছেন যে ও মিসেস নিভেলকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। স্মিড্‌ল প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন : "সব কাফ্রীই খারাপ তা বলিনে—ওদের মধ্যে কিছু কিছু ভাল লোকও আছে—তবে যুদ্ধের সময় থেকে ওদের অনেকেরই বড্ড বাড় বেড়েছে। সেনেটর লো-র মেয়ের ওপর আক্রমণটা দেখুন—তাহলেই বুঝবেন। ওদের চামড়া কালো, কিন্তু ধ্যানধারণা রেড—এই ঠগীগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে।" প্রভাবশালী লোকেরা এই ভাবে আক্রমণের গল্পটাকে সমর্থন করছেন। জজ সাহেব লোক খারাপ নন, কিন্তু একেবারে নরম মাটি, স্মিড্‌লের বিপক্ষে যেতে সাহস করবেন না। তিনি, ক্লার্ক, কালা ছেলেটিকে বলেছিলেন : "স্বীকার কোরো যে আংটি বা ব্রুচ ঐ রকম কিছু চুরি করতে গিয়েছিলে।" কিন্তু ও একেবারে ক্ষেপে গেল, যেন নাটক করছে : "নীগ্রোর ইজ্জত আমি খোয়াতে পারব না!" নিউ ইয়র্কের থিয়েটারে এসব মানাতে পারে, কিন্তু এখানে জ্যাকসনে এসব বল্লে ইলেকট্রিক চেয়ারে চাপতে হবে। ও নির্দোষ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের কথা যদি না শোনে তো বাঁচবে কি করে? ও যে চোর-ছ্যাঁচোড় তা বলা ওর পক্ষে শক্ত, তা সত্যি। কিন্তু এটা যে মিসিসিপি রাজ্য, সে কথাটা বোঝে না কেন? সত্য যেখানে নেই-ই সেখানে সত্যের খোঁজ করে লাভ কি? পাখাটাতেও বিশেষ কোনো সুবিধে হচ্ছে না, বড্ড গরম আজ। এর আগে তো গরম সহ্য হত। আর কি, বুড়ো হতে চল্লাম…

ওঁর স্ত্রী ঘরে এলেন। তাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই ক্লার্ক বুঝলেন

যে কিছু একটা হয়েছে। অনেক অপ্রীতিকর আশ্চর্য ঘটনাই আজকাল ওঁর অভ্যেস হয়ে এসেছে : কখনো একটা অশ্লীল বেনামী চিঠি আসে, কখনো স্ত্রীর কাছে শোনেন রাস্তার দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে রেখে গেছে "কাফ্রীদের বন্ধু নিপাত যাক", কখনো বা রাঁধুনীটা কাঁদতে কাঁদতে এসে জানায় দোকানদাররা বলছে রেডদের কাছে কিচ্ছু বেচবে না।

"কি হয়েছে, অ্যানী ?"

"তোমাকে বলতে চাইনি, এম্‌নিই তো তোমার ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু মেয়েটা বুঝি পাগল হয়ে যায়···লিউইস ওকে লিখেছে যে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।"

হপ্তাখানেক আগে ক্লার্কের মেয়ে বেলা বাগদত্তা হল, ক্লার্ক অনিচ্ছা সহকারে তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। লিউইসকে উনি পছন্দ করতেন না—ছেলেটা নিষ্কর্মা। আজ খুব পয়সা ওড়াচ্ছে বটে, কিন্তু কাল কি করবে ? তুলো তো জুয়ো খেলার মাল, নগদা ফসল ; কিন্তু ফলন ওঠে নামে, দামও ওঠে নামে। একদিনের সাচ্চা মেহনতও লিউইসের দ্বারা হয় না। অ্যানী ওঁর সঙ্গে তর্ক করেছিলেন : "কিন্তু ওরা যে পরস্পরকে ভালবাসে।" বলেছিলেন : "বাবা তোমাকে কি ভাবে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেকথা ভুলে গেছ ?" উনি মেনে নিয়েছিলেন। আর এখন কিনা হতভাগাটা বেলাকে প্রত্যাখ্যান করল !

"বল কি, অ্যানী ?"

"বেলা আমাকে চিঠিটা দেখিয়েছে। লিউইস লিখেছে তার মন ভেঙ্গে গেছে। তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। ওর বাপ ওকে বলেছেন—একেবারে তাঁর কথা তুলে দিয়েছে : "রেড-এর মেয়ে বিয়ে করার সাহস কর তো লাথি মেরে বাড়ী থেকে দূর করে দেব।" মনের জোর তো ওর বিশেষ নেই, একদম ছেলেমানুষ। বেলার জন্যে বড় ভাবনা হচ্ছে ; ঘরে খিল দিয়েছে, জবাবই দিচ্ছে না···"

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ক্লার্ক, বল্লেন :

"এসব ছেলেকে চিনি আমি। এর পর ও আর বেলাকে চিঠি লিখবে না, লিখবে জঘন্য প্রবন্ধ। দুদিন সবুর কর, দেখবে আমাদের দরজায় খড়ি দিয়ে লিখতেও ছাড়বে না। অ্যানী, আমার ভয় হচ্ছে···ভয় হচ্ছে আমেরিকার জন্যে।"

গোধূলি নেমে আসছিল। এমন সময় জ্যাকসন জেলে একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। বাইরের লোকেদের সঙ্গে নীগ্রোটার নিশ্চয় যোগসাজস ছিল—কিন্তু তারা বেশ সাবধান, কেউ বুঝতেই পারল না যে, সিল্কের দড়িটা ডেভিড হ্যারিসন কি করে যোগাড় করল। পাহারওয়ালাটা ফোকর দিয়ে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল। দশ মিনিটের মধ্যে সারা জেলে জানাজানি হয়ে গেল, যে-নীগ্রোটা সেনেটরের মেয়েকে গলা টিপে মারতে গিয়েছিল সে গলায় দড়ি দিয়েছে। প্রধান ওয়ার্ডেন ছুটে গেলেন সেলের মধ্যে, তারপর শাপান্ত করলেন, "খুনী ব্যাটা"। বারো বছর ধরে এই চাকরা করছেন তিনি, কিন্তু এমন ধারা যাচ্ছেতাই ব্যপার কখনো ঘটেনি। দাঙ্গা বা জেল-পালানো বা ঐ ধরণের কোনো কিছু কখনো হয়নি তাঁর জেলে, এ জেলটা আদর্শ জেল বলে গণ্য হত। অবিশ্যি কু-ক্লু-ক্স ক্ল্যানওলারা যে সময় জোর করে জেলে ঢুকে কয়েকটা নীগ্রো ধরে নিয়ে গেল, সে সময় খুব উত্তেজনা হয়েছিল। কিন্তু তখন ওয়ার্ডেন ভাবনায় পড়েননি: বন্দীকে পুড়িয়ে মারল, না ইলেকট্রিক চেয়ারে মারল, তাতে তফাৎটা কোথায়? কিন্তু সবাইকে ঘোল খাওয়ালো এই বদমায়েসটা—একেবারে ফাঁকি দিয়েছে, আর ধরা যাবে না। ওঁর মনে হল নীগ্রোটা যেন জিব বার করে ওঁকে ভেঙ্গাচ্ছে: "কেমন রে হতভাগা বেকুব!"

জজ গিলমোর মেজর স্মিড্‌লকে ফোনে বল্লেন:

"আপনি বোধহয় সেনেটরকে চিঠি লিখছেন। ভয়ঙ্কর, একেবারে ভয়ঙ্কর! সেই যে নীগ্রোটাকে আপনি ধরেছিলেন মনে আছে? খুব অপ্রীতিকর একটা ঘটনা ঘটেছে—পাজীটা গলায় দড়ি দিয়েছে। দড়ি কোথা থেকে পেল বুঝে পাচ্ছিনে। ঘটনাটা মন থেকে নামাতেও পারছিনে। সেনেটর কি বলবেন বলুন তো?"

"কি বলবেন? যা বলার তা যখন বলবেন তখন সামনে না থাকলেই ভাল। আপনারা সব কি করে যে এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে দিলেন তা বোঝা আমার সাধ্যে কুলোয় না। দেশের কাছে এ ব্যাপারের গুরুত্ব যথেষ্ট—কালা আদমিগুলো তাল ঠুকতে আরম্ভ করেছে, এই বিচারটা তাদের দাবিয়ে দিতে পারত। আর এখন..."

"আমি নিজেই খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি। সেনেটরকে আমার সহানুভূতি জানাবেন, অনুগ্রহ করে। ওর সহযোগীদের ধরবার চেষ্টা করব।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান! ওকে দড়িটা দিল কে জানেন? আমি বাজী রেখে বলতে পারি, ক্লার্ক দিয়েছে। ওকে আমরা বড্ড বেশী লাই দিয়েছি। শিকাগোয় ওর সেই বক্তৃতার পরই আমাদের কিছু না কিছু করা উচিত ছিল…"

"ঠিক ধরেছেন। ও ক্লার্কই, নিশ্চয়। ওয়ার্ডেন বললেন যে, ঘটনার দু ঘণ্টা আগে ক্লার্ক নীগ্রোটার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এখুনি টেলিফোন করছি ডি. এ. কে (জেলার এটর্নীকে)।"

এক নীগ্রো বিনোদিনী ছিল জজের পরিচারিকা। সে রাঁধত চমৎকার। তা ছাড়া জজ সাহেবের যখন ঝোঁকটা চাপত তখন ওকে বলতেন: "গা ধুয়ে এস। আজ বেশ ফুর্তি লাগছে।" মেজরের সঙ্গে ঐ অপ্রীতিকর আলাপের পর জজের চোখে পড়ল, মেয়েটী কাঁদছে। জজ সাহেবের হৃদয় বড় কোমল, চোখের জল সহ্য করতে পারতেন না।

"চেঁচাচ্ছ কেন?"

"ডেভিডের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"বেকুব! ওরা ওকে চেয়ারে বসাতো, কিন্তু ও ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ল। জনসনকে চেয়ারে বসে কতক্ষণ নরক যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছিল জান? আট মিনিট। আর এই নচ্ছারটাতো টুলটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল, ব্যস শেষ। বরং দুঃখ কর আমার জন্যে; আমার কপালে রয়েছে বহু ঝামেলা। এর জন্যে সেনেটর আমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না।"

নিশ্চল হয়ে বসেছিল জেনী। চারপাশে ছড়ানো ব্লাউসগুলো—লালচে আর নীল আর সবুজ। ওর শক্ত মুঠোর মধ্যে একটা ছোট চিঠি:

"প্রিয়া আমার, বঁধু আমার, আমাকে ক্ষমা কোরো! ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। আমি খুনী নই, চোর নই, কিন্তু আমি নীগ্রো। একবার এক রুশিয়ান কর্ণেল আমার হাতে হাত মিলিয়েছিলেন, সে হাত আজ মাথায় ঠেকাই। সবুজ তারাটা তোমায় ভুল বলেনি। জেনী, উত্তর দেশে চলে যাও, ট্রেন ভাড়া তো তোমার আছে বলেছিলে। তুমি সুখী হবে না জানি, কিন্তু বঁধু, অনুরোধ আমার, মাথা নীচু কোরো না; আর ক্ষমা কোরো না ওদের যতক্ষণ না পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ছে। আর শুধু কয়েকটি মুহূর্ত

বাকী, জেনী। তোমার সঙ্গে রইলাম আমি, যেমন থাকতাম দুজনে আমাদের সেই বনের ভেতর—তোমার ঠোঁট, তোমার হাত, আনন্দ আমাদের। জেনী, তোমাকে আমি ভালবাসি। এ-কথা বলছে এমন একজন মানুষ—নিজের কাছে বা অপরের কাছে মিথ্যে বলার প্রয়োজন যার একেবারে ফুরিয়েছে। আমার ভালবাসা নিও, চুমু নিও, আর একটা ভিক্ষা দিও আমাকে—আমাকে ক্ষমা কোরো! —ডেভিড হ্যারিসন, নীগ্রো।"

ঘড়ীতে বাজল মধ্যরাত্রি। মেজর ঘুমচ্ছেন। উকীলের মেয়েটি চাপা কান্না কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জজ সাহেব শুতে গেছেন তাঁর রাঁধুনীর ডেরায়। নিশ্চল হয়ে বসে ছিল জেনী। উজ্জ্বল আলোটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। ডেভিড ওর সামনে দাঁড়িয়ে, ডেভিড যে আর নেই তা ও বুঝতেই পারছিল না।

ভিক্টোরিয়া বার-এ লোকের ভিড়। ফুর্তিবাজ নিশাচরেরা হুইস্কি টানছে। যুবকটি বারওলাকে বল্ল:

"আরে পীট, আজ টেনেছি খুব, কিন্তু আরও টানতে পারি। চলো এক গেলাস বাজি লাগানো যাক। আমার কপালটা শালা পাথরচাপা। সবই ফক্কিকারি, কিন্তু করবেই বা কি?"

[১৩]

মেরীর ইচ্ছে 'কুইন এলিজাবেথ' জাহাজে যায়—পারী পৌঁছাবার আগে ওদের ভাল রকম জিড়িয়ে নেওয়া দরকার। নিভেল আপত্তি করল না—প্লেনে গেলে তাড়াতাড়ি হয় অবিশ্যি, কিন্তু ওদের একগাদা লটবহর, তা ছাড়া তাড়াতাড়ি করারও কিছু নেই। দেশে ফেরার কথা ভাবলে ওর ভয় হয়। শেষ হপ্তা কটা যাত্রার আয়োজনে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল; তবু অনেক সময় থেমে পড়ে ও ভাবতে বসত, ফ্রান্সের ছবি কল্পনা করতে যেত। কোন্ কোন্ পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে? কোথায় গিয়ে বাসা বাঁধবে? ম্যদঁ-তে সেই যে ছোট্ট বাড়ীটা, যেখানে ওর সেরা কবিতা ও লিখেছিল, সেটা কি এখনো আছে?

নিউ ইয়র্কে বহু কাজ সারতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কস্টারের সঙ্গে ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ হল, যাত্রা করার তিন দিন আগে। ওয়ার্স না বুডাপেষ্ট, এই নিয়ে দোমনা করছিলেন সেনেটর; নিভেল জোর দিয়ে বলল প্রাগ—পশ্চিমের কথা চেক্‌রা ভুলবে না, ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের পর থেকে সেখানে অশান্তি লেগে রয়েছে। তাছাড়া 'প্রাগ' নামটারই একটা জৌলুষ আছে আমেরিকান পাঠক-দের কাছে—যাই হোক, সভ্য দেশ ছিল তো ওটা। টাকা ছাড়লেন লো, আর খানিকটা গজগজের ভাব দেখানোর পর বিলও রাজি হল। কস্টার আর ট্রানজকের মিতালিটা পাকা করার জন্যে নিভেল একদিন বিলকে আর তার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে আনল—থার্ড এভিন্যুয়ে একটা ফরাসী রেস্তোরাঁয়।

প্রসাধনে মেরী লাগাল দু ঘণ্টার ওপর; ওর দীর্ঘপক্ষ্ম আঁখি, কিন্তু শ্বেতাভ —তাই পক্ষ্মগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। লিলাক রংয়ের নীচু-গলা গাউন পরে নিভেলের সামনে হাজির হল—দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিউরে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিল নিভেল। কী বিকট রুচি! আর পাপের মতই কুৎসিত।

কস্টারের স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে মেরীর কুশ্রী রূপটা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল। নিউ ইয়র্কের সেরা সুন্দরীদের অন্যতমা বলে ভিক্টোরিয়ার নাম-ডাক। এমন এক ধরণে সে হাসত, আর সবুজ চোখ দুটো ছোট করে আনত যা দেখে পুরুষ মানুষেরা জলত হিংসার জালায়: "বিল ব্যাটার কী বরাত!" পরণে লম্বা কালো গাউন—গলা জড়িয়ে টুংটুং করছে একটা স্টীল নেকলেস। নিভেলকে ও জানাল: "এটা এক বিখ্যাত ভাস্করের হাতের কাজ—'র‍্যাটল্‌-সাপ কাঁদছে'।" কস্টার বিদ্রূপ করে বল্ল: "আট শো মুদ্রা। কাঁদছি আমিই। বুঝলেন?"

নিউ ইয়র্কের সেরা রেস্তোরাঁর মধ্যেই একটা বেছে নিয়েছিল নিভেল। হাঁসের মেটে দিয়ে তৈরী আসল স্ট্রাসবুর্গ পিঠে ওখানে পাওয়া যায়, আর একটা বার্গাণ্ডি মদ পাওয়া যায় যা পারীতেও মেলে না। পাশের টেবিলে বসেছে একদল অভিনেতা, তাদের মধ্যে একজন মিউলাটো (শ্বেতাঙ্গ ও নীগ্রোর সন্তান, ফিরিঙ্গী)। দেখে নিভেল একটু চিন্তিত হল, কে জানে কস্টার কিভাবে নেবে।

"খাবার এখানে মন্দ করে না, তবে দেখছেনই তো লোকজন বিভিন্ন জাতের..."

কস্টার হাসল সহৃদয় ভাবে।

"আপনি যদি ঐ কালা আদমিটার কথা মনে করে বলে থাকেন তো জানিয়ে দিচ্ছি, আমার কোনো আপত্তি নেই। বলতে কি, একটু রংয়েরই আমেজ দেয় বরং। মদটাই ধরুন, আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যে, এটা দারুণ ভাল। ভাল মন্দ আমি বুঝছিনে অবিশ্যি, কিন্তু লোকে যদি বলে যে ফরাসী মদই মদের সেরা, তো তাই বেদবাক্য বলে মেনে নেব। আর যদি একটা কাফ্রী থাকে তাহলে তো এটা এক্কেবারে পারী শহর।"

কস্টারের স্ত্রীর চিত্ত-বিনোদনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল নিভেল। উত্রিলোর শহরদৃশ্য ছবিগুলোর কথা ওর মনে এল, আলাপটা ঘুরিয়ে দিল ছবির দিকে।

ভিক্টোরিয়া হাসল :

"উত্রিলো বাতিল করে দিয়েছি। সেকেলে। তা ছাড়া নোংরা ছোট ছোট রাস্তাগুলোকে এভাবে তারিফ করার মধ্যে ইতরামির গন্ধ রয়েছে। ওর চেয়ে সালভাডর ডালি অনেক চিত্তাকর্ষক। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতটা প্রকৃত-পক্ষে সুর-রিয়ালিস্টদেরই হাতে।"

কস্টার মাঝে পড়ল। আগের মতোই আন্তরিক অথচ কর্কশ হাসি হেসে বল্ল :

"কয়েকটা সুর-রিয়ালিস্ট এখনি কেনা হয়ে গেছে আমাদের। তিন তিন খানা। আসল জিনিষটা সুর-রিয়ালিস্টরা বেশ ভালবাসেন—মানে চেক বইটা। ঐ সালভাডরটার জন্যে আমাকে দাম দিতে হয়েছে এক গাদা—অষ্ট হাজার মুদ্রা।"

ভিক্টোরিয়া চোখটা ছোট করে আনল, সামান্য একটুখানি।

"বিল ভাব দেখান যেন আর্ট ওঁর পছন্দ নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনি খুব পাকা সমঝদার। ওঁর কাছে শুনেছি, আপনি নাকি ভারী মৌলিক কবিতা লিখেছেন। ফরাসী জানিনে বলে দুঃখ হয়। আপনিও সুর-রিয়ালিস্ট, না?"

"না, বরং 'ফব' বলতে পারেন।"

"মাতিসের মতো? মাতিস আমার ভয়ঙ্কর ভাল লাগত। আচ্ছা, মাতিস একটু সেকেলে নন কি? কাল আমাদের ওখানে ডিনারে এসেছিলেন কেন।

তাঁর মতে সুর-রিয়ালিস্টরাও সেকেলে। ওদের বদলে বস্তু-নিরপেক্ষ চিত্রকলাই এখন আসর জমাচ্ছে। হয়তো ওঁর কথাই ঠিক। যে ছবির বিষয়বস্তু কিছুই নয়, সে ছবিই আমার ভাল লাগে। কেল বল্লেন, কোনো কোনো কবি আছেন, তাঁদের লেখাও বস্তু-নিরপেক্ষ—কোনো কথা নয়, শুধু শব্দ। হয়তো বস্তু-নিরপেক্ষ শিল্পকলাই জিতে যাবে, কে জানে?"

"জিতে যাবে বলেই ভয় হয়", একটা গলদা চিংড়ি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গর গর করতে করতে বল্ল বিল। "তার মানে ঐ আট হাজার ডলারের সালভাডরটা পুরোনো গাদায় ফেলে দিয়ে আমাদের আর একটা ছবি কিনতে হবে, যাতে কিছুই থাকবে না। ও রকম একটা ঘোড়ার ডিমের দাম অন্তত ষোল হাজারের কম হওয়া উচিত নয়। ওঁরা যদি বস্তু-নিরপেক্ষ জীবন যাপন করেন তাহলে ডবল আদায় না করে ছাড়বেন না, সে বিষয়ে নিশ্চন্ত থাকতে পারেন।"

"বিল, তোমাকে নিয়ে আজ আর পারা যাচ্ছে না।"

প্রহেলিকাময় ছোট্ট একটু হাসির স্পর্শে ভিক্টোরিয়া তার তিরস্কারটা কোমল করে আনল। পাশের টেবিলে অভিনেতাদের একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলল:

"সুন্দরীটাকে দেখেছ!"

তার বন্ধু উত্তর করল:

"আমি ওঁকে চিনি। সে গুড়ে বালি। কস্টার এক হপ্তায় যা কামায়, তা তোমার সারা বছরের রোজগারের চেয়েও বেশী।"

নিভেল ভাবল: ও মেরীর চেয়েও হাঁদা, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যাই হোক, ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছি বলে আনন্দ হচ্ছে। আরে, পারীর অতি সাধারণ বেশ্যাও তো এই অজটার চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে—তা ছাড়া ওর চেয়ে আকর্ষণীয়ও বটে। ওকে জড়িয়ে ধরলে ও হয়তো বলবে: "এটা একটু সেকেলে নয় কি?" আনন্দের কথা যে আমেরিকায় আর থাকতে হবে না!

ও কস্টারের দিকে ফিরল:

"প্রাগের ব্যাপার স্যাপার দেখে আপনার কৌতূহলই লাগবে—ওখানে পরিস্থিতি একদম টান টান।"

"উঁহু, আমার মত চান তো বলি—ওখানেও সব ঠাণ্ডা—নিশ্চল পাহাড়ের মতো। ও জায়গাটা আগে চলত, ধরুন, পারীর মতো; আর এখন ওরা চালাচ্ছে মস্কোর মতো। তার মধ্যে কৌতূহলের কি আছে? ও দু'জায়গাই আমার দেখা—তাই রক্ষে। হ্যাঁ, যদি আমাকে ওরা পাকড়াও করত, কি একটা মামলা সাজাত, তাহলে মন লাগত বটে। তবে সাহস করবে না। ওরা বের করে দিতে পারে, কিন্তু তাও ভয়ঙ্কর।"

"ওরা আপনাকে বের করে দেবে, মনে তো হয় না। কিন্তু আপনি করে তুলতে পারেন অনেক কিছু। জীবন থেকে একটা ধাক্কা চান বলেছিলেন না? এই তো জীবনের জুয়া।"

"জুয়া খেলায় আমার মন লাগে না। মন্টি কার্লোয় দেখেছি লোকে পাগল হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে, কিন্তু আমি শুধু বসে বসে হাই তুলতাম। রাজনীতিতে আমার একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে। অবিশ্যি রেডগুলোকে নিকেশ করতেই হবে, নইলে আমাদের বারোটা বাজবে। ওটাও একটা ঘাড়ের বোঝা। আমি কবিতা লিখতে পারিনে কেন? মাছের ওপর…"

নিভেল যেন যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল: কস্টারের বাড়ীতে সেই হতচ্ছাড়া তামাসা! ও ঠিক করল আধুনিকতম ঘটনা সম্বন্ধে কস্টারের সঙ্গে কথা বলবে: ট্রুম্যানের বাণী রিপাব্লিকান মহলে কি ভাবে গৃহীত হয়েছে। বাধা এল খবরের কাগজ হকারের কাছ থেকে। 'টাইম্‌স'টা খুল্ল বিল:

"গুপ্তচরটা নিজের বিষয়ে কি বলেছে দেখা যাক…"

ওর পাশে বসেছিল মেরী। যন্ত্রবৎ কাগজটার দিকে সে চাইল, তারপর চীৎকার করে উঠল:

"ও গলায় দড়ি দিয়েছে!"

ভদ্রতাদুরস্তভাবে বিল জ্যাকসনের রিপোর্টটা জোরে জোরে পড়তে লাগল। মেরী যে কাঁদছে তা ও লক্ষ্য করেনি। মেরীর চোখের পাতা থেকে দরদর ধারে জল ঝরছে, পুরু করে পাউডার মাখা গাল বয়ে কালো, ছোট ছোট জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। নিভেল চাপা স্বরে বল্ল:

"থামাও! সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে!"

কিন্তু কেঁদেই চল্ল মেরী। ওর দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে কস্টার জিজ্ঞাসা করল:

"কি হয়েছে?"

ও জবাব দিল না। সামলাতে এগিয়ে এল নিভেল:

"কিছুদিন থেকেই মেরীর নার্ভগুলো একটু বিগড়ে গেছে।...আর ঐ নীগ্রোটা ওঁর বাপের বাড়ীতেই ধরা পড়েছিল।"

"ওকে চেয়ারে চড়ায়নি বলে আপনি বিরক্তি বোধ করছেন?" কস্টার জিজ্ঞাসা করল।

মেরী এবার একেবারে ভেঙ্গে পড়ল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মৃগী রোগীর মতো। শান্ত করতে যাচ্ছিল নিভেল, কিন্তু ও চীৎকার করে উঠল:

"তার কোনো দোষ নেই। আমি তো ওদের বলেছিলাম। মস্ত বড় শিল্পী হতে পারত সে।"

ভিক্টোরিয়া মৃদু হাসল।

"ঠিক বলেছেন, প্রতিভাশালী নীগ্রোর সংখ্যা তো কম নয়।"

মেরী তখন জোরে জোরেই ফোঁপাচ্ছে। নিভেল মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না:

"থামাও বলছি! রেস্তোরাঁর মধ্যে কান্নাকাটি, লোকে হাসবে।"

"আপনার মনে কি ভাব হচ্ছে বুঝতে পারছি", কস্টার মেরীকে বল্ল। "ওর জন্যে আপনার দুঃখ হচ্ছে, এই তো! মনে পড়ে একবার কতকগুলি আহত লোক দেখেছিলাম, মস্কোয়। জানতাম অবশ্য যে তারা রেড, তবু তাদের জন্যে কষ্ট লাগছিল, সত্যি বলছি। আর যাই হোক আমরা মানুষ, বস্তু-নিরপেক্ষ কল্পনা তো নই। তবে ঐ কালা আদমিটার জন্যে দুঃখ বোধ করতে আপত্তি কি? হয়তো ও বাস্তবিকই নির্দোষ ছিল। আর যদি সেনেটরের ঘরে চুরি করতে গিয়ে থাকে, তাতেই বা কি? ও গলায় ফাঁসি দিয়েছে, সুতরাং শোধ বোধ হয়ে গেছে তাও বলতে পারেন। কিন্তু জীবনে আর কখনো কোনো রেডের জন্যে কষ্ট বোধ করব না আমি। এই ছুঁচোটা কি বলছে একবার দেখুন। গিয়েছিল আমাদের কারখানা উড়িয়ে দিতে, কিন্তু ওর কথা শুনলে মনে হবে যেন একেবারে গো-বেচারা।...ওরা সব ঐ রকম। একচল্লিশ সালে দেখেছি ওদের। ওদেরকে শেষ করে দিতে না পারলে ওরাই আমাদের শেষ করে দেবে।"

মিনায়েভ মামলার রিপোর্টটা ও পড়তে লাগল। ওরা সবাই মেরীর কথা ভুলে গেছে, সেই সুযোগে মেরী ছুটে চলে গেল মেয়েদের কামরায়। কাগজটা নামিয়ে রাখল কস্টার।

"ওরা আমাদের আক্রমণ করার মতলব আঁটছে একথা আমি কত বার লিখেছি, তবে সত্যি বলতে, আমি নিজেই সেটা বিশ্বাস করতাম না। ধুত্তোর নিকুচি করেছে, কথাটা সত্যিই বটে! দু এক বছরের মধ্যেই আমরা সাবাড় হয়ে যাব—কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমরা যদি ওদের টুঁটি টিপে না ধরি, তো ওরা ধরবে আমাদের। বুঝেছেন?"

"আপনি কি মনে করেন যে, ওদের হাতে বোমাটা আছে?"

"নির্ঘাৎ। শুনি আমাদের বেশী আছে! হবে। আমি বলতে পারিনে, আমি তো গুণে দেখিনি। কিন্তু কারও দফারফা করতে কি আর একশোটা বোমা লাগে? একটাই যথেষ্ট।"

ওরা কফি আর কঞাইয়াক পান করল। মেরী ফিরে এল—ও তখন শান্ত, চোখের পাতাও কালো। 'ছন্দানুভূতি'-র কথা তুলল ভিক্টোরিয়া! শিষ্টাচার-সম্মতভাবে নিভেল শুনে গেল। কস্টার চুরুট টানছে, মুখে মৃদু হাসি।

"তোমার সুড়সুড়ি লাগলো কিসে গো?" ভিক্টোরিয়া ওকে প্রশ্ন করল।

"কিছুতে না। আমি হাসবার চেষ্টা করছি বস্তুনিরপেক্ষভাবে..."

ও আরও কঞাইয়াক পান করল, তারপর হঠাৎ হেসে উঠল:

"এটম বোমার বিস্ফোরণ কখনো দেখিনি। ওর সুরটা নিশ্চয়ই খুব চড়া হবে, কবিতার চেয়েও চড়া। যাকগে, শোবার সময় হল।"

মেরী জানাল একটু তাজা বাতাসে যেতে চায়, মাথাটা ধরেছে। কস্টাররা বিদায় নেবা মাত্র ও একটা ট্যাক্সি ডেকে স্বামীকে বল্ল:

"আমার মনটা অন্য দিকে ফেরান দরকার, বুঝলে গো? এগনেস্‌কে ফোন করেছিলাম; ও সোসাইটি-তে রয়েছে, স্বামীর সঙ্গে। আচ্ছা, শুভরাত্রি।"

সোসাইটিতে না গিয়ে ও গেল সেই সুর-রিয়ালিস্ট শিল্পীর কাছে। সে আশ্চর্য হল না, এক বোতল জিন মদ বার করল। নীরবে পান করল ওরা। তারপর মেরী বল্ল:

"শুনলাম বস্তুনিরপেক্ষ-ওলারা নাকি সুর-রিয়ালিস্টদের কাবু করছে।"

"জানিনে। গত ছ'মাসে একখানা ছবিও বিক্রী করিনি!"

"সালভাডর ডালি তোমার ভাল লাগে ?"

"বাজে মাল। ছ'মাস ধরে আমি কিছুই আঁকিনি। অরুচি ধরে গেছে।

"তবু, কে বেশী ভাল মনে কর ? বস্তুনিরপেক্ষ-ওলা ?"

"রাফেল। আর প্রতি মাসে পাঁচশো মুদ্রা। ধুৎ। আমার নিজে প্রদর্শনীটা দেখলাম। বাজে। অন্য ধরণে কাজ করতে হবে।"

"কি ধরণে ?"

"জানিনে। হয়তো বছর খানেকের মধ্যে জানতে পারব। যদি ন পারি, তোমার নামে পান করব। ধুৎ।"

"লোকে বলে বছর খানেকের মধ্যেই রেডরা আসছে।"

"আসতে পারে। এই ছুঁচোর জীবনের চেয়ে বোমাও ভাল।"

"কেন, তুমি কি রেডদের পক্ষে ?"

"জানিনে। পটের বিবিটি সেজেছ কেন গো ? আশা করি আমার জ নয়—আঁচল দিয়ে গত বছরের সিগরেট-টুকরোগুলো সাফ করতে আস আশা করি..."

"খানা খেতে গিয়াছিলাম কস্টারদের সঙ্গে। সেটাও বিরক্তিকর। তুমি বি বলতে চাও যে রেড-দের ছবি তোমার ভাল লাগে ?"

"যাচ্ছেতাই।"

"সালভাডর ডালি কি ওদের চেয়ে ভাল ?"

"না। কে ভাল তা তো বলেছি—রাফেল। তিনি মেরীর ছবি এঁকে ছিলেন কখন জান ? ঘটনাটার পনেরো শো বছর পরে। আর তুমি নিজে বলছ এক বছরের মধ্যে আমাদের দফা রফা হবে ; তাহলে আমি কোন্ দুঃ ভাবনা করি ? ধুৎ।

"আমি কেন এলাম বলতে পার ?"

"আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু আমি কখনো অভদ্র হতে পারিনে— নেশা করার পরও না।"

"তোমার আন্দাজটা ভুল। দু ঘণ্টা আগে ফাঁসী যেতে চাচ্ছিলাম আমি চারিদিকে সবই এমন জঘন্য !...একটী নীগ্রোকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম ও, হ্যাঁ, সে ছিল একজন বড় দরের শিল্পী। তোমার চেয়েও ভাল। আমি ওকে বাড়ীতে এনেছিলাম, কিন্তু ওরা ধরে নিয়ে গেল। আমার বাপের বাড়ী

মিসিসিপিতে। কল্পনা করতে পার? যাই হোক, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

শিল্পী হঠাৎ হেসে উঠল।

"তুমি ফাঁসী যাবার ইচ্ছে করেছিলে, আর সে গিয়ে ফাঁসী পরল? সত্যি বলছি এ জীবনটাই জঘন্য, নরকের মতো জঘন্য! একটা ছোকরা থাকে এখানে। সে ছবি আঁকে না, ব্যাঙ্কে চাকরী করে। সকাল বেলা দেখা হলে বলে "সুন্দর আবহাওয়া"। আর আমি জবাব দিই, "জঘন্য"। আমি অবিশ্যি রাফেল নই, সস্তা দরের ছবি আঁকি, তবু আমি শিল্পী তো। বছর খানেকের মধ্যে ঐ ছোকরাও বুঝবে—এখানকার আবহাওয়াটা সুন্দর নয়, জঘন্য। বোমাটা পড়ার আগে যাবে, না পরে যাবে—শুধু এইটুকুর ওয়াস্তা। তোমার ঐ কাক্রীটাকে হিংসে হয়। ধুৎ।"

মেরী ঘরে ফিরল সকাল বেলা। মাথার ভেতরটা খালি। অস্পষ্টভাবে ও ভাবে: যেন ভয়ানক অসুখে পড়েছিলাম, তারপর সেরে উঠলাম। শিল্পী লোকটা খাসা। এখেনে থাকলে ও উচ্ছন্নে যাবে, ওর পারী যাওয়া দরকার। কিন্তু পারী যাচ্ছি—আমি। জীবনের ব্যবস্থাটা কী নির্বোধ।...কেল হয়তো ঠিক বলেছেন—যাতে কিছু নেই তাই ভাল—শুধু দেখে যাও, কিচ্ছু ভেবো না। কিন্তু শিল্পী যে বল্ল ভাবা দরকার। সবাই রেডদের শাপমন্যি করে, ও তো করে না। কেন? ও বলে এখানে জীবনটাই যাচ্ছেতাই। মনে হয় ঠিকই বলে। ডেভিডকে ওরা মেরে ফেল্ল কেন? সেটা কি জঘন্য নয়? হ্যাঁ, উকীলকে কিছু টাকা পাঠাতেই হবে। ডেভিড অবিশ্যি কিছু বলেনি, তাহলেও ওর নিশ্চয়ই প্রিয়া ছিল, প্রণয়িণী ছিল। সেই জন্যেই তো ও চলে যেতে চায়নি। কিছু বাড়তি টাকা পাঠিয়ে দেব, যাতে উকীলবাবু তাকে কিছু দেন। যাই বলি, যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছি আমি। চলে যাচ্ছি তাই রক্ষে। পারীতে থাকলে কিচ্ছু ভাবতে হয় না। বসে থাকব কাফের বাইরে আর দেখব লোক—যাচ্ছে, হাসছে, চুমু খাচ্ছে।

বিকেলবেলা সেনেটর পৌঁছালেন: মেয়েকে বিদায় দিতে এসেছেন। নিভেলের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা হল অনেকক্ষণ। মেরী শুনছিল না। হেসে উঠলেন সেনেটর:

"আমাদের সঙ্গটা তোমার কাছে নীরস লাগছে, না? কিন্তু পষ্ট বলি,

অবস্থাটা এমনই যে কবে আবার দেখা হবে জানিনে। রবার্টস বললেন, রেড-রা প্রাণপণে তোড়জোড় করছে। ঐ গুপ্তচরটার কাছে যা পাওয়া গেছে শুধু সেটুকু পড়লেই বুঝতে পারবে। যুদ্ধ হয়তো শীগ্‌গিরই শুরু হয়ে যাবে।"

জেনিভাতে আহতদের নিয়ে আসছে—ছবিটা মেরীর চোখে ভাসল। তাদের মধ্যে একজনের মাথাটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে একদম ঢাকা ছিল। কে যেন বলে দিল: "ওর মুখ গেছে—চোখ গেছে, নাক গেছে।" কী বীভৎস! আবার কি যুদ্ধ লাগবে? পিতাকে আলিঙ্গন ক'রে থিটথিটে ভাবে বল্ল:

"আমি চাইনে, যুদ্ধ চাইনে। শুনছ?"

সেনেটরের মনটা কোমল হয়ে এল।

"এই দেখ, এই আমাদের সাধারণ আমেরিকান মেয়ে! ভেবো না লক্ষ্মীটি, আমরা ওদের রুখে দেব। আমার চেহারাটা দেখছ? চার রাত ধরে বৈঠক, সারা রাত। যদি কিছু হয় তক্ষুনি প্লেন নিয়ে চলে আসবে। বাড়ী গিয়ে থাকবে, মিসিসিপিতে। ইয়োরোপের কি হবে বলতে পারিনে, কিন্তু আমেরিকায় যুদ্ধ আসতে দেব না আমরা।"

[১৪]

যখন খুব খারাপ লাগে তখনই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা মিনায়েভের স্বভাব—ওলিয়া তা ভাল করেই জানত। কিন্তু সরকারী এটর্নী ম্যরে সাহেব তা জানবেন কি করে? তাই আসামীর আচরণে তিনি ব্যর্থতা বোধ করছিলেন। মিনায়েভকে দলিলটা দেখান হ'লে পড়ে সে হেসে উঠল:

"সব তাতেই আপনারা টেক্কা দেবেন, তা কি হয়! আপনাদের ঐ দর্জিটাকে বলেছিলাম, হ্যাঁ রাস্তাঘাট আপনারা ভালই বানিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের দুর্বল জায়গাও তো আছে…"

"রাস্তাঘাট? রাস্তাঘাটের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?" জিজ্ঞাসা করলেন এটর্নী সাহেব।

"কিচ্ছু না। কিন্তু এর সঙ্গে দর্জিদের সম্বন্ধ আছে—ওরা খাসা কাজ করে। একবার ভেবে দেখুন—বোতাম লাগাতে নিয়ে গেল আমার জ্যাকেটটা,

আর তার ওপর একটা গল্পকে গল্পই দিল সেলাই করে! এমন ধারা কুশলী শিল্পীর জন্যে আপনাদের পুলিশের তরফ থেকে জয়স্তম্ভ তৈরী করে দেওয়া উচিত।"

"ঢং রাখুন, এখন বলুন দেখি এই নির্দেশগুলো সম্বন্ধে কি জানেন?"

"বলেছি তো—সব তাতেই আপনারা টেক্কা দেবেন তা কি হয়? আপনার গল্প লেখকদের চেয়ে দর্জিদের কাজটা ভাল হয়েছে। এই দলিলের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে। বাস্তবিকই, আমি যদি বলি যে আমরা স্তালিনগ্রাদের কারখানাগুলোকে আবার বানিয়ে তুলতেই ব্যস্ত, টেনেসীর কারখানা ভাঙ্গতে নয়, সে কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না—আমি অবিশ্যি বলছিনে যে আপনি স্তালিনগ্রাদ দেখেছেন, তবে 'হেরাল্ড' বা 'টাইম্স' কাগজ রোজ পড়েন নিশ্চয়। এই যে কল্পনাপ্রবণ লেখাটি আপনার সামনে রয়েছে, তার লেখার ধরণটার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কি? লেখক বলছেন, 'পলিটিকাল কমিসার বাইকভ' এসে নাকি আমাকে সাহায্য করবেন। বাইকভ নামটা অবিশ্যি বেশ চালু নাম, কিন্তু পলিটিকাল কমিসার পদবী তো আমাদের দেশে অনেক বছর হল উঠে গেছে। এ গরমিলটুকু যদি আপনি গ্রাহ্য না করেন, তাহলে বলি শেষ প্যারাটার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন। রুশিয়ান লিপিটাতে লেখা আছে: 'ডিভিশনাল জেনারেল পুচকভ্স্কির কাছে রিপোর্ট পাঠাইবে।'. এই হবু বিস্ফোরণের রিপোর্টটা কার কাছে পাঠাব সত্যিই বুঝতে পারছিনে—ডিভিশনাল জেনারেলও তো আমাদের নেই।"

"আপনাদের ফৌজের গঠন পদ্ধতি জানতে চাইনে, জানতে চাই আপনি ইউনাইটেড স্টেটস্-এ কি করছিলেন," এটর্নী বল্লেন।

"আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করতে প্রস্তুত আছি। আমি আপনাদের দেশে আছি ঠিক চার মাস—ট্রেড মিশনের আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতার কাজে। এর মধ্যে দুটো চুক্তি লেখা হয়েছে, আর একটা বাতিল করা হয়েছে, কারণ ফার্মটা অডার পূরণ করেনি। চাকরী ছাড়া আমি ইংরেজী ভাষার অনুশীলনও চালিয়ে গেছি—তার ফলাফল আপনিই ভাল বুঝছেন। কখনো কখনো সিনেমায়ও গেছি। আর একবার বোকামি করে একটা স্যুটের অর্ডারও দিয়েছিলাম।"

"আপনাকে বাধা দিতে হচ্ছে মিঃ মিনায়েভ। হাতে হাতে ধরা পড়েছেন

আপনি। যদি আপনি সত্যি উকীল হন তবে বুঝতেই পারছেন আপনার কপালে কি আছে। এখন কি বিদ্রূপ করার সময়?"

"আপনার সঙ্গে আমি একমত—বিদ্রূপ নয়, এটা মস্ত বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য—কারণ হাজতে বন্ধ থাকতে চাইনে আমি। আপনার দেশের লোকের পক্ষেও দুর্ভাগ্য—কারণ মানুষে মার্ক্সিষ্ট হয়, প্রাগমাটিস্ট বা ব্যাপটিষ্ট হয়, কিন্তু তা বলে চোর হয় না..."

কথাবার্তার গোড়াতে এটর্নী সাহেব বিদ্রূপের হাসি হাসছিলেন আর টেবিলের ওপর পেন্সিলটা ঠুকছিলেন; এবার তিনি ধৈর্য হারালেন। তাঁর ঘাড়টা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল, টাইট কলারের ওপর দিয়ে ফুলে বেরিয়ে এল।

"খবরদার, যে জাতির দেশে আপনি রয়েছেন সে জাতিকে অপমান করবেন না!"

"কাউকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমিও উকীল; বুঝি, এই—মানে—দর্জিগুলো আপনাকে কী বেকায়দায় ফেলেছে। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের ক্ষেপিয়ে তুলবেই। যুদ্ধের সময় আপনি কি করছিলেন জানিনে, কিন্তু আমি ছিলাম স্তালিনগ্রাদে। প্রথম যে আমেরিকান দেখলাম, সে কথা মনে পড়ে—তারিখটা ছিল পঁয়তাল্লিশ সালের এপ্রিল মাস। একটা বন্দী শিবির থেকে বন্দীদের আমরা মুক্ত করছিলাম। সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, হেসে উঠল, বল্ল: "তোমরা এসেছ, কী আনন্দ!" তখন কি ভাবতে পারতাম যে আমেরিকানরা আমাকে জেলে পুরবে? অবিশ্যি প্রশ্নটা ব্যক্তিগত-ভাবে আমার নয়। আমি তো সামান্য লোক। কিন্তু ওরা কেন এই অভিযোগ সাজিয়েছে আমার বিরুদ্ধে তা কি আপনি সত্যিই বুঝতে পারেন না? আপনাদের জীবনধারা আমার ভাল না লাগতে পারে, আমাদের জীবনধারাও ভাল না লাগতে পারে আপনার—কিন্তু বোমা যখন পড়ে তখন জীবনধারাকে তো আঘাত করে না, আঘাত করে কচি শিশুদের..."

রাগতভাবে উকীল বাবু ওকে থামিয়ে দিলেন:

"এটা মিটিং নয়। ভাগ্যি ভাল যে আপনি আমেরিকায় রয়েছেন; এখানে আইনের পদ্ধতি প্রগতিশীল, তাই আপনার এই কথাগুলো নথীতে যাবে না। কিন্তু আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি—মামলা কোর্টে যাবার আগে কথাটা ভাল করে ভেবে দেখবেন।"

এর পর বিল কন্টারের যে প্রবন্ধ বার হল তার আরম্ভটা এই রকম : "সোবিয়েৎ গুপ্তচরটা ভাঁড়ামী করছে, আর না হয় আন্দোলন ছড়াচ্ছে। কিন্তু ওকে আমরা দেখিয়ে দেব—এ দেশটা সার্কাস নয়, ভণ্ডামিবাজদের বক্তৃতামঞ্চও নয়। ওর লাল সিসেরো-মার্কা চাদর আর রং-বেরংয়ের সং-এর পোষাক ওকে খুলে ফেলতে হবে; পরতে হবে ঢেঁড়াকাটা কয়েদীর কুর্তা।"

সেলে ফিরে গিয়ে মিনায়েভ অনুভব করতে পারল, বাস্তবিকই কী ক্লান্ত ও। তিন হপ্তা আগে মা-মণি আর ওলিয়া শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন ওর ত্রিংশ জন্মদিনের জন্যে ; আর যে পুলিশটা ওকে গ্রেপ্তার করেছিল সে ওর বর্ণনা দিয়েছিল এই বলে, "বয়স চল্লিশের ওপর, পাকা চুল, কিন্তু মুখটা তরুণ, তা ছাড়া লোকও খাসা—ও যে রেড তা বোঝাই যায় না…"

হঠাৎ মিনায়েভের মুখে হাসি ফুটল, দেখাল খুবই তরুণ : সাজগোজের আগ্রহ ছিল বলে মা-মণি আমাকে ঠাট্টা করতেন, বলতেন 'ময়ূরপণা'। কেন গেলাম ঐ নীল স্যুটটা অর্ডার করতে? পাটকিলে রংয়ের ওটা দিয়েই চলত না কি? এই তার ফল।…উকীলটাকে দেখলে মনে হয় যেন সন্ন্যাস-রুগী। আশা করি ফিট হয়ে পড়বে না, পড়লে লোকে বলবে রেডরাই ওকে সাবাড় করেছে।…ওরা যা লিখছে তা তো বুঝতেই পারছি। জঘন্য ব্যাপার। একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায়—অ-পেশাদারদের দিয়ে এ কাজ হয়নি। তার মানে —যারা যুদ্ধ বাধাতে নেমেছে তারাই কতৃত্বে আসছে। এ দেশের এদের হদিশ পাইনে : এদের ব্যবসার মাথা ভাল, উৎপাদন হয় সুন্দর—ওর মধ্যে সাধারণত ওরা সবাই আছে, কিন্তু একটু ওপরে উঠলেই সব যেন ধোঁয়া। হিটলারের কথাও কি ওরা ভুলে গেল? আধপাকা, তাতে সন্দেহ নেই! শেষ চিঠিটাতে মা লিখেছিলেন : "কাগজগুলো পড়ি আর ভাবি—নিজেদের কথা ভেবে ওরা লজ্জা পায় না? মরার দিন পর্যন্তও ডেভিড গ্রিগরিয়েভিচ ভুলতে পারেননি তাঁর গ্রিশাকে, আর এ লোকগুলো যুদ্ধের নামে মেতে উঠল!…" মার কথা ভেবে ও শিউরে উঠল। তাঁর ছেলে জেলে—কী ভয়ানক আঘাত পাবেন তিনি! তার ওপর উনসত্তর বছর বয়স। ডাক্তার বলেছিলেন : "একটা দিকে খুব লক্ষ্য রাখবেন, একদম কোনো উত্তেজনা হতে দেবেন না।" উত্তেজনা নয় বলা সহজ—কিন্তু আজকের দিনে শান্তিরই তো অভাব। আচ্ছা ওলিয়া এখন কি করছে? মস্কোয় এখন রাত দুটো। ও ঘুমচ্ছে—হাতটা

রেখেছে গালের নীচে।···সকাল সাতটায় এলার্ম বাঁধা আছে। ও জাগল, এটুকুই যদি দেখতে পেতাম! ঘুম চোখে ওকে কী মিষ্টি দেখায়—যেন বিস্ময়ময় পৃথিবীকে দেখে অবাক হয়েছে। আটটার সময় ইন্‌স্টিট্যুটে যাবে। গোগোল; ব্যুলেভারের ওপর রং-বেরংয়ের ভিড়, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মায়েরা চলেছেন, চলেছে ছাত্রেরা আর মেয়েরা—খিলখিল হাসিতে লুটোপুটি। উঃ মস্কো কত দূ-র! প্লেনে গেলেও মনে হয় যেন জীবনভরের পাড়ি—মাটি, মেঘ, সমুদ্র: ওলিয়ার কাছে চিঠি লিখতে পারব না, কী দুঃখ; ও ব্যাপারটা শুনতে পাবে আর তারপর ভেবে ভেবে অসুখে পড়বে। কিন্তু ওর ভাবার তো দরকার নেই, এরা আমার কী করতে পারে! আচ্ছা, এরা কি সত্যিই লড়বে বলে ঠাউরেছে? সেই যে ছোট্ট টিবিটা, যার ওপর আমি আর অসিপ বসেছিলাম, সেটার কাছে এখন নতুন একটা মেশিন আর ট্র্যাক্টর স্টেশন গড়ে উঠেছে। আশ্চর্য! সেখানে আবার ঘাসও আছে, আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।···সত্যি বলছি, এখানে এরা বোমা-পাগল হয়ে উঠেছে! আচ্ছা, এরা যদি আক্রমণ করে আমরাও সোজা হয়ে দাঁড়াব, কিন্তু কী যন্ত্রণা—গড়ব, গড়ব, অনবরত গড়ব আর তারপর সবই জাহান্নমে যাবে! সেই সেনেটরটা বলেছিল: "আমাদের ডীজেল ইঞ্জিন তোমাদের চেয়ে ভাল,···আমাদের লিফ্‌ট ভাল· আমাদের ভ্যাকুয়াম ক্লীনার ভাল···।" অথচ সে নিজে একটা গাধা, জোচ্চোর। এখানকার এক ইঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার ইয়োরোপ দেখতে ইচ্ছে হয় কি না? সে বল্ল, "চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে স্বপ্ন দেখার সময় আমার নেই, আমি টাকা কামাতে ব্যস্ত।" চিন্তা করা যাদের অভ্যাস তাদের বড় মুস্কিল এদেশে। আমাদের দেশের লোককে এ কথা বল্লে বুঝবে না। নিশ্চয়ই কেউ বলে উঠবে, "কেন, ওদের ফোর্ড গাড়ীগুলো তো খাসা।" ও কথা বলে বোঝানো যায় না, অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করতে হয়, চলে যেতে হয় ঐ অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলোর মাঝখানে সুদীর্ঘ রাস্তার যে কোনো একটা ধ'রে—চারিদিকে ব্যস্ততা, গর্জন, চীৎকার, হর্ণ-এর আওয়াজ—কিন্তু প্রাণ নেই—যেন টরিচেলীর শূন্যতা।···আমাকে যখন এখানে পাঠাল হিংসা হয়েছিল গ্রিবাচেভ্‌স্কির, বলেছিল: "কী মজা।" নরকে আরও মজা; ওখানকার তেলের কড়াগুলো এখানকার চেয়েও অমার্জিত বটে, কিন্তু যমরাজ বীলজেবাব কি এই সেনেটরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন? হ্যাঁ,

ওরা গ্রিবাচেভ্‌স্কিকে পাঠালে পারত, কিন্তু না, সে তো ভাষা জানে না। ইংরেজী ধরেছিলাম কেন আমি? কীট্‌স, বায়রণ, শেলী। যেন অনুবাদেও কবিতাগুলো পড়া যায় না! কত আজব চীজের পেছনেই না আমি দৌড়েছি! তবে পর্তুগীজ কবিতাও তো পড়তে পারতাম, ফণী-মনসার বাগানও তো বানাতে পারতাম! বানালাম না এটাই আশ্চর্য। এখন বয়স হল তিরিশ, বেশ ভারিক্কি বয়স, মনে হয় শিক্ষাও কিছু পেয়েছি, পেশা নেই তাও নয়—অথচ খেয়াল যাচ্ছে লিখতে—তাও আবার যা তা নয়, উপন্যাস লিখতে। হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু খুব ইচ্ছে করে। মা বলেন, "তোর মাথায় গোবর।" ওলিয়া চটে উঠেছিল একবার: "বাজে কথা, ওর মাথায় গোবর নয় মোটেই।" কিন্তু ওলিয়া তো তা বলবেই।...

আবার মৃদু হাসল মিনায়েভ। তখন ও আর কোনো কথাই ভাবছে না; ও পৌঁছে গেছে ওলিয়ার কাছে, গভীর সুখে প্রাণ উঠেছে ভরে :

বিদ্রূপপরায়ণ ক্যাপ্তেনটী যেদিন ডেসনা নদীর খাড়া পাড়ের ওপর ভীরু সিগন্যালার মেয়েটিকে প্রেম নিবেদনে সচকিত করে তুলেছিল—সে দিনের পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। তবু ওদের মনে হয় কালই যেন ওদের দেখা হল—এখনও যেন ওরা সব কথা বলতে সময় পায়নি, সময় পায়নি পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকতে কিংবা আশ মিটিয়ে চুম্বন করতে। খুব সুশ্রী হয়ে উঠেছে ওলিয়া। লোকে মিনায়েভকে প্রায়ই বলে: "ভারী সুন্দর তো ওলিয়া!" (শুনে মিনায়েভ খুশী হত আবার বিরক্তও হত—ওর প্রথম আবিষ্কারের গৌরব কেউ যেন অস্বীকার করেছে)। ওলিয়ার মুখের ওপর শিশুর মতো বিস্ময়ের সেই অভিব্যক্তিটী কিন্তু থেকেই গেল—কেউ কেউ ভাবত ও বুঝি বিহ্বল হয়ে গেছে কিংবা ভয় পেয়েছে। মুচকি হেসে মিনায়েভ বলত: "তুমি যে বেঁচে আছ সে কথাটা আজও ধাতস্থ করতে পারলে না...।" একবার ওলিয়াকে বলেছিল, "আমারও আজ পর্যন্ত এ কথাটা রপ্ত হল না যে আমরা দু জনে দু জনকে পেয়ে গেছি। অবিশ্যি আমার চেহারায় সেটা ঠিক ফুটে ওঠে না—আশ্চর্য হয়ে গেছি আমিও, কিন্তু দেখায় যেন ব্যঙ্গ করছি।"

নিত্যনৈমিত্তিক পৃথিবীর শৃঙ্খল ও আবার ফিরে পরতে পেরেছিল, কারণ ওলিয়ার প্রতি ওর যে প্রেম তা ওকে শক্তি দিল। কাজটা সোজা নয়।

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি বাস করে আসা দিনগুলি, যুদ্ধের সময়কার কত বন্ধুত্ব, কত না আবেগ—এত সবের পর ওকে বসে বসে পড়তে হবে আন্তর্জাতিক আইন, আর পরীক্ষা পাশ করতে হবে, কত উদাসীনতা সহ্য করতে হবে, ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদের দৈনন্দিন কচকচিতে কান দিতে হবে—কাজটা সোজা নয়। ভাবতে মিনায়েভের আমোদ লাগল: "যখন ছোট ছিলাম তখন সোজা ছিল, তখন ওরা আমাকে শেখাত—কিন্তু এখন আমার দূরন্ত স্বভাবটাকেই বাগ মানাচ্ছে, ঘোড়ার মতো। ওলিয়া, তুমি আর আমি বোধহয় সত্যিই সেই গর্তটার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছিলাম, সেই ঢিবিটার ওপর। অসিপ বড় একটা চিঠি পত্র লেখে না, আর লিখলেও দু এক কথা; ও এখনো জার্মাণীতে। লিওনিড্‌জের কাছ থেকে একবার তার এসেছিল—অক্টোবর ছুটি উপলক্ষে শুভেচ্ছা পাঠিয়ে ট্‌বিলিসি যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। খুঁজে খুঁজে মিনায়েভের কাছে এসেছিলেন টিরেশ্‌কভিচের বিধবা, তাঁর স্বামীর মৃত্যু বিবরণ জানতে চেয়েছিলেন। চার বছর ধরে যা ছিল মিনায়েভের জীবন, শুধু এ কটা জিনিষই তার স্মরণলিপি। ওলিয়া না থাকলে ও হয়তো নিজের খোলসের মধ্যেই গুটিয়ে বসত। অতীতের কথা ওরা কদাচ বলে, কিন্তু ও জানে যে, সব কথাই ওলিয়ার মনে আছে, মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করলেও ওলিয়া ওকে বুঝতে পারবে।

আগের বছর গ্রীষ্মকালে এক হপ্তার জন্যে ও স্তালিনগ্রাদ গিয়েছিল—ওর সেই ছোট্ট ঢিবিটি দেখবে। ওলিয়া মস্কোয়ই থাকল, তার পরীক্ষা। ও ফিরে এলে ওলিয়া জিজ্ঞাসা করল, "কি?" ও জানাল—ওখানে একটা মেশিন আর ট্র্যাক্টর ষ্টেশন বসেছে, ফসলের সম্ভবনা ভালই, আর সব কিছুই বদলে গেছে, চেনা যায় না: "সেই একই, কিন্তু আবার ভিন্নও। খামোখাই গেলাম মনে হয়।...তবে জারুবিনের কবরটা খুঁজে পেলাম।..."

ওলিয়া পড়ছিল শিক্ষাশাস্ত্র পরিষদে। এখন ওর আগ্রহের বিষয় নতুন, বন্ধুও নতুন নতুন। এক বন্ধু ঝেনিয়া ঝেলেজনোভা তার বাধাপ্রাপ্ত পড়াশুনা আবার শেষ করছিল, ওলিয়ার মতোই; যুদ্ধের সারাস ময়টা সে ট্যাঙ্ক কারখানায় কাজ করেছে—ঠিক যুদ্ধের আগেই ওর বিয়ে হয়েছিল—এক রত্তি মেয়ে তখন ও। ওর স্বামীও যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরেছিল, অক্ষত হৃদয়ে। ঝেনিয়া একবার মনের কথা বলেছিল ওলিয়াকে: "তাকে নিয়ে খুব সুখী

আমি। তবে মাঝে মাঝে ও বিষণ্ণ চিন্তায় ডুবে থাকে, তখন একটি কথাও বার করতে পারবে না ওর মুখ থেকে—যুদ্ধক্ষেত্রের কথা যখন ওর মনে পড়ে তখনি অমন হয়। ও বোধহয় ভাবে যে আমি বুঝব না।…" ওলিয়া যা জবাব দিল তাতে নিজেই অবাক হয়ে গেল, বল্ল: "না বুঝবে না।… কিন্তু ভেবো না ঝেনিয়া, আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসবে, আমার নিজের অভিজ্ঞতায়ই দেখেছি।" ওলিয়া প্রায়ই ভাবত: কোনো কথাই আড়াল করে না মিতিয়া আমার কাছ থেকে…

ওটা ওর ভুল: মিনায়েভ তো ওকে কখনো জানায়নি যে, সে একটা বই লিখতে চায়। কপিবুক-ছেঁড়া পাতার পর পাতা ভর্ত্তি তার সেই ঘেঁসাঘেঁসি লেখাগুলোও ওলিয়াকে কখনো দেখায়নি। থেমে থেমে, এলোমেলোভাবে ও লিখত, আর লেখার অনেকখানিই আবার তখুনি নষ্ট করে ফেলত। কতবার ও বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছে: বেঁটে, মোটা নীরস অসিপ মর্টারের অগ্নিবর্ষণের মধ্যেও ফুলটা দেখল—প্যান্সি ফুল—তারপর কি করে সে তার আবেগ লুকোতে চাইল; কেমন করে ইভান শাপোভালভ বারে বারে ফিরে আসত তার মাশেংকার কাহিনীতে; আর ওরা সবাই কী বিশ্বাসই না করেছিল যুদ্ধোত্তর প্রথম দিনটার পরম শান্তিতে। পত্রিকায় যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা গল্প পড়ে সেটাকে ও বিরক্তভাবে নামিয়ে রাখল, নিজেকে জিজ্ঞাসা করল—এমন সৃষ্টিছাড়া ভাবে যুদ্ধের বর্ণনা দেয় কেন লেখকরা? ওরা লড়েনি বলেই হয়তো। মনে হয় সবই সত্যি, কিন্তু তবু কেন যেন ঠিক লাগে না।… অসিপ বক্তা, কিন্তু সেই অসিপও স্তব্ধ হয়ে গেল বেয়াল্লিশ সালে। এগুলো পড়লে মনে হবে, সবাই বক্তৃতা করছে। স্তালিনগ্রাদ ছিল নীরব—মানে, ভয়ঙ্কর গর্জন, কিন্তু লোকে শুধু শাপান্ত করত, আর না হয় কথাই বলত না। ওরা কথা বলতে আরম্ভ করল তেতাল্লিশ সালে…

ক্ষান্ত দেওয়াই ভাল বোধহয়। আমি তো লেখক নই। প্রথম যে সমালোচকের চোখে পড়বে তিনিই একেবারে ধুড়ধুড়ি নেড়ে ছাড়বেন। কারও পেছনে লাগার সুযোগ পেলে হয়—এই আশাতেই ওঁরা বসে থাকেন।…

বিশেষ কিছু নয়, শুধু মানুষ নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব হয়তো কোনো দিন—বলেছিলাম অসিপকে। কিন্তু তা হবে না, ও লেখা লিখবে অন্যেরা

—যখন কমিউনিজম আসবে। চঞ্চলতায় আমাদের যাত্রা শুরু, শেষও হয়তো সেই পথেই। উত্তরপুরুষেরা অবাক হয়ে ভাববে : ওরা শেষ পর্যন্ত সইতে পারল কি করে? ওরা বোধহয় মানুষ ছিল না, না? ওরা যে ধাতুতে গড়া তা দিয়ে পেরেক তৈরী করা যায়—এক কবি লিখেছিলেন। কিন্তু আমরা কি লোহার তৈরী? রেলের ইঞ্জিনে বাঁশী বাজে, আর হঠাৎ মন ছেয়ে যায় এমন উন্মাদ ব্যাকুলতায় যেন বুকের ভেতর থেকে হৃদয়টা ছুটে বেরিয়ে পড়বে। যারা শেষ পর্যন্ত সয়েছিল, সেই অসিপ আর জারুবিন, মাগারাদজে আর লিনা, তাদের কথা যদি বর্ণনা করা যায়—তাদের বেদনা, পরিহাস ও হিংসা, আর প্রেমের চিরাচরিত কাণ্ডজ্ঞানহীনতা—সব মিলিয়ে যদি তাদের বর্ণনা করা যায়, তাহলে সুন্দর হয়।

গ্রেপ্তার করার সময় মিনায়েভের কাছ থেকে যে নোট বইটা নিয়ে নিয়েছিল তাতে সংক্ষেপে কতকগুলো টুকরো টুকরো কথা লেখা ছিল :

"চরম সময়ের শেষ ক'টা মুহূর্ত স্মরণ করতে করতে মেজর স্পষ্টই শুনলেন—লার্ক পাখী গান করছে ; আর ঐ অভিজ্ঞতাটাই যে সব চেয়ে খারাপ, তা আমি সাহস করে বলতে পারি। শ্যামসনভ বল্ল, 'লার্ক পাখী হচ্ছে গরম আবহাওয়ার চিহ্ন।' তারপরই ওরা আক্রমণে এগিয়ে গেল। চীৎকার করে শ্যামসনভ তার পেটটা চেপে ধরল, তারপর পড়ে গেল।"

"বাঁ দিকে ঘোরাও, এদিকে একটা আপেল গাছ আছে," সলজ্জ হাসি হেসে মেজর বল্লেন। সবাই অবশ্য জানত যে মর্টারের অগ্নিবর্ষণ থেকে গাছটা বাঁচতে পারবে না। অনেকক্ষণ ধরে কঠিন শাপান্ত করল রস্টভ্‌ট্‌সেভ, তারপর আপেল গাছটার নীচে বসে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল : 'কাল একটা চিঠি পাব নিশ্চয়ই'।"

"ভয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কস্টিয়া। হাত পা কিছুই নাড়তে পারছিল না, মাথার মধ্যেও আর সব শূন্য, শুধু একটা ভাবনা—চীৎকার করা চলবে না। দু ঘণ্টা পরে মেজর ওকে বল্লেন—সাবাস। তখনও ওর সম্বিৎ ফিরে আসেনি। 'মেডেল' শব্দটা শুনে ও চমকে উঠল, বল্ল, 'স্বয়ং শয়তান আমাকে পার করে নিয়ে এসেছে, কমরেড মেজর'!"

"'কমিউনিস্ট! তোমরা এগিয়ে যাও,' বলে মেজর যখন হাঁক দিলেন তখন সবার আগে দৌড়ে গেল সার্জেন্ট বেলকিন। ও পরে বুঝিয়ে দিয়েছিল :

'আমি পার্টি-সভ্য নই সত্যি, কিন্তু শালা নাৎসীরা যে আমাদের আক্রমণ করতে আসছিল…।' ”

“প্রেম আজ খুবই নিরাভরণ”, ভেরা বল্ল। ‘প্রাণ যদি যায় আমাদের, তবে ওতে ক্ষতি কি। কিন্তু বাঁচি যদি, তখন এ বিষয়ে কিছু করতেই হবে।”

সরকারী উকীল ম্যরে সাহেব মিনায়েভকে জিজ্ঞাসা করলেন মন্তব্যগুলোর অর্থ কি। মিনায়েভ স্বেচ্ছায়ই সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে এসেছিল, কিন্তু এবার হঠাৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করে উঠল :

“ও আমার ব্যক্তিগত জিনিষ।”

উকীল সাহেব উঠে বসলেন : এটা সঙ্কেতলিপি নয় তো ? এই হৈ হৈ মামলা নিয়ে খবরের কাগজগুলো রোজই কিছু না কিছু নতুন কথা লিখত; সেগুলোও অমনি তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দিল যে মিনায়েভের নোট বইটা মামলার মস্ত বড় সূত্র। একটা কাগজ (তার সম্পাদক ম্যরের শ্যালক) হেডিং দিয়ে লিখল : “সমস্ত সোবিয়েৎ গুপ্তচর জালটা একটা সূত্রে নির্ভরশীল। কস্টিয়া, ভেরা ও স্থামসনভ ছদ্মনামী সন্দেহভাজনদের খোঁজে পুলিশের মৃগয়া।”

সে রাত্রে মিনায়েভ চোখ বোজেনি; ও এক পত্র রচনা করল, যে-পত্র ও কোনো দিন ডাকে দেবে না, কোনো দিন লিখবেও না :

“প্রাণের ওলগা,

“শুনেছ বোধহয় আমি ফ্যাসাদে পড়েছি—তবে তেমন কিছু নয়। ভাগ্যের খেয়ালে কিংবা বরং এফ-বি-আইয়ের খেয়ালে আবিষ্কার হয়েছে যে আমি নাকি টেনেসী রাজ্যটা পকেটস্থ করেছি। আন্তর্জাতিক সংবাদে আমার নাম বার হয়েছে, তা যে আমার খ্যাতির জন্যে নয় সে কথা অবিশ্যি তোমায় বলতে হবে না; আমার নাম বার হল, কারণ এখানকার রাঘববোয়ালদের প্রচারের সুবিধার জন্যে একটা নন্দঘোষের দরকার পড়েছে। দোষ খানিকটা আমারই! চার বছর বন্দুক ঘাড়ে করলাম কিন্তু ছুঁচে সুতো পরাতে শিখলাম না। তাই আমেরিকান জীবনধারার জনৈক ভক্তের কাছে যেতে হয়েছিল, একটা বোতাম লাগিয়ে নেবার জন্যে। ওলিয়া আমার, আমার জন্যে দুশ্চিন্তা কোরো না! ওদের মহড়া কি করে নিতে হয় তা আমি জানি। সরকারী উকীলটাকে দেখলে মনে হয় পাগলা জলহস্তী। রাজনীতিক বিদ্যায় ওকে হাতেখড়ি দেওয়াবার

চেষ্টা করছি, কিন্তু বৃথা। মা-মণিকে শান্ত কোরো, বোলো যে শিগ্‌গিরই ফিরব—আমার কূটনীতিক চাকরী-জীবন বোধহয় একটা ছেঁড়া বোতামের ওপর দিয়েই ইতি হবে।

"মোটের ওপর, এখন বিশ্রাম করছি। আজাবেকভ চলে যাবার পর বড্ড কাজ পড়েছিল, কিন্তু এখানে ফোনও নেই, রেডিও-ও নেই, দর্শকও নেই—স্রেফ টানা লম্বা মধুর ঘুম। বসে থাকি আর স্বপ্ন দেখি: দেখি তুমি হাসছ, ভ্রূ দুটী কুঞ্চিত করছ, আর অবাক হয়ে ভাবছ।

"একটা কথা তোমাকে বলতে চাইনি, কিন্তু এ চিঠি তো তুমি পড়বে না কখনো, তাই বলেই রাখি—আমি একটা বই লিখতে চাই—বইতে থাকবে সেই ছোট্ট ঢিবিটার কথা আর সাধারণভাবে থাকবে জীবনের কথা। একবার একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তার কথা তোমাকে বলেছিলাম কি? ওরিঅল দখলের যুদ্ধের সময়। স্যাপার দলের এক মেজর এসেছিলেন অসিপের কাছে। আমি অসিপকে বল্লাম—লোকটী দেখতে পুশকিনের মতো। তাঁর মাথাটা পেছনে হেলানো, চোখ দুটো আধ বোঁজা, একটা ভাঙ্গা ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলে চলেছিলেন—কী প্রচণ্ড আবেগ সে কথায়। কথাটা কি সম্বন্ধে মনে নেই, রাস্তা থেকে তখনো কেন মাইন পরিষ্কার হয়নি সে সম্বন্ধেই হয়তো—কিন্তু বাস্তবিকই কী প্রচণ্ড আবেগ তাঁর কথায়। ঐ রকমই আমি লিখতে চাই—লিখতে চাই কবিতা সম্বন্ধে।

"প্রিয়া আমার, খুঁজে পাওয়া ধন আমার, এখানেও তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ! আমরা এক সঙ্গে থেকেছি কত দিন? এক দিন? এক অনন্ত কাল? জানিনে। জানি যে, সামনে রয়েছে অনেক ঝড়, অনেক যন্ত্রণা, আর অনেক সুখ।"

পাহারাদার এগিয়ে এল, ফোকর দিয়ে দেখে অস্থির হয়ে ফিরে গেল: যে মানুষটা একটা গোটা শহর উড়িয়ে দেবার ফন্দী এঁটেছিল, সে মানুষটা হাসছে! "ওর মুখে হাসি লেগে আছে কেন?" পাহারাদার নিজেকেই প্রশ্ন করল! ওর মন খচ খচ করতে লাগল, জটিল সঙ্কেত ব্যবস্থাটা ও আবার পরীক্ষা করে দেখল।

হাসি লেগেই রইল মিনায়েভের মুখে।

ডাবেন্ট এণ্ডার্স'কে সাবধান করে দিল : "ছাপিয়ে প্রচার টুচার কোরো না।" এণ্ডার্স যদি কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেয় কিংবা হাণ্ডবিল বিলি করে তাহলে ওটা একটা সাধারণ রাজনৈতিক বিক্ষোভে পরিণত হবে, তার বেশী কিছু নয়। আবার বলে দিল ডাবেন্ট : "এমন করতে হবে যেন আপনা থেকে হচ্ছে ; ঐ রকম খবরই আমেরিকানরা পছন্দ করে। স্বভাবতই শ'দুয়েক লিজিঅনেয়ার নিয়ে আসতে হবে, আর পাদ্রী মণ্ডকে বলতে হবে তাঁর ছিটগ্রস্ত মহিলা-গুলিকে জুটিয়ে আনতে। কিন্তু আসল কাজ হল—পথচারীদের আকর্ষণ করা ; ঐ সময় বহু পথচারী অলসভাবে ঘুরে বেড়ায়। ব্যাপারটা দেখে যেন মনে হয় যে, জনসাধারণের ক্রোধ ফেটে বেরিয়েছে।

বিক্ষোভের দিন সকালে এণ্ডার্স কাগজওয়ালাদের খবর দিয়ে রাখল। মাত্র ক'টি কথা : "ছ'টার সময় ভিক্টোরিয়া হোটেলে লোক পাঠাবেন। আসল খবর।"

ছ'টার সময়, লিজিঅনেয়াররা পৌছাবার আগেই, কাগজের রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফাররা অকুস্থলে হাজির। ঠিক কি হবে তা কেউই জানে না। এণ্ডার্স বার-এর ভেতর বসে বীয়ার খাচ্ছে। লোকটা লম্বা, মোটা, গালে কাটা দাগ, আর দাঁতের মধ্যে সব সময় চাপা একটা নিভন্ত চুরুট। কেন ডাকা হয়েছে বলে রিপোর্টাররা যখন প্রশ্ন করল তখন সবজান্তা গোছের ভাব দেখিয়ে ও বল্ল : "সবুর করুন, তাহলেই দেখতে পাবেন···!" গুজব উঠছিল নানারকম : পাপ-নিরোধী পুলিশ-বাহিনী নাকি বড় দরের এক জাহাজওলার ঘরে হানা দেবে, সে লোকটা কোন্ রিপাব্লিকান সেনেটরের ভাইঝিকে মজিয়েছে ; পলাতক এক চেক কুটনীতিবিদ নাকি সাংবাদিক বৈঠক করবেন ; মিনায়েভের নম্বরদার আসামী, যার জাল নাম কস্টিয়া, সে নাকি এই হোটেলে লুকিয়ে আছে।

'নিউ ইয়র্ক পোস্ট' কাগজের রিপোর্টার জেংকিন্স—লিজিঅনের ভেতর তার ইয়ার-দোস্ত ছিল—সে খবরটার হদিস পেল। আদর্শ কাদর্শর থোড়াই পরোয়া করত জেংকিন্স। প্রায়ই বলত : "শুধু একটা পার্টিরই ঢাক পিটি আমি

—সে পার্টি আমি নিজে।” লোকটার স্বভাবই মন্দ—বিয়ে হোক, ব্যবসা হোক, রাজনীতিগত কারসাজি হোক, যেখানে যা হোক তাতেই একটা গোলমাল বাধিয়ে দিতে পারলে মহা আনন্দ। ও ঠিক করল এণ্ডার্সকে একটু জব্দ করতে হবে। মিটিংয়ের উদ্যোক্তাদের কাছে ও ফোন করল। নিজের নাম না জানিয়ে বলে দিল: “ভিক্টোরিয়ায় ছটার সময় লিজিঅনেয়াররা জমা হবে, সাবধান···।”

ভিক্টোরিয়ার দরদালানে ক্যামেরাওলাদের দেখে প্রফেসর ম্যাকক্লে লিফ্‌টের ছোকরাটাকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কি। থিয়েটারী চাপা স্বরে সে বল্ল: “এক গ্রীক রাঘববোয়াল এসে জুটেছে।” দুমার ওখানে পৌঁছে প্রফেসর দেখলেন তিনি এক মনে কাগজ পড়ছেন।

“ওরা মীটিংটা ভেঙ্গে দিতে চায়।”

দুমা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

“চাওয়া তো স্বাভাবিক। ওরা আপনাদের হাততালি দেবে ভাবেননি নিশ্চয়—ভেবেছিলেন নাকি? এই যে পড়ে দেখুন না ওরা কি লিখেছে: “এটম বোমা সহ এক ডজন ফ্লাইং ফোর্ট্রেস বিমান আমাদের রওনা করে দিতেই হবে।” কোনো সামান্য পাজী লোকের লেখা নয়, লিখেছেন কংগ্রেসের মেম্বর একজন। আর এটাও দেখুন: “আমরা এখন যে কোনও দেশে জীবন্ত যা কিছু—মানুষ, পশু, গাছপালা—সব একেবারে শেষ করে দিতে পারি”, বলেছেন এডমিরাল জাকারিয়াস। আর একটা উন্মাদ বলছে, যুদ্ধের পরেই তবে সভ্যতা বা তার মতো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব। ওরা কেন ইয়োরোপটাকে ধ্বংস করতে চায় তা এবার পরিষ্কার হল। ভগ্নস্তূপ আর মৃতদেহ—এই হচ্ছে সভ্যতা। পরের কথাটা যিনি লিখেছেন তাঁর নাম ‘মেনকেন’। কী পিশাচ!”

ম্যাকক্লে মৃদু হাসলেন।

“নিশ্চয়ই। তবে ও রকম এক গাদা আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, লোকটা প্রফেসর হেনেসির বন্ধু।

মেনকেন কি ভাবে হেনেসির জয়ঢাক বাজাচ্ছে, ম্যাকক্লে সেকথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন:

“সময় থাকতে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে।···আমি

যখন আসি তখন শুধু ক্যামেরাওলারা ছিল, কিন্তু ওরা ঠিক করেছে লিজিঅনেয়ারদের নিয়ে আসবে …।”

ডুমা নিজেকে নড়ালেন, পকেটের মধ্যে পুরলেন পাইপ, চশমাজোড়া আর ওষুধ, হাড়ের বাঁটওলা একটা লাঠি হাতে নিলেন, তারপর হেসে বল্লেন :

“লড়তে লড়তে রাস্তা করে নেব আমরা।”

গত পনের মিনিটে দৃশ্যটা বদলেছিল। হলের মধ্যে গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষের ভিড়; একজন ফটোগ্রাফার তার আলো দেখে নিচ্ছে। চুরুটটা চিবোতে চিবোতে এগ্তার্স ডুমাকে জিজ্ঞাসা করল :

“কি হে প্রফেসর সাহেব, ঠিকানা ভুল করনি তো ?”

ডুমা উত্তর দিলেন না। এগ্তার্স ওঁর জামার আস্তিন ধরে টানল।

“বলছি বাবা ভুল জায়গায় এসেছ ! কোথায় মস্কো নামবে, না নিউ ইয়র্কে নেমেছ।”

হো হো করে হাসল জোয়ানগুলো। কে একজন চেঁচিয়ে বল্ল : লাথি মেরে বুড়ো ছাগলটাকে ভাগাও, আমেরিকা থেকে !” কালো চশমা-পরা একটা বুড়ো গোছের লোক চীৎকার করতে লাগল : “কমিউনিস্ট চর !” অতি কষ্টে ডুমা বাইরে আসতে পারলেন। হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দু তিনশো লোক—তারা টিটকারী আর চীৎকার শুরু করল। ডুমা কয়েক পা এগিয়ে গেলেন, তারপর হতাশ হয়ে থেমে পড়লেন : একপাল স্ত্রীলোক হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে আছে। ওরই একজন, মুখটা ফোলা, লেইয়ের মত, কর্কশ আওয়াজ তুল্ল : “হে ভগবান, রেড ছাগদেবতার হাত থেকে আমেরিকাকে বাঁচাও ! হে ভগবান, আমেরিকাকে বাঁচাও !” ডুমা আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না :

“এরা নাৎসিদেরও হার মানিয়েছে।…ওদের চিকিৎসা দরকার, বাস্তবিকই দরকার !”

চীৎকাররত স্ত্রীলোকটার পাশে যে লিজিঅনেয়ারটা দাঁড়িয়েছিল, সে থেয়ে এল ডুমার দিকে !

“তবে রে হতভাগা ব্যাং-খেগো, আমেরিকান মেয়েদের অপমান করিস এত বড় তোর আস্পদ্দা !”

ডুমার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ও তাঁর মাথায় এক বাড়ি কষায় আর কি—কিন্তু তার আগেই কে যেন ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল। যে লোকটা ডুমার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, কয়েকজন লিজি-অনেয়ার মিলে এবার তার ওপর পড়ল ; রক্তে তার মুখ ভেসে গেল। ডুমার দিকে তখন আর কারো খেয়াল নেই। প্রফেসর ম্যাকক্লে তাঁকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে পার করে নিয়ে গেলেন ; একটা বাঁক ঘুরে ওঁরা ট্যাক্সি ধরলেন।

ঘটনাচক্রে গারস্টোন এসে পড়েছিল ভিড়টার মধ্যে। সাতটার সময় বেটীর সঙ্গে ওর দেখা হবে, তাকে নিয়ে যাবে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডনে—সারাদিন ধরে ও শুধু এই কথাই ভেবেছে। ঘর থেকে বার হল পাঁচটার সময়, তারপর সময়টা কাটানো দরকার। ভিক্টোরিয়া হোটেলের বাইরে ভিড় দেখে ও জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি ? লিজিঅনেয়ারদের একজনকে ও চিনতে পারল, তার সঙ্গে ক্যাসেলে ছিল একসঙ্গে। লিজিঅনেয়ার বল্ল যে হোটেল থেকে একটা রেড গুপ্তচর বেরুবে, সেই জন্যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। গারস্টোন হেসে উঠল : "যুদ্ধের ময়দানে তোমাকে একটু চালাক মনে হত। তোমার বুদ্ধির জালায় ভুড়ভুড়ি কাটছে না তো ?" লিজিয়নেয়ার চটল, কিন্তু গারস্টোন জিমকে কি রকম গো-বেড়ন বেড়িয়েছিল মনে পড়ায় বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না।

ওখান থেকে চলে গেল গারস্টোন। একটা কাগজ কিনল, সবওয়েতে ঢোকার পথে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আবার হোটেলের দিকে ফিরল। ওর মন তখন দুদিকে—একদিকে ঘড়ী দেখছে, অন্যদিকে দেখছে সেই ছিটগ্রস্ত মেয়েগুলোকে, তারা কাঁদছে আর চেঁচামেচি করছে। সাতটার আগে বেটী আসবে না। এই ভিড়টার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে গা বমি বমি করে। জীবনটা আরও কঠোর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পয়সা নেই। চাকরী নেই। আর চারদিকে এই নোংরামি।...বেটী নিশ্চয়ই সাতটার সময় আসবে ; বলেছিল মিটিংটা খুব দরকারী। বক্তৃতা করে কি কিছু বদলানো যায় ? বেটী বলেছিল যায়। কে জানে...

ডুমাকে দেখামাত্র ও বুঝতে পারল যে, ইনিই সেই "রেড"—যাঁর কথা লিজিঅনেয়ারটা বলেছিল। ওঁর মুখটা সুন্দর, গারস্টোন ভাবল। ওর ইচ্ছে

হল বৈজ্ঞানিক ডুমার কাছে এগিয়ে যায়, বলে: "এই জঞ্জালগুলোকে গ্রাহের মধ্যে আনবেন না। বিশ্বাস করুন, সারা আমেরিকা ওদের মতো নয়···।" চেপেচুপে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখল একটা লিজিঅনেয়ার ডুমাকে মারতে যাচ্ছে। ও তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আরও সব ছুটে এল। ঘুষির পর ঘুষি লাগাল গারস্টোনের মুখে; একটা স্ত্রীলোক ওর গায়ে থুতু দিল। অবশেষে এল পুলিশ।

"কি হচ্ছে এখানে?"

স্ত্রীলোকটা উত্তর দিল:

"এই লোকটা রেড, যুদ্ধফেরতা খোঁড়া মানুষটাকে ও মেরেছে।"

পুলিশ গারস্টোনকে গ্রেপ্তার করল। ওর মনে শুধু একটা কথা: বেটী অপেক্ষা করছে। মাথায় যন্ত্রণা। ডান চোখটা খুলতে পারে না। কড়া সুরে পুলিশটা ওকে বল্ল:

"অন্য লোকের চরকায় তেল দিতে যাবার মজা টের পেলে তো?"

সেই রাত্রে গারস্টোন ছাড়া পেল।

বেটী অপেক্ষা করল আটটা পর্যন্ত। আজকাল গারস্টোনের কথা ও কোনো সময় ভুলতে পারে না। ওর ভাবনা-চিন্তায় মাখানো থাকতো আনন্দ, আবার ভয়ও—যদি তাকে হারাই, সেই ভয়। মনে হত, সে যেন ওকে এড়িয়ে চলছে; কত কি ভেবে সারা হত, পুড়ে মরত হিংসের জ্বালায়। ও প্রত্যাশা করেছিল এই সন্ধ্যাটার জন্যে। মীটিংয়ের পর শূন্য, নির্জন পথ ধরে ওরা চলবে। ও বলবে: "জো, তুমি জান না যে···।" আর গারস্টোন উত্তর দেবে: "আমি জানি।"

গারস্টোন তো এল না। বেটী মনে মনে বল্ল: "নাঃ থামতেই হবে, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজেই তো ওকে বলেছি যে, এখন ভালবাসার সময় নয়। জো কি কখনো আমাদের সঙ্গে আসবে? ও তর্ক করে বড্ড বেশী, কিন্তু আমাদের যে লড়াই করা দরকার। হয়তো বুঝবে একদিন।···সুখের স্বপ্ন রচনা করতে সাহস হয় না। ও হয়তো সাচ্চা কমরেডই হয়ে উঠবে, কিন্তু আমাকে ও ভালবাসে না। কী সর্বনাশ, আটটা বেজে গেছে, মীটিংয়ে যেতে দেরী হয়ে যাবে!"

ও যখন হলে ঢুকল তখন প্রফেসর ম্যাকক্লে বক্তৃতা করছেন:

"একটা বদমায়েস আমাদের মহামান্য অতিথিকে আক্রমণ করেছিল। তখন ভিড়ের ভেতর থেকে ছুটে এলেন একজন সাধারণ আমেরিকান, প্রফেসর দুমাকে তিনি রক্ষা করলেন।"

আনন্দধ্বনি উঠল: "হুর্‌রা!" নিজের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বেটীও চেঁচিয়ে উঠল: "হুর্‌রা!"

"আমেরিকার কথা ভেবে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে," ম্যাকক্লে বল্লেন। "আমার দেশকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি তার পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, তার ছোট ছোট ক্ষেতখামার। আমি ভালবাসি আমেরিকার সাধারণ মানুষদের সরলতা, তাদের সাধুতা আর সাহস। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের প্রতিনিধি ব'লে কারা আজ জাহির করছে? মাত্র অল্প কয়েকজন লোক— তারা মূর্খ, তারা শত্রুতায় উন্মত্ত। ওদের কথা মিথ্যা, আমেরিকার জনসাধারণ তো এখানে…"

গোলাকার, বিরাট হল থেকে শীষ বাজল। আওয়াজ উঠল: "ঠিক বলেছেন!"

"আমি কমিউনিস্ট নই, প্রগ্রেসিস্ট দলের'ও নই। চিরকালই রাজনীতির বাইরে থেকেছি। কিন্তু যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি। আমরা সবাই আজ এখানে জমা হয়েছি কিসের জন্যে? এই জন্যে যে, আমরা যুদ্ধে যেতে চাইনে, যাবও না। চোর-জোচ্চোরদের আমরা বিশ্বাস করিনে, তা তারা যত উঁচু গদীতেই বসুক না কেন। আমরা বিশ্বাস রাখি জনসাধারণের ওপর, তাদের হৃদয় আর তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর।"

একজন নীগ্রো উঠলেন মঞ্চের ওপর। অকপট তাঁর হাসি, মুখটা ঘামে চক্‌চক করছে।

"যুদ্ধের সময় আমাদের শোনানো হত যে, আমরা খাঁটি আমেরিকান। আর এখন আমাদের কুকুরের মতো তাড়ানো হচ্ছে, লিঞ্চ করা হচ্ছে, নির্বংশ করা হচ্ছে। নীগ্রো ডেভিড হ্যারিসন গলায় দড়ি দিয়েছে, জ্যাকসনে। এখন ওরা তদন্ত করছে—দড়িটা ওকে কে দিয়েছিল? মরার পথে ওকে কারা পাঠিয়েছিল সে কথা তদন্ত করে না কেন? সেনেটর লো বলেন, স্বাধীনতার জন্যে আমাদের লড়তে হবে। কিন্তু গোলামি তো এই আমেরিকাতেই, নইলে আর কোথায়? আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা ন্যায়বিচার চাই।"

এর পর পাদ্রী ম্যাকগিল। অভিজ্ঞ প্রচারকের উপযুক্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বক্তৃতা দিলেন :

"টেনেসি বিস্ফোরণ মামলাটা নিয়ে কাগজগুলো কী পরিমাণ হৈ চৈ চালাচ্ছে তা আপনারা জানেন। যে সব লোকের বয়স হয়েছে, বুদ্ধিও আছে মনে হয়, তাদের ঘাড়ে পর্যন্ত ভূত চেপেছে। কেউ একটু ভেবে দেখার কষ্টও করে না যে, রুশিয়ানরা এমন ধারা একটা দলিল লিখে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে যাবে কেন! কারখানা উড়িয়ে দিতে যদি কোনো লোক পাঠান হয় তো তার হাতে কি কেউ সবিস্তার প্রবন্ধ লিখে দেয়—অমুকের কাছে টাকা পাবে, অমুকের সঙ্গে দেখা করবে, অমুকের কাছে রিপোর্ট দেবে? কাল একটা কাগজে পড়লাম, 'রুশিয়ানটীর পকেটে যে-নির্দেশ পাওয়া গেছে তার লেখকের বুদ্ধিটা একটু কম।' ওটা খুব সামান্য বলা হল; লেখকটা একটা আস্ত গাধা। আর তাতে আমাদের গৌরব নেই, কারণ নির্দেশটা তো রুশিয়ানরা লেখেনি, লিখেছে আমাদেরই দেশের লোক···"

হল থেকে গর্জন উঠল : "ধিক, ধিক! বদমায়েশের দল!"

"আমাদের ফৌজের সঙ্গে আমি ছিলাম, এল্‌ব নদীর ধারে। দেখা হয়েছিল রুশিয়ানদের সঙ্গে। তারাও মানুষ, আমার আপনার মতো। তাদের ধ্যানধারণায় তফাৎ আছে অবিশ্যি, কিন্তু শুধু এরই জন্যে কি একটা বীভৎস লড়াই লড়তে যাব? আমি খৃষ্টান, আমি জানি : নিজের ধর্মবিশ্বাসের জন্যে প্রাণ দেওয়া যায়, কিন্তু আর একজনের বিশ্বাস অন্য রকম বলে তো তার প্রাণ নেওয়া যায় না। প্রিয় ভাই-বোনেরা, শুধু আমাদের শহর বাঁচালেই চলবে না, সন্তান-সন্ততি বাঁচালেও চলবে না, আমাদের আত্মাকেও বাঁচাতে হবে।"

সবার শেষে বল্লেন ডুমা :

"আমি বইয়ের পোকা নই, কিন্তু বই পড়েছি বহু বছর ধ'রে। মানুষের উৎপত্তি কি করে হল—এটা আমি বিশেষভাবে চর্চা করেছি। এমন একদিন ছিল যখন আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা গাছে গাছে থাকত, সোজা হয়ে হাটতে পারত না—একথা ভ্রূণতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন। কথাটা তুল্লাম কেন? কারণ প্রগতি বলে একটা জিনিষ আছে, মানুষকে আবার গাছের ওপর ফেরত পাঠান যায় না। অভ্রভেদী অট্টালিকা, এলিভেটর, অটোমোবিল—

শুধু এগুলোই প্রগতির চিহ্ন নয়। প্রগতির সম্বন্ধ রয়েছে বিচারবুদ্ধির সঙ্গে, চিন্তাশক্তির সঙ্গে। আজ দেখেছি বিকৃতমস্তিষ্ক মেয়েরা রাস্তার মাঝে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে—আমার হাত থেকে ভগবান তাদের রক্ষা করুন! ভাবছেন যে তাদের হাসপাতালে পাঠানো হল? না, হল না, কারণ তাহলে আরো অনেককে পাঠাতে হয়। পাঠাতে হয় কত সেনেটরকে, এডমিরাল জাকারিয়াসকে,… আর মঁসিয়ে মেংকেনকে—যিনি প্রস্তাব করছেন যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, যা কিছু আছে সে সব আগে নির্মূল করতে হবে। আমার বয়স হয়েছে তিয়াত্তর বছর, সামান্য কিছু লিখেছিও বটে, তা ছাড়া চল্লিশ বছর ধ'রে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে আসছি। আজ দেখি, উন্মাদ মানুষেরা প্রগতিকে ভয় দেখাচ্ছে। হিটলারও কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? নাৎসিদের আমি দেখেছি। তারা বলত তারা 'অতি মানুষ', কিন্তু আসলে তারা আমাদের সেই পূর্ব-পুরুষদের মতো, যারা গাছে গাছে বেড়াত।…জাতির সদ্‌গুণ যারা হারিয়েছে, তারাই দেশবাসীকে বোকা বানাতে চায়। যেমন ধরুন, তারা বলে থাকে যে ফরাসীরা তাদের হয়ে লড়বে। ফ্রান্সকে আমি চিনি, সে আমার স্বদেশ। হ্যাঁ, ফরাসীরা লড়বে, কিন্তু রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে নয়—তারা লড়বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। মনে পড়ে, নাৎসিরা তাদের নিহত সহকর্মীদের জন্যে পারীতে একটা স্মৃতি-সভা করেছিল; বলেছিল, 'ইওরোপের যারা স্তালিনগ্রাদ রক্ষা করেছিল' এ স্মৃতি তাদের। আমি দেখতে চাই না যে পাঁচ বছর পরে নিউ ইয়র্কও অমনি স্মৃতি-সভা করে—'আমেরিকার যারা পারী রক্ষা করেছিল' তাদের জন্যে ফরাসী হিসেবে, বৈজ্ঞানিক হিসেবে, একজন বুড়োমানুষ হিসেবে আমি চাই শান্তি—তরুণদের জন্যে, আর সবাইয়ের জন্যে; আমি চাই—শান্তি পাক আমেরিকানরা আর রুশিয়ানরা আর ফরাসীরা—আসল শান্তি।"

লোকে ভিড় করে এল দুমার চারিদিকে, ফুলে ফুলে ওঁর বাহু ভরে দিল, হাতে হাত মেলাল। এক বুড়ো নীগ্রো বল্লেন:

"সামান্য কুলী আমি, আপনার সঙ্গে হাত মেলাতে পারি কি? একটী মাত্র ছেলে ছিল আমার, যুদ্ধ থেকে সে আর ফেরেনি…"

একটী শিশুকে উঁচু করে তুলে ধরে একজন স্ত্রীলোক বল্লেন, চীৎকার করে: "ওকে নিতে দেব না, দেব না ওদের।"

দুমা অনুভব করলেন, মানুষের এই আন্তরিকতা যেন তাঁর হৃদয় ভরে দিল,

চোখে জল নামাল, গলাটা জড়িয়ে ধরল। বুড়ো নীগ্রোটিকে আলিঙ্গন করতে করতে তিনি অর্দ্ধস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলেন :

"বেশ বেশ, আমরা পরস্পরকে বুঝি··· "

প্রভাতী কাগজগুলো মীটিংটার কথা প্রায় উল্লেখই করেনি, কিন্তু ভিক্টোরিয়া হোটেলের বাইরে বিক্ষোভের খবর দিয়েছিল পাতা ভরে ; ওদের ভাষায় বিক্ষোভটা ছিল "হৃদয়গ্রাহী", "গুরুগম্ভীর", এমন কি "ভয়নক জমকালো"-ও। একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য হল : "প্রফেসর ডুমা এখানে যে রাজনৈতিক কাজকর্ম আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন মতাবলম্বী বহু লোক বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কোনো বিদেশী ব্যক্তি তাঁহার খ্যাতির সুযোগ লইয়া আমেরিকাবাসীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন, আমেরিকানরা ইহা চাহে না।"

কর্ণেল রবার্টসের মেজাজ খুশী ; এমন কি মেয়ের সঙ্গে একটু ঠাট্টাতামাসাও করলেন—যা তিনি কদাচ করতেন। অ্যাঙ্গাস´ রুক্ষ হোক, যাই হোক, ছোঁড়াগুলো তো ওর হাতে আছে। ডুমাকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করার শেষ বাধাও এখন দূর হ'ল ; কোমল-প্রাণ সরকারী বাবুরা এবার 'সাধারণ মানুষের' পদ'টা ব্যবহার করতে পারবেন।···

'ওয়াশিংটন স্টার' কাগজের সম্পাদককে ফোন করে রবার্টস ডুমা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবৃতি দিলেন : "সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমি এ রকম বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিরোধী। ওতে আমাদের আতিথেয়তার নীতি ব্যাহত হয়। মিঃ ডুমা আমেরিকায় আসার পর প্রফেসর এডামস যে মহৎ বিবৃতি দিয়েছিলেন তা পড়ে আমি গভীর সন্তোষ বোধ করেছি ; প্রমাণের যদি দরকার থাকে, তবে ঐ বিবৃতিই আবার নতুন করে প্রমাণ করেছে যে, আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের কাছে বিজ্ঞানের স্থান রাজনীতির উর্দ্ধে। মিঃ ডুমার সোবিয়েৎ-অনুরাগী বক্তৃতাগুলিকে সমস্ত আমেরিকান একবাক্যে নিন্দা করেন, একথা বলা বাহুল্য। তাহলেও বিশেষ কোনো বিদেশী লোক এদেশে থাকবেন কি না সে প্রশ্ন মীমাংসার অধিকার ক্রুদ্ধ জনতার ওপর দেওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি।"

সান্ধ্য কাগজগুলির গোড়ার দিককার সংস্করণে খবর বার হল—জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা চড়ে ওঠায় প্রফেসর ডুমাকে এদেশ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

ডুমা যখন হোটেল ছেড়ে যাচ্ছেন তখন একটা চিঠি পেলেন।

"প্রিয় মিঃ দুমা,

"এই মাত্র শুনলাম আপনি চলে যাচ্ছেন। আমি বিশেষ দুঃখিত যে, অসুখের জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। যে-অবস্থাচক্রে আপনাকে তাড়াতাড়ি ইউনাইটেড স্টেট্‌স ছাড়তে হচ্ছে সে অবস্থাচক্রের জন্যে আমার আফশোষ হয়। আমার কিছুই করবার ক্ষমতা নেই, একথা বিশ্বাস করুন। কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি; আমার কখনো কখনো মনে হয়, যে-মনুষ্যসমাজ বিজ্ঞানের রাজত্বে অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে, সেই সমাজ বুঝি তারি সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছে। যখন তুচ্ছ রাজনৈতিক তাপোত্তাপ নিভে যাবে তখন, আরও সুখদ পরিবেশে, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে আশা করি।

"আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরক্তির প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন।

—ডি, এডাম্‌স।"

দুমা চিঠিটাকে হাতের মধ্যে দলে ফেল্লেন: "কাপুরুষ!" আবার তখুনি নিজেকে সংবরণ করলেন: ওঁকে আমার তিরস্কার করা উচিত নয় কিন্তু। ভাল করোটী-বিজ্ঞানী উনি, মাথার খুলি সম্বন্ধে জানার যা কিছু তা সবই জানেন, কিন্তু ওঁর কাছে আর সমস্তই তুচ্ছ। পারীতেও বেশ কিছু লোক দেখেছি ওঁর মতো। উনি ভয় পেয়েছেন। সেটা বুঝতে পারি—কি রকম দেশে রয়েছেন! তাহলেও, ওঁর বিবেক ওঁকে দংশন করছে। উনি হেনেসি নন; ওঁর মতো লোক হয়তো সম্বিৎ ফিরে পাবেন...

এয়ারড্রোমে দুমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন প্রফেসর ম্যাকক্লে এবং সেই ফরীয়ার, আর এসেছিল বেটী, লাল গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে। ফরীয়ার বল্লেন:

"আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আপনি আসায় আমাদের কত লাভ হয়েছে তা কল্পনাও করতে পারবেন না।"

ম্যাকক্লে যোগ করলেন:

"আপনার বহিষ্কারটাও একটা জয়। ঐ মীটিং দেখে ওরা ঘাবড়ে গেছে। মীটিংয়ে কত লোক এসেছিল জানেন? কুড়ি হাজার। এখন আমরা মীটিং লাগাব—বস্টনে, শিকাগোয়, সান-ফ্রানসিস্কোতে। আপনি আমাদের চালু করে দিয়ে গেলেন।"

প্লেনের ছোট্ট জানালা দিয়ে তুমা দেখলেন : উত্তপ্ত-ত্বক এক তরুণী, কমীয়ার, তারপর ম্যাকক্লে—মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জ, দরদী হাসি। . আর চারিদিকে বহু অচেনা লোক—কোলাহলকারী বিচিত্র বর্ণের জনতা। তুমা হঠাৎ ব্যথিত হয়ে উঠলেন ঐ তিনজনের জন্যে—কত একলা ওরা! মীটিংটা সত্যিই ভাল হয়েছিল। কুড়ি হাজার লোক জমা করতে পেরেছে বলে ওরা খুশী। কিন্তু এই অশুভ নগরীতে লোক কত? অবিশ্যি এখানেও আছে জনসাধারণ, কিন্তু তারা জাগবে কবে? কি জানি কেন আনীর কথা ওঁর মনে হল: সে এসে বলত তার নিঃসঙ্গতার কথা। গেস্টাপো ওকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে হত্যা করেছিল। এই হাস্যমুখর নরনারীদের জন্যেও ওঁর দুঃখ হল। ওদের হাসিগুলো পর্যন্ত ব্যবসাসুলভ, যেন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন জাহির করছে। ওরা মানুষ হবার আগে আর কতদিন এরা ধাক্কা খাবে, দুর্ভোগ ভুগবে? আমেরিকার জন্যে ওঁর দুঃখ হল। এত বড় দেশ, এত পয়সা অথচ বিচারবুদ্ধির এত অভাব···

দীর্ঘ বৃন্তের ওপর গোলাপ ফুলগুলি দল মেল্‌ল, মলিন হয়ে এল, তারপর পাপড়ি ঝরিয়ে দিল।

প্লেনটা উড়ছিল খুব উঁচু দিয়ে। নীচে মেঘ, এলোমেলো স্তূপীকৃত পুঞ্জ —কখনো সুন্দর আরক্ত, কখনো লিলাকের পাণ্ডুরতা, মুমূর্ষু তুষারের মতো। মেঘগুলি যেন জমি, যেন অন্য কোন গ্রহের বিস্ময়কর নিসর্গশোভা। সে দিকে চাইতে চাইতে তুমার মন থেকে মুছে গেল নিউ ইয়র্ক, মুছে গেল ম্যাকক্লের হাসি আর ছিটগ্রস্ত মেয়ের দল, সেই মীটিং আর সেই অভ্রভেদী অট্টালিকাশ্রেণী। তিনি তখন আর আমেরিকায় নেই, অথচ দেশের অনুভূতিও তখনো আসেনি জীবনের বাইরে কোথায় যেন তিনি, তবু জীবন্ত : আবেগ আর বিষাদ আর প্রদীপ্ত হৃদয়ের আবেদনে সংবেদনশীল। অতীতের দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্যগুলি তাঁর চোখে ভাসল—তাঁর যৌবনের দিন, খড়ের টুপিপরা একটী মেয়ে, দাড়িওলা প্রফেসরের দল, কার্নিভালের রঙ্গীন লণ্ঠন, প্রথম বাইসাইকেল, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে তরুণ জরেস, দ্রেফুসেয়ারেরা. জোলা···। কী তাড়াতড়ি বদলে যায় চেহারা, ফ্যাশন, প্রবাদ, আচার ব্যবহার! কিন্তু পুরানো স্বপ্ন, শপথ আর বিশ্বাসের কথা যদি ভাবি—সেগুলো তো উপহাসের বিষয় নয়, মরেও যায়নি সেগুলো। তবে সেগুলোর ভুল কোথায়?···লোকে বোধহয়

বড্ড বেশী ভরসা রেখেছিল যুক্তি-শৃঙ্খলার ওপর, ঘটনার ধারাবাহিকতার ওপর, তাই না? পথটা কিন্তু তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ, অনেক কঠিন···

কতক্ষণ রয়েছি আকাশে? ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিয়ে নিলে হয়! এখানে এখনও রাত, কিন্তু পারীতে সকাল এখন। কী দূরের রাস্তা···

মেঘের পাল তোলা জাহাজে চড়ে
দূরে, বহু দূরে, স্বপ্নের সেই দেশে
উড়ে চলে যায় শিশুর দল;
ছেলেবেলায়,
কী বিশাল মনে হয় পৃথিবীকে;
আর কত ক্ষুদ্র বলে তাকে বুঝি
যখন মরণ এসে ডাকে।

এটা কে লিখেছিলেন? খুব সম্ভব বদ্‌লেয়ার। না, এ পৃথিবী তো ক্ষুদ্র নয়। দ্যুমার নিজের কাছেও এটা প্রকাণ্ড: আজও আবিষ্কার করা যায় এক বুড়ো নীগ্রোকে, নিউ ইয়র্কে; গোলাপগুলি ঝ'রে পড়ছে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখা যায় আজও; পথ হারানো যায়, আশা রাখা যায়, বেঁচে থাকা যায়···

তিনি অঘোরে ঘুমলেন, অনেকক্ষণ। তারপর আবার মেঘ, জীবনের মতো সুদীর্ঘ—আর কল্পনা, মেঘের মতো লঘু ও অস্পষ্ট। হঠাৎ কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে ওঠে, পাহাড়গুলো কাত হয়ে পড়ে, পৃথিবীটা ঘুরতে থাকে—পারী শহরতলীর পুরোনো ধোঁয়াটে বাড়ীগুলো দেখতে পান দ্যুমা। পৌঁছে গেছেন।···মারী আশ্চর্য হয়ে বলবে: "এত শীগ্‌গির?"

প্লেন থেকে নেমে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দ্যুমা: তাঁকে দেখতে এসেছে বিরাট জনতা—চেনা আর অচেনা মুখগুলি, মজুর, ছাত্র, কয়েকজন প্রফেসর, ল্যু-মানিতে কাগজের কর্মীরা, রেনে মোরিও, ফুল হাতে কত ছোট ছোট মেয়ে, লজঁা, লেখকের দল, বের্তি কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিরা। আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন দ্যুমা, অস্ফুট স্বরে বল্লেন: "এত হৈ চৈ কেন?" ওঁর হাত ধরে জোরসে ঝাঁকি দিলেন লজঁা। দ্যুমা ভাবলেন লজঁাকে ধন্যবাদ দেবেন, বলবেন তাঁর মর্মস্পর্শ করেছে, ভারি ভালো লেগেছে—কিন্তু তা না বলে কেন যেন বলে ফেল্লেন: "এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, খুব ভাল—আমেরিকায় যা ভয়ঙ্কর গরম···"

উনি গাড়িতে ওঠার পর হাল্কা-রংয়ের বর্ষাতি পরা একটী তরুণী দৌড়ে এল, ওঁর হাতে তুলে দিল ফুলের গুচ্ছ—পপি আর ডেজি আর কর্ণফ্লাওয়ার। শূন্য দৃষ্টিতে উনি তার দিকে চেয়ে ছিলেন, হঠাৎ লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন :

"চমৎকার, চমৎকার, তুমি এসেছ দেখে বড় আনন্দ হল! এখন সত্যিই মনে হচ্ছে ঘরে ফিরলাম···"

সাগ্রহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মাদো-কে।

[১৬]

পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে মিলনটা কেমন হবে, আমেরিকায় থাকতে নিভেল প্রায়ই সেটা কল্পনা করতে যেত। যখনই ভাবত তখনই ওর মনে পড়ত লা কর্বেই—যেখানে কবি আর শিল্পী আর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কত মধুর সন্ধ্যা কেটেছে।

তিক্তস্বরে ও মেরীকে বল্ল :

"তোমার হতভাগা আমেরিকার হাত থেকে পারীতে এসেও নিস্তার নেই। নীল্‌স কাল ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁকে আমাদের পৌঁছ-সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তোমার বাবা। বলেছিলেন, নীল্‌সের খুব প্রভাব। এখন ট্রানজকের ভাবনা ভাবতে হয়, সুতরাং যেতেই হবে আমাকে। লজ্জার কথা কিন্তু, পারীতে আসার গোড়াতেই একটা সন্ধ্যা কাটাতে হবে আমেরিকানের সঙ্গে! তার চেয়ে পুরোনো বন্ধুদের নিয়ে ছোট্ট কোনো কাফেতে বসে থাকলেও অনেক ভাল লাগত।"

কিন্তু কোথায় তারা, পুরোনো বন্ধুরা? বিরস মনে ও ভাবল। তারা কি কখনো ছিল? চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে আগে হাত বাড়াব না বাবা—কি জানি, সেম্বা-র মতো মাথা-পাগল লোক আরও থাকতে পারে।

ঘরের অর্দ্ধেক-জোড়া আয়নাটার সামনে সাজগোজ করতে করতে মেরী বল্ল :

"আমি যাচ্ছিনে। সেখানে গিয়ে আমি কি করব? তোমরা তো আরম্ভ করে দেবে রাজনীতি চর্চা—ও শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে।

জুয়ানিতার সঙ্গে ওদিন আমি বেরুব ঠিক করেছি: মঁপার্ণাসে ডিনার খাব, তারপর যাব এগ্‌জিস্টেন্‌শিয়ালিস্টদের শরাপখানায়। ওখানে সার্ত্র্‌ মাঝে মাঝে আসেন শুনেছি। আমি অবিশ্যি ওঁর নভেলের খুব ভক্ত নই, তবে তোমার ঐ নীল্‌সের চেয়ে ভাল তো!"

নিভেলের ইচ্ছে হল মুখ খারাপ করে, কিন্তু থেমে গেল। যথেষ্ট বিরক্তি তো রয়েছেই, আর দরকার কি?

নীল্‌সের খ্যাতি ছিল—তিনি প্রভাবশালী, আবার খোসমেজাজীও। লঁাসিয়ে তো সমস্ত আমেরিকানকেই শাপান্ত করতেন, কিন্তু তিনি পর্যন্ত বলেছিলেন: "ও লোকটা শাদা কাক। ছেচল্লিশ সালে ওঁর ওখানে ডিনারে গিয়েছিলাম; বল্লে বিশ্বাস করবেন না মশাই, একেবারে খাঁটি ফরাসীর মতোই উনি আমাকে আপ্যায়িত করলেন। তা ছাড়া, চিত্রবিদ্যায় ওঁর পছন্দ আছে, আর অতিথি-অভ্যাগতদের পিঠের ওপর চাপড়ও দেন না। উনি যে আমেরিকান তা পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়।"

নীল্‌স ছিলেন জেনারেল স্টাফের (সেনানীমণ্ডলীর) অফিসার, ১৯৪৪ সালের শরৎকালে ফ্রান্সে আসেন। যুদ্ধের পর তিনি আমেরিকায় ফিরে গেলেন, মাস ছয়েক থাকলেন সেখানে, তারপর পরিব্রাজক রূপে আবার দেখা দিলেন পারীতে। নগরোপকণ্ঠে বোয়া দ্য বুলোনের কাছে এক পল্লীভবন ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে অভিজাত পারীর রাঘববোয়ালদের নিমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। তিনি 'এলকো'-র অংশীদার, হ্যারিম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্রায়ই তাঁর পরামর্শ নেন—এ সব কথা সবাই জানত। কিন্তু পারীতে আছেন কেন সে বিষয়ে গুজবগুলো পরস্পর-বিরোধী। কেউ বলত ওঁর বৌ এক কেলেঙ্কারীর মামলা করবেন ভয় দেখিয়েছেন বলে উনি আমেরিকা ছেড়েছেন; কিংবা উনি ব্যবসায় নেমেছেন—এলুমিনিয়ম প্লেট কিনে নিচ্ছেন বেনামীতে; কিংবা, ঘাঘু গুপ্তচর উনি, কর্ণেল ডনোভান ওঁকে ফ্রান্সে পাঠিয়েছেন। নীল্‌সের বাড়ীতে প্রথম এসে অতিথিরা খুব সতর্ক থাকতেন—কিন্তু গৃহকর্তা তাঁদের আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে দিতে পারতেন অল্প সময়ের মধ্যেই, আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে অতিথিদের মনে হত যেন নিজের বাড়ীতে বসে আছেন।

আধুনিকতার ভক্ত নন নীল্‌স। শেয়ার বাজারের এক দেউলিয়া দালালের বাড়ী, প্রাচীন ধরণের আসবাব দিয়ে সাজানো, তাই তিনি ভাড়া করলেন;

লাইব্রেরীতে টাঙ্গালেন কালি-কলমের ইংরেজী ছবি, বসবার ঘরে সাজালেন পালার্মো থেকে আনা এনামেল-করা মৃৎপাত্র। প্রাচীনকালের অনেক নস্যদানি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, ওগুলো ছিল তাঁর গর্বের বস্তু।

নিমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করে মেরী বুদ্ধির কাজ করেছিল—কারণ আর কোনো মহিলাই আসেননি। নিভেল ছাড়া নীল্‌সের অন্য অতিথিরা হলেন: আণ্ডার সেক্রেটারী বেদিয়ে, কারখানাওয়ালা পিনো, অন্যতম প্রধান ফরাসী সাংবাদিক দ্যুমঁ আর উকীল গার্সি (যিনি গলিস্ট দল আর পুরোনো পার্লামেণ্টারী দলগুলির ভেতর পুনর্মিলন ঘটানোর জন্যে চেষ্টা করছিলেন)।

জার্মাণ দখলদারীর সময় পিনোর সঙ্গে নিভেলের দেখা হয়েছিল—লাঁসিয়ের ওখানে। সে কথা মনে করে দু'জনের কেউই বোধহয় আনন্দ পাননি, কারণ পরিচয়টা কেউই স্বীকার করলেন না। উকীল গার্সি সাহেব কিন্তু আন্তরিক-ভাবে নিভেলকে অভ্যর্থনা জানালেন, পুরোনো বন্ধুর মতো।

"আপনি ফিরে এসেছেন দেখে বড্ড ভাল লাগছে—নিভেলের অভাব আমরা অনুভব করেছি। আমেরিকাটা ছিল যেন বাইবেলের সেই 'নোয়ার নৌকো'; আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে রক্ষা করেছে···"

সন্তুষ্টমনে নিভেল ভাবল: দখলদারীর দিনগুলো গার্সি ভুলে গেছেন; তা ঠিকই করেছেন—আজকের দিনে ওকথা ভোলাই ভাল। মোটের ওপর দেখলে, আমি চল্লিশ সালে আমেরিকা গেলাম, না পঁয়তাল্লিশ সালে—তাতে কি আসে যায়? আমি আমেরিকা থেকে ফিরলাম, এটাই আসল কথা।

নিভেলের ভূমিকার ওপর আলোকসম্পাত করলেন নীল্‌স:

"আপনি আসবেন সে আশা আমরা সবাই করছিলাম। আপনার মতো এতবড় কবির কাছে সাংবাদিকতা কতখানি অপ্রীতিকর তা বুঝি। কিন্তু দিন-কাল যে রকম, তাতে আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থ বলি দিতে হয়। ট্রানজকের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সেনেটর লো-র চিঠিটি পেয়ে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম। মহৎ কর্তব্য আপনার—সমুদ্রের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত এক আধ্যাত্মিক সেতু রচনা করা। আমেরিকার ভবিষ্যত আর পশ্চিম ইওরোপের ভবিষ্যত—এর মধ্যে সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু পরস্পরের ওপর এখনও কত সন্দেহ রয়েছে। ইওরোপের মানুষকে আমাদের বোঝাতে হবে—আমেরিকা তাদের মহাজন নয়, অভিভাবকও নয়, আমেরিকা তাদের সহৃদয় বন্ধু। আপনি

আমাদের দেশে থেকেছেন, আপনি জানেন সেখানে ফ্রান্স সম্বন্ধে কি লেখে, কি বলে—'আলস্য, অকৃতজ্ঞতা, আত্মপরতা, দুর্বলচিত্ততা'। সব বাজে কথা। আসল ফ্রান্স কি তা আমেরিকানদের দেখিয়ে দিতে হবে। পরিবারের মধ্যে লোকে সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠের কথাই শোনে। আমরা হলাম সকলের কনিষ্ঠ; আজ যদি আমাদেরই ডাক পড়ে থাকে ইওরোপকে সাহায্য করার জন্যে, তবে তার একমাত্র কারণ হল—মহাসমুদ্রের দয়ায় আমরা যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। সৌভাগ্যকে তো আর সদ্‌গুণ বলে চালানো যায় না।"

অতিথিদের মনের ভাব গৃহকর্তার অনুকূল করে তোলার পক্ষে এর চেয়ে ভাল কথা আর কী হতে পারে? অত্যন্ত খোসমেজাজে সবাই খেতে বসলেন। গার্সি নিভেলকে মনে করিয়ে দিলেন, লা কর্বেই-তে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

"আপনার সঙ্গে তো লাঁসিয়ের খুব বন্ধুত্ব ছিল, না? ভদ্রলোক বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন, বেচারা মোরিস। আর্থিক কষ্টও চলছে বলে শুনেছি···"

"আশ্চর্য নয়", অট্টহাসি হেসে পিনো বল্লেন। "লাঁসিয়ে রুয়ানেজদের মতো রাঁধতে পারেন, গোলাপের কেয়ারি করতে পারেন, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কোনো ব্যবসা ট্যাবসা চালানো তাঁর দ্বারা হবে না। আমি ওঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম, কিছু হল না।"

লাঁসিয়ের পক্ষ নিলেন নীল্‌স।

"আমি ওঁকে চিনি—ওঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। উনি যেন পুরোনো ফ্রান্সের বিশুদ্ধ নির্য্যাস। নিষ্করুণ বর্তমানের পক্ষে উনি হয়তো অনুপযুক্ত, কিন্তু সে তো ওঁর গৌরব। তা ছাড়া, কষ্টও পেয়েছেন অনেক। যতদূর মনে পড়ে ওঁর ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে, আর ওঁর মেয়ে চেষ্টা করছে বাপের নামে কালি দিতে।"

"সেটা ওঁর খুবই লাগে", গার্সি বল্লেন। "কিন্তু উনি মনে করেন যে মাদো প্রতারণার ফাঁদে ধরা পড়েছে। এমন কি, আমার কাছে প্রমাণ করতে গিয়েছিলেন—কমিউনিস্টরা নাকি ওকে কোনো ওষুধপত্রের ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছে।"

বেদিয়ে হাসলেন:

"ফাঁদে ধরা পড়ার মেয়ে ও? ওর ব্যক্তিত্ব কিন্তু আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বিপদজনক। ফরাসীরা আবার ভয়ানক ভাবপ্রবণ! ধনী পরিবারে ও মানুষ হয়েছে, নিজের স্বামীকে গুলি করে মেরেছে, মাকি-র দলে কাজ করেছে —এই যে সব ঘটনা, অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, রোমাঞ্চকারিতা—এরই জন্যে সাধারণ লোকে অভিভূত হয়ে পড়ে। বীরত্বগাথার গুরুত্ব আমরা সাধারণত খাটো করে দেখি, কিন্তু ও জিনিষটাকে কি ক'রে কাজে লাগাতে হয় কমিউনিস্টরা জানে। দেখুন না, দুমাকে নিয়ে কি হৈ চৈ-ই পাকিয়ে তুলেছে!"

"আমেরিকাতেও ওরা ওঁকে বীর বলে দেখাবার চেষ্টা করেছিল", নিভেল বল্ল। "অবিশ্যি বিজ্ঞান-জগতে ওঁর নাম আছে, আর উনি যে বুসেনওয়াল্ডে বন্দী ছিলেন সে কথাটাও কিছু প্রভাব সৃষ্টি করে। লোকে ভাবে বুড়ো মানুষটা, মনটাও ভাল, তবে একটু মাথাপেয়ালা। কিন্তু আমি ওঁকে চিনি: উনি খুব সঙ্কীর্ণমনা, (কমিউনিস্ট মতের) উৎকট ভক্ত। ওঁকে বের করে দিয়ে আমেরিকানরা ভাল কাজ করেছে।"

নীল্স দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন:

"এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে খুবই খারাপ লাগে, কিন্তু আমাদের আর উপায় ছিল না। একটা খেলো আন্দোলনকারীর সঙ্গে যে-ব্যবহার করা হয় সে-ব্যবহার দুমার সঙ্গে করা উচিত হয়নি—কাল বল্লেন এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক। আমাদের ফরাসী বন্ধুরা বোধহয় সব সময় বুঝতে পারেন না যে যুদ্ধটা আরম্ভ হয়ে গেছে। ফরাসীদের শিষ্টাচারবোধের তুলনা হয় না। সেটা তাঁদের গৌরব বটে, কিন্তু তাঁদের সর্বনাশও ওরই থেকে হতে পারে। দুমা একজন বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ, তা আমি জানি। তিনি সম্ভবত সৎ লোকও বটে। কিন্তু যে-ভাবধারা তিনি পোষণ করেন সে-ভাবধারা যদি জিতে যায়, তাহলে ফ্রান্সের সর্বনাশ। হ্যাঁ, সাধারণভাবে শুধু শ্রদ্ধাই পান না দুমা, দরাজ হাতে তাঁকে সুযোগও দেওয়া হয়, যাতে যুবকদের মন বিষিয়ে দিতে পারেন। আর একটা উদাহরণ নিন—যার কথা মঁসিয়ে বেদিয়ে বলেছেন। মুক্তি-যুদ্ধের বীরদের নামে সেদিন লিমুজ্যাঁ-তে একটি স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচিত হ'ল। অনুষ্ঠানটাতে গিয়েছিলাম—ওখানে বেশ কতকগুলি আমেরিকান সমাধিও আছে, জানেন বোধহয়। শুনুন মঞ্চের ওপর কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কাকে দেখলাম জানেন?

মঁসিয়ে লাঁসিয়ের মেয়েকে ! ওর আকর্ষণী শক্তি আছে, মানি। সেইজন্যেই তো আরও বিপদ। আর আপনাদের পুলিশ-কর্তা কিনা এই স্ত্রীলোকটারই বিজ্ঞাপন প্রচারে সাহায্য করলেন—যে স্ত্রীলোক কমিউনিস্ট, যে চলে মস্কোর ইশারা-ইঙ্গিতে! কমিউনিস্টদের ধৃষ্টতা এত বেড়ে উঠবে তা মোটেই আশ্চর্য নয়—এখন ওরা প্রকাশ্যেই শপথ নেয় যে রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়ব না। আপনাদের দেশে খবরের কাগজের ভূমিকা কতখানি তা বুঝি মঁসিয়ে দুমঁ, কিন্তু আপনারা ঔদার্যের ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন না কি? আপনারা ভাবধারাটাকে পরাস্ত করতে চান, অথচ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঘা দিতে চান না। সাধারণ লোকে কিন্তু সূক্ষ্ম ধারণার পোষকতা করে না, তারা জীবন্ত বীরদের পেছনে চলে, এটা মনে রাখবেন। দেরী করলে কমিউনিস্টরা গোটা ফ্রান্সটাকে রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দেবার সুযোগ পাবে; সে সুযোগ দেওয়ার চেয়ে দু তিন শো কমিউনিস্টের মুখে কাদা ছোড়াও ভাল।”

“খবরের কাগজের ভূমিকাটা আপনি একটু বাড়িয়ে দেখছেন”, দুমঁ জবাব দিলেন। “ছাপানো লেখার প্রতি অবিশ্বাস ফরাসীদেব সহজাত প্রবৃত্তি। কাল যদি বলি যে আমেরিকায় এবার ভাল ফসল হয়েছে তাহলে পাঠক ভাববে—তার মানে ফসল খারাপ হয়েছে, মার্শাল প্ল্যান গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, তাই মন্ত্রিসভা একটা আস্থাজ্ঞাপক ভোট চায়। আর যদি লিখি আমেরিকার ফসল এবার খারাপ, তাহলে পাঠক সিদ্ধান্ত করবে—ফসল হয়েছে প্রচুর, গমের দাম পড়ছে, রুশিয়ানরা দেশে দেশে খুব কম দরে গম ঢালছে, আর গমের ব্যাপার সবটাই গোপন রেখে দেওয়া হচ্ছে—যদ্দিন না পরবর্তী কূটনৈতিক সম্মেলন বসে।”

সকলেই হেসে উঠলেন। এবার কথাবার্তা চল্ল বিমান শিল্প সম্বন্ধে। গার্সি বল্লেন :

“এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বড্ড সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখেন, বোঝেন না যে মার্শাল পরিকল্পনাটা একটা পরিকল্পনা তো বটে। শুধু নিজের গ্রাম দিয়ে কি সারা পৃথিবীর বিচার করা যায়? সত্যি, দেশের লোকের পাড়াগেঁয়ে ভাব দেখে আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই।”

নীল্‌স সায় দিলেন :

"ফরাসীরা তাদের স্বাধীনতা হারাতে ভয় পাবে, সে তো স্বাভাবিক। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে পুরোনো ধ্যানধারণা সব বাতিল না করলে ফ্রান্সের রক্ষা নেই। বিমান শিল্পে তো আমেরিকানরা সুবিধা দিতে রাজি আছে। বিমানের ইঞ্জিন আমেরিকা থেকে কিনে আনাই বুদ্ধিমানের কাজ, তাহলে ফরাসী মালমশলাগুলো অন্য কাজে লাগানো যাবে; একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই এ কথা বোঝা যায়। তবে, যা বলছিলাম, যদি অর্থনীতি নিয়েই সমস্যা হত তাহলে একটা রফাও হতে পারত। কিন্তু তা তো নয়—সমস্যাটা রণনীতির সমস্যা। এল্‌ব্‌ বা রাইন লাইনের ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারিনে। সব চেয়ে খারাপ যা ঘটা সম্ভব তার জন্যেও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে: ফ্রান্সও তো আক্রান্ত হতে পারে! আনকোরা একটা বিমান কারখানাকে যদি বমাল শত্রুর হাতে পড়তে দেওয়া যায় তো সে অপরাধের ক্ষমা থাকবে না। ছোট ছেলেও একথা বোঝে।"

"কিন্তু আমাদের মন্ত্রীরা বোঝে না", গরগর করে উঠলেন পিনো, ক্ষুণ্ণমনে নাক ঝাড়লেন। "ওঁরা সব সময় কমিউনিস্টদের ভয়ে তটস্থ। আমরা কারখানাওয়ালারা স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কোনো একটা শিল্প যদি তুলেই দিতে হয়, তা নিয়ে আমরা আপত্তি করব না। একটা ইঞ্জিনে না হয় আমার ক্ষতি হল, অন্য কোনো জিনিষে সে ক্ষতি পুষিয়ে যাবে—এটা বুঝি। কিন্তু বক্তৃতাবাজদের ভয়ে গবর্মেণ্ট যে একেবারে জড়সড়, এই তো মুশ্‌কিল। আমাদের বিমান বহরে আমেরিকান ইঞ্জিন লাগানো দরকার কি? খুব দরকার। কিন্তু কমিউনিস্ট মহাশয়েরা কি বলবেন? জার্মাণ কারখানাওলাদের সঙ্গে আমাদের একটা রফা করা দরকার নয় কি? খুব দরকার। কিন্তু মঁসিয়ে তোরেজ্‌, এটাকে কী চোখে দেখবেন?"

"ঠিক বলেছেন", মন্তব্য ঝাড়লেন গার্সি। "অনেক রাজনীতিক পণ্ডিত আজও বুঝলেন না যে, ফ্রান্সের দুশমন লাল কসাকেরা, জেনারেল দ্যগল নন। ওঁরা বলেন ওঁরা 'তৃতীয় পক্ষ'। গাঁজাখুরি নয় কি? দেশভক্ত আর দেশ-দ্রোহীদের মধ্যে যখন লড়াই তখন কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারে? আগামী কাল ওঁরা বোধহয় আমেরিকা আর রুশিয়ার মধ্যেও নিরপেক্ষতার কথা বলবেন? মিঃ নীল্‌স, বিমান শিল্পের ঘোরাল অবস্থার কথা বলছিলেন আপনি। বের্তি কারখানার কর্তা কে জানেন? মঁসিয়ে বেদিয়েকে জিজ্ঞাসা করুন।

কর্তা হল একটা ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট—লজ্ঁা। প্রতিরোধের সময় ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল—ওর মতো ভোঁতা আর ওর মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক কখনো দেখিনি। কমিউনিস্টরা যখন গবর্মেণ্টে ছিল তখন বেশ ভালই বুঝেছিল কোথায় তাদের লোক বসাতে হবে। লজ্ঁাকে বসিয়েছিল তিয়ঁ। গবর্মেণ্ট থেকে তো কমিউনিস্টদের ভাগানো হয়েছে কত দিন, কিন্তু ওদের লেজুড়গুলো এখনও রয়ে গেছে। লজ্ঁা একটা ডিরেক্টর···"

"গতবার শীতকালে", পিনো বল্লেন, "এই লজ্ঁা-টা একটা স্ট্রাইক বাধালো। ভাবছেন বুঝি যে ওকে তখন তাড়ানো হল? না, না, মঁসিয়ে সাইয়ঁা কি বলবেন···"

"এ সেই চিরদিনের পার্লামেণ্টারি বারো-হাঁড়ি। ক্যাথলিকরা জিজ্ঞাসা করেন সোশ্যালিস্টদের, সোশ্যালিস্টরা পরামর্শ নেন র‍্যাডিক্যালদের, আর বিদো দোহাই দেন ভগবানের···"

বেদিয়ে হেসে উঠলেন। "বাস্তবিকই লজ্ঁার ব্যাপারটা যেন ধাঁধা! কিন্তু পুরো তেজের সময় শত্রুকে ঘায়েল করলেই যে সুবিধে হয় তা নয়—একথা যদি গার্সি সাহেব জেনারেল গুগলকে একটু বুঝিয়ে দেন তাতে ভালই হবে। ফ্রান্সে কমিউনিস্টদের শক্তি উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ওদের প্রতিহত করুন, পথ আটকান, শক্তিক্ষয় ক'রে দিন—কিন্তু একেবারে কেটে বাদ দিতে গেলে ঝুঁকি বড় বেশী···"

"দেরী করলে ক্ষতি হত না, যদি দেরী করতে পারা যেত", বল্লেন নীল্‌স। "কিন্তু এ আরাম সইবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। বার্লিনের অবরোধ থেকে খোলাখুলি যুদ্ধ বেধে যেতে পারে যে কোনো দিন।"

নিভেল ভাল করে নীল্‌সের দিকে চাইল।

"রেড-রা এখনি শুরু করবে তা কর্ণেল রবার্টস মনে করেন না।"

"ওরা করবে বলিনি। প্রশ্নটা আরও জটিল: ওরা আমাদের এমন বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে যে আমরাই শুরু করতে বাধ্য হব। শত্রুকে উদ্যোগ হাতে রাখতে সুবিধা দেওয়া আমার মত নয়।"

ডিনারের পর কফী পান করতে করতে কথাবার্তাটা চলছিল। গার্সির হঠাৎ ভাবনা ধরল: তার মানে আবার যুদ্ধ আসছে নাকি? সাইরেনের চীৎকার, মাটির নীচে স্যাঁতসেঁতে ঘর; তারপর রুশিয়ানরা আসবে, আবার

চলবে সেই সহযোগিতার পুরোনো খেলা, আমেরিকানরা আরম্ভ করবে বোমা ফেলতে। উঃ কী পাশবিক! এ জিনিষ দু-দুবার কি কেউ সহ্য করতে পারে? মিষ্টি কফীটা তেতো হয়ে গেল ওঁর মুখে। তিনি নিজে কতবার বলেছেন যে, যুদ্ধ হবেই, রুশিয়ানদের আশ কখনো মিটবে না, এটম বোমাই হচ্ছে একমাত্র উপায়—কিন্তু শুধু এখনই তিনি অনুভব করলেন, যুদ্ধ তো সত্যিই আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। নিজের সমর্থনে খুব নির্দিষ্ট একটা কিছু তাঁকে বলতেই হবে—হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন:

"প্রাগের পর এখন আর আমরা ইতস্তত করব না। 'জনসাধারণের গণতন্ত্র' হওয়ার চেয়ে মরাও ভাল।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর গৃহকর্তা আলাপটা ঘুরিয়ে দিলেন থিয়েটারের দিকে।

"স্নায়ুচাঞ্চল্য শান্ত করার জন্যে মাঝে মাঝে কিছু দরকার। আপনাকে পরামর্শ দিই মিঃ নিভেল, 'একশো সাত মিনিট' বইখানা দেখে আসুন। বিষয়টা অবিশ্যি নতুন নয়, সেই তিনকোণা সমস্যা। কিন্তু ওর লেখক, স্তেভ পান্তর, অনেক অভাবিত পরিস্থিতি উদ্ভাবন করেছেন!"

বিকৃত হাসি হাসল নিভেল: হিটলার ছিল, হিটলার আর নেই। আমেরিকানরা তখন রুশিয়ানদের উপহার দিয়েছিল স্তুতিবাক্য, আর আজ এটম বোমা উপহার দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। একটিমাত্র জিনিষ যেটা কখনো বদলায় না সে ঐ 'তিনকোণা সমস্যা'। পৃথিবীতে তা হলে অন্তত একটা জিনিষ আছে চিরস্থায়ী...

ও-ই প্রথম বিদায় নিল। শরতারম্ভের মৃদুতাপ সন্ধ্যা; সদ্য বর্ষণের পর নির্জন পথে পথে ভেজা পাতার সুগন্ধ। বেগুনি আভা-যুক্ত পিচের ওপর গ্যাস বাতির রহস্যময় দীপ্তি জ্বলছে। অপরূপ পারী, সে-রূপ দেখে নিভেলের মনটা হা হা করে উঠল। একটা খালি বার-এ ঢুকে দুটো কঞ্‌ইয়াক পান করল, কিন্তু হাহাকার তো গেল না। সদ্য-অতিবাহিত সন্ধ্যার কথা ভেবে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল ওর সমস্ত আত্মা। পুতুল নাচের সং সব।...আর নীল্‌স, ও তো এখানকার রবার্টস্‌। সেই একই জিনিষ দেখবার জন্যে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কি লাভ হল? কী তুচ্ছ, কত হীন, আর তারও ওপর, কী বিরক্তিকর! আমাদের কাণ্ডজ্ঞান শেখাবার অধিকার আমেরিকানটাকে কে দিয়েছে?

স্তেভ পাস্যরের আগে কর্ণেই। তাঁর বইতেও তিনকোণা সমস্যা থাকত, কিন্তু সেগুলো আর একটু গভীর। তখন ছিলেন ১৪শ লুই, ওঁদের বাইসন ছিল···

"কি গো বঁধু···"

আশ্চর্য হয়ে নিভেল মেয়েটিকে দেখতে লাগল। গ্যাস বাতির নীচে ওর মুখটা বিবর্ণ, গোল চোখ দুটী চকচক করছে। নিভেল ভাবল ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে, কিন্তু থেমে পড়ল। মেয়েটী ওর বাহুতে বাহু গলিয়ে দিল, তারপর নিয়ে এল এক ছোট্ট হোটেলের মধ্যে একটা অপরিষ্কার ঘরে। ওর দিকে না চেয়ে নিভেল বসে বসে সিগ্রেট টানতে লাগল।

"বন্ধু, তুমি শোও না! আমি কাপড় ছেড়েছি।"

নিভেল বসেই রইল, অচঞ্চল। হঠাৎ বল্লে:

"আমি কে জান?"

"না, আমার জানার দরকার নেই। শোও না গো···"

"একটু দাঁড়াও, আমি কাজের কথা বলছি। বুলেভার সেবাস্তোপোলের একটা হোটেলে দুটো মেয়ে খুন হয়েছে, কাগজে পড়নি? আমিই সেই।"

"তুমি আমার চোখে ধুলো দিতে চাইছ। তোমাকে তো খুনীর মতো দেখায় না, অমন একটা স্যুট পরেছ।"

"হ্যাঁ, স্যুটটা ভালই; আমার টাকাও আছে অনেক। এই নাও দশ হাজার। ধাপ্পা নয়—আমিই সেই মেয়ে দুটোকে খুন করেছি। বড়টাকে তো বাঁধতে হয়েছিল; বেড়ালের মত চেঁচাচ্ছিল বেটী—তা একটা তোয়ালে গুঁজে দিলাম ওর মুখে। শক্ত খুব, ওকে কাটতে লাগল এক ঘণ্টারও বেশী—ওর গলাটা যেন দড়ী, অনেকটা তোমার মতো। আর অন্যটা—"

চীৎকার করে উঠল মেয়েটী। নিভেল তখন টুপী মাথায় দিয়ে দস্তুরমাফিক ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল, তারপর বেরিয়ে গেল। তখন আর ও কিছু ভাবছে না: মনে হচ্ছে ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন, যেন দিনটা কাটিয়েছে মোট বয়ে বয়ে কিংবা কাঠ কেটে কেটে। ঘুমিয়ে পড়ার সময় মনে পড়ল মেয়েটার কথা। ওকে ভয় দেখালাম কেন? জানিনে। চেঁচাকগে।···

অতিথিরা চলে যাবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত নীল্‌স পাইপ মুখে দিয়ে আর্ম-চেয়ারে বসে রইলেন। ঘুমতে ইচ্ছে করছিল না, বসে বসে তাঁর নস্যদানিগুলো

বাছতে লাগলেন। পেয়ারের ডিবেটা হাতে এল—ছোট্ট একটা পোর্সিলেনের বাক্স, তার ওপর সেভ্‌র্‌-এর ছাপ; দুটী ঘুঘুর মূর্তি, আর সোণালি অক্ষরে খোদাই করা কটি কথা: "আমরা ভালবাসতাম। আমাকে ক্ষমা কোরো, ফার্ণা!" নিখুঁত নক্‌সাটি দেখে নীল্‌স আনন্দ পেলেন। খোদাই করা লেখাটি নিয়ে তিনি ভাবনায় পড়তেন প্রায়ই। মনে হত—ওটা বুঝি চপলমতি কোনো সুন্দরীর স্বীকারোক্তি, মৃত্যুর সময় ডিবেটা হয়তো তার প্রবঞ্চিত প্রেমাস্পদকে উপহার দিয়ে গেছে। কত সূক্ষ্ম!

হঠাৎ খেয়াল হল: নস্যদানিটাও ধ্বংস হবে। যুদ্ধ যদি আরম্ভ হয়, সব কিছুই ধ্বংস হবে। মানুষের জন্যে ওঁর দুঃখ হল না, এমন কি নিজের জন্যেও না, দুঃখ হল পোর্সিলেনের ছোট্ট ডিবেটার জন্যে। তবে যুদ্ধ হয়তো হবেই না! বাঃ, ঐ মেয়েলি ফরাসীগুলোর মতোই আমিও ভাবতে আরম্ভ করছি। যুদ্ধ হতে বাধ্য—কিছুতেই কোট ছাড়বে না আমেরিকা। নস্যদানিটার জন্যে দুঃখ হয় কিন্তু; এমনটী আর হবে না।

[১৭]

মোরিও মারা যাবার পর থেকে লাঁসিয়ের চিকিৎসা করতেন লশ্‌নাল নামে এক তরুণ ডাক্তার। ডাক্তারটী ভাল, চিকিৎসাশাস্ত্রের আধুনিকতম প্রগতি সম্বন্ধেও তিনি খুব ওয়াকিফহাল। কিন্তু ওঁর ওপর লাঁসিয়ের মোটেই বিশ্বাস ছিল না, মার্ত-র সঙ্গে কথাবার্তায় ওঁকে 'এক নম্বর ধাপ্পাবাজ' বলে উল্লেখ করবেনই। খুব কাহিল বোধ করতেন লাঁসিয়ে; হাঁটেন কোনো রকমে, রাত্রে ঘুম হয় না, আর দিনের বেলায় চেয়ারের ওপরই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। এক্স-রে পরীক্ষা, হেন পরীক্ষা, তেন পরীক্ষা ইত্যাদি নানান্‌ যন্ত্রণা দেওয়ার পর ডাঃ লশ্‌নাল অবশেষে তাঁর রোগ নির্ণয় করলেন—দশ দশটা রোগ। অন্য-মনস্কভাবে ওঁর কথা শুনে তারপর লাঁসিয়ে বল্লেন:

"প্রিয় ডাক্তার, আর দুটী রোগের কথা আপনি ভুলে গেছেন। রোগ দুটীর একটী জড়িত আছে রশাইনের (লাঁসিয়ের কারখানার) দুরবস্থার সঙ্গে। ল্যাটিন আপনার প্রিয়, সেই ল্যাটিন অনুসারে এ রোগের নাম দেওয়া যায় *vae victis*—'পরাজিতেরা ধ্বংস হোক!' মোরিস লাঁসিয়ে, জন্ম নিওর শহরে

১৮৮৬ সালে, একজন আনাড়ি কবি এবং আরও আনাড়ি কারখানাওয়ালা—নতুন যুগের কাছে সে পরাজিত হয়েছে। বড়ি খেয়ে কিছু হবে না। দ্বিতীয় অসুখের নাম *taedium vitae*—'জীবনকে নিয়ে শ্রান্তি।' স্বর্গত ডাঃ মোরিওর মত ছিল যে ওর একটা অসুখের উৎপত্তি আর একটা থেকে: তিনি থাকলে বলতেন, জীবনকে নিয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি কারণ জীবনই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে আমাকে নিয়ে। তা হতে পারে। ব্যবসা যখন ভাল চলছিল তখন আমার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরকার হয়নি। সে সময় তো আপনি আমাকে চিনতেন না। লা কর্বেই-কে সবাই বলত—স্বর্গ। ওটা যুদ্ধের আগে, ফ্রান্স তখনও ফ্রান্স ছিল। কিন্তু এখন রশাইনে যদি বিপদ কাটিয়েও ওঠে তবু আমি আর জীবনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারব না। লোকের মধ্যে যে অমার্জিত ভাব, ততোই আমার ঘেন্না ধরিয়ে দিল। সালঁতে (পারীর বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনী) যান কিংবা একখানা নতুন উপন্যাস নিয়ে পড়ুন—দেখবেন শিল্পকলা ফুরিয়ে গেছে। বোমা বোমা করেই পাগল সবাই। আমেরিকানরা এখানে এমন কর্তাত্তি ফলাচ্ছে যেন ফ্রান্সটা ওদের ওকলাহোমা। ওদিকে কমিউনিস্টরা চায় যে আমেরিকানদের বদলে রুশিয়ানরা এসে কর্তাত্তি করুক। মনকে টানে না কোন কিছুই, সত্যি টানে না। 'তুলুজী' কায়দায় রাঁধা মাংসের ঝোল না হয় আমাকে খেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু তা বলে আমাদের এই যুগটাকে হজম করে ফেলতেই হবে এমন হুকুম তো আর চালাতে পারেন না।"

মার্ত ওঁকে অনুনয় করল:

"যাও গিয়ে ব্যাঙ্ক ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা কর, অবস্থাটা তাঁকে বুঝিয়ে বল।"

সংক্ষেপে উত্তর দিলেন উনি:

"ডিরেক্টর পিনোর লোক। তাকে আমি কি বলব? আমাকে ওরা খেয়ে ফেলছে সেটা আমি পছন্দ করিনে এই বলব? সে তা জানে। আর পিনোর খিদে যে বাঘের খিদে তাও সে জানে।"

"তাঁকে বোলো, এটা উচিত হচ্ছে না।"

"গরম তেলে যখন চুনো মাছ ছাড় তখন সেটাও বোধ হয় চটে ওঠে—রাঁধুনী কেন প্লেটোর কথামৃত মেনে চলে না।"

পঁয়তাল্লিশ সালে রশাইনের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল : কারণ যুদ্ধ আরও চলবে ধরে নিয়ে তখন মালের অর্ডার দেওয়া হত। যুদ্ধ জয়ের পরও ল্ঁাসিয়ে সেই সব অর্ডার যোগান দিয়ে চল্লেন। আরও শ্রমিক লাগালেন, লোকের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর পরিস্থিতি বদলাল, এমন কি লাল বাতি জ্বালার কথাও উঠল। কিন্তু ল্ঁাসিয়ের ভাগ্য ভাল; ছোট একটা বাইসাইকেল ফার্ম থেকে তিনি অর্ডার পেলেন। সাতচল্লিশের শরৎকালে সর্বত্র যখন ধর্মঘট, তখন ওঁর শ্রমিকদের উনি অনুনয় করে বোঝালেন : "একটু সবুর কর! হয়তো আবার দাঁড়াতে পারব আমি।" হপ্তায় মাত্র দু তিন দিন চলত কারখানাটা; কর্জ জোগাড় করার কোনো চেষ্টাই সফল হল না।

চার বছর ধরে পিনোর সঙ্গে কারবার করে এসেছেন ল্ঁাসিয়ে। লোকটা একেবারে বুলডগের মতো নাছোড়বান্দা—দেখে ল্ঁাসিয়ের তাক লেগে যেত। পিনো কখনো উৎকণ্ঠিত হতেন না, উত্তেজিতও হতেন না; ঠাণ্ডা মাথায়, দৃঢ় ভরসার সঙ্গে আগে বাড়তেন। যুদ্ধের আগে তাঁর নাম আর ক'জন জানত? সামান্য নিয়েই আরম্ভ করেছিলেন। তার ওপর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল পুরোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলো।. ভগবানের আশীর্বাদের মতো এল যুদ্ধ! ওঁর মর্টার কারখানায় কাজ হল তিন দফায়—প্রথম দফা ফরাসীদের জন্যে, তারপর জার্মাণদের জন্যে, তারপর মিত্রশক্তিদের জন্যে। মস্ত বড় একটা ছাপাখানা আর একটা ভাড়া-খাটানোর বাড়ী—আগে যার মালিক ছিল ইহুদী—কিনে ফেল্লেন প্রায় বিনা মূল্যেই। জার্মাণদের সঙ্গে ওঁর ভালই বনত; শিরকে ভাবত, লোকটা অমার্জিত কিন্তু চালাক। যুদ্ধ জয়ের পর অনেককে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা বার হল—তিনি নাকি প্রতিরোধের বীর; যুদ্ধের সময় বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগে কাজ করত ওঁর জামাই, সে-ই এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। কি একটা অনুষ্ঠানের সময় জেনারেল দ্যগল পিনোকে ডেকে বলেছিলেন : "ফ্রান্সের বিপদের দিনে আপনি ফ্রান্সকে ত্যাগ করেননি; ফ্রান্স সে কথা ভুলবে না।" পিনোর খাতির জমল আমেরিকানদের সঙ্গেও; ওদের সামনে তিনি সংযতবাক কিন্তু সৌজন্যপরায়ণ। পৃথিবীর প্রাচীন গোলার্দ্ধটার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তিনি কখনো ইঙ্গিত করতেন না; সাগ্রহ সমর্থন জানাতেন মার্শাল প্ল্যান সম্বন্ধে। সাতচল্লিশ সালের ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্যে উনি যথেষ্ট করেছিলেন এবং সেই সূত্রে 'অঁাত্রপ্রিজ দ্যু নর' কারখানাগুলিও গলাধঃকরণ

করে নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রদূতকে নীল্‌স বলেছিলেন: "বৈঠকখানার আড্ডায় এ লোকটা একটা বিরক্তিকর উৎপাত, কিন্তু কাজের টেবিলে এর মূল্য অনেক। কালের হাওয়া কোন্ দিকে তা ও বোঝে, অধিকাংশ ফরাসীর চেয়েই ভাল বোঝে; এর ওপর ভরসা রাখা যায়।"

উপসংহার কি হয় তার জন্যে তিন মাস ধরে অপেক্ষা করছিলেন লাঁসিয়ে। কখনো কখনো এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইতেন যে, বিবেকের বাণী পিনোকে শুনতে হবে। আবার ঘণ্টাখানেক পরে বিষাদে ডুবে যেতেন: বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে তেম্‌নি ভাবে পিনো আমাকে খেলাচ্ছে। কিন্তু আসলে পিনো ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত: লোরেনে কারখানার পর কারখানা কিনছিলেন। ওঁর কাছে রশাইনে অতি সামান্য জিনিষ—ও সম্বন্ধে লাঁসিয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় করে উঠতে পারেননি।

অবশেষে চূড়ান্ত সাক্ষাতের দিন এল। শান্তভাবে লাঁসিয়ের সব কথা শুনলেন পিনো। ওঁর ওপর অভিযোগ চাপিয়ে আরম্ভ করলেন লাঁসিয়ে, আর শেষ করলেন মুলতুবীর বিনীত প্রার্থনায়। বিমর্ষ চিত্তে পিনো নাক ঝাড়লেন, গম্ভীর মুহূর্তে সব সময়েই ও রকম করতেন তিনি, তারপর বল্লেন:

"ধার আপনি পাবেন না, টাকা কি কেউ জলে ফেলে দিতে চায়? কিন্তু আপনি যদি ছেড়ে দেন, তাহলে রশাইনের সব দায় আমি নিতে রাজি আছি। তার ওপরে আপনাকে দেব পনের লক্ষ ফ্রাঁ। খুব বেশী নয় সত্যি, কিন্তু বুঝে সুঝে খরচ করলে ওতে আপনার পাঁচ বছর চলে যাবে। তার চেয়ে দূর পর্যন্ত দেখার দরকার নেই—পাঁচ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের শেষ এটমও সাবাড় হয়ে যাবে। বন্ধুর পরামর্শ শুনুন, আমার প্রস্তাবটা মেনে নিন। আর যদি না শোনেন. তাহলে আপনার দেউলে হয়ে যেতে হবে। তখন রশাইনে তো খোয়াবেনই, না কর্বেই-ও খোয়াতে হবে।"

লাঁসিয়ে চটে আগুন; পিনোকে খুব কসে শুনিয়ে দিলেন, ঋণ দাবী করলেন, ভয় দেখালেন যে আত্মহত্যা করবেন। পিনো অটল:

"আমার ক্ষমতার চেয়েও বেশী আপনাকে দেব বলেছি। রশাইনে আমার দরকার নেই। শুধু আপনার সুনাম রক্ষা করার জন্যেই এতটা স্বার্থত্যাগ করছি।"

লাফিয়ে উঠলেন ল াসিয়ে। একেবারে আত্মহারা।

"আমার শ্বশুর মশাইয়ের নাম ছিল রশ। তিনি মার্সেলিনের বাপ। রশ নাম আপনার হাতে যাবে, তা কখনো হতে দেব না। আমি বীর টীর নই তা আপনি জানেন, আমি জার্মাণদের জন্যে কাজ করেছিলাম। কিন্তু তাই বলে নিজেকে 'জোয়ান অফ আর্ক' বলেও চালাইনে। হতভাগা দেউলে আমি, তবু আমি আপনাকে ঘৃণা করি। রশাইনেতে আপনাকে ঢুকতে দেব না। যদি ঢোকেন তো সে এক আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে।"

মাথা উঁচু করে উনি কক্ষ ত্যাগ করলেন। পিনোর সেক্রেটারীর অভিবাদনে ঘাড় হেলালেন, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন, শতখানেক পা এগিয়ে গেলেন— তখনও অটল তিনি। তারপর বুলেভারের বেঞ্চিতে এলিয়ে পড়ে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলেন।

সাহস দেখানোর চেষ্টায় মার্ত-কে কোনো কিছু জানালেন না। সুবিবেচকের মতো বেশ সাবধানে মার্ত জিজ্ঞাসা করল—কর্জার কথা বলেছিলে নাকি? তখন বল্লেন তিনি: "সব শেষ। আর ভাবতে হবে না। ও কি প্রস্তাব করল জান? আমাকে রশাইনে ছেড়ে দিতে বল্ল। তার জন্যে পনের লক্ষ দেবে।"

"মোরিস, প্রস্তাবটা ভেবে দেখা উচিত। টাকা অবিশ্যি সামান্যই। তবে শাদাসিধে ভাবে দু তিন বছর চলে যাবে ওতে।..."

"মার্সেলিনের বাপের নামে ফার্মটার নাম, সে কথা ভুলে যাচ্ছ।"

মার্ত কেঁদে ফেলল। মোরিস তাঁর প্রথম স্ত্রীর স্মৃতিকে কত শ্রদ্ধা করেন তা ও জানে, তাঁর মনে কষ্ট দেবার ইচ্ছা তো ওর একটুও ছিল না।

রশাইনের কথা আর এক দিনও তোলেনি। এক হপ্তা পরে ল াসিয়ে বল্লেন:

"তুমি বরং একটা ছোট ফ্ল্যাট দেখ। মাত্র দুটো ঘর হলেও আমার আপত্তি নেই, তবে রাস্তাটা একটু নিরিবিলি হওয়া চাই। মোটর গাড়ীগুলো আমাকে পাগল করে তুল্ল।...শীগ্‌গির উঠে যেতে হবে আমাদের। শুক্রবারে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছি, বিদায় নেবার জন্যে।"

"কাকে কাকে বলেছ, মোরিস?"

উত্তর দিলেন না ল াসিয়ে।

দুমাকে লিখলেন:

"প্রিয় বন্ধু, সংক্ষেপে জানাই—লা কর্বেই শীগ্‌গিরই নীলামে চড়বে।

শুক্রবার আমাদের এখানে ডিনারে আসবেন, অনুগ্রহ করে। আলাপের আনন্দে বিষাদ ঘটাতে পারে এমন কেউ থাকবে না। একটা সন্ধ্যার জন্যে রাজনীতি ভুলে যান। মার্সেলিনের অশরীরি আত্মা ঘুরে বেড়ায় লা কর্বেই-তে—সেখানে এই আমাদের শেষ দেখা-সাক্ষাৎ। ওভিডের কবিতা নিশ্চয় মনে আছে :

সুখের দিনে সবাই তোমায় বন্ধু বলে ধরে ;
মেঘ জমলে অমনি কিন্তু সবাই সরে পড়ে।

"মেঘ আজ জমেছে ঠিকই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, একটী বন্ধু আজও আমাকে ছাড়েনি।"

ল্যাঁসিয়ের খাবার ঘরে ঢুকে দুমা তো অবাক। আসন পাতা আটটী, কিন্তু গৃহকর্তা, কর্ত্রী আর দুমা ছাড়া আর কেউ নেই। ল্যাঁসিয়ে বল্লেন :

"আমরা বসে যেতে পারি।...ওঁরা কেউ আসবেন না।"

দুমা দেখলেন আসনের গায়ে কার্ড আঁটা : "মার্সেলিন ল্যাঁসিয়ে", "লুই ল্যাঁসিয়ে", "ডাঃ মোরিও", "লেও আল্‌পেয়ার", "লেয়স্তিন আল্‌পেয়ার"। দুমার শরীর কেমন করে উঠল—ঠিক যেন গোরস্থান। ল্যাঁসিয়ের মন কিন্তু প্রফুল্ল, পুরোনো দিনের কথা পাড়লেন, হাসি ঠাট্টাও করলেন। খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন চমৎকার; সুস্বাদু ব্যাঙের ছাতা দিয়ে রান্না করা কাবাবটা যখন দুমা আবার চাইলেন, তখন শিশুর মতো উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন ল্যাঁসিয়ে। তারপর একটা কাঠের ঠাকুর নিয়ে এলেন :

"প্রিয় বন্ধু, এটা আপনি নিয়ে যান। কঙ্গো থেকে এসেছে এটা। শুনেছি, কোনো যাদুঘরেই নাকি এমনটী আর পাবেন না। আমার দরকার নেই। মাদো-র আঁকা ছবি ক'টা, পরিবারের ফটোগ্রাফগুলো, আর এই জল-রংয়ের পটখানা—আমি শুধু এগুলোই নিয়ে যাব। এই পটের ছবিটা মনে পড়ে? এটা সেই সুদানী ছাগল, যা নিয়ে আমি কত গর্ব করতাম। জার্মাণ দখলের সময় ওটাকে আমরা খেয়ে ফেলেছিলাম, মনে আছে বোধহয়। ওভিডও নির্বাসনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আসল কবি।"

ডিনার শেষ হলে দুমা বার্গাণ্ডি মদ ঢেলে দিলেন—মার্ত, ল্যাঁসিয়ে, আর নিজের গ্লাসে। বল্লেন :

"আসুন মোরিস, মাদো-র স্বাস্থ্য কামনায় পান করি আসুন। আপনার

মেয়ে ধন্য। না, না, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে।...কিন্তু আমি বলছি, সে এক অসামান্যা নারী।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাইল মার্ত, বল্ল :

"আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

"কি করে বল্লে? ক'বার দেখেছ তাকে?"

"নিজেকে উত্তেজিত কোরোনা মোরিস। আজ আর মন খারাপ করবে না, কথা দিয়েছ। মাদো মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে, খোঁজ নিয়ে যায় তুমি কেমন আছ।"

ও ভেবেছিল মোরিস রেগে উঠবেন, কিন্তু তিনি চলে গেলেন ভাবনার রাজ্যে।

"ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে কেন? আমি তার বাপ নই? বুঝিনে। ওর স্বাস্থ্য কামনা করব খুশী মনেই, ওর অমঙ্গল আমি চাইনে। সহনশীলতার শিক্ষা পেয়েছি আমি। প্রিয় বন্ধু, আপনি কমিউনিস্ট তা তো জানি, তবু আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন। উনিশ শতাব্দীতে জন্ম আপনার আর আমার, বন্ধুত্ব কী তা আমরা বুঝি। কিন্তু মাদো তো তার কমিউনিস্ট ছাড়া আর কিছু বুঝতে চায় না। গেল বসন্তে একটা চিত্র-প্রদর্শনীতে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ; ওকে বল্লাম : 'এখানে সব কিছু প্রাগের মতো হোক, তুমি বোধহয় তাই চাও?' ও বল্ল, 'হ্যাঁ'। ওরা উন্মাদ। ওরা মাদোকে কি করেছে জানিনে।...ও কথা বাদ দিন। আর কিছু হোক বা না হোক, ফরাসী মানুষ আমি—এ বিষয়ে আমি কারো কথা মানব না। একটি মেয়ে ছিল আমার, কিন্তু সে আর নেই।..."

ওঁকে এই বিষণ্ণ চিন্তা থেকে দূরে সরাবার জন্যে আমেরিকার কথা তুল্লেন দ্যুমা। আমেরিকার হোটেলে সেই পরিচারিকাটী তাঁকে দেখে কি রকম ভয় খেয়েছিল সে গল্প শোনালেন। কিন্তু লঁাসিয়ে হাসলেন না। দ্যুমা থেমে পড়লে উনি বল্লেন :

"হয়তো কমিউনিস্টরা ঠিকই বলে। এখন আমার সন্দেহ জাগে সব কিছুতেই। বুড়ো বয়সের লক্ষণ হয়তো। লুইয়ের কথা মনে হলে হিংসে হয় : ও ফ্রান্সের জন্যে প্রাণ দিয়েছিল, কোন্ ফ্রান্স তা না জেনেই। সে প্রশ্ন ওর মনে ওঠেনি কখনো, সন্দেহও জাগেনি। আমেরিকান আর কমিউনিস্ট

—দু'জনদেরই হয়তো ও দেখতে পারত না। কি জানি? শুধু এই জানি যে, ওর মৃত্যু হয়েছে আকাশে—কী সুন্দর। আসুন আমরা পান করি ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে—সে দেশটা অন্তত থাকবে। ওরা যদি বোমায় ছারখার না করে তো তার ভজনালয়ের মোরগচিহ্নিত চূড়াগুলি বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকবে চেস্টনাট তরুসারি আর দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সুন্দরী মেয়ে আর ফরাসী ভাষা। আসুন তারই উদ্দেশ্যে পান করি।…"

খুব মদ খেলেন। শঙ্কিত হয়ে উঠল মার্ত। কিন্তু উনি বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠলেন বেশ সজীব। তারপর প্রাচীন জিনিষের কারবারীর ওখানে গেলেন—ড্রয়িং রুমের আসবাবগুলোর দাম যাচাই করতে চান; ফুল কিনে আনলেন মার্ত-র জন্যে; পুরোনো সব চিঠি পড়ে দেখলেন। সন্ধ্যাবেলায় শুয়ে পড়লেন কৌচের ওপর—মার্ত যত জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে, কোনো জবাব নেই।

ডাঃ লশ্‌নাল বল্লেন:

"আভ্যন্তরীণ রক্তপাত। · নিরাশ হবেন না মাদাম ল্যাঁসিয়ে, উনি সেরে উঠতে পারেন। ওঁর জীবনীশক্তি প্রচণ্ড।…"

[১৮]

কেমন লোককে নিমন্ত্রণ করা দরকার সে কথা নীল্‌স ভাল মতেই জানতেন: বেদিয়ের বেশ খ্যাতি আছে; ব্যবসায়া মহলে কিংবা পার্লামেন্টের লবিতে ওঁর নাম শুনতে পাবেন; এমন কি, মফঃস্বলের কাফিখানায়—যেখানে দর্শনানুরাগীরা আর নিষ্কাম তার্কিকেরা মন্ত্রিসভার প্যাঁচ-পাঁয়তারা নিয়ে জটলা করেন—সেখানেও বেদিয়ের নাম শুনতে পাবেন। যে কোনো শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সময় নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ভার যাঁর হাতে থাকুক না কেন, উমেদাররা যেতেন বেদিয়ের কাছে—ওঁর কাছ থেকে বুঝে নিতেন তাঁদের কোনো আশা আছে কিনা।

যুদ্ধের আগে বেদিয়ের নাম কেই বা শুনেছিল? একটা ব্যাঙ্ক—নিরাপদ কিন্তু মাঝারি দরের—উনি ছিলেন তার তরুণ, উৎসাহী ম্যানেজার। রাজনীতিতে নামতেন না, ওঁর যে বিশেষ উচ্চাশা আছে তাও মনে হত না। যুদ্ধ

যখন বাধল তখন ওঁর বয়স চৌত্রিশ ; সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে পিছু হটার পর্ব সেরে তারপর ঠিক সময়ে উনি সামরিক বেশ ত্যাগ করলেন, ব্রিভ শহরে খুড়ীর ওখানে বাসা নিলেন। জার্মাণরা বিজয়ী, তাই তিনি তাদের শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু মনে মনে চাইতেন মিত্রশক্তি যেন জিতে যায়। ওঁর খুড়তুতো ভাই পাজ্ ছিলেন খাজনা-অফিসার, আবার প্রতিরোধ সংগঠনের অন্যতম নেতা ; ১৯৪৪-এর একেবারে গোড়াতে বেদিয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। সারা রাত ধরে কথা বল্লেন বেদিয়ের সঙ্গে, বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে হিটলারের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ওঁর যুক্তিতে জোর আছে মনে হল, তার ওপর কাজের লোকের পক্ষে ব্রিভ শহরের জীবন অসহ্যরকম একঘেয়ে—তাই সকাল বেলা বেদিয়ে পাজ্-কে জানিয়ে দিলেন, তিনি সংগঠনে যোগ দিতে প্রস্তুত। পরে দেখা গেল ওঁর সাহস আছে, উদ্যমও আছে। ওঁর প্রধান গুণ, লোকের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিতে পারতেন। ঐ জেলায় একটা শক্তিশালী এফ-টি-পি গ্রুপ ছিল। বেদিয়ে তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেললেন। কমিউনিস্টরা বল্ল : তোমাদের ঐ পুরোনো রাজনীতিওলাদের মতো নন বেদিয়ে ; উনি চোখে ঠুলি এঁটে থাকেন না।…”

জয়ের পর বেদিয়ে হলেন প্রিফেক্ট (ম্যাজিস্ট্রেট)। তারপর নির্বাচনে জিতে পার্লামেন্টে গেলেন। জেনারেল দ্যগল তাঁকে বসালেন আণ্ডার-সেক্রেটারীর পদে। অনেক মন্ত্রিসভায়ই অংশ নিলেন বেদিয়ে। ওঁর প্রভাব বেড়ে চল্ল : লোকে বলত, ওঁর পদটা ছোট বটে, কিন্তু মন্ত্রিসভার নীতি ওঁরই হাতে তৈরী। তার কারণ দেওয়া হত এই বলে—ওঁর নাকি একটা নিজস্ব নীতি আছে, তার ওপর সুচতুর মারপ্যাঁচের কায়দায় সব সময়েই উনি নিজের কোটটা বজায় রেখে ছাড়েন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বেদিয়ের নীতির বালাই-ই ছিল না। তিনি এমন অবলীলাক্রমে মত পরিবর্তন করতেন যে অবাক হয়ে যেতে হত। কালই যাকে প্রশংসা করেছেন, দেখা যেত আজ তাকে নিন্দা করছেন ; অথচ এমন আন্তরিক ভাবে করছেন যে তাঁকে ভণ্ড বলে সন্দেহ করার কথা কারও মাথায় আসত না। উনি কোনো নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করতে চান বলে যে ওঁর রাজনীতি ভাল লাগত তা নয় ; রাজনীতির খেলাটা ভাল লাগত খেলা হিসেবেই—পর্দার আড়ালে সলা-পরামর্শ, নির্বাচনের অনিশ্চয়তা, গবর্মেন্ট যখন আস্থাসূচক ভোটের প্রস্তাব আনে তখনকার মজা,

মন্ত্রিত্ব-সংকটের বিকারগ্রস্ত রাতগুলি—এই সব ওঁর ভাল লাগত। ১৯৪৭-এর বসন্তকাল পর্যন্ত কমিউনিস্টদের সঙ্গে উনি চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখলেন, কিন্তু যখন জানা গেল যে কমিউনিস্টদের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হবে, অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে উনি তাদের প্রচণ্ড গাল দিতে লাগলেন। উনি পার্লামেন্টে ছিলেন এম-আর-পি ক্যাথলিক পার্টিতে, যদিও ধর্মে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করেননি, আর ধর্মযাজকদের তো দেখতেই পারতেন না। ঐ পার্টিতে গেলে সুবিধা হবে ভেবেই উনি ওতে যোগ দিয়েছিলেন। জেনারেল দ্যগল সম্বন্ধে সশ্রদ্ধভাবে কথা বলা ওঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, প্রতিরোধের সময় থেকে। যদিও জেনারেলের আড়ষ্ট ভাব, আত্মম্ভরিতা, আর গ্রাম্য অভিজাতসুলভ আচরণ দেখে উনি বিরক্ত হতেন, তবু তিন তিন বছর ধরে জেনারেলকে তিনি 'ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা' বলেই ডেকে এসেছেন। তারপর একদিন এল যেদিন একদিকে উচ্চাকাঙ্খী জেনারেল আর অন্যদিকে পুরোনো পরীক্ষিত নেতৃবৃন্দ—এর মধ্যে তাঁকে বেছে নিতে হবে। সেদিন বেদিয়ে দুর্দান্ত বক্তৃতা দিলেন, বল্লেন—রিপাব্লিকের প্রতি আনুগত্য চাই, গণতন্ত্র চাই, আর চাই 'তৃতীয় শক্তি' (থার্ড ফোর্স)—যা নাকি নতুন নতুন আঘাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করবে। উনি আমেরিকানদের পছন্দ করতেন না, ভাবতেন তারা মূর্খ আর অহংকারী। কিন্তু বুঝতেন যে আমেরিকার মতো এত বড় একটা শক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই ভেবে ওয়াশিংটন থেকে যা কিছু আসত তাই উনি সাগ্রহে সমর্থন করতেন।

ওঁর কতকগুলি রুচি আর প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছিল, কিন্তু কাজের সঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধ ছিল না। উনি গৃহী হিসাবে আদর্শ। রাজনীতির কথা শুনিয়ে স্ত্রীকে কখনো জ্বালাতন করতেন না; ছোট মেয়েটিকে আদর করতেন, ফুল গাছে জল দিতেন, বৈঠকখানার দেওয়ালে নতুন ওয়ালপেপারটা কেমন হল তা নিয়ে আলোচনা করতেন। ওঁর মাছধরার নেশাও দারুণ। মোটের ওপর সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানোই ওঁর পছন্দ। পুরোনো ইয়ার বন্ধুদের কাছে কখনো কখনো স্বীকার করতেন: "রাজনীতিটা নীচ—কিন্তু এড়ানো যায় না; ওটা যেন জুয়োর নেশা, রক্তে রক্তে মিশে যায়।..."

বর্তমান সময়ে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হাস্যজনক, তা তিনি বুঝতেন। বিষণ্ণ মনে ভাবতেন: এক সময়ে আমাদের ক্লেমঁসো ছিলেন,

ব্রিয়াঁ ছিলেন, বার্থু ছিলেন—তাঁরা হুকুম শোনাতেন, শুনতেন না; আফশোষ যে আমি এত দেরীতে জন্মালাম।...তবে শুধু বিষণ্ণ চিন্তায় তো উনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, করতে হয় কিছু না কিছু, তাই ঘণ্টাখানেক পরেই তিনি গিয়ে নীল্‌সের সাম্প্রতিকতম প্রস্তাবটিকে এমন আবেগের সঙ্গে সমর্থন জানাতেন, যেন তাঁর জীবনই তার ওপর নির্ভর করছে।

গর্বিত চালে চলতেন ওঁর স্ত্রী, ভাব দেখাতেন যেন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। বেদিয়েও তাঁকে দেবীর মতোই ভজনা করতেন; তবে সব সময়েই উপপত্নী রাখতেন—শাদাসিধে, আমুদে উপপত্নী। ওঁর স্ত্রী একবার এম্‌নি এক সপত্নীর কথা জানতে পারলেন; ছোট্ট লেসের রুমালটি চোখে তুলে ধরে অস্ফুট, উদাসী স্বরে বল্লেন: "তুমি এত মিথ্যে কথা বলতে পার তা জানতাম না।..." ক'দিন পরে মন্ত্রিসভার এক মীটিংয়ের সময় ঐ কথাগুলো বেদিয়ের মনে পড়ল—হাসতে হাসতে ভাবলেন: আমি যে কি করি তা তো পোলিন বোঝে না! পাকা মিথ্যেবাদী না হলে এ কাজে একদিনও টিকতে পারতাম না। মিথ্যে বলা নাকি নীচ কাজ। তা হলে মিথ্যে বলে কেন লোকে? অতিরিক্ত কল্পনা-প্রবণ বলে তো আর নয়! আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মিথ্যে কথা বলতে হয়।

অতি মোলায়েমভাবে মিথ্যে কথা বলতেন উনি, অনেক সময় বিশেষ কোন কারণ না থাকলেও বলতেন—স্রেফ লোক খুশী করার জন্যে: আলাপকারীকে আপ্যায়িত করাই তো ভাল। এক রকম বল্লেন হয়তো নীল্‌সকে, মেয়ারকে আর এক রকম, আবার আরও এক রকম গলিস্টদেরকে। কমিউনিস্টদের আক্রমণ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরই কারও কারও সঙ্গে সদ্ভাব রাখার চেষ্টা থাকত, বলতেন: "আজ বোধ হয় একটু বেশী বলে ফেলেছি।...কিছু মনে করবেন না, অবস্থাগতিকে অমন হয়েছে। সেই প্রতিরোধের সময় থেকেই কমিউনিস্টদের জানি আমি—তাঁদের সঙ্গে মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু ফরাসী জাতি থেকে তো তাঁদের তফাৎ করে দেওয়া যায় না..."

বিমান শিল্পের অবস্থা তদন্ত করার জন্যে পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব আনল কমিউনিস্টরা। আরম্ভ হল তর্কাতর্কি। অনেকের বক্তৃতার পর বেদিয়ে উঠলেন:

"মস্কোপন্থীরা যে জঘন্য লোক-ভোলানো বক্তৃতাবাজি করলেন, তার

প্রতিবাদ করি। কমিউনিস্ট ভদ্রমহোদয়েরা যখন অতি-দেশভক্তির সাজ পরে দাঁড়ান, তখন হাসি পায়। আমাদের বিমান শিল্পের দুর্বলতাটা কোথায়? ওখানে যারা পরিচালক আর বিশেষজ্ঞ—গদিতে থাকার সময় কমিউনিস্টরা যাদের সর্বত্র ঢুকিয়ে রেখেছিলেন—সেই পরিচালক আর বিশেষজ্ঞরা খুব নীচু দরের, সেজন্যেই বিমান শিল্প দুর্বল। আমাদের দেশের শিল্পের এই যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এর কর্মপটুতা বাড়ানোর জন্যে আমরা সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করছি। ব্লেরিয়োর জন্মভূমি আমাদের দেশ—এদেশ তার বৈমানিক আর বিমানরচনা-করীদের নামে গর্ব করতে পারে। কমিউনিজমের কালসাপ আমাদের কামড়াতে চায়, কিন্তু আকাশ তাদের নাগালের বাইরে…”

হাতাতালি দিয়ে উঠল ক্যাথলিক আর সোশ্যালিস্টরা! আবেগের সঙ্গে বেদিয়ের করমর্দন করে গার্সি বল্লেন:

“সাচ্চা ফরাসীর কথা শুনলাম, বড় আনন্দ হল।”

পরদিন এয়ার-ফ্রান্সের (বিমান প্রস্তুতকারক ফরাসী কোম্পানী) পরিচালকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বেদিয়ে বল্লেন, সখেদে:

“জাতীয় শিল্পকে সাহায্য করার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, তবে জনমত দেখতে হবে তো! ‘১৪-এচ’ ইঞ্জিনের বিরুদ্ধে খবরের কাগজগুলো কেন যে লেখালেখি শুরু করল বুঝলাম না। দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেছে দুমঁ-র লেখাটাতে: কারিগরি খুটিনাটি লোকে আর কি বোঝে—তার ওপর উনি আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন—আল্‌প্‌সের ওপর সেই যে দুর্ঘটনাটা হল, সেটাকে এমন করে লিখেছেন যে লোকে আর আমাদের তৈরী ইঞ্জিন দেখলে প্লেনে চড়বেই না। ফরাসী আমি, বলতে আমার খুবই কষ্ট হয়, কিন্তু তবু পরামর্শ দিচ্ছি—‘লঁগেডক ১৬১’-র জন্যে আমেরিকান ইঞ্জিনগুলোই ব্যবহার করুন।”

গত সপ্তাহেই বেদিয়ে যে দুমঁর সঙ্গে খানাপিনা করেছেন—মার্নের ধারে একটা ছোট হোটেলে—সে কথা তিনি স্বভাবতই জানালেন না। ফরাসীদেশে পল্লী অঞ্চলের শোভা কী মধুর, সংকট আর এটম বোমার কচকচির পর এই মার্নের ধারে ছিপ ফেলে বসে থাকা কী আরাম—এই সব আলাপই ওঁদের হয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে। আল্‌প্‌সের ওপর দুর্ঘটনাটার কথা তুলে বেদিয়ে বলেছিলেন:

“লোকে মনে করে আপনিই ফ্রান্সের বিবেক। তাই লোককে আপনার

জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, পিয়ের কো-র আমল থেকেই আমাদের বিমান শিল্পে দুরবস্থার একশেষ হয়েছে। প্রত্যেকটা জাতিই দেখবেন একটা কাজে হয়তো বিশেষ পটু, আবার আর একটা কাজে একদম আনাড়ি। ভাল গন্ধদ্রব্য আমেরিকানরা তৈরী করতে পারে না, তারা নিজেরাই স্বীকার করে। তবে আমাদের স্বীকার করতে আপত্তি কি, যে আমাদের হাতে ভাল ইঞ্জিন হয় না?"

যুদ্ধজয়ের পর বের্তি-কারখানাগুলো জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল; এখন সেখানে কাজ চলছে একটা আর্জেন্টাইন অর্ডার সাপ্লাই করার জন্যে—দশখানা প্লেন বানাতে হবে। স্বভাবসিদ্ধ বিচক্ষণ ধরণেই কথাটা পাড়লেন নীল্‌স। বেদিয়েকে বল্লেন: "আর্জেন্টাইনীয়রা হচ্ছে আমেরিকার টার্টারিন। পেরঁ-র ধারণা তিনি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার একটা কেউ-কেটা, কিন্তু আসলে তিনি শিশুর মতো খামখেয়ালী। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মানতেই হয় যে, যা খুশী কেনাকাটার অধিকার তাঁর আছে, আর ফ্রান্সের অধিকার আছে যাকে ইচ্ছে মাল বেচবার। তবু, দশখানা প্লেনেই পাল্লা ঝুঁকে পড়বে কি? পেরঁ-র অবিশ্যি সহজ হিসেব—ওয়াশিংটনের ওপর উনি চাপ দিতে চান। কিন্তু ফরাসীদের কোনো লাভ হবে না, শুধু আমাদের আইসোলেশনিস্টদের (স্বতন্ত্রতাবাদীদের) সাহায্য করাই সার হবে। আপনারা দশখানা প্লেন বেচবেন বটে, কিন্তু তার ফলে আমেরিকা থেকে আলাদা হয়ে পড়বেন—খুব লাভ বলে তো মনে হয় না।..."

বেদিয়ে পররাষ্ট্রীয় মন্ত্রীকে ফোন করলেন: "আর্জেন্টিনার জন্যে দশটা প্লেনের লাইসেন্স দিচ্ছেন, না? নীল্‌স একদম ওর বিরুদ্ধে। সত্যিই, ওর লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে।"

লাইসেন্স জোগাড় করার চেষ্টায় চারদিকে ছোটাছুটি করছিলেন লজঁ। অবশেষে ঠিক করলেন যে বেদিয়েকে গিয়ে ধরবেন—যদিও বেদিয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না।

"লাইসেন্স দেওয়া সম্পর্কে সরকারী দীর্ঘসূত্রতায় আমাদের কারখানার অবস্থাটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টাকা তো ধার দিচ্ছেই না, তার ওপর অর্ডারটা সাপ্লাই করতেও বাধা দিচ্ছে।"

"আপনার মতোই রাগ হচ্ছে আমারও," বেদিয়ে জবাব দিলেন। "তবে

হিংসে থেকেই যে করছে তা মনে হয় না। 'কে দসে'-র (পররাষ্ট্র দপ্তরের) স্বভাবই ঐ, নড়তে চড়তে ছ' মাস। আচ্ছা আজ মন্ত্রি মশায়কে বলব।..."

বিদায় নিচ্ছিলেন লজঁা, বেদিয়ে আটকালেন: লজঁার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে শুধু কেতাদুরস্ত, নীরস। লাইসেন্স সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা তো অপ্রিয় কর্তব্য। বেদিয়ে এখন এই লোকটির ওপর তাঁর মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করে দেখবেন—বিশেষত লোকটির যখন বিদ্রোহী বলে খ্যাতি আছে।

"মঁসিয়ে লজঁা, কপালগুণে যখন আপনার সাক্ষাত পেলাম তখন বলেই রাখি, আপনার কাজ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। বের্তি কারখানাটাকে সর্বনাশের হাত থেকে আপনিই বাঁচিয়েছেন। রাজনীতিতে আপনি আমার বিরোধী, সেজন্তেই আপনার কৃতিত্ব স্বীকার করতে আরও ভাল লাগে। 'ফ্লাইট' নামে আমেরিকান পত্রিকাটা, তাতে সেদিন আপনার ওপর একটা লেখা পড়লাম: আমেরিকানরা লিখেছে, শুধু সংগঠনেই আপনার হাত খেলে না, বিমান-রচনায়ও আপনি দারুণ ওস্তাদ। তাই আমাদের কাগজে যখন আপনাকে গাল দেয় তখন আরও কষ্ট লাগে। পার্টিগত অন্ধদৃষ্টির ফলই এই! তুমঁর মতো দায়িত্বশীল সাংবাদিক, তিনি পর্যন্ত ব্যক্তি বাদ দিয়ে জিনিষটার বিচার করতে পারেন না। এত অসামঞ্জস্য আসে কোথা থেকে? আর যাই হোক, প্রশ্নটা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তো বটে। আপনার কাছে স্পষ্ট কথাই বলি—আপনার দলের লোকেরা কি করে বল্লেন যে গবর্মেণ্ট আমাদের বিমান শিল্পটাকে মেরে ফেলতে চায়? যত ঝগড়াই হোক, এমন কথা বলা কি উচিত? কালই তো মন্ত্রিমশাই আমাকে বল্লেন, আমাদের বিমান কারখানাকে সাহায্য দিতেই হবে। অবিশ্যি মার্শাল প্লানে আমরা চুক্তিবদ্ধ—ধার দিয়েছে আমেরিকান ইঞ্জিন কেনার জন্তেই—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা পূর্ণ করেও আমরা আমাদের নিজেদের শিল্পটাকে রক্ষা করতে পারি।"

লজঁা তর্ক করলেন না; সৌজন্যপূর্ণ হাসি হেসে বিদায় নেবার আগে জিজ্ঞাসা করলেন:

"তা হলে লাইসেন্সটা পাওয়া যাবে বলে ধরতে পারি তো?"

"আমার যথাসম্ভব আমি করব।"

কারখানার প্রধান ইঞ্জিনীয়র মোর‍্যা জিজ্ঞাসা করলেন লজঁাকে:

"আর্জেন্টিনার প্লেনগুলো সম্বন্ধে কি করা হবে?"

"বেদিয়ের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তিনি বল্লেন, সরকারী দপ্তরের স্বাভাবিক ফাইলবাজিতেই দেরী হচ্ছে। আজ এই নিয়ে কথা বলবেন।...তাই মনে হচ্ছে লাইসেন্সটা পাওয়া যাবে।"

লজ্ঁা ভাবলেন: বেদিয়ে খুব ধূর্ত। ও কাগজগুলোকে গাল দিল, আর আমাকে প্রশংসা করল—কেন? এর পেছনে কিছু আছে নিশ্চয়। ওরা কি ঠিক করেছে যে কারখানাটাকে সাহায্য করবে? আমেরিকানদের সঙ্গে ওদের একটু খটাখটি বেধেছে হয়তো, তাই চাপ দিয়ে আমেরিকানদের কাছ থেকে ছিটেফোঁটা আদায়ের চেষ্টা করেছ। না, কি, মন্ত্রিসভায়ই কোনো ঝগড়া বাধল? শোনা যায়, কোনো কোনো কারখানাওলা বুঝি মিলিটারী চুক্তি চায় না। বেদিয়ে লোকটা জঘন্য—ধরা ছোঁয়া দেয় না। কিন্তু লাইসেন্সটা দেবে, আর এই মুহূর্তে ওটাই তো প্রধান কথা।..."

লজ্ঁা চলে যাওয়ার পর ঘণ্টা বাজিয়ে সেক্রেটারীকে ডাকলেন বেদিয়ে:

"ঐ লাইসেন্স ব্যাপারটার সব ঠিকঠাক রেখো—দেখো যেন কিছুতেই লাইসেন্স না দেওয়া হয়।"

জানালার কাছে উঠে গেলেন উনি। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি; গোধূলি নামছে। বিবর্ণ আলোগুলো মিটমিট করছে, স্বপ্ন দেখছে যেন। হঠাৎ হাসলেন: এ খেলার কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু তবু, মজা আছে। আর কোন্ খেলারই বা অর্থ হয়?

[১৯]

লজ্ঁাকে বের্তি কারখানার পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছিল ১৯৪৫-এর বসন্তকালে। মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণে ওর কতকগুলো শপ (বিভাগ) তখন একেবারে বিধ্বস্ত। যে সব ইঞ্জিনীয়র জার্মাণদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তাঁরা নাক শিঁটকে বল্লেন—কিচ্ছু করা যাবে না: কলকব্জা ক্ষয়ে গেছে, তার ওপর না আছে কাঁচামাল, না আছে জ্বালানি। এদিকে শীতের চোটে আর খিদের জ্বালায় মজুরদের অসহ্য ভোগান্তি। লজ্ঁা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটালেন কারখানার মধ্যে—কখনো উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন, কখনো

নক্‌শার পর নক্‌শা পরীক্ষা করেন, কখনো বা মজুরদের দাবীদাওয়া মন দিয়ে শোনেন। কোনো কোনো শ্রমিক বল্লেন: "কমরেড লর্জা, কার জন্যে কাজ করতে যাব? জেনারেলের জন্যে? কী চলেছে একবার তাকিয়ে দেখুন: মুনাফাখোরেরা লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে, আর আমাদের বেলায় আলু কেনারও পয়সা জোটে না।" উনি উত্তর দিলেন, "সত্যি, কী লজ্জার কথা! কিন্তু তবু, ফ্রান্সকে তো আমাদের মেরামত করে তুলতে হবে, নইলে আমেরিকানদের খপ্‌পরে পড়ে যাবে যে।..."

ঐ কারখানায় লেপিকেয়ার নামে একজন ফোরম্যান ছিল, সে নাকি 'সিণ্ডিক্যালিস্ট'। জার্মাণ দখলের সময় ও পিছিয়েই থাকত, বলত: "কাঁটা যদি খচ খচ করে তো আদুরে দুলালেরা এসে সে-কাঁটা তুলুন, নয়তো রাজনীতি-ওলারা তুলুন—পতাকা কার উড়ছে তা নিয়ে মজুর মাথা ঘামাবে কেন?" ঐ লেপিকেয়ারই পঁয়তাল্লিশের শরৎকালে মজুরদের ওস্কাতে লাগল—স্ট্রাইক কর: "মন্ত্রীর গদী আঁকড়ে বসে আছে কমিউনিস্টরা, আমরা না খেয়ে মরছি তাতে ওদের বয়েই গেল। জোঁকের মতো রক্ত চুষছে লর্জা, কোথায় লাগে বের্তি।..." মজুরদের সভায় লর্জা বল্লেন: "ভগ্নস্তুপ আমাদের সারিয়ে তুলতেই হবে, নইলে ফ্রান্সেরই সর্বনাশ।" লেপিকেয়ার বক্তৃতা করল দেড় ঘণ্টা ধরে, নিজের বুক চাপড়াল, চীৎকার লাগাল যে লোকের কচি কচি ছেলেমেয়ে সব না খেয়ে মরছে, শেষ দিকে একটু জলও বার করল চোখ দিয়ে। মজুরেরা স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে মত দিল।

যুদ্ধের আগেও জাতীয় স্বার্থের কথা বলেছেন লর্জা, কিন্তু নিজের কাছেই মনে হয়েছে কথাগুলো যেন ভাসাভাসা। প্রতিরোধের সময়, যখন উনি গেরিলা বাহিনী গড়ে তুল্লেন, জার্মাণ মিলিটারী ঘাঁটি আক্রমণ করলেন, গেস্টাপোর হাত থেকে গা ঢাকা দিলেন—তখনই বুঝলেন ফ্রান্স কী জিনিষ। জন্মভূমির ধারণাটা রূপ পেল রক্তে মাংসে; নিজের বাড়ীব কথা ভাবলে মানুষের যেমন একটা স্বত্ব-স্বামিত্বের ভাব আসে, ফ্রান্সের কথা ভাবার মধ্যেও উনি আজকাল তেমনি ভাবের আমেজ পেতেন।

মিথ্যে আশা ওঁর কোনো দিনই ছিল না, তেতাল্লিশ সালেই কমরেডদের বলেছিলেন: "আজ আমাদের চায় ওরা, কিন্তু বছর পাঁচেক পরে কি দাঁড়াবে? চূড়ান্ত অমঙ্গলের দিন তো পড়েই রয়েছে।" বলতেন এ ভাবেই,

তবু কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে, অতীতে আর ফিরে যেতে হবে না, বর্তমানের ভয়ঙ্কর ঝড়ই আবহাওয়া সাফ করে দেবে। কিন্তু ঘটনার গতি সে বিশ্বাসকে রক্ষা করল না তো! লোভী আর নির্বোধ ব্যবসাদারেরা ১৯৪০-এর অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি। বেশ প্রফুল্ল মনেই তারা ফ্রান্সকে ছেড়ে তোষামোদ করতে লাগল নীল্‌সকে, নয়তো অন্য কোন মুরুব্বিকে। কাল যারা ছিল ভিশীওয়ালা, জার্মাণদের হুকুমবরদারীই ছিল যাদের কাজ—তাদের দোষ কাটিয়ে দেওয়া হল; যাদেরকে তারা সেদিনও গাল দিয়েছে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে, 'ডাকাত' বলে, তাঁরাই এসে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

১৯৪৭ সালের শরৎকালে দেশের মধ্যে দারুণ অশান্তি। লক্ষ লক্ষ লোকের মনে জেগে ছিল—মাকিদের কথা, গেরিলাদের কথা, পারীর অভ্যুত্থানের কথা। যুদ্ধজয়ের ফল যে কেড়ে নেওয়া হল তাদের হাত থেকে, তা তারা মেনে নেয় কি করে? স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইক বাধল, ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশময়। ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সরকার পাঠাল পুলিশ আর মিলিটারী, টীয়ার গ্যাস আর মেশিন গান।

ক'দিন ভয়ে কুঁকড়ে থাকলেন পিনো, তারপর উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠলেন: "কমিউনিস্টরা শুধু গায়ের জোরের ভাষাই বোঝে, বলিনি আমি এতদিন?" শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলোতে ভাঙ্গন আনার জন্যে চারদিক চষে বেড়াতে লাগলেন বেদিয়ে, দিনরাত চল্ল লেপিকেয়ারের চীৎকার: "কমিউনিস্ট-দের জন্যে উপোস দেব? সেটি হচ্ছে না বাবা! একটা 'ফোর্স উভরিয়ে' (পাণ্টা শ্রমিক সংগঠনের নাম) চাই, হ্যাঁ তাই চাই আমাদের। আর রাজনীতি ফাজনীতি নয়!" কর্ণেল রবার্টসের কাছে ঘটনার এক বিস্তৃত বিবরণ পাঠিয়ে তার উপসংহারে নীল্‌স লিখলেন: "ফ্রান্স আর ইউনাইটেড ষ্টেটসের সহযোগিতায় যে শক্তিগুলো বাধা দিচ্ছিল সেগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে, অবশেষে।"

লর্জার কথাটা ওঠান হল জানুয়ারী মাসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে। অমনি বেদিয়ে সাবধান হলেন: লর্জা নাম করা লোক। প্রতিরোধের বীর আবার চমৎকার ইঞ্জিনিয়র—দুই পরিচয়েই তিনি পরিচিত। শ্রমিকদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়। আরও সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করাই ভাল। তখন বেদিয়ে বল্লেন: "আস্তে আস্তেই ফ্রান্সকে সাফ করতে হবে। এম্‌নিই তো মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। উত্তেজনাসৃষ্টিকারীদের খপ্পরে গিয়ে দরকার কি?

তার চেয়ে খবরের কাগজগুলো আগে জমি তৈরী করুক। এ ব্যাপারে হুমঁ আমাদের সাহায্য করতে পারেন। গাছের শেকড়ে কোপ দিতে পারলে ফেলতে কতক্ষণ ?"

'ওরোর', 'ফিগারো', আর 'এপোক' পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই লজ্‌ঁার নাম দেখা যেতে লাগল। ওরা লিখল: লজ্‌ঁা একটা নিষ্ঠুর স্যাডিস্ট (নিগ্রহপিশাচ), প্রতিরোধের সময় উনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর ব্যক্তিগত হিংসা চরিতার্থ করতেন, ইমানদার ফরাসীদেরও গুলি করে মারতেন। বের্তি কারখানার বিমানরচনা বিভাগটাকে উনি নাকি যত সব মূর্খ কমিউনিস্টের ধরমশালা বানিয়ে তুলেছেন, বিমান দুর্ঘটনাগুলোর জন্যে নাকি উনিই দায়ী; দলের উন্মাদ ভক্ত হলেও উনি নাকি দু হাতে পয়সা ওড়ান—দেশের এই সংকটগ্রস্ত শিল্পটার জন্যে করদাতাদের যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয় তার বেশ মোটা অংশ যায় ওঁরই পকেটে।

যুদ্ধের আগে বড় বড় কারখানাওলারা লজ্‌ঁাকে কাজ দিত না—কারণ তিনি কমিউনিস্ট। তাই রশাইনেতে কাজ নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তবে সে সময় ইঞ্জিনীয়রদের মধ্যে তাঁর বন্ধু ছিল অনেক—র‍্যাডিক্যাল, ক্যাথলিক, এমন কি একজন রয়ালিস্টও; বিভিন্ন মতের লোকের মধ্যে তখনও যাতায়াত ছিল, দেখাসাক্ষাত হত, তর্কাতর্কি চলত। এখন যেন দেশটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বের্তি কারখানার অনেক ইঞ্জিনীয়র লজ্‌ঁাকে ঘৃণা করতেন—শুধু তিনি কমিউনিস্ট বলেই। ওঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে লজ্‌ঁা কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছু হয়নি। সেদিন কতকগুলো নক্সা নিয়ে সারাদিন মোর‍্যাঁর সঙ্গে কাজ করতে হল। কারখানা থেকে ওঁরা এক সঙ্গে বার হলেন, লজ্‌ঁা প্রস্তাব করলেন কাফেতে যাওয়া যাক। মোর‍্যাঁ উত্তর দিলেন: "মঁসিয়ে লজ্‌ঁা, আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমি বাধ্য, তার বেশী কিছু চাইবেন না।...আপনি মাকিদের মধ্যে ছিলেন না? শুনে রাখুন, রুশিয়ানরা যখন ফ্রান্স আক্রমণ করবে তখন মাকিতে যোগ দেব আমি—আর পারি তো আপনাকে গুলি করে মারব, প্রতিজ্ঞা করছি।"

লজ্‌ঁার ওপর শ্রমিকদের বিশ্বাস ছিল। লেপিকেয়ার একদিন 'ওরোর' কাগজে প্রকাশিত একটা গাঁজাখুরি গল্প বলতে গেল:

"তিলঁতে লজ্‌ঁা বেশ দু পয়সা গুছিয়ে নিয়েছিলেন, শোনা যায়। নিসে উনি একটা বাগানবাড়ী কিনেছেন।..."

শ্রমিকেরা একটী কথাও বল্লেন না। পালি শেষ হলে লেপিকেয়ার গেল হাত ধোবার ঘরে। সেখানে ওকে ঘিরে ফেল্ল সবাই। ওর ধস্তাধস্তি সত্ত্বেও ওকে একটা ঠেলা গাড়ীতে বেঁধে গায়ে হলদে ন্যাকড়া জড়িয়ে দেওয়া হল, তারপর তুমুল টিটকারী দিতে দিতে আর সিটি বাজাতে বাজাতে সবাই মিলে ওকে গেট পার করে দিয়ে এল।

"আমাদের শপে যদি নাক গলাতে আস তো মেরেই ফেলব তোমাকে", একজন বুড়ো গোছের শ্রমিক বলে দিলেন।

"কেন, তা তো বুঝছিনে", লেপিকেয়ার বল্ল।

"তুমি একটা জঘন্য দালাল, তাই।"

শ্রমিকেরা লর্জার কথা বলতেন তাঁর ডাক নাম ধরে। "আঁরি বলেছেন", এটুকু শুনলেই শ্রমিকরা আরও জোরে কাজ করতে প্রস্তুত। জার্মাণ আমলে লর্জা তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন, ছেলেপিলেদের বিসর্জন দিয়েছেন—তা তাঁরা সবাই জানেন। পারিবারিক বৈঠকে তাঁরা লর্জাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। ছুটি থেকে ফিরে এসে গাব্যা মিস্ত্রী তাঁর স্ত্রীকে বল্লেন:

"কয়েক বোতল মদ নিয়ে এসেছি, ভালই হয়েছে। আঁরিকে ডিনারে নেমন্তন্ন করা যাক; গল্পস্বল্পও করা যাবে। ওঁর আর কে আছে বল?"

মাংসের 'রাগু' বানানোর পাকপ্রণালী খুব জটিল—অনেক পরিশ্রম করে তাই বানালেন গাব্যার স্ত্রী। আর মদটা যে চমৎকার সে বিষয়ে গাব্যার সন্দেহ ছিল না।

"আমাদের সাঁসেরের মতো মদ আপনি কোথাও পাবেন না। এর চেয়ে বেশী দামের মদ আছে অবিশ্যি, কিন্তু এমনটী আর নেই। এর খুশবু-ই আলাদা।..."

ওঁদের ছ'বছরের খোকা আর চার বছরের ছোট্ট খুকী—অতিথির দিকে চেয়ে তারা প্রথমে খুব গম্ভীর ভাবে বসে রইল, তারপর হুটোপুটি লাগিয়ে দিল। ওদের খেলায় জুটে গেলেন লর্জা, মেঝের ওপর চল্লেন হামাগুড়ি দিয়ে, আর্ম-চেয়ারটার পেছনে লুকিয়ে টু দিলেন।

ছেলেমেয়েদের ঠেলেঠুলে শুতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারপরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত উনি রইলেন; কারখানার হালচাল সম্বন্ধে আলাপ হল, রাজনীতিক

ব্যাপার-স্যাপার নিয়েও আলোচনা হল। গাব্যাঁ জানালেন গ্রাম দেশে অবস্থা কি রকম:

"ওরা খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস করে, তা ভাববেন না আঁরি। খোলা-খুলি বলে দেয়: আমেরিকানরা এসেছে সেপাই ভাড়া করতে, কিন্তু আমরা যাচ্ছিনে বাবা, কচি খোকাটি পাওনি আমাদের…"

অফিসের ঝাড়ুদারণী নিজের পয়সা দিয়ে ফুল কিনে আনত—খুব দামী নয়, ভায়োলেট কিংবা কার্নেশন, কিংবা হয়তো অ্যাস্টার—এনে লজ্‌াঁর খাস কামরায় সাজিয়ে রাখত। গাব্যাঁ-র মতো সেও মনে মনে বলত:"ওঁর স্ত্রী নেই, একটু আনন্দ দেবার কেউ নেই…"

লজ্‌াঁ জোসেৎ-কে ভোলেননি। কোনো সন্ধ্যায় একটু অবকাশ পেলেই মনে ফিরিয়ে আনতেন বিগত জীবনের কত কথা। একবার নিজেই টের পেলেন কি ভাবছেন: "আমি কাজ করতে পারি, লড়তে পারি, কিন্তু জোসেৎকে হারিয়ে অবসর-সুখের কথা ভাবতে পারিনে তো।…"ছোট্ট মিমি চোখের সামনে ভেসে উঠত, ভেসে উঠত পল—সেই লাজুক রূপহীন স্কুলের ছেলে, বয়সের আগেই যে বড় হয়ে উঠেছিল, বীর হয়ে উঠেছিল। কোনো দিন তিনি এসব স্মৃতি এড়িয়ে যেতে চাননি; তাঁর শোকই তাঁকে তুলে ধরত, তাঁকে সাহায্য করত বুঝতে আর বাঁচতে আর সংগ্রাম করতে।

খবরের কাগজে কমিউনিস্টদের নাম দিয়েছিল "নিহত মানুষের পার্টি"; সে নামের মধ্যে গভীর অর্থ দেখতে পেতেন লজ্‌াঁ। জমিনদাররূপে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাঁদের বিধবা পরিবারদের দেখতেন পার্টি মীটিংয়ে, দেখতেন আরও কত লোক যারা বাপ হারিয়েছে, ভাই হারিয়েছে, প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়েছে। জীবিতদের পাশে সেইসব মৃত সাথীকেও যেন উনি দেখতে পেতেন—তারাও যেন তর্ক করছে, উত্তেজিত হয়ে উঠছে, স্ট্রাইকে নামছে, গুলির সামনে বুক পেতে দিচ্ছে।

গেস্টাপোর উৎপীড়নে মৃত্যুর আগে পল যে হাসপাতালে ছিল সেখানকার ডাক্তার বলেছিলেন লজ্‌াঁকে:

"আপনার ছেলে বীরের কাজ করেছে। একেবারে শহরের মধ্যেখানে জার্মাণ অফিসারদের আক্রমণ করা বীরত্ব নয়তো কি? আর মনে রাখবেন সেটা

তেতাল্লিশের মার্চ মাসে, মিত্রবাহিনী ফ্রান্সে নামার অনেক আগে।...ওর কাছে আমি যখন গেলাম তখন ও কবিতা বলছে :

মৃত্যুর হাওয়াকে দূরে ঠেলে দিয়ে,
সারা পথ জুড়ে কুঁড়িরা
গোলাপ হয়ে ফুটল......"

লজাঁ যখন তাঁর কমরেডদের দেখতেন, কারখানার ধূসর সবুজ বাগানটায় ছেলেদের দেখতেন, ঝাড়ুদারণীর হাতে করে-আনা ফুলগুলি দেখতেন—তখন ঐ ছন্দ ক'টী তাঁর মনে পড়ত। না, মৃত্যুর হাওয়ায় আমরা ভেঙ্গে পড়ব না!

নীল্সের সঙ্গে সেই সেদিন সন্ধ্যায় কথাবার্তার পর বেদিয়ে বুঝলেন এবার কাজে নামার সময় এসেছে : লজাঁকে বরখাস্ত করার প্রশ্নটা তুলবেন ঠিক করলেন। কিন্তু গার্সি ওঁর আগেই লেগে গিয়েছিলেন : তিনি নিজে এ ব্যাপার নিয়ে ন্যাশনাল এসেম্বলিতে (আইন সভায়) কথা বলতে সাহস করেন না—কারণ দ্যুগলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সবাই জানে, শ্রমিকদের সকলকে জেনারেলের প্রতিকূল করে তোলা ঠিক হবে না তো। তাই প্রশ্নটা তুলবার জন্যে তিনি এক সোশ্যালিস্টকে ধরলেন। সোশ্যালিস্টটি হচ্ছেন ভূতপূর্ব এটর্নী লগ্রান, তার্ণ অঞ্চলের ডেপুটি (এম-এল-এ)। জার্মাণ দখলের গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন পেতঁ্যাপন্থী, পরে লণ্ডন দপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন ; খবরের কাগজে লেখা হত যে তিনি প্রতিরোধের অন্যতম নেতা। যুদ্ধ বন্ধ হবার অল্প দিন পরে লজাঁ একটা মীটিংয়ে গেছেন, দৌড়ে এলেন লগ্রান। বল্লেন : "পারী অভ্যুত্থানের বীর ল্যক! আপনাকে দেখে বড় আনন্দ হল! আমাদের শহরের তরফ থেকে আমি এখানে বক্তৃতা দিচ্ছি। পারীর একমাস আগেই আমরা বিদ্রোহ করেছিলাম জানেন বোধহয়, কিন্তু জার্মাণরা আমাদের দাবিয়ে দিয়েছিল।" নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন লজাঁ, "হ্যাঁ জানি। আপনি যখন পুরোনো দিনের কথা তুল্লেন, তখন এক জুলাই রাত্রের কথা স্মরণ করুন। সে রাতে এফ-টি-পির কোনো প্রতিনিধি গিয়েছিলেন আপনার কাছে। আপনাদের হাতে তখন অনেক অস্ত্রশস্ত্র। ঐ প্রতিনিধি—তিনি একজন মহিলা—অস্ত্রশস্ত্রগুলি খনি মজুরদের দেবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন। আপনি দেননি। খনি মজুররা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। তারা শহর ছেড়ে যাবার সময় ঐ মহিলাটী নিহত হন। তিনি আমার

স্ত্রী, মঁসিয়ে লগ্রান।" কথাটা না বলে লগ্রান সরে গেলেন, কিন্তু নালিশ পুষে রাখলেন মনে মনে। তাঁকে রাজি করতে গার্সিকে বেগ পেতে হয়নি।

এসেম্বলি বৈঠকে তুমুল হট্টগোল। লগ্রান যখন বল্লেন যে "লজাঁ তো জোচ্চোর" তখন কমিউনিস্টরা চীৎকার করে বাধা দিলেন, "মিথ্যেবাদী! কাপুরুষ!" সোশ্যালিস্ট আর ক্যাথলিকদের হাততালি কুড়োতে কুড়োতে লগ্রান বলে চল্লেন: "আল্পসের দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারাল তাদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী—ঐ লোকটা: কারখানাটা এখন জাতীয় সম্পত্তি, ওটাকে সে কমিউনিস্টদের গোয়াল বানিয়ে ছেড়েছে!" ডেস্ক-চাপড়ানোর শব্দে আর চীৎকারে তাঁর বক্তৃতা বাধা পেল। সভাপতি বিরতি ঘোষণা করলেন।

বৈঠক আবার বসলে কোনো রকমে বক্তৃতা শেষ করলেন লগ্রান। দাবী জানালেন—বিমান শিল্পে অরাজকতা বন্ধ করা হোক। তারপর বলতে উঠলেন বেদিয়ে:

"এ কথা জানানো প্রয়োজন মনে করি যে, আজ আমি মঁসিয়ে লজাঁকে বরখাস্ত করার হুকুমনামা সই করে দিয়েছি। কারণ তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেননি।"

এটা শুধু প্রথম ধাপ তা বেদিয়ে জানতেন। লজাঁকে সরাতে হবে ঠিকই: তাঁর প্রতিপত্তি আছে, শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে মারাত্মক কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারেন। সে যাই হোক, প্রধান কাজ কিন্তু এখনও বাকী: আমেরিকানরা যদি ফ্রান্সে ইঞ্জিন বেচতেই চায় তাহলে বেতি কারখানাটাকে সাহায্য করা বোকামি। অবিশ্যি ফরাসীর তুলনায় আমেরিকান ইঞ্জিনের দাম পড়বে তিন গুণ—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একথা তো ঠিক যে, আমেরিকানরা যেমন নেয় তেমন দেয়ও। সামান্য সামান্য জিনিষ নিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে?

দু হপ্তা পরে মন্ত্রী মহাশয় হুকুম দিলেন, বেতি কারখানার সংগঠন সব ঢেলে সাজতে হবে। শ্রমিকদের অর্দ্ধেককে ছাঁটাই করা হবে। আর ছ'জন ইঞ্জিনীয়রও যাবেন, লজাঁর মতো। মোরঁ্যা হবেন পরিচালক। যাত্রীবাহী বিমানের ইঞ্জিন আর ও কারখানায় তৈরী হবে না, শুধু ফৌজের ভ্যাম্পায়ার বিমানগুলোকে জোড়া দেওয়া হবে।

দিনটা ভালই গিয়েছিল নীল্‌সের: টলেডোর 'নিয়েলো' কাজ-করা ভারী সুন্দর একটি নস্যদানি খুঁজে পেয়েছেন সকালবেলা, সাঁ পেয়ার স্ট্রীটে প্রাচীন

জিনিষের দোকানে। তারপর আলাপ হয়েছে ক্যই-এর সঙ্গে। ক্যই র‍্যাডিক্যাল, উনি প্রধান মন্ত্রীত্বের দাবীদার বলে শোনা যাচ্ছে ; ওঁর কাছ থেকে নীল্‌স ভাল করেই বুঝে নিয়েছেন যে, ইওরোপীয় সম্মেলনের মধ্যে পশ্চিম জার্মাণীকে নিয়ে আসার প্রয়োজন উনি স্বীকার করেন। আর সব শেষে, বিকেল বেলায়, বের্তি কারখানা ঢেলে সাজার খবর নীল্‌স জানতে পেরেছেন। নীল্‌স প্রথমে নস্যদানিটা দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে নিলেন, তারপর কর্ণেল রবার্টসের নামে একটা চিঠি লেখাতে আরম্ভ করলেন : "লজ্‌ঁাকে সরানো যে কত দরকারী তা আমি এর আগে বুঝিনি : তিয়ঁ যা রেখে গিয়েছিল তা এবার একেবারে শেষ হল। বিমান শিল্পটাকে আস্তে আস্তে তুলে দেওয়া আর আমাদেরই ইঞ্জিন মেরামত ও জোড়া দেওয়ার কাজে বাকী মজুরদের নিয়োগ করা…এ বিষয়ে কি মশ, কি মেয়ার, কি বেদিয়ে, কারোরই আপত্তি নেই।"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নীল্‌স শুনলেন : "বের্তি কারখানায় ধর্মঘট।" উত্তেজিত সেক্রেটারী খবরটা নিয়ে এসেছিলেন। টেলিফোন বেজে চল্ল অনবরত : পরিস্থিতি ক্রমেই সংকটজনক হয়ে উঠছে। জানা গেল যে, মন্ত্রীর হুকুমের কথা শোনামাত্র মজুরেরা একবাক্যে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের থামাতে যান মোর্‌ঁ্যা। বলেন, উত্তেজনা স্থষ্টিকারীদের কথা শুনে পরিবার-পরিজনকে উপোসের মুখে ঠেলে দেওয়া পাগলামির কাজ ; কিন্তু মোর্‌ঁ্যাকে সবাই চীৎকার করে বসিয়ে দেয়। তখন সি-আর-এস পুলিশ বাহিনী আসে, কারখানাবাড়ী থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিতে থাকে। ছ'টা নাগাত বাড়ী, উঠোন সব ওরা সাফ করে দিয়েছে।

শ্রমিকদের সভা বসল সন্ধ্যা বেলা। ঐ কারখানায় হিসাবলেখক রূপে নিযুক্ত ছিল একটা পুলিশের চর ; তার রিপোর্টে সে স্পষ্টই জানিয়েছিল যে ঐ সভায় লজ্‌ঁা আসেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মজুরেরা তাদের বক্তৃতা শেষ করছিল এই বলে : "কমরেড লজ্‌ঁা, আপনার কাছে আমরা শপথ করছি, কিছুতেই হার মানব না।"

পরদিন সকালে ছ' হাজার মজুর দল বেঁধে যাত্রা করল কারখানার দিকে। সি-আর-এস অফিসারটার পা কাঁপছিল, ছোট্ট রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছিল বার বার। "ফিরে যাও", বলে সে চীৎকার করল, তারপর রুমালটা

নাড়াল। এক সার বন্দুক গর্জন করে উঠল একসঙ্গে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সুশার—উনি ছিলেন সব চেয়ে পুরোনো শ্রমিকদের একজন। লোকেরা কিন্তু তবু এগিয়ে চল্ল গেটের দিকে। তাদের সামনের সারিতে লজাঁ; সেদিন সকালে তিনি শ্রমিকদের কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে। তাঁর পদক্ষেপ শান্ত, মুখে অস্পষ্ট মৃদু হাসি—আর মনে বাজছে সেই ছন্দ, যে-ছন্দ উচ্চারণ করেছিল পল তার মৃত্যুর মুহূর্তে :

মৃত্যুর হাওয়াকে দূরে ঠেলে দিয়ে,
সারা পথ জুড়ে কুঁড়িরা
গোলাপ হয়ে ফুটল···

[২০]

সুশারের সমাধিযাত্রায় লজাঁর সঙ্গে দেখা হল মাদো-র। সমাধিযাত্রাটা অসাধারণ; শুধু বের্তি কারখানার শ্রমিকরাই আসেননি, পারীর সমস্ত কলকারখানা থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন, এসেছেন কমিউনিস্টরা আর ভূতপূর্ব গেরিলাযোদ্ধারা; যাঁরা যুদ্ধে পঙ্গু হয়েছিলেন তাঁরা এসেছেন, আর যাঁরা মৃত্যু-শিবির থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন তাঁরাও এসেছেন (ঢেঁড়াকাটা কয়েদীর পোষাকগুলো তাঁরা রেখে দিয়েছিলেন স্মৃতিচিহ্নের মতো, তাই পরে এসেছেন)। ১৯২৩ সাল থেকেই সুশার কমিউনিস্ট; সান্তে জেলে তাঁকে দু দু'বার জেল খাটতে হয়েছিল, তারপর জার্মাণ বন্দীশিবিরেও বন্ধ থাকতে হয়েছিল। কফিনের পেছনে সুশারের স্ত্রী, আট বছরের অনাথ নাতিটাকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন—সুশারেব মেয়ে নিহত হয়েছিল গেস্টাপোতে, আর তার স্বামী মারা গিয়েছিল জার্মাণ বন্দীশিবিরে। কালো মুখ ক'রে পুলিশগুলোর দিকে চাইছিল ছেলেটা, একটা ছোট্ট পতাকা ওর হাতে ধরা।

সুন্দর শরতের দিন। সুদূর, অতি-উজ্জ্বল আকাশটা যেন প্রস্থানমুখী। কিন্তু সুশারের কফিনের পেছনে যে তিরিশ হাজার নরনারী, তাদের নিঃশ্বাসে যুদ্ধের উত্তাপ। বের্তি কারখানার ধর্মঘট থামল না। আগের দিন স্ট্রাইক কমিটির সবাইকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। খবরের কাগজে রিপোর্ট বার হল, সরকার নাকি হুকুম জারি ক'রে শ্রমিকদের সামরিক কাজের বাধ্যবাধকতায়

ফেলে দেবেন। হ্যুম্ লিখলেন, লজ্‌াঁকে গ্রেপ্তার করা উচিত, তিনি বিদেশী গোয়েন্দাবিভাগের চর। ধর্মঘটীরা লজ্‌াঁকে অভিনন্দন পাঠালেন, আর লড়াই চালিয়ে যাবার রায় স্থির করলেন।

ফ্রান্সে ত্রাসের সঞ্চার হল। তিন হপ্তা হয়ে গেল উত্তর দেশের খনি মজুরেরা ধর্মঘট করে আছেন। সেখানে মশ পাঠালেন তাঁর প্রিয়পাত্রদের —সি-আর-এস বাহিনী, মরক্কো ফৌজ, আর ট্যাঙ্ক। এখনি হয়তো মেশিন গান ছুটছে সেখানে, কত মজুর হয়তো লুটিয়ে পড়ছেন সুশারের মতো।

বুড়ো সুশার দাদুর বয়স ছিল ছাপ্পান্ন, কিন্তু দেখতে অনেক কম। গত বসন্তে 'উমা' উৎসবে উনি কী নাচটাই নেচেছিলেন, সাথীদের তা আজও মনে আছে। একজন একটা ঘটনা বল্ল :"আমরা কারখানায় যাচ্ছি, সি-আর-এসগুলো পথ আটকালো। জোর গলায় সুশার দাদু ওদের শুনিয়ে দিলেন :হিটলারী ঝটিকা বাহিনীর মতো তেমেরাও 'হেরাউস', 'হেরাউস' বলে চেঁচালেই পার!".

"উনি মস্ত লোক ছিলেন, দাদু সুশার" বের্তি কারখানার একজন প্রতিনিধি জানালেন। "ওঁর মনটা ছিল মোমের মতো নরম, আর মাথাটা লোহার মতো শক্ত।"

লোকে গরম হয়ে উঠল, গত বছরের মতোই। নীল্‌স আর তাঁর ফরাসী বন্ধুরা বিজয়োল্লাস করেছিলেন একটু বেশী তাড়াতাড়ি! সমুদ্রকে দেখলে মনে হয় শান্ত, যেন এক বিরাট সরোবর ; কিন্তু যেমনি বাতাস ওঠে সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো প্রাণ পায়, ফুঁসে ওঠে ঢেউয়ের পর ঢেউ, আরম্ভ হয় তাদের আক্রমণ। সর্বত্রই তখন আসন্ন ঝড়ের আভাস। লোকের চোখে চোখে তারি আভাস, গলি-ঘুঁজিতে লুকানো প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে তারি আভাস, আর সেই একই আভাস সুশারের নাতির ছোট্ট পতাকায় ; এমন কি ফুলে ফুলে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে সে আভাস—চঞ্চলতা-জাগানো শরতের ঝলমল ফুল—অ্যাস্টার আর ডালিয়া আর ক্রসান্থিমম্।

লজ্‌াঁ-কে মাদো জিজ্ঞাসা করল :

"বের্তির কি অবস্থা? ওরা চালাতে পারবে তো?"

"পারবে মনে হয়। কাল ওদের মীটিং আছে। সেখানেও নানান জায়গা থেকে প্রতিনিধি আসবে। মহিলা ফেডারেশনের তরফ থেকে আপনি যদি ওদের কিছু বলেন তো ভাল হয়।"

"পারব না তো, আমাকে উত্তর দেশে পাঠাচ্ছে: খনি-মজুরদের ছেলে-পিলেদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।"

লর্জা মৃদু হাসলেন: সত্যি মাদো-র এখন উত্তরে যাওয়াই দরকার। একবার উনি ওকে বলেছিলেন: "জানেন, আপনার কাছে এলে মনেই হয় না যে যুদ্ধটা শেষ হয়েছে। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন হঠাৎ যেন সূত্রটা গেল ছিঁড়ে, নতুন জীবনে প্রবেশ করা বেশ কঠিন বলেই মনে হল সবাইয়ের! সত্যি পঁয়তাল্লিশ সালে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে অনেকেই পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু যখন আপনার সঙ্গে কাটে, মনে হয় আপনি ক্রান্স আর আমি ল্যক— মনে হয় এই-ই হয়তো আমাদের শেষ দেখা।...মাকিতে যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন আপনি।..."

কিন্তু লর্জা যদি ধারণা করে থাকেন যে, যুদ্ধ থেকে শান্তিতে রূপান্তরের পথটা মাদো-র খুব সহজ লেগেছিল—তবে সে ধারণা ভুল। ওর মহিমাময় আবেগচঞ্চল প্রকৃতি একটা নির্গমনের পথ পেয়েছিল—মাকি জীবনের কঠোরতায়, গোপন কাজকর্মের বিপৎসংকুলতায়, আর প্রতিদিনকার ঝুঁকিবহুল জীবনযাত্রায়। মননশীল মাধুর্যে ভরা ওর সৌম্য স্বভাব ওর সংগ্রামী সাথীদের জীবনকে সহজ করে তুলত—কারণ তারা সবাই ছিল পরিবার-পরিজন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। তাই যখন ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার দিন এল তখন বেয়ার আর দেদে আর চেক আর মানোলো আর গিভেৎ—সকলেই দুঃখ পেল। আর ওদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে ও-ই কি পেরেছিল চোখের জল চাপতে? বেয়ার একবার চিঠি লিখে জানিয়েছিল—সে উত্তরে চলেছে, মেরু প্রদেশে নতুন শহর গড়বে। চেক চলে গেছে প্রাগে, সেখান থেকে এক প্রাচীন দুর্গের ছবি-আঁকা পোস্ট কার্ড পাঠিয়ে তলে লিখেছে, "স্নেহের স্মৃতিতে, এক বিনীত বন্ধুর কাছ থেকে।" মাদো লিমোজে থাকার সময় দেদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; মোটা থলথলে হয়ে গেছে দেদে; কিন্তু মনটা আছে ঠিক আগের মতো—বিরক্ত হলে এখনো সেই তখনকার মতো নীচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে ধরে। সে একটা স্কুলে পড়ায়; বল্ল অনেক ঝামেলায় থাকতে হচ্ছে, নতুন ম্যাজিস্ট্রেট ওকে দেখতে পারেন না, কমিউনিস্টদের ওরা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে: "ছেলেপিলেদের সঙ্গে থাকি, যখন তাদের পড়াই, তখন বেশ লাগে, মনটা অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় সব বেসুরো লাগে, মনে হয়,

কিসের জন্যে লড়লাম আমরা?” মানোলো রয়েছে তুলুজে, ওর স্পেনের স্বপ্ন দেখছে। গিভেতের সঙ্গে মাদো-র কখনো কখনো দেখা হয়—সে নোম এণ্ড রোন ফ্যাক্ট্রীতে কাজ করে—এখনও মাথায় সেই কড়া কড়া চুল, তেম্নি আমুদে আর তেমনি ডানপিটে। এদের সকলের সঙ্গে, লর্জ়ার সঙ্গে, ওর বন্ধন চিরদিনের, তা জানে মাদো।

লড়াইয়ের দিন ফুরোলো, এখন দাঁড়াতে হবে নতুন দিনের মুখোমুখি—কিন্তু তার উদয়-পথটা যে নিরানন্দ, প্রতিকূল। চারিদিকেই মাদো দেখল কৃতঘ্নতা, ভীরুতা আর অবিচার। দখলের সময় যারা জার্মাণদের পা চেটেছে, পয়সা করেছে, আর পুলিশের সন্দেহভাজন কোনো বন্ধুকে পথে দেখলে ভীতুর মতো মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আজ তারাই তাদের দেশভক্তির জয়ঢাক বাজাচ্ছে, অপবাদ দিচ্ছে কমিউনিস্টদের। মাদো-র প্রায়ই মনে পড়ে মৃত্যুর আগে মিকি যে গান গেয়েছিল :

আর সকলে করবে বরণ নতুন দিনের আলো,
পেয়ালা হাতে হাসি মুখে গাইবে তারা জয়,
হয়তো সেদিন মনেও তাদের পড়বে নাকো, হায়,
আনন্দ আর জীবনটাকে আমরাও যে বেসেছিলাম ভালো···

হ্যাঁ, লোকে আজ পান ক'রে আর গান গেয়ে ফুর্তি করছে, আনন্দ পাচ্ছে এই ভেবে যে ওরা এখন সাভোয়া না হয় লিমুজ্যাঁ-তে গিয়ে ছুটি উপভোগ করতে পারবে। যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা কে ভাবে? লিফার আবার অপেরায় গান গাইবেন, আমেরিকান সিগ্রেট কিনতে পাওয়া যাবে শীগ্‌গিরই, 'তুর দাজ্যাঁ'-তে খাবার পাওয়া যাচ্ছে যুদ্ধের আগের মতোই সরেস—এই সব কথাতেই ওরা ব্যস্ত···

একদিন মাদো-র মনে হতাশা এসেছিল ; সেদিন ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল অন্তরের তীব্র অনুভূতি—যে-অনুভূতি আর একদিন, ওর জীবনের সংকট-মুহূর্তে, ওকে শক্তি দিয়েছিল বের্তি-র আশ্রয় ত্যাগ করে যেতে। যে ভাবে আত্মহারা আবেগ আর প্রচণ্ড তীব্রতা নিয়ে ও লড়াই করে এসেছে, ইদানীং কাজও করত সেই ভাবেই। বিভিন্ন জায়গায় ও কাজ করেছে, যা বলা হয়েছে তাই করেছে। প্রথমে শ্রম-মন্ত্রীর দপ্তরে (মন্ত্রী ক্রোয়াজা ওকে ডেকে এনেছিলেন), তারপর ইভ্‌রিতে (সেখানে ও কর্মরত মায়েদের জন্যে শিশুরক্ষ-

ব্যবস্থা গড়ে তুল্ল), তারপর 'লুমানিতে' কাগজে কাজ করেছে ; মহিলা কমিটি গঠন করেছে, ধর্মঘটীদের পরিবারের জন্যে চাঁদা তুলেছে, মীটিংয়ে বক্তৃতা দিয়েছে। সামনে এসে হাঁকডাক করা ওর স্বভাব নয়, তবু সবাই ওকে জানত ; আর মিটিং-মিছিলে এই নম্র মেয়েটা যেমন করে হৃদয়ে হৃদয়ে সাড়া জাগায়, তেমন আর ক'জন পারে ? কিন্তু তবু মীটিংয়ে যেতে হলেই ওর ভয় হয়—ইস্কুলের মেয়েরা যেমন পরীক্ষার নাম শুনে ভয় পায়।

শত্রুরাও ওকে জানত। তারা হয়তো ওর ভূমিকাটাকে একটু অতিরঞ্জিত করে দেখেছিল, হয়তো তারা উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে, এই স্ত্রীলোকটি তাদের মধ্যে থেকেই এসেছে—সে ভোগবিলাসী ল'াসিয়ের মেয়ে আর বের্তির স্ত্রী—কিন্তু তাই বলে তারা ওকে কিছু কম ঘৃণা করত না ! নীল্‌স যে ওর কথা তুলেছিলেন তা মোটেই আশ্চর্য নয় ; নীল্‌সের গোষ্ঠীর লোকেরা ওকে জুজুর মতো ভয় করত, তাদের কাছে ও ছিল এক 'নতুন ঘরপোড়ানী শত্রু' (পেত্রোল্যজ্‌)।

শত্রু মিত্র সবাই ভাবত ও নিরুদ্বেগ, আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু ওর সেই প্রফুল্লতা আর সস্নেহ হাসি, ওর সেই সানুকম্প আশ্বাসবাণী—তার জন্যে ওকে কী দাম দিতে হত কেউ তো জানত না ! বর্তমানের এই মরীচিকাময় অথচ বাস্তব জীবনে সবাই তখন স্থায়ী হয়ে বসেছে, প্রিয়জনদের খুঁজে পেয়েছে, না হয় নিজ নিজ পরিবার পত্তন করেছে। আপন আপন স্ত্রী, পুত্র, প্রেমাস্পদের কথা নিয়ে আলাপ করত ওর কমরেডরা। সন্ধ্যাবেলা আরাগো আর পোর্ট-রয়্যালের ছায়াঘেরা পথগুলি ভরে উঠত প্রেমিক-প্রেমিকাদের অস্ফুট মৃদুগুঞ্জনে। প্লাস দি'তালিতে ঘুরত নাগরদোলা, অশ্রুসিক্ত সুর বাজত অর্গ্যানে, কোনো মেয়ে হয়তো তার প্রিয়তমের হাতটা চেপে ধরত নিজের হাতের মধ্যে। শান্তির এই দিনগুলিতেই মাদো প্রথম অনুভব করতে পারল—কত ভাল বেসেছিল সার্জিকে। ওর যা কিছু ছিল সবই যেন তাকে উজাড় করে দিয়েছে ; আর কিছু নেই, আর কিছু থাকতেও পারে না।

ওর বন্ধুত্ব হল পিয়ের গোদে-র সঙ্গে। পিয়ের প্রতিভাশালী তরুণ ঐতিহাসিক, মাঝে মাঝে 'উমা'-তে লেখে। ওর সঙ্গে থাকলে মাদোর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ হত। পিয়ের সাভোয়াতে লড়েছিল—নিজের স্মৃতি থেকে ম্যাকিদের সম্বন্ধে অনেক মনোজ্ঞ কাহিনী শোনাত—আর সাহিত্য সম্বন্ধেও

মতামত দিত, আধুনিক লেখকদের উপহাস করত। ওকে দেখলে মাদোর কেন যেন সার্জির কথা মনে আসে। গভীর আবেগ আর তার সঙ্গে মেশানো অস্ফুট, অতি-সূক্ষ্ম বিদ্রূপের আভাস—এর থেকেই হয়তো সার্জির সঙ্গে সাদৃশ্য। প্রায়ই ওরা দেখা করত, মীটিংয়ে যেত একসঙ্গে, ছোট ছোট কাফেতে বসে তর্ক করত, অতীতের স্মৃতি মন্থন করত, আলাপ করত ভবিষ্যতের কথা।

মাদো লক্ষ্য করেছিল যে, পিয়ের প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, সে দৃষ্টি থেকে চোখ ফেরানো শক্ত। মাদো ঠিক করল এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। পিয়ের কিন্তু তার পূর্বাভাস পেয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় নদীর বাঁধের ধারে বজরা থেকে কে যেন গান গাইছিল, আকুলতার গান—আর বাতাসে ভাসছিল ভিজে পাতার গন্ধ, শরতের সুবাস—তখন ওরা দু'জনে চলেছিল বাঁধের পাশ দিয়ে। সহসা-সঞ্চারিত আবেগে অভিভূত হয়ে মাদোকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। মাদো নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, বল্ল, "না, পিয়ের।...আমি আর একজনকে ভালবাসি।" মাদোর স্বর কোমল, কিন্তু তাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

পরে ও ভেবেছিল : কিন্তু সার্জি তো নেই।...তবু আছে সার্জি, ওর বুকে যে তার বাসা। যে চিন্তা ওকে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে ধরে তারি মধ্যে সে বেঁচে আছে; ওর প্রতিদিনের যাওয়ার পথে প্লাস দ্যু স্তালিনগ্রাদ—তার মধ্যে সে বেঁচে আছে; বেঁচে আছে তারই স্মৃতিধন্য কত অসংখ্য তুচ্ছতার মধ্যে। চেষ্টনাট গাছের নীচে সেই যে আসনখানি, যেখানে বসে ওরা পরস্পরকে কত কঠোর আর কত মধুর কথা শুনিয়েছিল, সেখানে বসতে মনকে ও আর একবারও রাজি করাতে পারেনি। কিন্তু তবু যত বারই ওখান দিয়ে হেঁটে গেছে ওর মুখে ফুটে উঠেছে মৃদু হাসি—দেখেছে যেন ওরা দু'জনে সেখানে বসে আছে—সে ওকে চুমু দিচ্ছে, আর ও ওর প্রতিটি শব্দে গোটা জীবনের আনন্দ ভরে নিয়ে কানে কানে উচ্চারণ করছে : "সার্জি...আমার সার্জি..."

সুশারের অন্ত্যেষ্টির পরদিন সন্ধ্যাবেলা মাদো চলে গেল। সেই 'গার দ্যু নর' স্টেশন, যেখানে একদিন সার্জিকে বিদায় দিয়েছিল।...ছুটির পর দেশ থেকে ফিরছে কত লোক। হাসতে হাসতে একটী মহিলা মন্তব্য করলেন, "আঁদ্রে বলবে, সাঁ্যা-ত্রোপে থেকে ঘুরে এসে ম্যুলাটোর মতো কালো হয়ে গেছি।" ওকে তুলে দিতে এসেছিল ক্লদ। সে বল্ল : "মাদো, খুব সাবধানে থেকো,

বদমায়েসগুলোর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে···।” তারপর ইঞ্জিনের বিষণ্ণ হুইস্‌ল্‌। মাদো খনি অঞ্চলে পৌছাল ভোর বেলা। সেখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ইটের বাড়ীগুলো সব কালো, অবিশ্রান্ত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে কম্পমান খালটা কালো, এমন কি বৃষ্টিটাই কালো, আর আকাশটাও—চারিদিকে যা কিছু দেখে সবই কালো। টাউন হলে যাবার রাস্তাটা কোন্‌ দিকে—মাদো জিজ্ঞাসা করল এক বুড়ীকে। সে বল্ল :

“ডান দিকে। কিন্তু যেতে তো পারবে না বাছা। কি সর্বনেশে কাণ্ড বাপু—আপনার জন, তাদেরই ধরে মারছে গো।”

একটা লম্বা রাস্তা, জনমানবহীন ; শুধু মাঝে মাঝে একটী ছোট ছেলে—তার চুল কটা, চোখ দুটো উজ্জল আর মুখটা অকাল-গম্ভীর—সেই ছেলেটী কালি-মাখা বাড়ী থেকে উঁকি দিচ্ছে, আবার তখনই মাথা সরিয়ে নিচ্ছে। ডাকঘর, চা-খানা, হতচ্ছিরি দোকানগুলো সবই খড়খড়ি বন্ধ। অঞ্চলটা যেন মরে গেছে। একটা বাঁক ঘুরে মাদো দাঁড়িয়ে পড়ল। কাগজে খবরটা ও পড়েছে বটে, ‘উমা’-তে ছবিও দেখেছে, কিন্তু তবু কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক হাজার মজুরে মিলে খনিতে যাবার বড় রাস্তাটায় বেড়া দিয়েছে। পিপে, বাক্স, বস্তা, টেলিগ্রাফের থাম্বা আর যত কিছু আগড়বাগড় রাস্তার ওপর স্তূপাকার। সি-আর-এস বাহিনী বেড়াটার দিকে ছুটে আসছে, তাদের হাতে টমি গান। মজুরদের হাতে শুধু ইট···

খনি মজুরেরা অপেক্ষা করছে নীরবে। তাদের কারো কারো মুখের ওপর কালো কালো শিরা—ওদের অর্দ্ধেক জীবন যে পাতালপুরীতে কেটেছে, কিশোর বয়স থেকেই যে ওরা বারুদ আর বিস্ফোরণ আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এসেছে, তারই স্মৃতিচিহ্ন।

একজন বুড়ো গোছের শ্রমিক বেড়ার ওপরে উঠলেন। তাঁর মুখটা কালো, কঠোর—আর গোঁফগুলো শাদা।

“ওরে ও-ই পরগাছার দল, খনিতে নেমে একটু কাজ করে আয় না দেখি···”

ঘটনাটা এত তাড়াতড়ি ঘটল যে মাদো ভাল করে ঠাওর করতেও পারেনি ; এক মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হয়েছিল ও যেন মাকিতে ফিরে গেছে, ওর পাশে যেন দেদে আর বেয়ার আর মিকি।···বুকটা দু’হাতে চেপে ধরে বুড়ো শ্রমিকটি মুখ থুবড়ে পড়লেন : দমাদ্দম ইট চলল। পুলিশরা হাত-বোমা ছুঁড়তে লাগল।

আত্মহারা হয়ে মাদো ছুটে গেল বেড়াটার ওখানে। যেখানে বুড়ো শ্রমিকটী এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হাত পায় ভর দিয়ে সেখানে চড়ে গেল, চীৎকার করে উঠল :

"থামো !"

একটা টমিগান থেকে আর এক দফা গুলিবৃষ্টি হল। তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে এল। পুলিশ দলটা আর এগোতে সাহস করছে না ; ওদের অফিসার বেথুনকে ফোন করলেন, "সাঁজোয়া গাড়ী পাঠিয়ে দিন।"

কালো ঘরবাড়ী, কালো বৃষ্টিধারা, কালো আকাশ। আসবাবহীন ঠাণ্ডা একটা ঘরে বসে আহত শ্রমিকদের ক্ষতস্থানে পটি বেঁধে দিচ্ছে মাদো ; মাকি-তে থাকতে এ কাজ তাকে অনেকবার করতে হয়েছে, খুব সুপটু হাতেই ও পটি বাঁধছিল। পাকা গোঁফওলা শ্রমিকটিকে কোমল সুরে ও জিজ্ঞাসা করল :

"খুব লাগে ?"

তিনি মাথা নাড়লেন :

"না, তবে দমটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।...তা যাক—ওরা কিন্তু পথ পায়নি।"

[২১]

সকাল থেকে আরম্ভ করে অনেক রাত পর্যন্ত মাদোর কাজ। বিভিন্ন শ্রমিক সমিতি আর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে রিপোর্ট আসত তাদের ওখানে কত ছেলেমেয়েকে তারা আশ্রয় দিতে পারে। পারী থেকে, লিল থেকে, ব্রুসেলস থেকে মেয়েপুরুষেরা এসে বলতেন, ছেলে বা মেয়ে দিন, যদ্দিন ধর্মঘট চলে আমরা রাখব। এঁদের কেউ মজুর, কেউ কেরানী, কেউ বা ইস্কুল মাষ্টার—কষ্টে দিন কাটে সবারই—তবু এঁরা বলতেন : "চালিয়ে নেব, যে করে হোক।" মাদো তাঁদের হাতে ছেলেমেয়েদের বিলি করে দিত, ওদের জিনিষ পত্র গুছিয়ে দিত, সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাত : "কাল তোমরা সমুদ্দুর দেখবে, ওঃ সে ইয়া বড় আর কী সুন্দর নীল। মার্সেইতে তো এখন খাসা আরাম, ঠিক গ্রীষ্মকালের মতো। এঁর সঙ্গে যাও ; এঁর বাড়ীতে আর একটী ছেলে পাবে। বড়দিনের মধ্যেই আবার মার কাছে ফিরে আসবে, বুঝেছ।" একদম ছোট ছোট যারা তার সহজেই শান্ত হত। যারা আর একটু বড় তাদের মনটা ভারী

হয়ে থাকত : বস্তির বাইরেই কি ভয়ানক সব ট্যাঙ্ক, আর বাড়ীতে সব চুপচাপ, বাবা তাঁর সাথীদের সঙ্গে গেছেন খনিতে পাহারা দিতে, মা শুধু ঠোঁট কামড়ান, কিছু বলেন না ; ঘরে খাবার নেই।···ছেলেপিলেদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসে মাদো—আর সেই রেল স্টেশনেই কত লোক পৌঁছবামাত্র এসে জিজ্ঞাসা করে : "আমরা ছেলেপিলেদের রাখতে চাই, তাই এসেছি।"

কত বিচিত্র ধরণের মানুষ—দুমা আর বেতি কারখানার শ্রমিক, দেদে আর সেম্বা, লজ়া আর মানোলো—সবাই উদ্বিগ্ন মনে সকালের কাগজটা খোলেন : শ্রমিকরা হারেনি তো ? মজুরি বৃদ্ধির দাবী নিয়ে যে-স্ট্রাইক শুরু, সে স্ট্রাইক এখন দশের কাজ হয়ে উঠেছে। মাদোর চোখে পড়ে, কালিমাখা বাড়ীগুলোর দেওয়ালে লেখা : "রুটি, স্বাধীনতা, শান্তি।" কত বিভিন্ন শহর থেকে ওঠানো চাঁদা এসে পৌঁছাত মাদোর এখানকার কমিটিতে ; কেউ হয়তো অর্দ্ধেক মাইনেই দিয়ে দিয়েছেন, দুর্দিনের জন্যে যা কিছু সঞ্চয় তাই পাঠিয়েছেন কেউ, কেউ বা পাঠিয়েছেন বিয়ের আংটি, রূপোর থালা। মাঝে মাঝে নিশান-সাজানো লরি এসে পৌঁছায় কমিটি বাড়ীর দরজায়—তাতে এনেছে ময়দা, আলু, মাখন—প্রোভাস, লিমুজ়্যা আর বোস্-এর চাষীদের দান। সাঁজোয়া গাড়ী, কাঁদুনে গ্যাস আর ট্যাঙ্ক নিয়ে সুসজ্জিত একটা গোটা ফৌজের বিরুদ্ধে লড়ছে তিন লক্ষ নিরস্ত্র শ্রমিক। লাকস্ত নামে বুড়ো একজন খনি-শ্রমিক মাদোকে বল্লেন :

"মঁসো-লে-মিনে আমাদের ওরা খনি থেকে সি-আর-এস বাহিনীকে তাড়িয়েছে, অফিসারসহ তাদের একটা গোটা স্কোয়াড্রনকে বন্দী করেছে।··· এখানেও আমাদের যুদ্ধটা মন্দ চলছে না—দেন্যাঁ মাইনগুলো সি-আর-এসরা দখল করেছিল পরশু, কিন্তু কাল তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। চল্লিশ সালে বাবু সাহেবরা পিটটান দিয়েছিলেন, আর এখন মজুর ঠেঙ্গিয়ে ভোল ফেরাতে চান। বেশ, দেখা যাবে।"

স্ট্রাইকের গোড়াতে কর্ণেল রবার্টসকে নীল্‌স জানিয়েছিলেন যে মজুররা দু হপ্তার বেশী চালাতে পারবে না—বেদিয়ে ওঁকে তাই বলেছিলেন। আর এখন স্ট্রাইকের পাঁচ হপ্তা চলেছে।···বেদিয়ে নীল্‌সের কাছে গিয়েছিলেন, কথা তুললেন আতলান্তিক চুক্তি সম্বন্ধে। নীল্‌স বসে বসে কাগজে হিজিবিজি আঁকছেন, হঠাৎ বেদিয়েকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "বে-হাতিয়ার মজুরদের

সঙ্গেই যুঝে উঠতে পারেন না আপনারা, তবে এল্‌ব্‌ লাইনের জন্যে জিদ করেন কোন্‌ মুখে?”

এখানকার জীবনটা অদ্ভুত লাগত মাদোর—একদিকে শিশুদের আধো আধো কথা আর একদিকে ট্যাঙ্কের গর্জন, একদিকে জোর-করে-চাপা কান্না আর একদিকে আগুন-ঝরানো মেশিন গান। শ্রমিকরা বিজ্ঞপ্তি লটকে দিতেন: “ষোলটা খনি দখল করেছে মশ। আমাদের দখলে আছে একশো সাতটা। কাল ভিকোঞা-তে সি-আর-এস বাহিনী আমাদের ব্যূহ ভেদ করে। দু'জন কমরেড নিহত, সাতজন আহত। দেন্যাঁ-র সন্নিকটে মরোক্কানদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে।” প্রায় প্রতিদিনই মৃতদেহ নিয়ে যেতে হত সমাধিক্ষেত্রে। বস্তির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত একটা সি-আর-এস দল; প্রতি রাত্রে সেখানে চলত পান আর গান—সৈন্যদের হল্লা শোনা যেত এখানকার কালো, নিস্তব্ধ বাড়ীগুলোর ভেতর থেকে। লোকের ছেলেপিলেকে যদি উপোস থেকে বাঁচানো যায় তাহলে তারা আরও জোরে লড়তে পারে এ কথা মাদো জানে; তবু, ওর চারিদিকে যে যুদ্ধ চলেছে অথচ যাতে ও ভাগ নিতে পারছে না—সেকথা ভাবলে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠত।

কয়েকটা দিন খুবই উদ্বেগে কাটল: সি-আর-এস বাহিনী খনিগুলো দখল করতে পেরেছে। “ওরা দালাল নিয়ে আসছে”, বলে গুজব রটল। মাদোকে লাকস্ত বল্লেন:

“কাল আমাদের মীটিং হবে। লোকে হতাশ হয়ে পড়েছে। হওয়া স্বাভাবিক—প্রায় ছ'হপ্তা গড়িয়ে চল্ল। আপনি তো ভাল বলতে পারেন, ওদের চাঙ্গা করার জন্যে কাল দু'চার কথা বলবেন।...”

স্ট্রাইকের গোড়ার দিকে মীটিংগুলোতে খুব হৈ চৈ হত—লোকে আওয়াজ দিত, গান করত। আর এবার তারা মীটিংয়ে দাঁড়াল নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ। প্রথমে বল্লেন লাকস্ত:

“আমি আজ চৌত্রিশ বছর ধরে মাটির নীচে কাজ করে আসছি। জীবনে কত স্ট্রাইকই করলাম, কিন্তু এমন স্ট্রাইক কখনো দেখিনি। এবার জন-সাধারণও আমাদের সঙ্গে, সেই জন্যেই তো ওরা এত ক্ষেপে উঠেছে। মশকে গ্যাস পাঠিয়েছে কারা জানেন? আমেরিকানরা। অন্ধ করে দিয়েছে শার্ল লেহুক-কে—এ অপরাধের ক্ষমা নেই। আজ সকালে ওকে দেখতে

গিয়েছিলাম—বিছানায় পড়ে আছে, চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ও বল্ল, 'চোখ নেই, তবু বুঝতে পারি এ কাজ কাদের। ওরা জানে আমরা যুদ্ধে যাব না, তাই আমাদের শেষ করে দিতে চায়।' খনিগুলো চুরমার করে দিল মশের গুণ্ডারা। সম্পত্তির যত্ন নিই আমরাই, ওরা কিন্তু পরোয়াও করে না। মশ ভেবেছে আমাদের ভয় দেখিয়ে কাবু করবে। আরে ট্যাঙ্ক থেকে কি কয়লা আসবে? যত সব পরগাছার দল! ব্যাটারা নীচে যেতে পারে না? নিউ-ম্যাটিক হাতুড়ি পিটতে পারে না? কাল একটা হাতবোমা ফাটল, ঠিক আমার পাশেই। উনষাট বছর বয়স হল, জীবনের সবই তো দেখলাম, তবু মরতে কি ইচ্ছে করে? তবে আমেরিকান কায়দায় বাঁচার চেয়ে ফরাসী কায়দায় মরাও ভাল।"

খনি মজুর আঁদ্রে এসেছিলেন আঁজ্যাঁ থেকে—তিনি মাকিতে ছিলেন মাদোর সঙ্গে। মাদোর পরিচয় দিয়ে বল্লেন:

"এঁর সঙ্গে আমি চার মাস ধরে একই বাহিনীতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছি। লড়াইয়ের সমস্ত কাজেই উনি ভাগ নিয়েছিলেন, আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে পুলও উড়িয়েছিলেন। যখন আমরা লিমোজ দখল করলাম তখন উনি একেবারে সামনের সারিতে। ওঁর চেয়ে সাহসী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি। যখন শুনলাম ফ্রান্স এখানে এসেছেন, ছেলেপিলেদের সরানোর ব্যবস্থা করছেন, তখন ভাবলাম: এই ভাবেই এঁরা আমাদের দেখাশোনা করেন। মাকিতে ওঁকে সবাই ডাকত ফ্রান্স। সুন্দর নাম, আমার কাছে উনি ফ্রান্সই..."

মাদো খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল, প্রথমে প্রায় কথাই বলতে পারছিল না:

"কাল আমরা একশো বার জন ছেলেমেয়েকে পাঠিয়েছি নিস্-এ। কত চিঠি পাই; ওদেরকে তাঁরা ঠিক নিজেদেব সন্তানের মতো রাখেন, যত্নআত্তিতে বাড়াবাড়িই করেন। যখন মাকিতে ছিলাম, উত্তর দেশের কথা কত বার শুনেছি আঁদ্রের কাছে—কিন্তু এখানকার আপনারা কেমন লোক তা এই প্রথম বুঝলাম। জীবনটাকে ক্ষয় করে দিচ্ছেন অন্ধকারের ভেতর, যাতে আর সবাই আলো পায়।...আমরা সবাই তা বুঝি। দুয়ার্নেনে থেকে এক বৃদ্ধা মহিলা কাল চিঠি লিখেছেন। প্রতিরোধের লড়াইয়ে খোয়া গেছে তাঁর তিন তিনটি সন্তান। চিঠির সঙ্গে পাঁচ শো ফ্রাঁ—তাঁর যথাসর্বস্ব—ভরে দিয়ে তিনি লিখেছেন: 'খনি শ্রমিকদের জন্যে বড় ভাবনা হচ্ছে, ওরা আমার নিজের

ছেলেদের মতো···।' মশ-এর কাছে এমন চিঠি কেউ লিখবে? বেলজিয়াম, স্কটল্যাণ্ড, ইটালি, রুশিয়া সব জায়গা থেকে কমিটির কাছে টাকা আসছে। বেয়ার নামে একজন রুশিয়ান আমাদের সঙ্গে মাকিতে লড়েছিলেন, আঁদ্রে জানেন। তাঁর কাছে শুনেছি একচল্লিশ বেয়াল্লিশ সালে রুশিয়ানদের কী যন্ত্রণা সইতে হয়েছিল। তবু তারা হার মানেনি।···আজ জনসাধারণ লড়ছে গ্রীসে। কাল চীনারা আর একটা শহর স্বাধীন করেছে। আমরা বহু, আমরা অনেক, এখন আর ওরা আমাদের পিষবে কি করে?···আসল কথা হল, হার না মানা···।"

মাদোর বক্তৃতা শেষ হলে একজন উচ্চস্বরে বল্ল:

"আমি একটা প্রস্তাব উপস্থিত করতে চাই।"

লাকস্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইলেন; লোকটা হয়তো বলবে, এবার স্ট্রাইক শেষ কর।

দৃঢ়দেহ, কঠোরদর্শন একটা লোক এগিয়ে এল, শান্ত অথচ স্পষ্ট স্বরে বল্ল:

"আমার প্রস্তাব হচ্ছে—চালিয়ে যাও, যা হয় হোক্।"

মাদোকে জড়িয়ে ধরলেন লাকস্ত:

"খুব চমৎকার বলেছেন আপনি। সহজ কথা, কিন্তু একেবারে মনে গিয়ে ঘা দেয়। একি, আপনার চোখে জল?"

মাদো গোলমালেই পড়ে গেল:

"না, না, আপনি ভুল দেখেছেন।"

পরে মাদো নিজেকে তিরস্কার করল: আমি কিচ্ছু বলতে পারিনে, একেবারে ঘাবড়ে যাই, কোন ফল হয় না। ও জানে না যে ওর কথাগুলি লোকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ও ভাষা দিয়েছিল তাদেরই অস্পষ্ট ভাবনাকে: যে বিরাট সীমান্ত জুড়ে আজ প্রকাণ্ড লড়াই চলেছে, ওদের খনিগুলো সেই সীমান্তেরই অংশ—তাই আসল কথা হল হার না মানা।

খনিমুখের বাইরেই পুলিশ দাঁড়িয়ে, তবু কেউ কাজে গেল না। মজুরদের মন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল।

সি-আর-এস বাহিনীর পৈশাচিকতা চাপা দিয়ে লোকের মনে লাল-আতঙ্ক সৃষ্ট করার চেষ্টায় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মাদোকে নিয়ে পড়ল কাগজগুলো। লিখল: রাষ্ট্রদ্রোহী কাজকর্ম করার জন্যেই মাদোকে উত্তর

অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে, ওখানে ও খনিমজুরদের দিয়ে সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করাচ্ছে আর যারা দোমনা করছে তাদের প্রাণের ভয় দেখাচ্ছে। 'এক্লেরর দ্যু নর' কাগজে ওর ছবি বার হল, তার নীচে লেখা : "শত শত মানুষের মৃত্যুর জন্যে এই স্ত্রীলোকটা দায়ী।" সবাইকে টেক্কা দিয়ে লিখলেন দ্যুম : "প্রচার শুনি যে এই স্ত্রীলোকটি তাঁর নিজের স্বামীকে খুন করেছিলেন—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। বের্তির ভুলভ্রান্তির কথা নিয়ে আলোচনা করব না, কারণ আমাদের প্রগল্ভতার বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পাবার অধিকার আছে মৃত মানুষদের। কিন্তু স্বামীর রাজনীতিক মতামতের চেয়ে তার টাকা পয়সার দিকেই যে কমিউনিস্ট-মার্কা এই ভূতপূর্ব্ব পাপিয়সীটির নজর ছিল, সে কথা উচ্চস্বরে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। এম্নি ধারা নীচ অপরাধটাকেই বীরত্ব বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল কমিউনিস্টরা। এই ছদ্ম দেশপ্রেমিকা এবার উত্তর অঞ্চলে গেছেন শিকার খুঁজতে। আমাদের শিল্পে যে-ক্ষতি তিনি করেছেন, আর যে ভাবে লক্ষ লক্ষ ফরাসী মানুষের জীবিকাহানি করেছেন, তার জন্যে রুশিয়ানদের কাছ থেকে তিনি কত টাকা পেলেন—আশা করি আইন-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ সে সংবাদ শীঘ্রই বার করতে পারবেন।"

১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে পুলিশ কমিশনার মার্ত্যাঁকে গুলি করা হয়, কারণ সে "জঁা দার্ক" নামে দুগলপন্থী গ্রুপটাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছিল। ওর ছেলে পল মার্ত্যাঁ মাদোর ওপর লেখা এই প্রবন্ধগুলো সব কেটে কেটে তুলে রাখল। গভীর শোকের পোষাক পরে মার্ত্যাঁর বিধবা সারাক্ষণ বসে থাকত তার সমাধি-প্রস্তরের দোকানে—বাপের কাছ থেকে ওটা সে পেয়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। পল তার কাছেই থাকত। বসন্তকালে ওর স্কুলের পড়া শেষ হ'ল, মা বল্লেন ও আইন পড়ুক। কিন্তু ও বল্ল, যারা পড়ে তারা তো ভেড়া—যাকে জীবন বলে তাই ওর চাই। প্রায় প্রত্যেক দিনই ও সিনেমায় যেত, দেখত—বিলাসী ধনীদের খুন করছে গুণ্ডার দল, যুবকেরা এসে সুন্দরী মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কালিফোর্ণিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে ডাইনী তাড়ানোর মতো করে রেডদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পল খুব চটল : দেখ তো আমেরিকায় লোকেরা কী মজায় দিন কাটায় অথচ এখানে এই লাঁস শহরের গর্তর মধ্যে জীবনটা যেন একটা একঘেয়ে জাঁতাকল। যদি একটা জহুরীর দোকানে সিঁধ দেওয়া যায়, কিংবা কোন লাখপতির মেয়ের

সঙ্গে ভাব করা যায়—ওঃ কি মজাই হয় তাহলে! আয়নাটার দিকে তাকালে ওর রাগ আসে—বয়স যে উনিশ হল তা বোঝাই যায় না, তা ছাড়া মুখের ঐ ব্রণ-গুলো কী বিচ্ছিরি।···ভুলিয়ে ভালিয়ে মার কাছ থেকে টাকা আদায় করে ও 'কাফে সিলেক্টে' গিয়ে পাঁচমিশেলী মদ খেত। ওখানে নতুম নতুন ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল। তারাও ওরই মতো 'ভেড়ার পালকে' ঘৃণা করত, কিন্তু রাজনীতিতে তাদের উৎসাহ ছিল সিনেমার সঙ্গে সমান। গলপন্থী হয়ে দাঁড়াল পল মার্ত্যাঁ। একবার অবিশ্যি ওর মনে প্রশ্ন জেগেছিল : যে পুলিশ কমিশনার জেনারেল দ্যগলের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন, যাঁকে তার জন্যে প্রাণ খোয়াতে হয়েছিল—তাঁর ছেলে কি তার পিতৃশত্রুর সঙ্গে এক হয়ে দাঁড়াতে পারে? ওর নতুন বন্ধুদের একজনের কাছে এই সন্দেহটা প্রকাশ করায় সে বল্ল : "পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ? তোমার বাবা তো সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন কমিউনিস্টদের। জেনারেল ছাড়া আর কেউ কি ঐ কুত্তাগুলোকে সিধে করতে পারবে?" সুস্থির হল পলের মন : দেখে নেব এবার কমিউনিস্টদের; প্রতিহিংসা নেব পিতৃরক্তের। ওর শান্ত, দিগভ্রান্ত চোখ দুটো কঠিন হয়ে আসত যখনই ও শুনত মস্কো বা তোরেজের নাম, কিংবা স্ট্রাইকের কথা। ও কেন অত ঘন ঘন কাফে সিলেক্টে যায় মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পল জবাব দিল : "ওটা আমাদের সদর ঘাঁটি। কমিউনিস্টদের লিস্ট তৈরী করছি আমরা, রুশিয়ানরা এখানে আসার আগেই ওদের সাবাড় করতে হবে।" ও একটা রিভলভার জোগাড় করেছিল, তাই নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

ওর মতলবের কথা কাউকে বলেনি; এরকম জিনিষ সব আগে করে ফেলতে হয়, প্রচার তার পরে। মাদোর ফটোটা ও বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখে রাখল। উঃ, শত শত ফরাসী মানুষকে গুলি করে মারার পরও মেয়েটা হাসছে! হয়তো ওর বাপকেও এই মেয়েটাই গুলি করেছিল, কি বলা যায়? কমিশনার সাহেবের কত বন্ধুই না ওর হাতে খুন হয়েছে। ও-ই হচ্ছে এক নম্বর দুশমন।

সন্ধ্যার শেষে কমিটি থেকে বেরিয়ে বস্তির লম্বা, নির্জন রাস্তা ধরে চলেছিল মাদো। হঠাৎ এল গুলির আওয়াজ। জানালা দিয়ে আর কেউ বাইরে চাইল না, রাত্রিবেলা মাতাল পুলিশগুলো মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্যে প্রায়ই গুলি ছুঁড়ে থাকে! চীৎকার বার হয়নি মাদোর মুখ থেকে, যন্ত্রণাও বোঝেনি; কিছু পরে তবে টের পেল যে বাঁ হাতে ব্যথা। ওর বুক লক্ষ্য করেই গুলি

করেছিল পল। কিন্তু ভাল তো গুলি ছুঁড়তে জানে না, তাই গুলিটা শুধু মাংসের ওপর সামান্য ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। গুলি করে দৌড়ে পালাল পল। পরে রিভালভারটা পাওয়া গিয়েছিল ঐ জায়গার শতখানেক গজ দূরে।

কাপড়চোপড় না ছেড়েই পল শুয়ে পড়ল: বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সকালে উঠে মাকে বল্ল: "আমি ইন্দোচীন চলে যাচ্ছি। সেখানে অবিশ্যি সাবাড় হয়ে যেতে পারি, তবে এখানে অক্কা পেয়ে তোমার মনে হা-হুতাশ সৃষ্টি করার চেয়ে ইন্দোচীনই ভাল। আমাকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দাও দেখি।"

মাদো কমিটির অফিসে ফিরে গেলে ওরা ওর হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। লাকস্ত ছুটে এলেন:

"সত্যি আমরা কী অসাবধান! অলিগলি থেকেই ব্যাটারা গুলি চালায়, কী পাজী! ডাক্তার আসছেন এখুনি…"

"ডাক্তার কি জন্যে? এ তো শুধু একটু আঁচড়। আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম—ময়দা, কফী, চিনি সব কাল বিলি করতে হবে অথচ হাতে রয়েছে মাত্র আঠারো হাজার…"

কত লোক দেখতে এল, ক্ষোভ জানাল, মাদোকে জড়িয়ে ধরল। মাদো একেবারে শান্ত, এমন কি মেজাজটাও খুশী; কাজের কথা বলে চল্ল।

সকালবেলা যখন সবাই চলে গেছে, ও একা, শুধু তখনই ওর মনে হল শরীরটা যেন কেমন লাগছে। ও তখন ঘরময় পায়চারি করছে, খড়খড়িগুলো একবার খুলছে আবার বন্ধ করছে, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। নিজের ওপরই রাগ হল, এমন ভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠার কোন মানে হয় না। কীই বা হয়েছে? কোনো ফ্যাশিষ্ট বা আর কেউ হয়তো হাতটায় একটু আঁচড় দিয়ে গেছে। মাকিতে থাকতে এমন তো কত হয়েছে! গেস্টাপোর সামনেও মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকত, আর এই সামান্য ব্যাপারেই এখন উতলা হয়ে উঠবে? সার্জি তখন বেঁচে ছিল, তাই কি কষ্ট লাগেনি? উঁহু, এ মেয়েলিপনা ভাল নয়…

মনে পড়ল মাকিতে থাকতে সার্জির স্বপ্ন দেখে তারপর কিভাবে বেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল: বেয়ার বল্ল সে সার্জির সঙ্গে এক সাথে লড়েছে।…মাদো ছোট্ট টেবিলটার ধারে বসে পড়ে লেজার থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিল, একটা চিঠি শুরু করল ভরোনভের নামে:

"প্রিয় বেয়ার,

"অনেকদিন তোমাকে কিছু লিখিনি, এক বছরেরও বেশী হবে। জানিনে তুমি কোথায়, কি ভাবে গড়ে তুলছ তোমার শহরটাকে। তুমি যেখানে, সেখানে এখন নিশ্চয় খুব শীত, হয়তো বরফ পড়ছে, কিন্তু তুমি তো বেয়ার (ভাল্লুক), তুমি কি আর ঠাণ্ডাতে ভয় পাবে? তুমি কিছুতেই ভয় পাও না, জানি তো তোমাকে। রুশিয়ানরা সব সময়েই কি করে এগিয়ে যায় তা তোমার কাছে বুঝেছিলাম। এ চিঠি লিখছি খনি অঞ্চলের একটা শহর থেকে। এখানে মস্ত বড় স্ট্রাইক চলছে, পার্টি থেকে আমার ওপর ভার দিয়েছে ছেলেপিলেদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করার জন্যে। কাগজে দেখেছ বোধহয়, এখানেও ব্যাপার-স্যাপার প্রায় মাকির মতো—পিটুনী ফৌজ থেকে ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত সবই হাজির। খনি মজুরেরা দারুণ লড়ছে; কাগজে যদি দেখও যে গবর্মেন্টই জিতে গেছে তবু এখানকার কমরেডদের ওপর অবিচার কোরো না—এখানকার অবস্থা খুবই কঠিন। এখনও আরও অনেক ছেলেকে সরাতে হবে, অথচ টাকা ফুরিয়ে আসছে; এখানে শোকের কাহিনী প্রায় প্রতি ঘরেই। মরোক্কান সৈন্য পাঠিয়েছে মশ। লড়াই চলছে। তোমার পরিচিত সেই পুরোনো 'ক্রান্স' আর নই আমি, বুঝলে? একদম শান্তিপূর্ণ কাজকর্ম নিয়েই এখানে ডুবে আছি। প্রথমে ছেলেপিলেদের সরিয়েছি, তারপর এখন লঙ্গরখানা চালানোর ব্যবস্থা করছি।

"ওঃ বেয়ার, তোমাকে দেখতে কী ইচ্ছেই না হয়! তোমার দেশের স্বপ্ন দেখি কতদিন। আমার কপালে এমন দিনও হয়তো আসবে যেদিন মস্কো যাব। সার্জির মায়ের সঙ্গে যদি তোমার যোগাযোগ থাকে তাঁকে লিখো তাঁর কথা আমি খুবই মনে করি। বেয়ার, সে গান কি তোমার মনে আছে, সেই যে মিকি গাইত:

আর সকলে করবে বরণ নতুন দিনের আলো,
পেয়ালা হাতে হাসিমুখে গাইবে তারা জয়,
হয়তো সেদিন মনেও তাদের পড়বে নাকো হায়,
আনন্দ আর জীবনটাকে আমরাও যে বেসেছিলাম ভালো...

"ওরা ওকে খুন করেছিল। মাঝে মাঝে নিজেকেই শুধাই—কই, কোথায় আলো নতুন দিনের? চারিদিকে কী অন্ধকার। না, তা তো নয়—ঐ খনি মজুরদের

দিকে চেয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়। সত্যি, বাড়িয়ে বলছিনে, ওদের মনের জোর ঠিক রুশিয়ানদেরই মতো। সারা ফ্রান্স চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তোরেজ যখন বল্লেন যে, রুশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের কিছুতেই লড়াই করা উচিত হবে না, তখন লোকে আশ্বস্ত হল। বল্ল, ঠিক বলেছেন। প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের মতোই কথাটা তাদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। ফ্রান্সের কথা মনে আছে বেয়ার? এখানকার অনেক খারাপ জিনিষ তুমি দেখে গেছ, কিন্তু জনসাধারণই তো আসল জিনিষ, নয় কি?

"তোমার শহরের কথা লিখো। শরৎ শেষ হয়ে এল এখন, তোমাদের ওখানকার কথা ভাবলেই মনে হয় যেন আলো-ঝলমল মে মাসের দিন—যখন আর রাতই হয় না..."

কলমটা রেখে দিয়ে ভাবতে ভাবতে ওর মনে ভেসে এল সেই সেম্বার ছবি আঁকার ঘর, সার্জির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। ও সেদিন বলেছিল—মেরু অঞ্চলে যেখানে রাত্রে অন্ধকার নেই, সেখানে থাকতে কী ভালই না লাগবে। আর সার্জি তার মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দুষ্টু চোখে জবাব দিয়েছিল: "কিন্তু শীতকালে সেখানে দিনরাত সবই অন্ধকার।"

জানালার কাছে গিয়ে মাদো খড়খড়িগুলো খুলে দিল। বাইরে অন্ধকার। মোহাচ্ছন্নের মতো ও সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। বিছানায় শুতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল কিশোর ভেণিয়ের কথাটা: "ও তোমাকে গুলি করে এত আস্পর্দ্ধা? আমি ওর ঘাড় একেবারে মুচড়ে দেব না! ভেবেছে আমাদের ভয় দেখাবে—তা কি পারে?" ওর মনটা হাল্কা হয়ে এল, খুশী হয়ে এল। ওদের সবাইকে ও এখন দেখতে পাচ্ছে—বুড়ো লাকস্ত, লজাঁ, বেয়ার—আর এক কোণে দাঁড়িয়ে সার্জি, সিগ্রেটের পর সিগ্রেট জ্বালাচ্ছে। সার্জির দিকে চেয়ে ও মৃদু হাসি হাসল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

[২২]

খালি সিগ্রেট প্যাকেটটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিল রেগে মোরিও। বাস্তবিকই কি সন্ধ্যাটুকুর মধ্যে ও বিশটা সিগ্রেট খেয়েছে? বিরক্তিকর! কাল সকাল সাতটায় উঠতে হবে, আর এখনও ঘুম এল না। শুলেও ঘুম আসবে না।

ও জানে ; আর যে আধো-ঘুম আধো-জাগরণে ঘুম ধরা দিয়েও ধরা দেয় না, শুধু মনটাকে বিহ্বল আর চোখটাকে ঝাপসা করে দিতে সঙ্গোপনে এগিয়ে আসে আবার চকিতে উধাও হয়ে যায়—সেই অর্দ্ধসুপ্তির ক্লান্তিকে ও বড় ভয় করে।

সেদিন সকালে শিশুদের ডাক্তারখানায় রেণের হাজিরা। অস্বাভাবিক রকম রোগীর ভিড়। একটী ছোট্ট রুগ্ন মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, কোনো রকমে চোখের জল ঠেকিয়ে রেখেছে। তাকে পরীক্ষা করে রেণে তার মাকে বোঝাল যে ওকে আর এক রকম পথ্য দেওয়া দরকার। যতক্ষণ বোঝাচ্ছিল ততক্ষণ ওর মা ঘাড় নেড়ে গেল, তার পর বল্ল: "আমার স্বামী হপ্তায় দু'দিন কাজ পান।" ডাক্তারখানাটা শ্রমিক অঞ্চলে। ওখানে যেসব ছেলেপিলেকে নিয়ে আসে তাদের দেখলে মনে হয় যেন বাড়ীর পেছনের উঠোনে গভীর অন্ধকারের চারা গাছ—স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হওয়ায় খাটো হয়ে গেছে, কুঁকড়ে গেছে, তবু অন্ধকারকে তুচ্ছ করে বড় হচ্ছে। খুব কষ্টের সঙ্গেই রেণে অনুভব করে ও কত অসহায়—ওদের সে পথ্য দিতে পারে না, সূর্যের আলো দিতে পারে না, আনন্দও দিতে পারে না।

ডাক্তারখানা থেকে ও গেল লেবরেটরীতে: কৃত্রিম উপায়ে কতকগুলো গিনী পিগের দেহে রিকেট্স্ (শিশুদের হাড়ের বিকৃতি সংক্রান্ত অসুখ) রোগ ছড়িয়ে তারই চিকিৎসা সম্বন্ধে ও পরীক্ষা চালাচ্ছিল। রোজকার মতো তথ্যগুলো ও রেকর্ড বইতে টুকে রাখল। লেবরেটরীর পরিচালক প্রফেসর ক্রনেল এসে ওর পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে তারিফ জানালেন। প্রফেসরটি কড়া বটে তবে সদয়-হৃদয় মানুষ বলে পরিচিত। রেণে বল্ল:

"খনি মজুরদের ছেলেপিলেগুলির জন্যে আমরা কিছু চাঁদা তুলছি। ওখানে অবস্থাটা সত্যিই খুব সঙ্গীন ...আপনি যদি কিছু দেন!"

চাঁদার তালিকাটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন প্রফেসর।

"ওরা স্ট্রাইক করার সময় কি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল? এখন নিজেদের কর্মের ফল ভুগুক। আর দেখুন, এখানে আপনার পক্ষে রাজনীতি করা ঠিক হবে না বলেই মনে করি। আপনি আমাদের স্টাফের মধ্যে খুব কাজের লোক, সেইজন্যেই বলছি। আপনার গবেষণার কিছু কিছু তথ্য ছেপে বার করেন তো ভাল হয়, তাতে রাসায়নিক ওষুধপত্রগুলো বাজারে ছাড়ার সুবিধা

হবে। শীগ্‌গিরই আমরা শিশুদের রিকেট রোগ সারানোর উপায়টা একেবারে পাকা করে ফেলতে পারব।"

ছোট একটা রেস্তরাঁয় তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে রেগে গেল মীটিংয়ে—"লিবের্তে" ছাত্র গ্রুপ থেকে মীটিংটা ডাকা হয়েছে। "পশ্চিমী দুনিয়ার মূল্যবোধ" সম্বন্ধে লেকচারার বুসেয়ার রিপোর্ট দেবেন। মীটিংয়ে খুব গোলমাল হবে রেগে জানত। "লিবের্তে" গ্রুপটা দ্যগল পন্থী; ওরা বলত যে, শিক্ষা-জীবনে রাজনীতির আক্রমণ ওরা চায় না।

বুসেয়ার আরম্ভ করলেন ভাসা ভাসা কায়দায়; ক্যালিবানের চেয়ে এরিয়েল কত উঁচু তা বুঝিয়ে তারপর বল্লেন যে, শিল্পকলা হচ্ছে "বিশেষত্বসূচক লক্ষণ, আনাড়ি ছাড়পত্রওয়ালারা যার হদিস পায় না।" আর্টিকার মর্মকথাটিকে ফ্রান্স কি ভাবে জীবন্ত করে রেখেছে সে কথাও বল্লেন। তাঁর বলার ভঙ্গী উত্তেজনাহীন, মাঝে মাঝে চোখ বুঁজেই বলছিলেন, আবার কখনো হাত দুটোকে এদিক ওদিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন—যেন নীচমনা ক্যালিবানকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন। ভালেরির কবিতা উদ্ধৃত করার সময় গলাটা কেঁপে উঠল। মনে হল যেন পর মুহূর্তেই তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর স্বর হল আরও দৃঢ়, আরও স্পষ্ট:

"আমাদের সভ্যতার ওপর বিপদের আশঙ্কা আসছে প্রাচ্য থেকে—যে-প্রাচ্য ব্যক্তিত্বের ধারণা তুলে দিয়ে তার বদলে এনে বসিয়েছে গর্তনিবাসী পাল পাল পিঁপড়ের সংখ্যাতত্ত্ব। পাশ্চাত্য দুনিয়া যেখানে বহুদিন ধ'রে পরমত-সহিষ্ণুতার বাণী ঘোষণা করে এসেছে সেখানে প্রাচ্য, তার সহজাত স্বভাব-বশেই হয়ে রয়েছে মতোন্মাদ, স্বেচ্ছাচারী। এল্‌ব থেকে গিরঁদ পর্যন্ত ইয়োরোপের সকল মানুষ শিশুকাল থেকেই বুঝে এসেছে যে, ধারণা আর ব্যক্তিত্ব দুই-ই বহু বিচিত্র; কিন্তু আজ এক ভয়ঙ্কর সূক্ষ্ম কীট অতি চমৎকার কৌশল আয়ত্ত ক'রে সেই ইয়োরোপের দিকে ধেয়ে আসছে। সাহস সঞ্চয় ক'রে আমরা যদি ওদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত না হই তাহলে সোবিয়েৎ হুনের দল আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, সারা ইয়োরোপ শ্মশান হয়ে যাবে।"

বক্তা বেশ হাততালি পেলেন—দ্যগল পন্থী অনেক লোক সভায় উপস্থিত ছিল। তারপর সভাপতির নির্দেশে রেগে উঠল বক্তৃতা দিতে:

"দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করি, মঁসিয়ে বুসেয়ার কেন যে পশ্চিমী দুনিয়াকে বললেন পরমতসহিষ্ণু আর প্রাচ্যকে ধরলেন অসহিষ্ণু তা বুঝতে পারছিনে। ইনকুইজিশনটা (১৩শ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ব্যবস্থা) বোধকরি রুশিয়ানদের আবিষ্কার নয়। তা ছাড়া, যতদূর মনে পড়ে হিটলারও মস্কো থেকে আসেনি। আর ঐ যে কৌশলসমৃদ্ধ সূক্ষ্ম কীটের কথা বল্লেন—সে কীটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। শুধু আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কথাটাই স্মরণ করুন: পাঠশালার পড়ুয়াদের চেয়েও ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্যে তিনি বাণী দেন, কিন্তু বেদীর ওপর সাজিয়ে রাখেন এটম বোমা। যুদ্ধ বাধলে ইয়োরোপ শ্মশান হয়ে যাবে, এ বিষয়ে মঁসিয়ে বুসেয়ারের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আটিকার মর্মকথায় তিনি এমন মশগুল যে, এ যুদ্ধ কারা চায় সে কথা বলতেই ভুলে গেছেন…"

দ্যগল পন্থীরা টিটকারী দিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করল: "মস্কো চলে যাও! মস্কো চলে যাও!" আর কতকগুলি লোক ওদের দিকে চেয়ে চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল, "চুপ করো!" বুসেয়ার হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন:

"এটা কমিউনিস্ট মীটিং নয়, মোরিও সাহেব। খনি মজুরদের স্ট্রাইকটা যদি যুদ্ধের তোড়জোড় না হয় তো সেটা কি? মস্কোর হুকুম অনুসারে আপনারা কাজ করছেন, ফ্রান্সের দেশরক্ষা-ব্যবস্থায় গোলমাল বাধাবার জন্যে…

রেণের গলা খুব জোর:

"**আমার** বলা আগে শেষ হোক। উত্তর অঞ্চলে সত্যিই যুদ্ধের আয়োজন চলেছে; আমেরিকানরা মশকে হুকুম করেছে—ফরাসীদের ঠাণ্ডা করে দিতে হবে…"

কয়েকজন গলিস্ট রেণের দিকে ধেয়ে এল, তাদের ঠেলে সরিয়ে দিল রেণে। বেধে গেল ধস্তাধস্তি। একজন একটা চেয়ার নিয়ে পাশের লোকের মাথায় ধাঁই করে লাগিয়ে দিল। সভাপতির টেবিল গেল উল্টে। সভায় শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সভাপতি বেরিয়ে গেলেন। রেণেকে চারদিক থেকে ঘিরে আড়াল করে তাকে বাইরে নিয়ে এল কমিউনিস্টরা। রাস্তায় পুলিশ দাঁড়িয়ে, হুকুম দিচ্ছে: "হটো হটো, ভাগ যাও!" একটি ছাত্রকে থানায় টেনে নিয়ে গেল। রেণে বল্ল:

"এই হয় ; আটকা দিয়ে ওদের শুরু, আর পুলিশ হাজতে শেষ..."

বাড়ী ফিরে ও কাজে বসল—ভিয়েৎনামের সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধটা লিখে ফেলতে হবে।

সাতটা বাজতে তখনো তিন ঘণ্টা দেরী। ও আর ঘুমোবার চেষ্টা করল না ; মনে মনে বল্ল—বড্ড বেশী কাজ করা হয়েছে ; আর অত বেশী সিগ্রেট খাওয়া উচিত হয়নি। সেই গ্রীষ্মকাল থেকে যে-অস্বস্তি ওর মনে জেগেছে তা যে ঈভোনের জন্যে সে কথা ও স্বীকার করতে চায় না। অনুক্ষণ ও অনুভব করে যেন ঈভোন উপস্থিত রয়েছে—এমন কি যখন তার কথা ভাবে না তখনও। মনে হল এই মুহূর্তেই ঈভোন যেন ঘরের ভেতর বসে ; যন্ত্রণাকাতর রহস্য-মাখানো নীরবতায় ওর পানে চেয়ে আছে।

ও ভীরু নয়, দুর্বলও নয়। স্বর্গত ডাঃ মোরিও ওকে একদিন বলেছিলেন : "শরীরবিদ্যার কথাটা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পারলে বলা যায়, তোমার বুকটা যেন শক্ত লোহার আংটা দিয়ে ঘেরা।" মা মারা যাবার সময় রেণের বয়স ছিল নয়, আর ওর ছোট ভাই পিয়ের-এর ছয়। ছেলেদের সঙ্গে ডাঃ মোরিও কথা বলতেন যেন তারা ওঁর সমবয়স্ক। তাঁর মতো ঝানু পুরোনো জেলা-ডাক্তারের পক্ষে জীবনের নিকৃষ্ট দিক সম্বন্ধে যা কিছু জানা সম্ভব তা সবই তিনি ওদের বলে দিতেন। অবিচার আর নীচতা দেখে তিনি ক্ষেপে উঠতেন ; কিন্তু কি করে এ অবস্থা বদলান যায় তা যখন রেণে জিজ্ঞাসা করত তখন জবাব দিতেন : "যত বদল হয় তত দেখি সেই পুরোনো জিনিষই রয়ে গেছে।" রেণে তখন কিশোর বালক ; তা হলেও বাপের এই বিদ্রূপের আড়ালে কী যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে তা সে কিছুটা বুঝতে পারত ; অনেকটা যেন রক্ষা-কর্তার মতো ভাব নিয়ে ও বিশেষ চেষ্টা করত যাতে বুড়ো বাপের সঙ্গে ব্যবহারটা খুব কোমল হয়—আর মাঝে মাঝে সহাস্য মুখে ভাবত : বাবা যেন আমার ছেলে!

দু'ভাইয়ে বেশ ভাব। পিয়ের ছিল অনুভূতিময়, ভাবপ্রবণ ; রেণে ওকে ভালবাসত চোখের তারার মতো। যুদ্ধ পর্যন্ত ওদের কেউ কখনো ছাড়াছাড়ি ঘটাতে পারেনি। পিয়ের মারা গেল যুদ্ধবন্দী শিবিরে। ভাই যে নেই তা রেণে ভাবতেই পারত না—নিজেরই দেহের খানিকটা অংশ কেটে ফেলার কথা কি ভাবা যায়?

রেণেও বন্দী হয়েছিল, কিন্তু পালিয়ে এসেছিল বন্দীশিবির থেকে। মার্সেইতে ও কমিউনিস্ট হয়ে গেল—ইস্তাহার লিখত, জাল জার্মাণ পাস তৈরী করত, আর মিলিটারী ঘাঁটির ওপর হামলা করতে যেত। নিকোল নামে বিশ বছরের একটী মেয়ে—সেও ছিল ঐ গ্রুপে—সে ইস্তাহারগুলো নেওয়া দেওয়া করত, কখনো কখনো অস্ত্রশস্ত্রও নিত। বিপৎসঙ্কেত, গুপ্ত আক্রমণ, গুলি ছোড়াছুড়ি চলল কতদিন, তারপর সাময়িক বিরতি। তখন দক্ষিণের সমুদ্রে কী শান্ত ছবি—নিকোলের দিকে চাইলে রেণে আর আবেগ চাপতে পারে না। ওর ত্বক উষ্ণ, চোখ দু'টি নীল, মুখটি ছোট্ট ছুঁচলো। রেণে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, বল্ল: "তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।" স্মিতমুখে সে জবাব দিয়েছিল: "কাল তো কিছু কাজ নেই। চল, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, কাল সমুদ্রে স্নান করতে যাই।" কিন্তু নিকোল আসেনি, সেদিন রাত্রেই গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েছিল। ওরা ওর ওপর অত্যাচার চালাল, নখের নীচে সূচ ঢুকিয়ে দিল, বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখল, তবু একটি কথাও বার করতে পারল না। তারপর ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল রাভেন্‌সব্রুকে, সেখানেই ওর মৃত্যু হয়। যুদ্ধের পর একজন মহিলা রেণেকে খুঁজে বার করে জানিয়েছিলেন: "নিকোল আপনাকে জানাতে বলেছিল যে, সে দুঃখ পেয়েছে শুধু একটা কথা ভেবে—আর একদিন পরে সে ধরা পড়ল না কেন।"

রেণে আবার গ্রেপ্তার হয়ে বন্দীশিবিরে গেল। তারপর ছাড়া পেল রুশিয়ানদের হাতে। পারীতে ফিরে ডাক্তারী পাশ করে ও হল শিশুদের ডাক্তার। ওর প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে এমন সব লোকের সংস্পর্শে আসতে হত যারা ও শুধু কমিউনিস্ট বলেই ওকে ঘৃণা করে—তাই শ্রমিকদের সভায় এসে ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। ডাঃ ল্যসাঁজ বলেছিলেন: "জানি আপনি এখানে আপনাদের 'জন-গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন। কিন্তু সে হবে না, তার চেয়ে এটম বোমাও ভাল, মৃত্যুও ভাল, অন্য যা কিছু হয় তাই ভাল..."

ঈভোনের সঙ্গে পরিচয় ট্রেনে যেতে যেতে, আকস্মিকভাবে; প্রথম দেখাতেই ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ঈভোনের মুখটী দেখলে আশ্চর্যই লাগে; একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে ওর অঙ্গসৌষ্ঠবে—শ্বেতাভকান্তি তন্বী, তার ডাগর কালো চোখে কী যেন বিস্ময়; মনে হয় যার সঙ্গে কথা বলছে তার কথা খেয়ালের

মধ্যেই নেই, তাকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দিয়েছে কোন্ সুদূরে। "শাত্র্যজ ও পার্ম" বইটা পড়ছিল ঈভোন। রেণেও স্তাঁদলের ভক্ত, স্তাঁদলের কথাই ও শুরু করে দিল। মেয়েটী যে ওর কথা শুনছে তা মনে হয় না, এমন কি ওর দিকে চাইছে বলেও মনে হয় না। খানিক পরে মেয়েটী কথা বলে উঠল:

"এ রকম বই পড়ে আমার ভয় লাগে।...ছোট বেলায় থেকেছি ঠাকুরমার ওখানে—চারিদিকে পাহাড়ঘেরা সে একটা ছোট্ট গ্রাম—সাভোয়া। ভয়ে আমি কত সময় কেঁদে উঠতাম—পাহাড়গুলো ঐ প্রকাণ্ড আর কত ছোট্ট আমি।... স্তাঁদল যে রকম অনুভূতির কথা লিখেছেন সত্যিই কি সে রকম আছে?"

গাড়ী থামল। সলজ্জ হাসি হাসল ঈভোন, তারপর ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এই যে মেয়েটীর সঙ্গে ও শান্তিয়ি থেকে ট্রেনে এসেছিল তার কথা রেণে প্রায়ই ভাবত। কল্পনা করত ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে। রাস্তায় মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ওকে খুঁজত। কিন্তু ডাক্তারখানার দুঃখপীড়িত চিকিৎসার্থীদের মধ্যে ওকে দেখতে পাবে তা কখনো ভাবতে পারেনি। কিন্তু তাই ও এল, সঙ্গে দু'বছরের একটী ছেলে। রেণে তার রোগ পরীক্ষা করে বল্ল:

"ভয়ঙ্কর কিছু নয়—মাম্‌স হয়েছে।...আপনার ছেলে?"

ও হাসল। "না, আমার ভাই। অবিশ্যি ওর বয়সের ছেলেও আমার থাকতে পারত—আমার বয়স ছাব্বিশ।"

মাঝে মাঝে ওদের দেখা হয়। এক স্থপতির অফিসে ঈভোনের কাজ, সেখানে রেণে কখনো ফোন করে, কাফে বা থিয়েটারে যাবার প্রস্তাব করে। অবিশ্যি ওকে যতখানি স্বপ্নপ্রবণ বলে রেণে মনে করেছিল তা ও মোটেই নয়। অফিসে ও কঠোর পরিশ্রম করে, হাসিঠাট্টা করতে ভালবাসে, আর ঐ আপাত-উদাস চোখ দু'টী দিয়েই পর্যবেক্ষণ করে জীবনের সকল খুটিনাটি। ক্রমে ক্রমে রেণে জানল: ওর বাপ ছিলেন ইস্কুল মাষ্টার; জার্মাণরা যেদিন দু'টী ইহুদী ছাত্রকে ধরে নিয়ে গেল সেদিন তিনি বলেছিলেন: "তোমরা কি মানুষ?" ওরা ওঁকে পাঠিয়ে দিল বুশেনওয়াল্ড বন্দীনিবাসে, সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারেননি। ওর অসুস্থ মা আর ভাই—ঈভোনই তাদের ভরসা।

রেণে ওর কাছে আরও শুনল: ও অঙ্ক ভালবাসে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ওর বড্ড কম, প্রণয়রঙ্গের দিকে একটু ঝোঁক আছে, তবে ওকে কারও মনে ধরবে বলে ওর বিশ্বাস হয় না। রেণে ভাবল: অদ্ভুত; কিন্তু ওর কথার কোনো গভীরতা আছে কিনা বুঝিনে। ওর বয়সের যে সব মেয়ে প্রতিরোধে যোগ দিয়েছিল তাদের কথা ভাবলে ওর হিংসে হয়। সেদিন বল্ল: "তখন আমি বড্ড বোকা ছিলাম, কিছু বুঝিনি।" কথাটা বলেছিল খুব আন্তরিকভাবেই, চোখ দু'টো প্রায় ভিজে এসেছিল। কাল দেখলাম ওর হাতে একটা মস্ত বড় ক্ষতচিহ্ন, ঠিক কনুইয়ের ওপর। কি করে হ'ল প্রথমে কিছুতেই বলবে না, শেষে অনেক কষ্টে বল্ল: "ও কিছু নয়। জার্মাণদের আমলে আমার একজন পরিচিত লোক একটা বাক্স দিয়েছিল, লুকিয়ে রাখার জন্যে—কি জানি কি ছিল তাতে। তারপর গেস্টাপো এল, জানতে চাইল বাক্সটা কে দিয়েছে—কিন্তু তা কি বলা যায়!··· ও কিছু নয়।" ও আমার সঙ্গে তর্কও করে, বলে: "কমিউনিস্টদের কাছে তো সব কিছুই একেবারে আগেভাগে বাঁধা—কিন্তু মানুষের জীবনে তা তো হয় না।" উনিশ শো চল্লিশে আমরা (সোবিয়েৎ-জার্মাণ) চুক্তির পক্ষে গেলাম কেন, আর পঁয়তাল্লিশে স্ট্রাইকের বিরোধিতা করলাম কেন তাও ও শুধিয়েছিল। মনে হয়নি যে ও আমাদের পক্ষে। কিন্তু বিক্ষোভ-মিছিলের সময় সঙ্গে গেল তো। পুলিশ যখন মিছিলে চড়াও হ'ল তখন একটা পুলিশকে ও রুখেছিল—লোকটা একজন বুড়ো মানুষকে মারতে যাচ্ছিল।

রেণের মনে যে কথাটা সবার ওপরে, ঈভোনের চিন্তা করতে গেলে মনের ভেতর সে কথাটাই ফিরে ফিরে আসে: আমার আবেগ ওর চোখে পড়ে না কেন? আর কেউ কি আছে ওর? রেণের দিকে ও কোমল চোখে চায়, কিন্তু হাতটা ছুঁতে না ছুঁতেই যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে।

শহরতলীর ধূলিমলিন, শীতার্ত রাস্তা দিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা ওরা বেড়াচ্ছিল। নিজেকেই অবাক করে দিয়ে রেণে হঠাৎ বলে উঠল:

"ঈভোন, সুখের কথা কখনো ভাব কি তুমি?"

"বলতে পারিনে। ···মনে আছে জেরিকোর সেই ছবিটা—'রাদো দ্য লা মেদ্যুজ' (মেদুসার ভেলা)? জাহাজডুবির পর। ওরা দু'জন ভেলায় চড়ে বেঁচেছিল।···কিন্তু ঝড়টা ওঠার এক ঘণ্টা আগে কী ছবি ছিল মেদ্যুজের

ওপর? সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে মেয়েটী হয়তো হেসেছিল। তার পাশে একটী ছেলে। ওরাও বোধ হয় সুখের কথাই বলছিল…"

"ঝড়ের মধ্যেও কি মানুষ সুখ পেতে পারে না?"

"তোমার মতো শক্তি কার, রেণে?"

"মানুষের হৃদয় আছে, আবেগ আছে…"

"শুধু বইয়ের পাতায়।"

রেণের মনটা টনটন করে উঠল: ঈভোন ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কাগজের টুকরো আর ধুলো উড়ে গেল ঠাণ্ডা ঘূর্ণি হাওয়ায়।

"শুধু বইতেই নয়। আমি জানি…"

ওর কণ্ঠস্বর শোনাল আবেগহীন, প্রায় ঝগড়া করার মতো। বিদায়-সম্ভাষণ জানাল ঈভোন, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল মেট্রোর অন্ধকার জঠরে। আগেকার নিরানন্দ পথ ধরেই রেণে ফিরে চল্ল—আর ওকে বারে বারে পাগল করে তুলতে লাগল একটি বিষণ্ণ চিন্তা: তাহলে আমাদের বোঝাবুঝি সাঙ্গ হল। যাক, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে—ও আমাকে ভালবাসে না।

ঈভোনের বাসা শহরতলীতে। যাত্রীদের দিকে ও চাইল না; ভয় হ'ল চোখ দেখেই বুঝি সবাই বুঝে ফেলবে কী দুঃখ ওর মনে। কেন ভাবতে গিয়েছিল যে ওকে রেণের ভাল লাগে? কী বোকামি! রেণে শুধু সদয় ব্যবহার করছে, আর কিছু নয়—দেখেছে ও কি ভাবে রেণের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, তাই ওর মনে ব্যথা দিতে চায়নি। আর আজ তো স্বীকারই করল, সে আর একজনকে ভালবাসে। সে মেয়েটী হয়তো দৃঢ়চিত্ত, রেণেরই মতো। তাই ঝড়ের মধ্যেও তাকে নিয়ে ও সুখী।

বাড়ী এসে ঈভোন মার সঙ্গে গল্প করল, ভাইয়ের জামাটা সেলাই করে রাখল, বাসন ধুল, তারপর আলো নিভিয়ে দিল। মনে হল শরীর থেকে জীবনটা চলে গেছে; কথা বলছে, কাজ করছে, কাপড় ছাড়ছে—সবই যেন মড়ার মতো।

তবু পরদিন বসে থাকল ওর টেলিফোনের অপেক্ষায়।

রেণে টেলিফোন করেনি। নিজের ওপর সে ভয়ঙ্কর চটেছে—এমন আর চলতে দেওয়া যায় না। ওর কথা কেন সে সারাক্ষণ ভাববে? বত্রিশ বছর বয়স হ'ল, স্কুলের বাচ্চা তো নয়। রেণের কাজ আছে, পার্টি আছে, বন্ধুবান্ধব

আছে। চার মাস ধরে ওর সঙ্গে মিশছি, চেষ্টা করলেই বোঝা যেত যে ও আমাকে ভালবাসে না, কিন্তু তা না করে বোকামির স্বর্গ গড়ে তুলেছি। নেহাৎ ছেলেমানুষি। এখনও, এখনও ইচ্ছে করে ওকে টেলিফোন করতে। কিন্তু তা করব না, কিছুতেই করব না!

ল্যাবরেটরি থেকে গেল একটা মীটিংয়ে। খনি মজুরদের প্রতিনিধিরা বল্লেন: ওদের উৎসাহ ভালই আছে, কিন্তু সাহায্য দরকার—ওদের ঘরে ঘরে উপোস চলছে। আর সকলের সঙ্গে মিলে রেণেও হাতাতালি দিল, মশের নামে টিটকারী করল, উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাড়ী ফিরে এসে ভাবল: ওকে না দেখলে আমার কষ্ট হয় না। কাটিয়ে উঠতে পেরেছি নিশ্চয়।···রাত্রে কিন্তু ঘুম হল না: কোমল, বিস্মিত চোখে ঈভোন যেন চেয়ে রয়েছে।

ঈভোন ওর টেলিফোনের আশায় প্রতীক্ষা করে। হপ্তা যায়। আবার একদিন ও বসেছে সেই আধা-অন্ধকার ট্রেনের কামরায়, এমন সময় হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠল: ওকে ভুল বুঝিনি তো? ও হয়তো আমার কথাই বলছিল। সারা রাত বিছানায় পড়ে ও ছটফট করতে লাগল—ভুল বোঝার সম্ভাবনায় কথনো খুশী হয়ে ওঠে, কথনো বা নিজেকেই উপহাস করে: আবার সব রঙ্গীন কল্পনার জাল বুনছি! জ্বরগ্রস্তের মতো দুটো দিন কাটাল, তারপর আর আবেগ দমন করতে না পেরে রেণেকে লিখল:

"কি করছি তা আমি নিজেই জানিনে, হয়তো জীবনের সব চেয়ে বড় বোকামিই করতে যাচ্ছি। লোকে এমন করে না, কিন্তু তবু আমাকে বলতেই হবে। অতি সাধারণ মেয়ে আমি, হয়তো অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিও একটু কম, তাহলেও সুখ আমি চাই। যদি একথায় তুমি বিরক্ত হও, কিংবা ভাল না লাগে, তবে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিও। তা সত্ত্বেও ধন্যবাদ জানাই, তুমি কত ভাল তার জন্যে, তুমি যে আছ তারই জন্যে—ওর মূল্য তো আমার কাছে কম নয়। তুমি ফোন করনি, কিসে ভাল তা তুমিই বোঝ, তবে আমি তোমার ডাকের আশায় বসে ছিলাম সারাক্ষণই। আমার ওপর রাগ কোরো না, আমার সম্বন্ধে মন্দ বুঝো না, দোহাই।, আমার যে উপায় নেই।

"—তোমার ঈভোন।"

সাতটায় রেণের উঠতে হবে। ভোরের দিকে ওর ঘুম এসেছিল। জেগে উঠল একটা খসখস শব্দ শুনে—দরজার নীচে দিয়ে কেউ একটা চিঠি গলিয়ে

দিচ্ছে। চিঠিটা ও পড়ল, আবার পড়ল, হাত দিয়ে কাগজটা সমান করে তুল্ল—হয়তো ও বোঝার চেষ্টা করছিল যে ও সত্যিই জেগে আছে, না ঈভোনের হাতের লেখার স্বপ্ন দেখছে।

খবরের কাগজটা খুলল। খনি মজুরদের সমর্থনে রেল শ্রমিকরা ২৪ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে। রেল চলাচলে বাধা হবে না—গবর্মেন্ট জানিয়েছে। গার দ্যু নর স্টেশন দখল ক'রে সি-আর-এস বাহিনী। দালাল আর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধছে। রেণের মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল: কী দারুণ আমাদের লোকেরা! গত বছর ওরা বলেছিল মজুরদের একেবারে পিষে দিয়েছি, এখন যা বলব তাই হবে। এখন ওরা কি বলবে? এমন লোকদের কি কোনো আমেরিকান এসে কাবু করতে পারে?···বেশ প্রফুল্ল মনে ও ডাক্তারখানায় পৌঁছাল। ডাঃ ল্যস ঁাজ বল্লেন:

"আপনি খুশী? আপনার রুশিয়ান বন্ধুরা ফ্রান্সকে চিতায় চড়ানোই স্থির করেছে দেখা যাচ্ছে···"

রেণে ভাবল: ঈভোন হয়তো মোটরে চলে এসেছে। ওর অফিসে ফোন করল, কিন্তু সেখানে আসেনি। তার মানে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কাজ শেষ করে ও গেল এক বন্ধুর কাছে, তার একটা ছোট গাড়ী আছে। বল্ল: "আজ সন্ধ্যার মতো তোমার গাড়ীটা দাও··· ।"

রাস্তাটা জনবিরল আর আলো খুব কম—তার মধ্যে ও বাড়ীটা খুঁজে বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে। শেষকালে একজন মেয়েলোক বলে দিল: "সোজা চলে যান, একটা বড় বাড়ী দেখতে পাবেন।" ঘোরানো সিড়ি বেয়ে ও উঠছে যখন, মনটা তখন উত্তেজনায় লাফাচ্ছে। ভীষণ চ্যা ভ্যঁা বাড়ীটাতে: বাচ্চা ছেলেপিলে, বেড়ালের পাল, রেডিও—সবাই চেঁচাচ্ছে।

দরজা খুলে দিল ঈভোন। সিঁড়িতে একটু দাঁড়াতে বল্ল। কর্কশ স্বরে রেডিও বাজছে:

চটুল টনেৎ প্রণয়রঙ্গে বলে,
তোমার লাগি মন তো নাহি গলে!

মাথায় একটা রুমাল বেঁধে ঈভোন বেরিয়ে এল।
"চল বাইরে যাই, এখানে কথা বলা যাবে না।"

"আমি একটা গাড়ী এনেছি—শহরে চলে যেতে পারি দু'জনে।"

"না, আমি পারব না। মার অসুখ, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কাছেই একটু ঘুরে আসি চল। তুমি এসেছ তাই কী ভালই যে লাগছে।...রেণে, তোমাকে আমি সব কিছুই জানাতে চাই।..."

রাস্তাটা অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। বসতির বাইরে চলে গেল ওরা। নিষ্পত্র, অস্থিসার গাছগুলোর সঙ্গে বাতাসের লড়াই চলেছে। ঘোলাটে চাঁদ উঠল আকাশে, আবার তাড়াতাড়ি ডুবে গেল। ওরা রেলের লাইন পার হল। পুলের ধারে হেলমেট-পরা সেপাইগুলো দাঁড়িয়ে; ওদের পেছন থেকে উপহাসের স্বরে চীৎকার করল: "আহা, বেড়াবার কী সময়!..."

রেল লাইন বরাবর পায়ে চলার একটা পথ, তাই ধরে চল্ল ওরা। স্ট্রাইকের কথা পাড়ল ঈভোন: সকালে সব সেপাই এসেছে, বসতির মধ্যে খুব উদ্বেগের ভাব, কি জানি বুঝি মারামারি বাধবে। তারপর ওরা নীরব হয়ে গেল। হঠাৎ থেমে পড়ে ঈভোন তার বাহুবন্ধনে রেণের কণ্ঠ বেষ্টন করল। দূরে চীৎকার করে উঠল একটা ইঞ্জিনের বাঁশী। সিগন্যালের লাল বাতিটা জ্বল জ্বল করে চাইল যেন। ও রেণেকে চুমু দিল—দ্রুত উত্তাল আবেগে—যেন এখনি সে আবার হারিয়ে যাবে।

[২৩]

রাজনীতিক পরিস্থিতিটা কেমন বুঝছেন—গার্সি জিজ্ঞাসা করলেন নীল্‌সকে। নীল্‌স জানতেন যে, কোনো কোনো আমেরিকান যে-রকম সব-জান্তা সুরে কথা বলেন তাতে ফরাসীরা অনেকে সময়েই আঘাত বোধ করে থাকে; তাই সুবিবেচকের মতো তিনি জবাব দিলেন:

"আপনাদের গবর্ণমেন্টই জিতল, স্ট্রাইকটা তো এখন নিভু নিভু অবস্থায়; গত বছরে যে-ঝড় উঠেছিল, এটা তার শেষ প্রতিধ্বনি। কমিউনিস্টরা ঘাবড়ে গেছে—যাবারই কথা। আপনাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করার এই তো সময়..."

কথাটা শেষ না করে উনি একটা চুরুট এগিয়ে দিলেন—মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ওঁরা তখন কফী পান করছিলেন। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন গার্সি;

নীল্‌স যদি ওঁকে এমন কিছু বলে দেন যা শুমান বা বেদিয়েকেও বলেননি, তাহলে বুর্ঁ প্রাসাদে গিয়ে গার্সি বেশ এক হাত জমাতে পারবেন।

"প্রিয় মিঃ নীল্‌স, আপনি আমাদের দেশটাকে চিনেছেন বটে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের অবস্থা আপনি যেমন বুঝেছেন তেমন তো আমরাও বুঝিনি। বিশেষ করে আমার কাছে আপনার পরামর্শ একেবারে অমূল্য··"

"কী যে বলেন মঁঃ গার্সি! আপনাকে দেব পরামর্শ! না, না, আমি শুধু আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম—জানেনই তো, আমার অভিজ্ঞতাগুলো একটু ভাসা ভাসা। কমিউনিস্টদের এবার হার হয়েছে, এই আমার ধারণা। কিন্তু শৃঙ্খলারক্ষকেরা এই জয়ের সুবিধা কাজে লাগাতে পারবেন কি না তা তো জানিনে···"

"মানে, আপনি কমিউনিস্ট পার্টিটাকে ভেঙ্গে দেবার কথা বলছেন?"

"উঁহুঁ, হুট করে কিছু করার দিকে আমি নই। তোরেজ-কে বিশ্বাস করে এমন সাচ্চা মজুরের সংখ্যা এখনও খুব বেশী। তাদের চোখ খুলে দিতে হবে। মানে নিষেধমূলক ব্যবস্থার বদলে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা—বুঝেছেন? উদাহরণ দিচ্ছি: কমিউনিস্টদের সব পাপ কীর্তি সম্বন্ধে কাগজগুলো কিছু লেখে না কেন তা আমি বুঝতেই পারিনে। উত্তর অঞ্চলে তারা কি ক্ষতি করেছে তা আন্দাজেই ধরতে পারি—বিভীষিকা, নাশকতা এই সব কায়দাই ওদের পছন্দ, বুঝেছেন? ওরা বলে, উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় তবে তার জন্যে ভাল মন্দ যে কোনো উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ছেলে বুড়ো সবাইকে খুন করতেও ওদের আটকাবে না।"

গার্সি ভাবলেন: তোরেজ-এর পার্টিটা এদের গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধেছে। তা ভালই, দেনা নিয়ে ওরা আর বেশী কঞ্জুষীপণা করতে পারবে না···

ওঁর কাশী লেগে গেল।

"শান্তি না থাকলে কি চুরুট টানা যায়! যুদ্ধের আগে ওকালতিতে আমি খুনীদের কেস করতাম—এমন সব খুনী যাদের ফাঁসী হয় হয়। তখন আমার স্ত্রী বলতেন, আমার আর মানুষের অবস্থা নেই, স্নায়ুজীর্ণ এক ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছি। আর আজ যখন কমিউনিস্ট খুনীদের হাত থেকে

কালকে বাঁচাতে যাচ্ছি—তখন উনি কি বলবেন বুঝতেই পারেন। স্নায়ুর বদলে এখন চাই লোহার কাছি।”

একটু হতাশ হয়েই গার্সি ফিরলেন। সাংবাদিক পেলিসিয়ে-র সঙ্গে ওঁর এক জায়গায় দেখা করার কথা। শাঁজেলিজে-তে একটা কাফিখানায় বসে দু জনের আলাপ চল্ল—সাম্প্রতিক ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে, খাপছাড়াভাবে।

“স্ট্রাইকটা তো নিভে এলো”, বল্লেন পেলিসিয়ে। “কিন্তু শুনলাম আবার রেলওয়েওলারা নাকি ধর্মঘট করছে—ঐ যে ‘সহানুভূতিমূলক’ না কি যেন বলে ওরা। ওদের তাতে এক ফোঁটাও লাভ নেই, মাঝ থেকে শুধু পুনর্গঠনের কাজেই কিছুটা দেরী হবে…”

“এ মস্কোর খেলা”, লম্বা শ্বাস ফেলে গার্সি বল্লেন। “মাইনে আমরা বাড়াই কোথা থেকে? ওতে শুধু জিনিষপত্রের দামই চড়বে, কারও কোনো উপকার হবে না।”

ফাব্র্ এসে ওঁদের সঙ্গে বসলেন। প্রতিরোধের বীরদের অন্যতম বলে তিনি পরিচিত। লোকে ভেবেছিল তিনি পার্লামেণ্টের নির্বাচনে দাঁড়াবেন। কিন্তু তিনি দাঁড়াতে চাননি, বলেছিলেন, “ও সব ভেল্কিবাজির চেয়ে আমার ব্যবসাই ভাল।” একটা প্রকাণ্ড রপ্তানি কোম্পানীর তিনি ডিরেক্টর, কত এম-এল-এ, খবরের কাগজওলা প্রভৃতির সঙ্গে মেলামেশা। পেলিসিয়ে ঠিকই বলতেন, “রাজনীতিওলাদের সঙ্গে ওঁর দহরম মহরম।” কারও মতে উনি ‘রোমাণ্টিক’, আবার কেউ বা বলে উনি ‘ভাগ্যান্বেষী’।

“ফাব্র্, ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?” গার্সি প্রশ্ন করলেন।

“ধন্যবাদ।…শুনলাম আমেরিকানরা নাকি আমাদের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়।”

গার্সি বল্লেন, “আজ নেমন্তন্ন ছিল নীল্‌সের ওখানে। রুশিয়ান সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের অবস্থাটা উনি বোঝেন দেখলাম। যা নিয়ে উনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তা কিন্তু আর এক ব্যাপার। সারাক্ষণ খালি কমিউনিস্টদের কথাই তুলতে লাগলেন।”

কান খাড়া করলেন পেলিসিয়ে।

“পার্টিটাকে বে-আইনী করে দেওয়া সম্বন্ধে আমেরিকানরা কি ভাবেন, জানতে ইচ্ছে হয়।”

"তার সময় এখন নয়—নীল্‌সের এই মত। তিনি বলেন, ওদের আর একটু জড়িয়ে ফেলা দরকার, লোকে দেখুক ওরা কী না করতে পারে।"

পেলিসিয়ে টিপিটিপি হাসলেন :

"উনি না বল্লেই কি আর তা বুঝতাম না ?"

গার্সির কথা মন দিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনে গেলেন ফাব্‌র,একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না।

পেশাদার সামরিক অফিসারের ছেলে ফাব্‌র। যৌবনকালে উনি ছিলেন বৈমানিক, তারপর ব্রাজিলের এক মস্ত বড় বাগিচাদারের মেয়েকে বিয়ে করে চাকরীতে ইস্তফা দেন। পাহাড়, পর্বত এবং আরও কত বিস্ময়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন ওঁর শ্বশুর, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্স ছেড়ে যেতে ফাব্‌রের ইচ্ছে হল না—ফ্রান্সের ভবিষ্যতের জন্যে তাঁর দায়িত্ব তিনি বোধ না করে পারলেন না। তারপর পপুলার ফ্রন্ট (সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্থার সংযুক্ত বাহিনী) ক্ষমতা পেল ; কলকারখানা সব শ্রমিকরা দখল করল ; প্রধান মন্ত্রী হাত মেলালেন কাশ্যাঁ-র সঙ্গে, ফ্রাঁ-এর দাম পড়তে লাগল, ওদিকে ডেপুটিরা বসে বসে খালি এপারিটিফ হাল্কা (জোলাপ) পান করেন আর চুলোচুলি করেন। ফাব্‌র বুঝে নিলেন—ঝগড়াঝাটি, ভোটাভুটির দিন এবার শেষ। মনের মতো লোক বেছে নিয়ে গবর্ণমেণ্ট দখল করার জন্যে উনি ফন্দী স্থির করলেন। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ এসে যাওয়ায় ভাগ্যপরীক্ষাটা ভেস্তে গেল।

যুদ্ধের পশ্চাদ্বর্তন আর পরাজয় সইলেন তিনি : ফ্রান্স যে পাপ করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত বলেই এটাকে তিনি মনে করতেন, তবু যা ঘটছে তা যেন মেনে নিতে পারতেন না। ভিশি-তে ওঁর ডাক পড়ল ; স্ত্রীকে বল্লেন, "তার চেয়ে বসে বসে শব্জী বোনা নয়তো খরগোস পালা, সেই ভাল।" তিক্ত নিষ্ক্রিয়তায় বছরখানেক কাটানোর পর উনি সৈন্যদলের এক পুরোনো সাথী, মেজর গু শাঁত্র-র কাছে গেলেন। লণ্ডনের সঙ্গে ঐ মেজরের যোগাযোগ ছিল। তিনি ফাব্‌রকে বল্লেন :

"শক্ত শক্ত গ্রুপ গড়ে তোলাই এখন সব চেয়ে বেশী দরকার। জার্মাণদের আমরা আক্রমণ করব না, শক্তি সঞ্চয় করে মিত্রফৌজের অবতরণের জন্যে অপেক্ষা করে থাকব। তা যদি পারি তাহলে যখন নিষ্পত্তির বৈঠক বসবে তখন সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদায় আমরা সেখানে স্থান পাব।..."

ফাব্র্ তাঁর মনের সন্দেহ মেজরকে খুলে বল্লেন :

"অনেক আগেই আপনার কাছে আসতাম, কিন্তু তাতে কমিউনিস্টদের লাভ হয়ে যাবে ভেবেই আসতে পারিনি।"

"ওরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে সে তো স্বাভাবিক ; কিন্তু আমাদের মুক্তি রুশিয়ানদের হাতে নয়। একটা বেশ শক্তিশালী কেন্দ্র যদি গড়ে তোলা যায় তবে ওদের পথে কাঁটা দিতে পারব।"

মেজরের সঙ্গে ফাব্রের বোঝাপড়া হয়ে গেল ; উনি হলেন শাৎলে, লণ্ডন বি-ও-এর প্রতিনিধি।

যুদ্ধের পর ব্যবসায় ফিরে গেলেন ফাব্র্, অনেকে ভাবল ওঁর রাজনীতির শখ মিটেছে। কিন্তু ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা দূর হয়নি। অবিশ্যি দ্য গলের আর-পি-এফ দলে তিনি গেলেন না ; বল্লেন দ্যগল পার্টি তো একটা মামুলি ধরণের রাজনৈতিক পার্টি—বক্তৃতাবাজ, ফন্দীওয়ালা। পরিস্থিতি দেখে ফাব্রের ভয় হত ; গবর্ণমেণ্ট থেকে কমিউনিস্টদের তাড়ান হয়েছে বটে, কিন্তু প্রতিরোধের সময় ওদের জোর বেড়েছে, ওরা যেন রাষ্ট্রের মধ্যেই আর একটা রাষ্ট্র। তখনও ফাব্রের বিশ্বাস যে, নির্বাচন অভিযান করার চেয়ে ডানপিটে লোক নিয়ে দল তৈরী করা অনেক বেশী জরুরী। সে যাই হোক, দশ বছর আগের তুলনায় অবস্থা একটু বদলেছে—কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চলছে যুদ্ধ, সুতরাং অতর্কিত আক্রমণে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন আর তাঁর নেই। যারা ক্ষমতা ভোগ করছে তাদের তিনি ঘৃণা করতেন, তাহলেও কমিউনিস্টদের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টায় তাদের সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তিনি বুঝতেন যে, মন্ত্রীদের পথে অনেক বাধা—শাসনতন্ত্র, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি নানান বাধা। তিনি চারটী গ্রুপ তৈরী করলেন ; এমন ভাবে করলেন যে এক গ্রুপের লোক সন্দেহও করতে পারত না যে আরও গ্রুপ আছে।

সব চেয়ে বড় গ্রুপটার নাম 'লুতেস'—ওর কাজ ছিল স্ট্রাইক ভাঙ্গা।' 'অষ্টমী' গ্রুপটা কমিউনিস্ট নেতাদের কাজকর্মের দিকে নজর রাখত, এবং সেই কাজকর্ম অনুসারে পাণ্টা ব্যবস্থা করত। যারা ভাল তর্ক করতে পারে তাদের নিয়ে গঠিত 'শাতোব্রিয়ঁা' গ্রুপ ; এ গ্রুপটার কাজ ছিল দলত্যাগীদের ওস্কানো, নিন্দাসূচক বিবৃতি তৈরী করা, আর মামলা-পত্র সাজানো। পল্লী-মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চতুর্থ গ্রুপটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্ষেতের ফুল'

(ফাব্‌র নিজে ওটার নাম দিয়েছিলেন 'ষণ্ডা বাহিনী')। এ গ্রুপের কাজ এমন ধারা যে সে কাজের কথা ফাব্‌র তাঁর নিজের স্ত্রীর কাছেও ভাঙতেন না।

লুশেয়ার লোকটা আগে ছিল ছোট্ট একটা সুগন্ধি দোকানের মালিক, এখন সে 'ক্ষেতের ফুল' গ্রুপে। বয়স চল্লিশ, মাথায় প্রকাণ্ড টাক—হলদে রংয়ের দু'চারটে পাতলা চুল দিয়ে সে সেটাকে ঢাকার জন্যে সযত্নে চেষ্টা করত। দেখলে মনে হবে লোকটা যেন মান-সম্ভ্রম আর সৎ-স্বভাবের প্রতিমূর্তি। কিন্তু ওর মনে ছিল জুয়াড়ী প্রবৃত্তি। যুদ্ধের ঠিক আগে ও হঠাৎ রাজনীতির সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, দোরিও-র প্রচণ্ড ভক্ত হয়ে দাঁড়াল। (হিটলারী) 'লিজিয়ন বাহিনীর' সঙ্গে লুশেয়ার রুশিয়া গিয়েছিল, আর বরিসভ থেকে পশ্চাদ্বর্তনের সময় কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরেছিল—এ কথা ফাব্‌র জানতেন। ও একবার ফাব্‌রকে বলেছিল :

"খুব বোকামীর কাজ করেছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। তার চেয়ে ঢের দূরদৃষ্টি দেখিয়েছেন আপনি। ঐ রাজনৈতিক শিক্ষাটারই অভাব আমার।··· কিন্তু মনে আমার কলঙ্ক নেই এক বিন্দু : কারণ আমার হাতে একটাও ফরাসী মরেনি—অবিশ্যি দুটো কমিউনিস্টের কথা হিসেবে ধরছিনে। ওদিকে কমপক্ষে একশো জন রুশিয়ান তো সাবড়ে ছিলাম-ই। ওদের দেশে বাচ্চাগুলো পর্যন্ত গেরিলা, তাই গ্রামের মধ্যে আমাদের কাজের অভাব হত না···"

লুশেয়ার আর সুগন্ধি ব্যবসায় ফিরল না, তার চেয়ে চোরাবাজারের টান অনেক বেশী। ও আমেরিকান মোটর গাড়ী বিক্রী করত, বিদেশী মুদ্রার কারবার চালাত, প্রথম প্রথম সিগ্রেটের মতো সামান্য জিনিষও হেনস্থা করত না। জীবনযুদ্ধে সন্ত্রস্ত একটী সুন্দরী মেয়েকে ও বিয়ে করল—স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মাল সে অন্ধ। স্বামী হিসাবে লুশেয়ার খুব ভাল, সে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিল এই বলে : "ছেলেটা হয়তো বড় দরের গাইয়ে হবে, গাইয়ে হবার জন্যে চোখের দরকার হয় না জান তো।" ব্যবসাদার হিসেবে যারা ওকে চেনে তারা কখনো কল্পনাও করতে পারত না যে কিসের প্রবৃত্তি ওর মনে আগুনের মতো জ্বলছে ; গুপ্ত সমিতি, হত্যাকাণ্ড, বিস্ফোরণ, ষড়যন্ত্র—ও শুধু এই সবেরই স্বপ্ন দেখত। ওর কাছ থেকে শেভরোলে গাড়ীর কয়েকটা অংশ কিনেছিলেন এক খরিদ্দার—সেই খরিদ্দার যখন ওকে ফাব্‌রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন ও ভাবল জীবনের স্বপ্ন এবার সার্থক। 'ষণ্ডা বাহিনীর' ও প্রাণ হয়ে দাঁড়াল।

ফাব্‌র নাকি গুপ্ত সমিতির নেতা—এ কথা শুনে গার্সি তো হেসেই কুটপাট।

"এক্কেবারে আবোল তাবোল! কমিউনিস্টরা নিশ্চয় গল্পটা বানিয়েছে। 'কাগুলেয়ারদের' দিন আর নেই, এ সব ছেলেখেলা কি আর চলে এখন? ফাব্‌র একটু রোমাঞ্চের ভক্ত বটে, কিন্তু তিনি তো ইস্কুলের ছেলে নন, দস্তুর মতো ভারিক্কি মানুষ। উনি ছিলেন প্রতিরোধের 'শাৎলে', লণ্ডনের যত অস্ত্র সব ওঁর হাত দিয়েই যেত সে কথা আজও মনে রয়েছে। এখন তো উনি ব্রাজিল কফী নিয়েই ব্যস্ত, 'রঙ্গীন ষড়যন্ত্র' ফাঁদবার কি আর সময় পান?"

গার্সির সঙ্গে যে আলাপ হল তাতে ফাব্‌র চিন্তার খোরাক পেলেন। নীল্‌স ঠিকই বলেছেন। ওঁর ইঙ্গিতের অর্থ কি তা পেলিসিয়ে বা গার্সি কেউই বোঝেননি। রাজনৈতিক যোগবিয়োগ করে করে ওদের বুদ্ধিতে ছাতা ধরে গেল। শুধু স্ট্রাইক ঠাণ্ডা করলেই হয় না; স্ট্রাইকের পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে লোককে ক্ষেপিয়ে দিতে হয়। অথচ ওঁরা করছেন কি? সি-আর-এস গিয়ে মজুরদের গুলি করে মারছে। শোকযাত্রা আর বিধবার চোখের জল। কমিউনিস্টদের গলায় তুলে-দেওয়া হচ্ছে শহীদের মালা। এ ভাবে ওদের কিছুতেই শেষ করা যাবে না...

লুশেয়ারের কাছে গিয়ে ফাব্‌র তাঁর পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন।

"কাজটার জন্যে গাস্ত-কে নিও, নয়তো পোকার্দি-কে।"

"গাস্তঁই ভাল, ও মাকিদের সঙ্গে ছিল।"

" 'তেল'-টা পেয়েছ?"

"তার জন্যে ভাববেন না।"

"এই মাত্র জানতে পারলাম—ওরা কিছু দালাল যোগাড় করেছে, কিন্তু বেশী না—খালি চারটে ট্রেনের মতো। শেষ গাড়ীটার জন্যেই লাগাবে তা তো বুঝতেই পারছ। ওটা কম্পিয়েন প্যাসেঞ্জার, রাত্তির ১২টা ২০-তে ছাড়ে। ইস্তাহারগুলো পল এনে দেবে। এখন পষ্টাপষ্টি বল দেখি, তুমি পারবে তো?"

"কিচ্ছু ভাববেন না। বলেছি তো—রাজনীতির তালিম পাইনি বটে, কিন্তু নিজের কাজটা ভাল করেই জানি।"

সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে লুশেয়ার একেবারে সুনিশ্চিত। গাস্তঁকে ও ভাল করে চেনে, তার ওপর ভরসা রাখা যায়। তবু তাকে প্রশ্ন করল:

"পারবে তো ?"

হেসে উঠল গাস্তঁ।

"কম্যাণ্ডোরা যখন প্লেন থেকে ঝাঁপ দিল তখন তিন তিনটে ট্রেণ উড়িয়ে দিয়েছিলাম। সে কাজটা এর চেয়ে ঢের শক্ত—চারদিকে তখন পাহারার ঘাঁটি। আর এটা তো জলখাবার..."

ঠাণ্ডা ঝোড়ো রাত, তবু লুশেয়ার ঘামছিল। তাড়াতাড়ি যেতে হবে ওদের, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ট্রেণ পাশ করবে। জিনিষটার ব্যবস্থা করছিল গাস্তঁ, আর চারদিকে দৃষ্টি রাখছিল লুশেয়ার—বস্তিটাতে সেপাই যে গিস গিস করছে। হঠাৎ ওর মনে পড়ল কি ভাবে দু'জন রুশিয়ানকে গুলি করে মেরেছিল, রেল লাইনের কাছেই ধরেছিল তাদের। জীবনটা অদ্ভুত : কত কী করতে হয় !

"তৈরী ?"

"একটু দাঁড়ান", গাস্তঁ জবাব দিল।

লুশেয়ার ভাবল : বস্তিতে একটা ইস্তাহার মেরে দিলে মন্দ হয় না। নইলে সবগুলোই হাওয়ায় উড়ে যাবে, একটাও নজরে পড়বে না।

'শাতোব্রিয়াঁ' গ্রুপের জরেস লিখেছিল ইস্তাহারটা : "ধর্মঘটের অধিকারের ওপর অযথা হস্তক্ষেপের আমরা প্রতিবাদ করি। দালাল দিয়ে ট্রেণ চালিয়ে গবর্ণমেণ্ট জঘন্য অপরাধ করছে। নিরপরাধ হতাহতদের জন্যে দায়ী হবে মশ সরকার। আমরা কমিউনিস্টরা এর জন্যে মোটেই দায়ী নই। সহানুভূতি-সূচক ধর্মঘট যতদিন চলবে ততদিন একটা ট্রেণও পথ পাবে না—এই আমাদের শপথ। ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী দীর্ঘজীবি হোক! জনগণের শত্রুরা নিপাত যাক!"

লুশেয়ার হঠাৎ চমকে উঠল, লাইন ধরে কে যেন আসছে। মনে হচ্ছে একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে। ও গাস্তঁ-কে সাবধান করে দিতে গেল, কিন্তু সে তার আগেই হাওয়া। দৌড় দিল লুশেয়ার। "থাম", বলে কে চেঁচিয়ে উঠল। তাই শুনে, দু'টো গুলি ছুঁড়ে দিয়ে আরও জোরে ছুটল লুশেয়ার। বস্তির কাছে যেখানে ওরা গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেখানে পৌঁছে গাস্তঁকে দেখতে পেল। দু'জনে ধাইল সোজা পারীর দিকে। লুশেয়ারের মন বিষণ্ণ—কাজটা বানচাল করে ফেলেছে। তাছাড়া ও যে

গুলি ছুঁড়েছিল তার শব্দে ভীড় জমে যাবে। ফাব্রকে কি বলবে? গাস্তঁকে তো এই মারে কি সেই মারে; আর সে লোকটা বোকার মতো দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে অস্ফুট স্বরে বলে চল্ল:

"কপাল খারাপ।...মার্কিতেও যে এ কাজটা সব সময় হাসিল হত তা নয়। এ হচ্ছে লটারীর খেলা—টাকার এপিঠ না ওপিঠ?..."

'শেষ খবর' কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে দারুণ উত্তেজনা। চীৎকার করে পেলিসিয়ে বল্লেন:

"প্রথম কলমটা ঢেলে সাজুন। বড় হরফ দিন: "কমিউনিস্টদের কাপুরুষোচিত অপরাধ!" স্টেনোগ্রাফারকে বলে চল্লেন:

"আজ মধ্যরাত্রির পর শান্তিয়ি-র উপকণ্ঠে এক মহা-অশুভ নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। কমিউনিস্টরা এতদিন যে-ভয় দেখাইয়া আসিয়াছে তাহাই ঐ দিন বাস্তবে পরিণত করিয়াছে, রেল লাইনের উপর তাহারা চুম্বক-মাইন পাতিয়া রাখিয়াছিল: তাহারা স্থির করিয়াছিল যে কম্পিয়েন হইতে আগত, ১৭নং প্যাসেঞ্জার ট্রেনটী উড়াইয়া দিবে; ঐ ট্রেনে ছোট ছোট ছেলেপিলেসহ যাত্রী ছিলেন ২১৮ জন। এক সাদাসিধা ফরাসী রমণী এই জঘন্য অপরাধ নিবারণ করিয়াছেন। রমণীর নাম ঈভোন দেশ লে—অকুস্থল হইতে কিলো-মিটার তিনেকের মধ্যে প্রে-দে-বোআ নামক স্থানে তিনি তাঁহার পরিবারের সহিত বাস করেন। তাঁহার মাতার বিবৃতি হইতে জানা যায়, তিনি ঔষধ কিনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্তনে অপ্রত্যাশিত রূপ বিলম্ব হইতেছিল। বোঝাই যায় যে, অপরাধীদের দেখিতে পাইয়া তিনি তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপরাধীদের মধ্যে একজন রিভলভার হইতে গুলি ছোঁড়ে। বীরাঙ্গনার বুকে গুলি বিদ্ধ হয়, অজ্ঞান অবস্থায় তিনি এখন শান্তিয়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রে-দে-বোআস্থ দুগ্ধ ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী লের্ব জোর দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ীর পাশ দিয়া তিনি একটী লোককে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। একজন আসামী অকুস্থলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। আসামীর নাম ডাঃ রেণে মোরিও—পারীর কুড়ি নং থানায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকারী রূপে লোকটি সুপরিচিত। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি কমিটি এবং তোরেজের পার্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রেল-শ্রমিক ইউনিয়ন—এই দু'টী প্রতিষ্ঠানই বলিতে চাহিতেছে যে অপরাধের সহিত তাহাদের কোনো সম্পর্ক

নাই। ঈভোন দেশ্লের অবস্থা উদ্বেগজনক। শান্তিয়ি-র এই ঘটনায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের উদ্রেক হইয়াছে। কমিনফর্ম দালালদের এই সব জঘন্য কার্যকলাপ কবে বন্ধ হইবে—প্রতিটী ফরাসী নরনারী সে কথা জানিতে চান।”

গার্সি অবাক; বাস্তবিকই ওরা এমন কাজও করতে পারে? আর রেণে মোরিও! ডাক্তার মোরিওকে তো জানতাম, তিনি ছিলেন দয়ার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর ছেলে খুনী হয়ে দাঁড়াবে তা কি কেউ ভাবতে পারে? আর কেউ নয়, একটা ডাক্তার, সে কিনা এখন ট্রেন ওড়াতে গেল যাতে শিশুরা পর্যন্ত রয়েছে—কী আশ্চর্য! ওদের একেবারে একঘরে করে রাখা উচিত, সত্যি।”

কাগজের রিপোর্টটার ওপর লাল পেন্সিলের দাগ দিলেন নীল্‌স। সেক্রেটারীকে বল্লেন:

“এটা এখুনি তার করে দাও, সোজা।”

[২৪]

আমেরিকায় থাকতে নিভেল প্রায়ই নিজেকে বোঝাত: আমি তো আর খিড়কী দোর দিয়ে ফিরতে পারব না; তবে আমার সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু? “মঁসিয়ে নিভেল তাহলে জার্মাণ দখলদারীর সময় কি করেছিলেন?”—এ কথা জিজ্ঞাসা করার লোকের অভাব হবে না। জার্মাণরা আসার পরও আমি চাকরী ছাড়িনি। কিন্তু সেটা কি অপরাধ? কারো সঙ্গে তো আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। বরং অনেককেই বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। উকীল লজিয়ে সাহেবের কাছে লণ্ডনের ইস্তাহার ধরা পড়ল; তাঁকে প্রিফেক্ট দপ্তরে নিয়ে এসেছিল, সেই সুযোগে ইস্তাহারগুলো পুড়িয়ে ফেলে আমিই তাঁকে ছাড়া পাইয়ে দিলাম। এখন তিনি পার্লামেন্টের ডেপুটি। কারখানাওল্লা রোজেনকে পাঠাচ্ছিল অসউইসিম (বন্দী শিবিরে)—আমিই তো কায়দা করে লিস্ট থেকে তার নামটা কাটিয়ে দিলাম। কমপক্ষে বিশ জন্ লোককে বাঁচিয়েছি আমি। মাদাম দ্য পোর্তাই-এর নাতির হয়ে আমি অবশ্য হলপ করিনি, কারণ ভদ্রমহিলা এসেছিলেন একটা অশুভ দিনে; তবু ছেলেটার বয়সের কথা একটু বিবেচনা করার জন্যে কর্ণেল ভন হালেনবার্গকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তাকে মেরে ফেল্ল তা আমি কি করব? আর যাই হোক, ভন হালেনবার্গকে আমি কি

বলেছিলাম তা তো আর কেউ বলতে পারবে না! আমার বিরুদ্ধে যায় খানি একটা জিনিষ—'ল্যুভ্‌র' কাগজে লেখা প্রবন্ধটা। তাতে অবিশ্যি শুধু বলশেভিকদেরই আক্রমণ করেছিলাম, মিত্রপক্ষ বা গলিস্টদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি, তবু ওটা একটা মহা-বোকামি হয়ে গিয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনে কি বলতে পারি? ওটা ১৯৪২ সালের বসন্তকালে লেখা, অনেক কিছুই তো তখনো অস্পষ্ট। আর আমি তো রাজনীতিওলা নই, আমি কবি। ওর পরে যখন জার্মাণদের স্বরূপ ধরতে পারলাম তখনই ওদের হাত ছাড়িয়ে সুইজার্ল্যাণ্ড পালালাম। জার্মাণরাই আমাকে বেরুতে দিয়েছিল তা কি আর কেউ প্রমাণ করতে পারবে? কর্ণেল ভন হালেনবার্গ নিহত হল, আমিও পাসটাকে তখুনি নষ্ট করে ফেল্লাম। ঐ সময় সাংবাদিকদের বলেছিলাম, আমি দেশভক্ত ফরাসী, পশ্চিমের সাফল্যের জন্যে আর তার থেকে ফ্রান্সের মুক্তির জন্যেই আমি অপেক্ষা করে আছি। পারীতে যে কবিতাবলী প্রকাশ করেছিলাম সেগুলো ওরা দেখুক না—রাজনীতির একটী শব্দও পাবে না তার মধ্যে। হিটলারের শক্তিটাকে আমি বড্ড বড় করে দেখেছিলাম, সে কথা সত্যি। কিন্তু সেটা ভুল হতে পারে, অপরাধ তো নয়।

পারীতে হপ্তা দুয়েক কাটানোর পর নিভেলের দুশ্চিন্তা দূর হল। 'স্য সোয়ার' কাগজে অবিশ্যি একটা প্রবন্ধ বার হয়েছিল—"কাকগুলো সব জমা হচ্ছে।" লেখক লিখেছেন: নিভেল 'ইতর বিশ্বাসঘাতক,' আমেরিকা থেকে সে তার "কাব্যলক্ষ্মীর বাহনটীকে চূণকাম করে এনেছে"; সে আগে "পূজো দিত গেস্টাপো গুণ্ডাদের পায়ে,আর এখন তার শ্বশুরকেই বসিয়েছে দেবতার আসনে।" বিরক্তভাবে নিভেল কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল; ও বুঝতে পারল না যে এই প্রবন্ধের জন্যে ওর একদিন সুবিধা হবে—কারণ জার্মাণ দখলদারী সময়ের কথা নিয়ে আজকের দিনে কেউ আর মাথা ঘামায় না; অথচ কমিউনিস্টরা যখন নিভেলকে আক্রমণ করছে তখন তার থেকেই প্রমাণ হবে যে, হেঁজিপেঁজি লোক নয় নিভেল। অপেরা থিয়েটারের দরদালানে এক মন্ত্রীর সঙ্গে ওর দেখা—যুদ্ধের আগে আলাপ ছিল তাঁর সঙ্গে। মন্ত্রী মহাশয় হৃদ্যতাসহকারে ওর করমর্দন করে বল্লেন: "আপনার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা যা লিখেছে দেখেছি। সে তো আপনার প্রশংসার কথা। আমাদের সংস্কৃতির ওরা ধারও ধারে না। তার চেয়ে আলবানিয়ান রাখালের মেঠো গান হোক, আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে যাবে।"

গুছিয়ে বসার পর নিভেল তার বাড়ীতে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করল—কয়েকজন লেখক, দু'জন ডেপুটি, তাছাড়া দুমঁ আর গার্সি। ওর ভয় হয়েছিল ওরা বুঝি আসবে না, কোনো না কোনো অজুহাত দিয়ে দেবে। কিন্তু তা নয়, সবাই এল। টাকা ওড়ান মেরীর স্বভাবই; অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের আয়োজন দেখে অতিথিরা আশ্চর্য হলেন, খুশীও হলেন—সাধারণত এতটুকু একটু স্যাণ্ডউইচ আর জোলো পোর্ট ওয়াইন ছাড়া আর কিছু তো মেলে না! নিভেলের বাড়ীতে নেমন্তন্ন রাখা যে ক্রমে ক্রমে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াল, তার জন্যে এই ভূরিভোজনের আয়োজনটা বড় কম সাহায্য করেনি।

নিভেলের ওখানে আসর বসত প্রতি বৃহস্পতিবার। সেখানে রাজনীতিবিদরা গা ঘসাঘসি করতেন 'লেট্রিস্ট' কবিদের সঙ্গে—যে-কবিরা কবিতা পড়েন সাঙ্কেতিক ভাষায়; আর অতি-সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্ক-মালিকদের পাশাপাশি বসতেন বস্তুনিরপেক্ষ শিল্পকলার পূজারীবৃন্দ। নিভেলের সালঁ (বৈঠক) এত জনপ্রিয় হবার কারণ দু'টী—এক তো সেখানে নানা ধরণের লোককে একত্রে পাওয়া যেত, তার ওপর সেখানে ছিল বাক-স্বাধীনতার একছত্র রাজত্ব। মেরী সুযোগ পেলেই আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এক হাত নিয়ে নিত। আর অস্পষ্ট হাসি হেসে গৃহকর্তা বলতেন যে ওঁর স্ত্রী একটু বাড়িয়ে বলছেন, মিসিসিপির বাগিচাদার দিয়েই তো আর সমস্ত আমেরিকানকে বিচার করা যায় না! কিন্তু নিজের বলার সময় উনিও আবার মজার মজার গল্প ছাড়তেন—নতুন পৃথিবীর মানুষগুলো কত সেকেলে আর কি রকম গেঁয়ো তা তাঁর কথা থেকে বেরিয়ে আসত। মেরীর দেশের লোক দু'চারজন থাকতেনই অতিথিদের মধ্যে—সকলের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁরাও আমেরিকান কায়দাকানুনগুলোকে উপহাস করতেন। এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা নীল্স এসেছিলেন—তিনি পর্য্যন্ত ঘণ্টাখানেক ধরে আমেরিকান শিল্পকলার নিন্দে করে গেলেন। যে-ফরাসীরা নিভেলের ওখেনে সন্ধ্যা কাটাতে যেতেন তাঁরা ফিরতেন বেশ খুশী মনেই: আর যাই বলুন, চিন্তার স্বাধীনতা কিন্তু আমরা অটুট রেখেছি। আমাদের ফৌজটা না হয় নগণ্য, কিন্তু আমেরিকানরা যেন ভুলে না যায় যে আমাদের একটা দারুণ হাতিয়ার আছে, সে হাতিয়ার হচ্ছে—প্রেম...

বৃহস্পতিবারের এই আলাপ-আপ্যায়নগুলিকে নিভেল কিন্তু কাজের ব্যাপার বলেই ধরত, ফুর্তি মনে করত না। রু দে পিরামীদ রাস্তায় ট্রানজকের'

এজেন্সী অফিস ; সেখানে ওর খাস কামরার গম্ভীর পরিবেশে ট্রানজকের প্রশ্নাদি সমাধান করার চেয়ে ওর বৈঠকখানায় অবাধ আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে সেগুলোর সমাধান করা অনেক বেশী সুবিধে—এ কথা সে বুঝত। বড় বড় ফরাসী দৈনিকগুলোর কাছে আমেরিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ বিলি করার ব্যবস্থাটা ও চট করে গড়ে তুল্ল। কিন্তু ওর শ্বশুরের যে পরিকল্পনা—কোনো ফরাসীকে মস্কো পাঠাতে হবে—সে কথা ভাবলে ওর মুখ বিকৃত হয়ে উঠত ; ওয়াশিংটনে বসে না থাকলে কি আর মাথায় এমন বে-আক্কেল ফন্দী গজাতে পারে ! যে লোক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে, রুশিয়ানরা তাকে কখনো তাদের দেশে আসতে দেবে না। এতো আপনিই বোঝা যায়। তা ছড়া 'ট্রানজক' নামটাও মস্কোর পক্ষে পছন্দসই বলা চলে না। লো বলেছিলেন 'ফিকে লাল' লোক জোগাড় কর ; আরে ঐ ধরণের জীব উনবিংশ শতাব্দীতে হয়তো পাওয়া যেত, কিন্তু এখন তারা একেবারে লোপ পেয়েছে। সোশ্যালিস্টরা বোধহয় জেনারেলের লোকেদের চেয়েও বেশী ঘৃণা করে বলশেভিকদের। আচ্ছা, রুশিয়ানরা ঢুকতে দেবে এমন একজন সাংবাদিক না হয় খুঁজেই পেলাম, কিন্তু সেনেটরের মতলব টতলব সব তাকে জানাব কি করে ? লাল-চুলো শয়তানটা শুধু প্রবন্ধেই সন্তুষ্ট নয়, মস্কোয় তার আবার চেনা লোকও চাই। কর্ণেল রবার্টসের নিজের এজেন্ট দিয়ে বিশেষ কাজ হচ্ছে না, সে কথা বোঝাই যায়। কিন্তু বহাল তবিয়তে আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের ফরমাস মতো কাজ করতে রাজী হবে এমন সাংবাদিক আছে কোথায় ?

চিঠির পর চিঠি আসে সেনেটরের কাছ থেকে : মস্কোর ব্যাপারটার ব্যবস্থা হল ? নিভেলের মেজাজ ভাল নয় ; গত বেস্পতিবারের সন্ধ্যায় ওর মুখে হাসি ফোটেনি একবারও—যদিও সেদিন এমন একজন অতিথি এসেছিলেন যাঁকে পাওয়া শক্ত। অতিথিটী বেদিয়ে। প্রচুর বকলেন বেদিয়ে—নিভু নিভু স্ট্রাইকটার কথা বল্লেন, শান্তিয়ির সেই নাটকীয় ঘটনার কথা বল্লেন।

"ব্যাপারটা আমি কিন্তু ঠিক বুঝিনে। এ কাজ বোধহয় পার্টি থেকে হয়নি, ব্যক্তিগতভাবে কোনো উৎকট ভক্ত হয়তো করেছে—তাই না ? মোরিও সম্বন্ধে লোকের ধারণা ভাল বলেই শুনেছি। উৎকট গোঁড়ামিতে মানুষের কী হাল হয়, দেখুন !"

আমেরিকানদের সঙ্গে যে কথাবার্তা চলছে সে প্রশ্ন ওঠালেন তারপর : ওরাই বলেছিল পীরেনীস লাইনের কথা, এখন আবার রাইন লাইন বলছে। তা অবশ্য আরও ভাল, কিন্তু বিপদও আছে। শেষ পর্যন্ত এল্‌ব্‌ লাইনেই মিটমাট করতে হবে। নিভেল শুনে গেল অন্যমনস্কভাবে, নিজের ভাবনায়ই ওর মাথা ভর্তি : সেনেটর ভাববেন আমি কাজ এড়িয়ে যাচ্ছি…

ওকে বেদিয়ে বল্লেন :

"আপনার ট্রানজক তো একটা দাঁও মারতে পারে। যুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাব্‌লঁ একটীও রাজনীতিক লেখা লেখেননি, জানেন বোধহয়। ওঁর প্রকৃতিটা জটিল। সে যাই হোক, সাব্‌লঁ-কে পর্যন্ত কমিউনিস্টরা চটিয়ে দিয়েছে। কাল ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কী গরম তা কল্পনাও করতে পারবেন না। বল্লেন—রুশিয়ানরা ফ্রান্সকেও 'জন-গণতন্ত্র' করতে চায়, তাই উনি গিয়ে রুশিয়ানদের সঙ্গে লড়বেন, যেমন লড়েছিলেন জার্মাণদের সঙ্গে। ওদের সাবাড় করে দেওয়ার মতো প্রবন্ধ লিখতে নিশ্চয় তিনি রাজী হবেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমেরিকাতেও উনি পরিচিত ; আর ফ্রান্সের পক্ষে ওঁর লেখা তো একেবারে বোমা ফাটিয়ে ছাড়বে।…"

উত্তেজনায় নাচতে লাগল নিভেলের মন—এই তো যা খুঁজছিলাম তাই। বরাত ভাল, সেদিন আর কোনো সাংবাদিক আসেননি। ও বেদিয়েকে বল্ল :

"খুব ভাল কথা বলেছেন। যুদ্ধের আগে সাব্‌লঁ-র সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমার মনে হয় উনি চমৎকার লেখক তো বটেই, তার ওপর দারুণ সাহসী। কথাটা সাংবাদিকদের কাছে বলবেন না, বুঝলেন? আমি চাই এটা ট্রানজকের হাতে আসুক।"

অতিথিরা চলে গেলে নিভেল ভাবতে লাগল—কি করে সাব্‌লঁকে টানা যায়। ওঁর সঙ্গে কাজ-কারবার করা বেশ শক্ত। উনি প্রতিরোধে ছিলেন, কাজেই নিভেলের প্রস্তাবে ওঁর সন্দেহ হতে পারে। লোভীও নন যে টাকা দিয়ে ভোলানো যাবে। আগে একটু বাজিয়ে দেখব? শার্তিএ কি দেভো-কে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পাঠাব? সময় খুব সংক্ষেপ—রেডদের বিরুদ্ধে উনি যদি প্রবন্ধ লিখে ফেলেন, তাহলে আর মস্কোয় ঢুকতে দেবে না। অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর নিভেল ঠিক করল ঝুঁকিটা নেওয়াই যাক। পরদিন সকালে সাব্‌লঁকে ফোন করে সাক্ষাতের জন্যে একটু সময় দিতে অনুরোধ জানাল,

তবে কি ব্যাপার কিছু ভাঙল না। সাব্‌ল্যঁর ভাবটা ভদ্রতাসম্মত কিন্তু দূর দূর—বল্লেন পাঁচটার সময় নিভেল দেখা করতে আসতে পারেন।

শেষ মুহূর্তে হঠাৎ ভয়ে কাঠ হয়ে গেল নিভেল—সবটাই যদি বেদিয়ের বানানো কথা হয়? ও লোকটা একেবারে অনর্গল মিছে কথা বলতে পারে। যাই হোক, তখন আর ফেরার সময় নেই। সুতরাং সাব্‌ল্যঁর সঙ্গে দেখা করতেই গেল।

স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা আছে বলে সাব্‌ল্যঁর খ্যাতি। সম্পাদকীয় অফিসে অফিসে লোকেরা বলত: "দারুণ লেখক উনি, কিন্তু তবু শতহস্তেন। উনি এমন সব খেল খেলতে পারেন যাতে কাগজের ভবিষ্যৎ একেবারে ফর্সা।" আফ্রিকাতে উপনিবেশ পত্তনকারীদের হাতে নীগ্রোরা কি রকম শোষিত ও নির্মূলিত হচ্ছে সে বিষয়ে এক কিস্তি সংবাদ ছাপিয়ে উনি প্রথম খ্যাতি লাভ করেন—সে ১৯৩৫ সাল। এই প্রবন্ধগুলো লোকের একেবারে মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল—কয়েকজন নামকরা শাসনকর্তাকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন গবর্ণমেন্ট। পপুলার ফ্রন্ট তখন ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে, তাই বামপন্থী কাগজগুলো সাব্‌ল্যঁর কাছ থেকে লেখা আনার চেষ্টা করল। সাব্‌ল্যঁ কিন্তু মেতে উঠলেন আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে। ফ্রয়েডবাদের বাতিক তখন খুব চলছে। আত্মহত্যাকারীর জীবনের শেষ ক'ঘণ্টা সম্বন্ধে সাবল্যঁ যে বই লিখলেন তা ফ্রয়েডবাদীদের কাছে খুব তারিফ পেল। ১৯৩৭-এর গোড়ার দিকে পারীর একটা মস্ত বড় দৈনিক পত্রিকা সাব্‌ল্যঁকে কাজ দিতে চাইল—বার্গস্‌-এ গিয়ে সেখান থেকে স্পেনের জাতীয়তাবাদীদের সম্বন্ধে বর্ণনা লিখে পাঠাতে হবে। তিনি রাজি হলেন, কিন্তু তাঁর লেখা ছাপা হল না। কারণ কাগজটা ফ্র্যাঙ্কোর সমর্থক, অথচ সাব্‌ল্যঁ বর্ণনা করেছিলেন—ফ্যালাঞ্জিস্টদের অত্যাচার কত বীভৎস, তাদের সৈন্যবাহিনী কি রকম পাশবিক, সেদেশে জার্মাণরা কি ভাবে সর্দারি করছে। যুদ্ধের ঠিক আগে তিনি একটা বই ছাপালেন—অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের জেলখানা সম্বন্ধে; বইটা লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে দারুণ সাড়া জাগাল।

সৈনিক বাহিনীতে সাব্‌ল্যঁ ছিলেন সার্জেন্ট। এক কৃষক রমণী ওঁকে লুকিয়ে রেখেছিল, নইলে ধরা পড়ে যুদ্ধবন্দী হয়ে যেতেন। দক্ষিণ অঞ্চলে খুব সংকটে পড়ার পর উনি প্রতিরোধের 'লা পাত্রি' গ্রুপে যোগ দেন।

একটা বে-আইনী কাগজ বার করতে করতে একেবারে আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে গেলেন। পুলিশ এসেছিল খাদ্য-কুপন চোরদের খোঁজ করতে—কাগজের জন্যে লেখা অর্দ্ধসমাপ্ত একটা প্রবন্ধ পেয়ে গেল সাব্‌লঁর কাছে। চারদিন চার রাত ধরে গেস্টাপো তাঁর ওপর অত্যাচার চালাল, কিন্তু উনি কারও নাম বলেন-নি। ওঁকে ওরা অসউইসিম পাঠিয়ে দিল। উনি যে বেঁচে ফিরলেন সে প্রায় অলৌকিক ব্যাপার।

মৃত্যু-শিবির সম্বন্ধে সাব্‌লঁর নকশা-কাহিনীগুলো দারুণ কাটল; সেগুলো নানান্ ভাষায় তর্জমা হল; নিউ ইয়র্ক থেকে উনি সাহিত্যের একটা মস্ত বড় পুরস্কার পেলেন। আরও কত কাগজ থেকে সহযোগিতার আহ্বান এল ওঁর কাছে, কিন্তু উনি বল্লেন—আমি প্রবন্ধ লিখিনে। জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে তিনি তখন বই লিখতে ব্যস্ত।

কমিউনিস্টদের প্রতি ওঁর গোপন সহানুভূতি আছে বলে কেউ কেউ সন্দেহ করত। কেউ বলত উনি এক বিশেষ ধরণের ফ্যাশিষ্ট। লোকটী দুর্জ্ঞেয় আর কঠোর-প্রকৃতি, এটুকু বলেই কেউ বা ক্ষান্ত হত। আসলে ওঁর মতটা ছিল দোআঁশলা—খানিকটা এনার্কিষ্ট (নৈরাজ্যবাদী) আর খানিকটা অতীত শতাব্দীর উদারনীতিক (যদিও তাঁর বয়স চুয়াল্লিশের বেশী নয়)। উনি বলতেন, "আমি এমন শাসন চাই যা টের পেতে হয় না, যেমন অনেক দিন ধ'রে পরা জুতো-জোড়া।"

আফ্রিকা, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা স্মৃতিচিহ্ন আর বইপত্র ছড়ানো সারা ঘরময়—নিভেল তা অভিনিবেশ সহকারে দেখল। সাব্‌লঁ লেখায় ব্যস্ত। ওঁর মুখটা লাল, রোদে-পোড়া, আর চুল পাকা, ছোট ক'রে ছাঁটা। দাঁতের মধ্যে একটা পাইপ চেপে আছেন।

কি বলে শুরু করবে নিভেল ভেবে পাচ্ছিল না: কথাটা যদি বেদিয়ে বানিয়ে থেকে থাকে তাহলে গলাধাক্কা খেতে হবে …

"আপনি সম্প্রতি আমেরিকা থেকে এসেছেন, না?"

"এই মাস দেড়েক হল…"

"বেশ, বেশ, আচ্ছা ও দেশে লোকে কি বলে? মানে যুদ্ধ সম্বন্ধে?"

"আমেরিকানরা তো সূক্ষ্মতার ধার ধারে না, সোজাসুজি কথা বলে। যুদ্ধ হবেই, এই ওদের ধারণা।"

"ওদের ধারণা ঠিক। ফরাসীদের উদাসীন ভাব দেখলে মাথা পাগল হয়ে যায়। প্রাগ দেখল, বার্লিনের অবরোধ দেখল, মস্কোর সামরিক উদ্যোগ-আয়োজন দেখল—তারপরও কি কারো সন্দেহ থাকতে পারে যে, রুশিয়ানরা আক্রমণ করবে?"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল নিভেল : বেদিয়ে তাহলে মিছে কথা বলেনি...

যুদ্ধের আগে অনেকবার সাব্‌লঁর কাছে অনুরোধ এসেছে—বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখুন। উনি জবাব দিতেন : "আমি মস্কো দেখিনি। যতদূর শুনেছি তাতে মনে হয় সোবিয়েৎ রাষ্ট্রটা একটা দৈত্যের মতো। সেটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু আমাকে তো কেউ মস্কোয় থাকতে বাধ্য করছে না! তার চেয়ে, আমাদের দেশে কিংবা আমাদের হুকুমে যে-সব নোংরা কাজ হচ্ছে সে সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই আমি ভাল মনে করি।"

আর এখন তিনি প্রবন্ধ লিখছেন রুশ আতঙ্ক সম্বন্ধে। এই পরিবর্তনের জন্যে 'লা পাত্রি' গ্রুপের ইঞ্জিনিয়র বান্‌লিয়ে অনেকখানি দায়ী—সাব্‌লঁর সঙ্গে দেখা হলেই সে তাঁকে রুশিয়ানদের দুরভিসন্ধির কথা শোনাত। প্রাগের এক ভূতপূর্ব অধ্যাপককে বান্‌লিয়ে একদিন ওঁর কাছে নিয়ে এল। কমিউ-নিস্টরা কি ভাবে ক্ষমতা দখল করেছে — সারা সন্ধ্যা ধরে তিনি সেই গল্পই শোনালেন : "আত্মহত্যা সম্বন্ধে আপনার যে বইটা, এখন আর সে বই পাবেন না প্রাগে। ও বই পড়লে নাকি দেশদ্রোহিতা করা হয়—মনো-বিশ্লেষণ জিনিষটা ওয়াল স্ট্রীটের (আমেরিকান পুঁজি-জগতের) হাতিয়ার, বুঝলেন?" আতলাণ্টিকের তীর পর্যন্ত দ্রুত অগ্রগমনের জন্যে সোবিয়েৎ সাঁজোয়া বাহিনী-গুলোকে কি ভাবে বিন্যাস করা হয়েছে সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় ব্যুরোর এক গোপন রিপোর্ট—তাও বানলিয়ে সাব্‌লঁকে দেখাল। বল্ল : "এ আন্দাজি রিপোর্ট নয়, বাহিনীগুলোর নম্বর পর্যন্ত দেওয়া আছে দেখুন না!" শুনে আশ্চর্য হয়ে সাব্‌লঁ বলে উঠেছিলেন : "তাহলে আমাদের এরা কি ভাবছে? আত্মরক্ষার প্রস্তুতি আমাদের করতেই হবে!"

বিকেল বেলা, নিভেলের সঙ্গে আলাপের অল্প আগে, তুমুল তর্ক করে এসেছেন সাব্‌লঁ। তরুণ জীব-বিজ্ঞানী গারো, যে ছিল 'লা পাত্রি' গ্রুপে সাব্‌লঁর সহযোগী, তার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়ে গেছে। অল্প কিছুদিন হ'ল গারো কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে, তাই নবদীক্ষাসুলভ আগ্রহাতিশয্যে

ওর মন ভরপুর। সে সাব্‌ল্যঁকে বোঝাতে গেল যে, একাধিক পার্টির অস্তিত্ব জনসাধারণের নৈতিক ঐক্যের সঙ্গে খাপ খায় না, শ্রেণী-উত্তীর্ণ বিজ্ঞান বলে কোনো বিজ্ঞান হতে পারে না ; আরও প্রমাণ করতে গেল যে, ফরাসী শিল্পকলা অধঃপাতে গেছে। সাব্‌ল্যঁ ওর যুক্তি কাটতে পারেননি, সুতরাং ওঁকে এবার কমিউনিস্ট হয়ে যেতে হবে—এ বিষয় গারোর মনে সন্দেহই নেই। কিন্তু বারুদের মতো হঠাৎ ফেটে উঠলেন সাব্‌ল্যঁ :

"মোটের ওপর, নাৎসিদের সঙ্গে আপনাদের বিশেষ কোনো তফাৎ নেই।"

শুনে গারো-ও চটল। সাব্‌ল্যঁকে ফ্যাশিস্ট বলে গাল দিয়ে বল্ল :

"আপনি বুঝি আমেরিকানদের হয়ে লড়তে চান ?"

"আমি কারো জন্যেই লড়তে চাইনে। কিন্তু রুশিয়ানরা যদি আক্রমণ করে তখন সৈন্যদলে নাম লেখাতে দেরী করব না। এক মিউনিক দেখেছি, আর একটা দেখতে চাইনে। আপনাদের তোরেজ তো বলছেন—আপনারা রুশিয়ানদের সঙ্গে লড়তে যাবেন না…"

"না, যাব না।"

"রুশিয়ানরা যদি এদেশে আসে তবু যাবেন না ?"

"রুশিয়ানরা কখনো আক্রমণ করতে আসবে না। যদি তারা এদেশে আসেই, তো আসবে মুক্তিদাতা রূপে…"

"আপনারা সব দেশদ্রোহী—পঞ্চম বাহিনী।"

এবারটা বেদিয়ে সত্য কথাই বলেছিলেন : সাব্‌ল্যঁ আমেরিকানদের ডেকে আনতে প্রস্তুত।

ট্রানজকের কর্তব্য কি কি তা নিভেল সংক্ষেপে বর্ণনা করল : বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলা, সামরিক দপ্তরের সহযোগিতাকে গোটা জাতির সহযোগিতায় রূপান্তরিত করা—এই কর্তব্য।

"সোবিয়েৎ রুশিয়ায় কি হচ্ছে তার খোঁজ পাওয়া কত শক্ত, আপনি নিজেই বোঝেন। লোহার পর্দাটা তো শুধু কথার কথা নয়। দুনিয়ার সামনে দেওয়াল তুলে ওরা নিজেদের আড়াল করে রেখেছে, সত্যি সত্যিই। কেবল আপনার পক্ষেই এ দেওয়াল ভেদ করা সম্ভব। আপনি কখনো বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লেখেননি ; শুধু তাই নয়, আপনি আমাদের উপনিবেশ-নীতির

বিরুদ্ধে লিখেছেন, ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লিখেছেন।...আপনাকে ভিসা না দেওয়ার সাহস হবে না ওদের। আপনি ঘুরে ফিরে পর্য্যবেক্ষণ করবেন, তারপর যা দেখেছেন তাই লিখবেন।”

নিভেল ভাবছিল—উনি আপত্তি করবেন, নয়তো হাজার-রকমের তর্ক তুলবেন। সাবর্ল্ঁ বল্লেন:

“কথাটা যুক্তিসঙ্গত। আগে দেখা তারপর লেখা। আপনি যখন এলেন তখন আমি একটা খোলা চিঠি লিখছিলাম—সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে। লিখেছি যে, পৃথিবীকে অপ্রতিষেধ্য সর্বনাশে ডুবিয়ে দিতে চাইছে মস্কো। কিন্তু প্রবন্ধটা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি—এই দেখুন। ঐ কথাই যদি মস্কো থেকে ঘুরে আসার পর লিখি, তো তার জোর হবে ঢের বেশী।”

সন্তোষের হাসি হাসল নিভেল। তারপরই আবার মুখটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল—সব চেয়ে শক্ত কাজই তো বাকী এখনো! লাল-চুলো শয়তানটা জিজ্ঞাসা করবে: ওঁকে কী নির্দেশ দিয়েছ? কিন্তু সাবর্ল্ঁ তো আর কস্টার নয়, একটা মাত্র কথার ভুলে সব মাটি হয়ে যেতে পারে। নিভেল ঠিক করল—লাল-চুলো শয়তানের ধারণা সম্বন্ধে ওঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি—বিস্তারিত ব্যাপার এখনই বলে লাভ নেই। সে দ্য শর্ম-ই বলতে পারবেন।

“সোবিয়েৎ ইউনিয়ন সম্বন্ধে যত বর্ণনা সব গতানুগতিক—একটা বর্ণনাও জীবন্ত নয়। তা তো হবেই, বিদেশী সাংবাদিকরা যখন মস্কো যান তখন মেয়ে দোভাষী আর কুটনীতিবিদ ছাড়া আর কিছুই তো তাঁরা দেখতে পান না—দোভাষীগুলো আবার পুলিশের চর। আপনার পক্ষে কিন্তু তার চেয়ে বেশী দেখার সম্ভাবনা। কিশোরদের কারাগার সম্বন্ধে আপনার বইটা তো ওরা অনুবাদ করেছে। মস্কো আপনাকে বটতলার রিপোর্টার মনে করে না, গুপ্তচর বলেও ভাবে না। বুদ্ধিজীবি মহলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপনি দেখা করতে পারবেন। আমাদের দূতাবাস থেকে খুব মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করা হয়।...মস্কোতে অনেক বুদ্ধিমান লোক আছেন, যাঁরা আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চান। আপনি যদি তাঁদের সুনজরে আসতে পারেন তাহলে বার করতে পারবেন তাঁরা কি ভাবেন। সে তো প্রত্যেক ইমানদার লেখকেরই কর্তব্য—নয় কি? আমাদের দূতাবাসের সেক্রেটারী দ্য শর্ম খুব মিশুক লোক, তিন বছর ধরে মস্কো আছেন। তিনি আপনাকে সাহায্য

করবেন। অবিশ্যি আপনার তরফ থেকে যথেষ্ট বিচক্ষণতা দরকার হবে। যে সব রুশিয়ান আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁদের অনর্থক ফাঁসিয়ে দিয়ে তো আর লাভ নেই। এমন কোনো রুশিয়ান যদি পান, যিনি আপনার আমার মতোই এই সব যুদ্ধায়োজনের বিরোধী, তবে তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা-বার্তা বলার পর খবরটা দ্যু শর্মঁকে জানিয়ে দেবেন—সেই ভাল। আপনার আলাপী ভদ্রলোক পরে কোনো বিপদে পড়লেন কিনা, দ্যু শর্মঁ তার খবর করতে পারবেন।"

"কথাটা যুক্তিসঙ্গত। আচ্ছা, বেশ", সাব্লঁ বল্লেন।

খুশী আর ধরে না নিভেলের। সদাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নমস্কার করে বিদায় নিতে যাচ্ছে এমন সময় গৃহকর্তা বল্লেন:

"দেখুন, আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথাই বলি। মনে পড়ছে, যখন আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে (পুলিশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে) ছিলাম তখন কার কাছে যেন শুনেছিলাম যে কবি নিভেল জার্মাণদের সঙ্গে কাজ করেন। সে সময় ভেবেছি নিভেলকে মেরে ফেলা উচিত। তারপর আপনার বইটা চোখে পড়ল, বুঝলাম যে আপনার নামে অপবাদ রটানো হয়েছে। আপনার কবিতা অবিশ্যি বুঝিনে কিন্তু কথা তো তা নয়, কথা হচ্ছে যে আপনি কবি, সুতরাং যা ইচ্ছা লেখার অধিকার আছে আপনার। তেতাল্লিশ সালে মনে হয়েছে আপনার আমার মধ্যে বিরাট ব্যবধান—অথচ আজ আমরা সদালাপ করছি, পরস্পরকে বুঝছি, এক সঙ্গে কাজ করব স্থির করেছি। রাজনীতি জিনিষটাই নোংরা। একটা নীচ অর্থপিশাচ, সে নীগ্রোদের মেরে ফেলবে এটুকু আমি সইতে পারিনি। ব্যস, অমনি ওতেই ওরা আমাকে কমিউনিস্ট নাম দিয়ে দিল। আর ঐ যে ট্রেনের ব্যাপারটা—ও আমি কিছুতেই মন থেকে নামাতে পারছিনে। মাসখানেক আগে একটা লেকচারে মোরিওকে বক্তৃতা দিতে শুনেছিলাম। খুব শান্ত বক্তৃতা, মনে হল লোকটা ভালই। কিন্তু এখন দেখছি আজকালকার দিনে কাউকেই বিশ্বাস করার উপায় নেই! অসউইসিমে আমি বন্দী ছিলাম, রুশিয়ানরা এসে মুক্তি দিল। ওদের একটা কথাও বলতে পারিনি—ওরা তো ফরাসী বোঝে না—কিন্তু তার বদলে একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তার মুখটা কী সুন্দর।......তিন বছর যেতে না যেতে ওরা সারা ইওরোপ দখলের ষড়যন্ত্র করবে, তা কি কেউ জানত? এমন ধারা

একটা সর্বনাশা যুদ্ধের পর আর একটা যুদ্ধের কথা লোকে ভাবে কি করে? মাঝে মাঝে মনে হয় সবাই পাগল হয়ে গেছে। যেন প্রাকৃতিক শক্তিগুলো পর্যন্ত ক্ষেপে উঠেছে……"

ওঁর হাত চেপে ধরে বিদায় নিতে নিতে নিভেল বল্ল, "সব শান্ত করতে চেষ্টা করব আমরা।"

ঐ দিন সন্ধ্যায় সেনেটরকে পত্র দিল নিভেল: "মস্কোর জন্যে সাব্‌ল্যঁকে খুঁজে বার করেছি। আপনি যে তুম্যঁর কথা লিখেছেন, ইনি তাঁর মতো নন্। আমেরিকায় লোকে কস্টারকে যে চোখে দেখে এখানেও তুম্যঁকে সেই চোখে দেখে। আর সাব্‌ল্যঁ হচ্ছেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, একেবারে নিখুঁত। বিভিন্ন মহলের মনোভাব কি রকম তা বাজিয়ে দেখার প্রস্তাবে উনি রাজী হয়েছেন। আমাদের দূতাবাসের সেক্রেটারী দ্য শম্যঁর সঙ্গে উনি সর্বদা সংযোগ রেখে চলবেন, এ কথা কর্ণেল রবার্টসকে বলে দিতে পারেন। ট্রানজকের পক্ষে এ এক মস্ত বড় কৃতিত্ব।…"

চিঠি শেষ হলে নিভেল বসে বসে ভাবতে লাগল: শেষ পর্যন্ত দেখলে পরিকল্পনাটা কিন্তু পাগলামি। ধরলাম না হয় রুশিয়া গিয়ে সাব্‌ল্যঁ একজন অসন্তুষ্ট লোককেই খুঁজে বার করলেন—একজন কেন এক ডজনই না হয় বার করলেন। তাতে কী কাজটা হবে? লড়বে বলে আমেরিকানরা যদি ঠিকই করে ফেলে থাকে তাহলে লুকোচুরি খেলে লোক হাসানোর দরকার কি? বোমার মতো বাস্তব জিনিষটা হাতে থাকতে অস্তিত্বহীন একটা বিরোধী দলের খোঁজে সময় নষ্ট করা কেন?

[২৫]

চিত্র-ব্যবসায়ী ভালোয়া সেন্বার নাম বলে আনন্দ পেত। যুদ্ধের আগে সে নামমাত্র দামে সেন্বার আঁকা চল্লিশখানা ছবি কিনেছিল। আর এখন সেন্বার নাম হয়েছে, তার ছবির জন্যে মোটা দাম দিচ্ছে আমেরিকানরা। শুধু সেন্বার ওপরে লেখা প্রবন্ধ বেরিয়েছে কয়েকটা। তার ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে 'আধুনিক কলা ভবনে'।

যুদ্ধের পর প্রথম ক'টা বছর দারুণ খেটেছিল সেন্বা। সেই যে রাত্র, যে

রাত্রে জয়োৎসব মুখরিত পারীর দিকে চেয়ে সে শিল্পকলার ভবিষ্যত ভেবে কাতর হয়ে উঠেছিল, সে রাত্রের স্মৃতি আর তার মনে বড় জাগে না। যখন ভাবে তখন সে কাজ করতে পারে না, আবার কাজের সময় ভাবতেও পারে না। হাস্যকৌতুক, পানাহার, শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই ছবি আঁকাটাও তার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত—প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে সে ছবি আঁকে।

দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত শহর তখনও সুস্থ হয়নি। সেই শহরে সে টহল দিয়ে ফিরত। দোকানগুলিতে তখন মাল নেই, শূন্যস্থান জুড়ে আছে যত সব আজগুবি আজগুবি জিনিষ: সে সব দোকানে অঙ্গসজ্জার সলজ্জ দারিদ্র্য দেখতে ওর ভাল লাগত; ফ্যাশনবিলাসী মহিলারা খড়ের জুতো পায় দিচ্ছে তা দেখতেও ওর ভাল লাগত; ভাল লাগত মফঃস্বলের আবছা-আলোকিত পথঘাট—প্রেমিক প্রেমিকারা যেখানে খোলাখুলি পরস্পরকে চুম্বন করে, লজ্জার অবকাশ রাখে না। ছোট ছোট বার-এর মধ্যে কখনো ঢুকে পড়ত—গান শুনত, শুনত অভিশাপ আর আশার বাণী। সেই যে কঠোর দিনগুলি—যে দিনে সে প্রতিরোধের বেড়া গেঁথেছে আর নয়তো ছাত থেকে গুলি চালিয়েছে—মনে হত সে দিনগুলি যেন এখনো ফুরোয়নি। এ শহরের মাথা হেঁট হয়নি। শহর আজ ও বেঁচে আছে, মেহনত করছে, লড়াই চালাচ্ছে—শীতকালের অগ্নিশূন্য ঘরের মধ্যেও জনসাধারণের মনে উত্তাপ সঞ্চার করছে এক মহা-আশা।

সে সময় অনেকগুলি নগর-দৃশ্যের ছবি এঁকেছিল সেম্বা। ছেলেবেলা থেকে যে পারীকে সে চিনে এসেছে, সেই পারীই তার ছবিতে রূপ পেত—ধোঁয়াটে নীল, লিলাক আর অস্পষ্ট জর্দা রংয়ে রঙান—আর তাতে সেই কোঁচকানো বাড়ীঘর, রহস্যময় সরু গলি আর ভুতুড়ে নদী। কিন্তু তবু তার এই পারীতে নতুন আরও কিছু যেন ছিল। তার নগরদৃশ্যগুলি দেখে লর্জা বলেছিলেন, "আশ্চর্য, আপনার ছবিতে মানুস তো নেই বল্লেই হয়, অথচ ছবি আপনার সেই অগাস্টের ছবি বলেই মনে হচ্ছে। এ ভাবে তো আগে কখনো আঁকেননি......"

ঝপ করে আঁকা বন্ধ করে দিল সেম্বা। ছবির পটগুলোর ওপর সব হঠাৎ যেন বিতৃষ্ণা ধরে গেল। ঈজেলের ওপর একটা নতুন ছবি ধরেছিল—ঈজেল শুদ্ধ সেটাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে রেখে দিল। মনে তখন দুশ্চিন্তার কাতরানি—এ ছবি তো নয়...

কাজ বাদ দিয়ে ও জীবন কাটাতে পারে না, তাই বিষাদে একেবারে ডুবে গেল। সেটা ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল। দোকানে তখন মাল এসেছে, পথে পথে মোটর গাড়ীর ভিড় বেড়েছে, সমুদ্রতীরে ছুটিতে যাবার সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে—সবাই বলছে এবার আবার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যাওয়া যাবে। মালদার লোকেরা ওরই সঙ্গে আর একটু বাড়িয়ে বলে: কমিউনিস্টদের গবর্ণমেণ্ট থেকে সরানো হয়েছে বলেই অবস্থা স্বচ্ছল হল—এখন আমেরিকানরাই ফ্রান্সকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে, যুদ্ধের আগে যেমনটী ছিল তেমনটীই হবে, তার আর দেরী নেই! আর শ্রমিকদের আড্ডায় আড্ডায় লোকের কথাবার্তায় বিষাদের সুর—জিনিষপত্রের দাম বেড়েই চলেছে, ওরা ঠকিয়েছে জনসাধারণকে, আমাদের কমরেডরা যে-ফ্রান্সের জন্যে প্রাণ দিয়েছিল সে তো এ ফ্রান্স নয়।

সেগ্বা একবার প্রফেসর দ্যুমার ওখানে গিয়েছিল। দ্যুমাকে দেখে ওর একটু হিংসে হল—আমার চেয়ে বিশ বছরের বড় তবু এত তারুণ্য কোথায় পেলেন! রাজনীতি নিয়ে কেন আমি উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারিনে, কেন পারিনে মীটিংয়ে যেতে, বক্তৃতা করতে? মনে তো হয় ও সব জিনিষে উপকার আছে, ওতে উত্তাপ এনে দেয় মানুষের বুকে। আমার যে শিল্পকলা ছাড়া আর কিছুই নেই। শিল্পকলাই জীবনের সব কিছু হয়ে দাঁড়াতে পারে বটে—কিন্তু খুব উঁচু দরের কলা না হলে তা তো হয় না। যে শিল্প জীবনকে বদলে দিতে পারে সে শিল্পই জীবনের স্থান গ্রহণ করতে পারে। এই ভাবেই ছবি আঁকতেন মাইকেলেঞ্জেলো, গোইআ, কুর্বে। আর অন্যটা শুধু মেকি, শুধু আরামের আলস্য-বিলাস; ওতে নেশা ধরায়, কিন্তু তারপরই আসে সকাল বেলার খোঁয়াড়ির যন্ত্রণা।

ব্রিটানিতে সমুদ্রের ধারে ব্রিজেয়ার নামে এক ইঞ্জিনিয়রের ছোট্ট একটী বাড়ী ছিল। ছবি আঁকতে ব্রিজেয়ারের ভয়ঙ্কর ভাল লাগে। তাঁর নিমন্ত্রণে সেগ্বা গেল ব্রিটানিতে। প্রথম প্রথম সেগ্বার বেশ লাগত—ঝড় দেখত, দেখত উত্তাল ঢেউ কেমন করে আক্রমণে ছুটে আসছে, লালচে অয়েল-স্কিন পরা জেলের দল মাছ ধরছে, জালের তন্তুগুলো কেমন নীল আভা দিচ্ছে। তারপর সমুদ্র-দৃশ্যের ছবি আঁকতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু হল না। বিমর্ষ মনে ভাবল: সারা জীবন বসে বসে সমুদ্রের পানে চেয়ে থাকা যায়, কখনো শ্রান্তি ধরে না,

কিন্তু তা বলে সমুদ্রের ছবি আঁকা যায় না। মনে হয় অচঞ্চল জিনিষ ছাড়া আর কিছু যেন ছবিতে ওঠে না; কিন্তু আমাদের আজকের দিনে সবই তো চঞ্চল—ঘুরছে, ছুটছে, রূপ বদলাচ্ছে।

ব্রিজেয়ারের বোন আনেৎ, ভাই আর বন্ধুদের কাছে তার নাম ননো, সে এল বেড়াতে। ও এসে পৌছানোর আগে ব্রিজেয়ার সেম্বাকে বলেছিল, ননো-র আকর্ষণী শক্তি আছে অসাধারণ, কিন্তু জীবনে ও সুখ পায়নি; বিয়ে করেছিল এক ইঞ্জিনীয়রকে, পরে দেখা গেল লোকটা একেবারে অসভ্য দোকানদার। তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আনেৎ এখন একা থাকে, প্রায় সন্ন্যাসিনীরই মতো। আর চিঠি লেখে—কী চমৎকার চিঠি, ওর লেখিকা হবার যোগ্যতা আছে; ওর স্বভাবটাও গভীর, আবেগময়। ব্রিজেয়ারের কথা সেম্বা শুনে গেল অন্যমনস্কভাবে: মাদো-র পর আর কোনো মেয়ের জন্যেই ওর মনে কখনো আগ্রহ জাগেনি।

ননোকে দেখে সেম্বার মনে হল: আমি যদি সাচ্চা শিল্পী হতাম তাহলে নিশ্চয়ই ওর ছবি আঁকতে চাইতাম। মডেল (যে-মূর্তিকে সামনে রেখে শিল্পীরা ছবি আঁকেন) হিসেবে মেয়েটী ভারী সুন্দর।··· পাতলা ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রংয়ে কোমল লালিমা, সোণালি কেশে রক্তের আভা। ও যেন গ্রীষ্মের দিন—তপ্ত আর অস্পষ্ট। সেম্বা বল্ল:

"আপনাকে দেখলে রেণোয়ার বোধহয় খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন।"

আনেৎ জবাব দিল না। সেম্বা পাইপ টানতে টানতে সমুদ্রতীরের দিকে যাত্রা করল।

ক'দিন আনেতের সঙ্গে প্রায় কথাই বলেনি সেম্বা, সে কি বলছে তা পর্যন্ত খেয়াল করেনি। আনেৎ তার ভাইকে বলে চল্ল কত কথা: নিজের কথা, বন্ধুদের কথা, উইস্টারিয়া লতা-ঘেরা কোন্ যেন একটা বাড়ীর কথা—তপ্ত দুপুরে টিকটিকিগুলো তার ওপর বসে বসে ঝিমোয়। সকৌতুকে সেম্বা ভাবল—মহা বাচাল! কিন্তু সমুদ্রতীরে ও আর যায়নি।

জেলেদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে একটা পাল-তোলা নৌকায় ওরা একদিন পাড়ি দিল। ব্রিজেয়ার কঞাইয়াকের বোতল খুলে পান করল, ভাঁড়ামি লাগাল, মার্সেইয়ের রঙ্গ-রসিকতার কাহিনী বলে চল্ল। সেম্বার দিকে পেছন দিয়ে বসে ননো। হঠাৎ অন্ধকার ঘিরে এল—ঝড় উঠেছে। প্রচণ্ড ধাক্কায়

আন্দোলিত হতে লাগল নৌকাটা। ওরা সবাই একটা তেরপল মুড়ি দিয়ে বসেছিল, কিন্তু ঢেউ এসে সেটাকে ভাসিয়ে নিল। একটু ঠাট্টার চেষ্টা করল ব্রিজেয়ার, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল; ভয়ে ওর মুখটা বিকৃত। মাদুলিতে মাথা ঠেকাতে ঠেকাতে জেলে বুড়ো চীৎকার করে উঠল—"লক্ষণ ভাল নয়…।" ননোর দিকে চাইল সেম্বা। ননোর মুখে জলের দাগ, মনে হয় যেন কাঁদছিল। কিন্তু মৃদু হাসি হাসল ননো, সেম্বার কানে মুখটা চেপে ধরে বল্ল:

"আজ আমি সুখী…"

বাড়ী ফিরলে ব্রিজেয়ার তার ঘরে চলে গেল, বল্ল, "শরীর ভাল লাগছে না।" বারান্দায় খেতে বসল শুধু সেম্বা আর নানো। ছবি আঁকার কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ হয়ে এল সেম্বা। খাওয়ার পর দু'জনে গেল পাহাড়ের দিকে। সমুদ্র তখনো উত্তাল, তবে ঝড়টা থেমেছে, আকাশে তারা ফুটেছে। বল্ল ননো:

"এখানে কেন এলাম? এ অসহ্য…"

সেম্বা ওকে জড়িয়ে ধরল বাহুর মধ্যে, তারপর ওকে চুমু দিতে লাগল—সহজ ক্ষুধার আবেগে—জীবনে সব কাজ ও যে-ভাবে করে ঠিক সেই ভাবেই।

পরে সেম্বা নিজেকে শুধিয়েছিল: ও আমাকে আকর্ষণ করল কেন? ঢেউয়ের মধ্যে নৌকাটা যখন উথাল পাথাল করছে, আর ঐ স্বল্পকায়া মেয়েটী তারই মধ্যে বসে অতি মৃদু হাসি হাসছে তখন দীর্ঘ তিনটে হপ্তাকেই মনে হয়েছিল যেন একটী ঘণ্টা, তার বেশী নয়। কিন্তু চকিতে এসে আবার চকিতেই মিলিয়ে গেল সে যাদু। হঠাৎ ওর নজরে পড়তে লাগল—বন্ধুদের বেশভূষা বা প্রণয়লীলার গল্পে আনন্দে মেতে ওঠে, চিত্রকলার কিছু না বুঝেই সে সম্বন্ধে বক্তৃতা চালায়, ভ্যান গফ আর ভ্যান ডনজেনে কি তফাৎ তাও জানে না—অথচ মনে করে যে ও খুব চালাক, খুব ভাল আর খুব সুন্দরী। ঠিক সেম্বার দরোয়ানের মতোই চিন্তাধারা ওর, বলে, "মজুরগুলোকে কাজ করতে বাধ্য করছে না কেন?" কিংবা, "এত দিনে সবাইকে মেরে ফেলত কমিউনিস্টরা, আমেরিকা ছিল তাই রক্ষে।" বেশ কৌতূহল নিয়ে সেম্বা ওকে লক্ষ্য করে চল্ল, যেন এর আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু সেম্বার দৃষ্টির অর্থ অন্য রকম ভেবে ফিস ফিস করে আনন্দে জানাল:

"আজ সন্ধ্যায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

মস্ত বড় ঝাঁকড়া মাথাটা বেশ জোরে নাড়িয়ে সেন্বা জবাব দিল :

"যেতে পারব না, আমার একটা চিঠি লিখতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, ও সব এবার ইতি। তবে তোমার ছবিটা আঁকিনি বলে দুঃখ হয়। কী দারুণ ছবিই না হত!"

পারীতে ফিরে নিজের চিত্রশালার ওপর চোখ বোলাতে ও উপলব্ধি করল—আর কাজ করা যাবে না। চিত্রকলার সঙ্গে ওর মনান্তর হয়েছে আগেও, কিন্তু এমন গভীর বিচ্ছেদ হয়নি কখনো। মনে মনে বল্ল : আঁকলে হয়তো আর একটু ভাল হতে পারে, কিংবা আর একটু মন্দ—কিন্তু তাতেই বা কি? নিভেল এসেছে সে কথা কাগজে বেরিয়েছে। লিখেছে যে সে বস্ত বড় কবি। হবে হয়তো, কিন্তু তবু লোকটা জঘন্য, অতি জঘন্য। নাইটিঙ্গেল পাখীর গলাটা তো বিশেষ ধরণে গড়া। কিন্তু সে গান গায় কেন? খেতে চায় বলে, না বিরক্ত হয়ে উঠেছে বলে? প্রিয়াকে ডাকার জন্যেই সে গান গায়, না প্রিয়াকে আর চায় না বলেই গেয়ে ওঠে? সেন্বা যখন প্রতিরোধের বেড়া তুলছিল, লোকে যখন তাকে 'হিপো' বলে ডাকত, তখন সে ভেবেছিল—এবার সব বদলে যাবে। কিন্তু কিছুই বদলায়নি। বরং আরও নীরস, আরও অমার্জিত হয়ে দাঁড়িয়েছে; যুদ্ধের আগে ছিল লাঁসিয়ে, এখন পিনো। আর উপসংহারের জন্যে ওরা তুলে ধরেছে এটম বোমা। ছোঃ! অথচ এ বিষয়ে ও কিছুই করতে পারে না। অবিশ্যি ও যদি আরও ডজনখানেক প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকে তো সেগুলো বিক্রী হবে—ছবিগুলো কিনে নিয়ে ওরা পাঠাবে নিউ ইয়র্ক। আর সেখানে কোনো পাকা বদমায়েস হয়তো ছবিগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে—"ওঃ রংয়ের কী কোমলতা," কিন্তু তার পর মুহূর্তেই বদমায়েসটা বসে বসে হিসেব কসবে—কত লাভ মারল ইউরেনিয়াম থেকে, নয়তো অমনি আরো কোনো নোংরামি থেকে। কেউ কেউ মনে করে যে, ও যদি দুমার ছবি আঁকে—'ভেল দিভ'-এ (পারীর বিখ্যাত ময়দান—যুদ্ধের পর এখানে কমিউনিস্ট পার্টির বড় বড় সভা হয়েছে) বক্তৃতারত দুমা—তাহলে লোকের জ্ঞানচক্ষু ফুটবে, তারা আমেরিকানদের মেরে তাড়াবে। সে আশা বৃথা। দুমা অসাধারণ লোক সত্যি, নৃতত্ত্ব আর জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন দুই-ই তিনি একসঙ্গে চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু 'জাভা মানুষের'

শরীরতত্ত্ব অনুশীলন করার সময় তো আর তিনি পিনোকে আক্রমণ করতে যান না, জনসভায় দাঁড়িয়েই তাকে আক্রমণ করেন। সেম্বা যদি খনি মজুরদের ধর্মঘটের ছবি আঁকে, তা দিয়ে কি আর তারা ধর্মঘট জিততে পারবে? শুধু আর একখানা বাজে ছবি তৈরী হবে, ব্যস।

সেম্বার মনের অন্ধকার বেড়েই চল্ল। খুব মদ খাওয়া ধরল; সকাল বেলা বার-এ ঢুকে ঢকঢক করে এক গ্লাস কঞ্ঞইয়াক শেষ করত। তখন আর শিল্পকলার চিন্তা থাকত না—সদয় চোখে পথচারীদের দিকে চেয়ে চেয়ে অনুমান করত: এই লোকটি বোধহয় মাল বিক্রীর ক্যানভাসার, গাজর কাটার যন্ত্রটা নিয়ে দোকানে দোকানে ফিরছে; কেউ কেনে না কিন্তু তবু শিষ দিতে দিতে এগিয়ে চলে, দমে না। আর ঐ যে বৃদ্ধা—বেঞ্চে বসে বসে ও ভাবছে পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা দিন, যেদিন বাস-ড্রাইভারটার সঙ্গে মিলবার জন্যে ও ছুটেছিল, আর সে ওকে ইম্পিরিয়াল বাসে চড়িয়ে ঘুরেছিল।...

কেমন যেন ভয়নক বিহ্বল অবস্থায় ও কাটাল এক বছর; ওকে দেখতেও অস্বাভাবিক লাগত—মোটা হয়ে গেছে, চুলে পাক ধরেছে। খুব ঠাণ্ডা এক জানুয়ারীর দিনে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল মাদোর সঙ্গে। প্রায় দু'বছর পরে দু'জনের দেখা।

"সেম্বা, বন্ধু, তোমার কি অসুখ করেছে?"

"স্বাস্থ্য ভাল বলেই তো মরতে বসেছি। কাজ করার শক্তি আছে, কিন্তু কিছুতেই কাজ করতে পারিনে। মরুকগে, ও কথা থাক।... আমার ওখানে চল না মাদো, তোমাকে দেখে এত ভাল লাগছে..."

মাদো একটুও আপত্তি করল না। চিত্রশালায় পৌঁছে ও সেম্বার আঁকা ছবিগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল। আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেম্বা। একটা উঁচু টুলের ওপর মাদো বসে। দেখতে দেখতে হঠাৎ সেম্বার মনে উপলব্ধি জাগল—মাদো তো এখনও সেই মাদোই। যে মাদো স্খলিত তারার ওপর কবিতা লিখত, তারপর যে মাদো ছুটে আসত সেই রুশিয়ানটার সঙ্গে দেখা করতে, যে মাদো প্রতিরোধে যোগ দিয়েছিল, আর এখানকার এই মাদো—এ তো এক, অপরিবর্তনীয়। বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় ওর দিকে চেয়ে রইল সেম্বা। সে দৃষ্টি চোখে পড়ায় মাদো অপ্রস্তুত হয়ে উঠল।

"সেম্বা, সে মাদো আর নই আমি..."

ও প্রায় চীৎকার করতে গিয়েছিল—"না, না, তুমি সেই মাদো!"

আবেগে অভিভূত হয়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সারা জীবনটা—প্রতিদানহীন তার সেই গভীর ভালোবাসা, তার চিত্রকার্য, ক্রোধ-কন্টকিত পারীর রাস্তায় সেই অস্বাভাবিক উত্তাপের দিন কটা, তারপর মূক সংশয় আর হতাশার একটা বছর।

শিশুর মতো অনুরোধের সুরে সহসা ও বল্ল:

"মাদো, মাদো, ঠিক ঐ ভাবে বসে থাক……এই একটুক্ষণ, বেশী নয়। বসো না, লক্ষ্মীটি। তোমার ছবি আমাকে আঁকতেই হবে, এক্ষুনি, হ্যাঁ আঁকতেই হবে।…"

ও ভেবেছিল আঁকতেই পারবে না, কতদিন তুলি ধরেনি। কিন্তু তা নয়, দারুণ আবেগে ও এঁকে চল্ল সমস্ত মন ছেড়ে দিয়ে—আর মাঝে মাঝে বলতে লাগল অর্দ্ধস্ফুটভাবে: "এই যে এক্ষুনি হ'য়ে যাবে…এক মিনিট সবুর কর…।" মাদোর মন তখন ঘুরছে জীবনের স্মৃতিপথে—সার্জির সঙ্গে তার প্রথম দেখা, সেই ডেজি ফুলগুলি যা জীবনের প্রভাত বেলায় ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখে গেল, আর সেই সৈনিক যে দশ বছর ধরে লড়াই করল। জীবনে কী আনন্দই না পেলাম, মনে মনে বল্ল মাদো। সঙ্গে সঙ্গে দূরাপসৃত অথচ জীবন্ত প্রেমের আলোয় ওর মুখটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে আলোর আঘাত বাজল সেন্বার হৃদয়ে। সে ভাবল, মাদোকে এমন তো কখনো দেখিনি, এত সুন্দর, এমন অসাধারণ। এ ছবি যদি ফুটিয়ে তুলতে না পারি তো আমার হাতটাই কেটে ফেলা উচিত…

আঁকা শেষ হলে চিত্রপটটা ও মাদোর দিকে মুখ করে রাখল। কোমল সুরে মাদো বল্ল:

"এটা আমার মতো কিনা জানিনে…কিন্তু ভারী সুন্দর, সেন্বা। অপরূপ।…"

ওর হাতে চুম্বন এঁকে দিল সেন্বা। মাদো যাচ্ছে, এমন সময় সেন্বা বল্ল:

"এ ছবি আমি কাউকে দেব না। তোমাকেও না। তা বলে ভেবো না যে এটাকে লুকিয়ে রাখব! এটা মস্কো পাঠিয়ে দেব, তোমার সেই রুশিয়ান বন্ধুর কাছে। ছবি আঁকার সময় তার কথাই ভাবছিলাম। সে কোথায় আছে, জান তুমি? যদি না জান তো লজাঁ বলতে পারবেন।… কি বল, তোমার সম্মতি আছে তো?"

চিত্রশালায় তখন প্রথম গোধূলির আলো। সেম্বা মাদোর দিকে চায়নি, তাই দেখতে পায়নি কী গভীর অস্থিরতায় সে বিদায় নিয়ে গেল। আরও এক ঘণ্টা বসে বসে ও ছবিটা নিয়ে কাজ করল। তারপর যখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এল, তখন নীচে নেমে গিয়ে বার-এ ঢুকল, বিষণ্ণ সুরে বল্ল:

"মাদাম লাব্রি, একটা ডবল্ কঞ্চইয়াক দিন তো। আজ আমি বড় সুখী……"

[২৬]

পিনো ডর্টমুণ্ড যাচ্ছেন শুনে নীল্স বুঝলেন যে, এই লোকটাই সবার ওপর টেক্কা দেবে। বেদিয়ে কি গার্সি, ওদের কাছে জার্মাণদের কথা তুলেছ কি ব্যস, আর ওদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। দুনিয়ার সবই যে বদলে গেছে, এ কথাটা ফরাসীদের মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না। আজকাল ওরা কি নিয়ে মশগুল জানেন? ভাবছেন দেশরক্ষা নিয়ে? না, ওরা মশগুল টাকা পয়সার কেলেঙ্কারি নিয়ে—কে কার কাছে চেক নিয়েছিল তাই নিয়ে ওদের মাথাব্যথা। আমাদের কাছে আবার প্রতিবাদ-লিপি পাঠায়—রূঢ় অঞ্চলের কারখানাগুলো আইনসঙ্গত মালিকদের হাতে ফেরত দেওয়ার কথাটা ওরা পছন্দ করে না, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন! ভিক্ষের চাল তার আবার কাঁড়া না আকাঁড়া, এটুকুও বোঝে না। তা বলে যা তা নয়, বেশ কুশলী জাত, সুসংস্কৃত—কিন্তু ওদের দিন ফুরিয়ে গেছে। আমাদের যুগটাই আশ্চর্য—যারা সবার শেষে তারাই আসে সবার প্রথমে। এই পিনোকেই দেখুন না। লোকটা একেবারে ফুটপাতের ফেরিওলা—খেলো হেটো মালের সঙ্গে প্রাচীন লিমোজ্ এনামেলের তফাৎ কি তাও বোঝে না। আর ওর গিন্নীটি তো যেন ভাঁড়ার ঘরের আলমারি—চর্বি আর ময়দায় ঠাসা—পুরোনো, নড়বড়ে, গেঁয়ো। পিনোর সঙ্গে এক সন্ধ্যে কাটাতে হলে প্রাণ বেরিয়ে আসে—কিন্তু তবু অন্য সব মন্ত্রীর চেয়ে পরিস্থিতিটা ও-ই বোঝে ভাল।

রিপোর্টারদের পিনো বলেছিলেন বটে যে তিনি যাচ্ছেন ব্যক্তিগত কারণে, কিন্তু সে কথা কি আর কেউ বিশ্বাস করে! সাংবাদিক ল্যাসেয়ারকে ডেকে হুম্ঁ বল্লেন—পিনোর সঙ্গে যান।

"ওদের কথাবার্তায় আড়িপাতার সুযোগ অবিশ্যি আপনি পাবেন না—তবে আবহাওয়া আর মন-মেজাজ এ দুটো আপনি বর্ণনা করতে পারবেন, সাধারণ জার্মাণ মানুষের সঙ্গেও আলাপ করতে পারবেন। একটা আপোষ-রফার জন্যে আমাদের পাঠকদের মন তৈরী করে তুলতে হবে।"

ল্যাসেয়ার লোকটা শুঁটকো, পেটুক আর লোচ্চা ধরণের। খবরের কাগজের প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছুই কখনো লেখেনি, তবু ভাবত ও একজন বড় লেখক, বাধ্য হয়ে নীচু দরের কাজ করছে। চটে মটে ও দুর্মঁর অফিস থেকে বাইরে এল: এই আবার আর একটা বাজে কাজ চাপাল আমার ঘাড়ে! পিনো আর কি এমন তালেবর যে সে কার সঙ্গে খানা খেল, কি পোষাক পরল তা জানতে লোকের আগ্রহ হবে? তার ওপর জার্মাণীর খাবার-দাবার একেবারে জানোয়ারের অরুচি—সবাই বলে। জার্মাণ ছুঁড়ীরাই একমাত্র সান্ত্বনা। ওদের অনেকেই খুব আমুদে, বার্ণেয়ারের কাছে শুনেছি।

পিনোর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল ল্যাসেয়ার:

"আপনার ভ্রমণ-বিবরণটা আমি খুব ভাল করে লিখতে চাই, দেখাতে চাই ফ্রান্সের কাছে এর গুরুত্ব কতখানি।"

পিনো ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলেন—ছোট্ট হাল্কা গোঁফ, সবুজ টাই আর.আঁটসাট জামা। দেখে মনে হল—হুলো বেড়াল, আসল হুলো বেড়াল—মেয়ে দেখলেই ধাওয়া করবে, আর তার দামও আদায় করে ছাড়বে···

"আমি শুধু ভ্রমণের জন্যেই যাচ্ছি, সে কথা মনে রাখবেন," পিনো বল্লেন। "গুরুতর কিছু লিখবেন না। হাবিজাবি যা লেখা নিয়ম তাই লিখবেন, বুঝলেন? সাধারণ লোককে তো চিনি—তাদের হৈ-চৈ থাকলেই হ'ল।"

কর্তার বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দিতে দিতে পিনো গিন্নী বল্লেন:

"জার্মাণদের সঙ্গে আলাপ করতে তোমার খুব খারাপ লাগবে, না?"

সাধারণত পিনোর মনেই থাকত না যে গিন্নী আছেন—যদিও গিন্নী বড় কম নন, ওজনে আড়াই মণ পার, তার ওপর গলাটাও একেবারে বাজখাঁই। তাঁর নিজের জের হিসেবেই ধরতেন গিন্নীকে। তাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন:

"খারাপ? কেন? অবিশ্যি ওরা যখন এখানে ছিল তখন ওদের সঙ্গে মেলামেশা কমই করতাম। ওদের মধ্যে প্রায় সবার সেরা ছিল শিরুকে—সেই শিরুকেই কি রকম ইনিয়ে বিনিয়ে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল তা

ভুলিনি।...কিন্তু এখন অবস্থা বদলে গেছে। আমি জয়ের অহঙ্কার ফলাতে চাইনে, ওদের সঙ্গে শুধু কাজের কথা বলতে চাই ; দু'জনেই যখন এক জোয়ালে তখন কি আর লাথালাথি করলে চলে?"

ফ্রাঙ্কফোর্টে পৌঁছে পিনোর খুব বিরক্ত লাগল। চারিদিকে শুধু ভগ্নস্তূপ ; এ দৃশ্য তিনি সইতে পারেন না, কারণ ওতে ওঁর মনকে ভাবিয়ে তোলে, উঃ কী ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি! তারপর যখন রিংয়ে গিয়ে দেখলেন সুবেশ নরনারীর ভিড়, দোকানে দোকানে দামী মাল সাজানো—তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমেরিকানগুলো চালাক বটে—মরা মানুষকে দিয়েও ওরা বেচাকেনা করিয়ে ছাড়ে। তারপর সাক্ষাৎ হল এক উকীলের সঙ্গে, তিনি নাকি মন্ত্রিপদপ্রার্থী। ভদ্রলোকের কথাবার্তা প্রায় সবই উহ্য-মার্কা—হয় সেটা তাঁর স্বভাব আর না হয় তিনি তখনই নিজকে মন্ত্রী বলে ধরে নিয়েছিলেন—যে কারণেই হোক ভদ্রলোক শুধু রহস্যঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আর আবেগের ধ্বনি উচ্চারণ করেন, তার বেশী বিশেষ কিছু কথা শোনা গেল না। হোটেলে ফিরে এলেন পিনো, গায়ে-পড়া জঞ্জাল ল্যাসেয়ারটাকে ভাগিয়ে পরদিন সকাল বেলা রওনা দিলেন ডর্টমুণ্ড-এর দিকে। সেখানে ফন মাণ্টজ্ নামে এক বড় শিল্পপতির সঙ্গে ওঁর দেখা হবার কথা।

ফন মাণ্টজের বয়স যদিও বাষট্টি, কিন্তু তার চেয়ে কম দেখায়। লোকটা রোগা, সজীব, শ্লেষপরায়ণ। মেদবহুল, সন্ন্যাসবায়ুগ্রস্ত পিনোর তুলনায় ওঁকেই বরং ফরাসীর মতো মনে হয়। পঁয়তাল্লিশ সালে ফন মাণ্টজ্ যখন গ্রেপ্তার হন তখন খুব উদ্বেগে পড়েছিলেন। হিটলারের প্রতি মনোভাবের ব্যাপারে উনি অবশ্য কখনই মতামত দেননি—মনে মনে ভাবতেন যে লোকটা বড় মাথা-গরম আর দাম্ভিক। কিন্তু নাৎসীদের প্রতি ওঁর সমর্থন ছিল অবশ্যই, মনে করতেন যে তারা আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা। ১৯৪৪ সালের বসন্তকালে যখন দেখলেন যে শাসক শ্রেণীর পরাজয় অনিবার্য, তখনই তাদের প্রতি তাঁর আসক্তিটা কমে এল। উনি গিয়ে এডমিরাল কানারিস-এর সঙ্গে দেখা করলেন। দু'জনেই অবিশ্যি পরস্পরের সঙ্গে সাবধানে কথা বল্লেন, তাহলেও কানারিসের কথা থেকে মাণ্টজ্ বুঝলেন যে—মিত্রপক্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারলেই ভাল, কিন্তু সে কাজ হিটলারকে দিয়ে হবে না। যখন ফন মাণ্টজের পালা এল তখন তিনি আবার কানারিসকে

ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন—কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে, রুশিয়ানরা জার্মাণ সীমান্তে এসে পড়ার আগেই। গ্রেপ্তারের সময় যে বৃটিশ কর্ণেল তাঁকে জেরা করল তাকে তিনি একথা জানালেন। অল্প পরেই ফন মাণ্টজ্ ছাড়া পেলেন। ওঁকে একটা কেউকেটা বলে ধরা হত; উনি প্রায়ই ফ্রাঙ্কফোর্টে আসতেন, কারণ স্বয়ং জেনারেল ডজ ওঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন।

ফন মাণ্টজ্ রুচিবান ভোজনবিলাসী: শহরের বাইরে একটা রেস্তোরাঁ ছিল যা অল্প কয়েকজন সমঝদার ছাড়া আর কেউ জানে না; উনি সেখানে পিনোকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। খাওয়ালেন তাজা স্যামন আর হাসেন-পেফার, পান করতে দিলেন ১৯২১ সালে চোয়ানো রুডেশহাইমার শরাপ—হোটেল-মালিক ওটাকে বৃটিশের চোখ থেকে এড়িয়ে রাখতে পেরেছিল।

খাওয়ার পর পিনো বল্লেন:

"আমার মনে হয়, একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্যে অন্যেরা আমাদের বাধ্য করার আগে আমরা নিজেরাই যদি বোঝাপড়া করে ফেলতে পারি—তো সেই ভাল। আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী হয়েও দিনরাত ঝগড়া চালাচ্ছি। দেখুন, আমি কিন্তু ইতিহাসের পণ্ডিত নই, আপনার মতোই আমিও ব্যবসাদার। কার দোষে আমাদের ঝগড়া তা বলতে পারিনে, তবে এটুকু বলতে পারি যে ঝগড়া মেটানোর সময় এসেছে। অতীতে হয়তো ঝগড়ার বিলাসিতা করা চলত, তখন তো আর কমিউনিস্ট ছিল না। চীনের নতুন খবর পড়েছেন? একেবারে সাংঘাতিক। আমরা আলোচনা করছি, ভোটাভুটি করছি আর ওরা ওদিকে অর্দ্ধেক চীনই দখল করে বসেছে। অতীতে ফ্রান্স আর জার্মাণীর মধ্যে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, সে সব কি যুদ্ধ জানেন? ঘরোয়া যুদ্ধ। কিন্তু এখন আমাদের দু'পক্ষের সামনেই এক শত্রু—রুশিয়া।"

ফন মাণ্টজের মুখে মৃদু হাসি। পিনো বুঝে উঠতে পারলেন না উনি সায় দিচ্ছেন, না বিদ্রূপ করছেন।

"প্রিয় হের পিনো, আপনি বলছেন বেশ; কিন্তু বেশী দিন নয়, এই গেল নভেম্বরেই তো আপনাদের গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ তুল্লেন—রূঢ় অঞ্চলের খনি আর কারখানা মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?"

"ওটাকে অত গুরুতর করে ধরবেন না। জনসাধারণের মনের ভাব তো গবর্ণমেণ্টকে হিসেবে নিতে হয়! আমি জানি হিটলারের পলিসি আপনি

পছন্দ করতেন না—কাজেই আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে হিটলারী দখলদারী উঠে যাবার সময় ওরা কী বস্তু রেখে গিয়েছিল। তাই নিয়ে আজ বক্তৃতাবাজেরা কিস্তি মাত করতে চাইছে। আপনাদের এখানে অবস্থা তবু ভাল, খুব বেশী কমিউনিস্ট তো নেই। কিন্তু ফ্রান্সে যে পাঁচ আনা লোকই মস্কোকে ভোট দেয়। তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে ভরসা দিচ্ছি—আমাদের গবর্ণমেণ্ট বোঝাপড়া চায়। এখানে আসার আগে বেদিয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি একেবারে স্পষ্ট জানালেন, 'জার্মাণদের সঙ্গে যতদিন না বোঝাপড়া হচ্ছে ততদিন ঐক্যবদ্ধ ইওরোপের কথা অবাস্তব।' "

"আর জার অঞ্চলের কি হবে?"

"আরে মশাই, সাইলেশিয়া, পমেরানিয়া, পূর্ব-প্রুশিয়া—এ সবের কাছে জার তো তুচ্ছ! পূর্ব অঞ্চলে আমরা আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত!..."

"দেখুন আপনার কাছে পষ্ট কথাই বলি: আমাদের দেশের মানুষ আজ হয়রাণ, সর্বনাশগ্রস্ত—প্রতিশ্রুতিতে আর তারা বিশ্বাস করে না। দেশটাকে আমরা পায়ের ওপর দাঁড় করাতে চাই, কিন্তু বাধা আপনারাই। আমাদের বাদ দিয়েই আপনারা আমাদের কয়লা নিতে চান, জার্মাণ সেনাপতি বাদ দিয়ে জার্মাণ সৈন্য নিতে চান। কিন্তু জার্মাণদের আপনারা চেনেন না। ব্যবসাদার-দের সৌজন্য আর জনতার নিষ্ক্রিয়তা দেখে আপনারা ভুলে যান, প্রতারিত হন রাজনৈতিক জুয়াচোরদের ফোঁপরদালালিতে। জনসাধারণ কি বলে শুনুন। সারা জীবন আমি ডর্টমুণ্ডে কাটিয়েছি, এখানে সবাই আমাকে চেনে। আমার মত যে সাধারণ জার্মাণদেরই মত তা নিশ্চয় বলতে পারি। আমেরিকার অভিভাবকগিরি আমাদের দরকার নেই; আপনারা যদি বাস্তবিকই আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চান তবে সোজাসুজি করুন, মাঝখানে আর কাউকে আনবেন না।"

কাটা কাঁচের তৈরী ফিকে সবুজ পানপাত্র তুলে ধরে পিনো বল্লেন:

"আমি তো গোড়াতেই এই কথা বলছিলাম।...আপনারাও ওহিও নন আর আমরাও ফ্লোরিডা নই—আপনারা আমরা দু'পক্ষই প্রাচীন ইওরোপীয়ান। আসুন আমরা দু'দেশের বন্ধুত্ব কামনায় পান করি।"

ওঁরা অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে আলাপ করলেন—কি ক'রে অসংস্কৃত ধাতু আর কয়লা পাওয়া যায়, কি করে খুব বড় একটা ফরাসী-জার্মাণ কোম্পানী গড়া

যায়, বিদেশে আমেরিকানদের কর্তৃত্ব ফলাতে না দিয়েও কি করে তাদের কাছে টাকা বাগানো যায়, ইত্যাদি। বেশ বন্ধুভাবেই ওঁরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলেন। এবার ফন মাণ্টজের মৃদু হাসির দিকে চেয়ে পিনোর মনে হল : না, উনি ব্যঙ্গ করছেন না, ওটা বোধহয় ওঁর স্বভাব……

কারখানাগুলো দেখতে হবে, ইঞ্জিনীয়রদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে—তাই পিনো স্থির করলেন আরও ক'দিন ডর্টমুণ্ডে কাটিয়ে যাবেন। ওদিকে পিনোর সঙ্গে সেই খানাপিনার পরই ফন মাণ্টজ্ রওনা হলেন—ফ্রাঙ্কফোর্ট।

জেনারেল ডজ দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড, কিন্তু মুখটা দেখলে মনে হয় যেন খিটখিটে বাচ্চা ; আর ঈষৎ নীল চোখ দুটোতে ছেলেমানুষির ভাব। ওঁর সম্বন্ধে কর্ণেল রবার্টস বলেছিলেন : "এ লোকটা একটু স্থূলমস্তিষ্ক বটে, তবে বেশ ধূর্ত ; যারা এদিকে দার্শনিকবাজি করে আর ওদিকে রুশিয়ান টোপে ধরা দেয় তাদের চেয়ে এরকম মানুষই ভাল। চেহারা দেখে কি আর মানুষ বোঝা যায় ? চতুর খেলোয়াড় জেনারেল ডজ।"

ঘোড়ার মতো হাসি হেসে জেনারেল ডজ মাণ্টজ্‌কে অভ্যর্থনা জানালেন ; অতর্কিত অট্টহাসিই ওঁর স্বভাব।

"গেল শরৎকালে রুশিয়ানরা ভেবেছিল আমাদের বিমান যোগাযোগ টিকবে না—মনে আছে সে কথা ? কিন্তু বসন্তই তো এসে গেল। জেনারেল ক্লে জানিয়েছেন, বার্লিনওলাদের হৈ-চৈ থেমে গেছে : অবরোধ শিগ্‌গিরই উঠে যাবে বলে তারা আশা করে রয়েছে।"

ফন মাণ্টজ্ মৃদু হাসি হাসলেন : "বার্লিনের ভাগ্য ভাল। এখানকার তুলনায় ওখানে আপনারা অনেক বেশী তেজ দেখালেন।"

"আপনি ভুল করছেন। জার্মাণরা এখন কথাটা বল্লেই হয় : শক্ত গবর্ণমেণ্ট গড়তেই হবে।"

"কিন্তু তার আগে কথাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। ওয়াশিংটনে আপনার বন্ধুদের শ্রবণশক্তি যেন কি রকম : জার্মাণ জনসাধারণ আজ হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছেছে, তবু তাদের স্বর আপনার বন্ধুদের কানে যায় না। অথচ পারীর যে কোন বাক্যবাগীশ একটু হৈ-চৈ করুক অমনি তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠবেন। পিনো আমার কাছে এসেছিলেন, বাজিয়ে দেখতে। ওঁর কি প্রস্তাব জানেন ? আপনাদের আড়াল করে তলে তলে একটা চুক্তি করে ফেলা।"

দমকা হাসিতে ফেটে পড়লেন ডজ :

"মাফ করবেন ফন মাণ্টজ্ সাহেব, কিন্তু ওতো ছেলেভুলোনো কথা। ফরাসীরা আপনাদের কী দেবে? ওরা নিজেরাই তো ভিখিরি বনে গেছে—সেই কবে! ভিখিরি যদি ভিক্ষে না পায় তখন চাপ দিয়ে আদায় করার চেষ্টা তার পক্ষে স্বাভাবিক।"

"আপনি বলছেন ফরাসীরা আমাদের কিছু দিতে পারে না। তা আমরা জানি। কিন্তু অনুমতি দেন তো জিজ্ঞাসা করি, আপনাদেরই বা তারা কী দিতে পারে? পিনো বললেন, আজ যদি বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি চালু করা হয় তাহলে দায়বদ্ধ সৈনিকদের পাঁচ আনা ভাগই সাগ্রহে যুদ্ধে যাবে—তবে মস্কোর বিরুদ্ধে নয়, মস্কোর **পক্ষে**। বাকী এগার আনা তো আমাদের দিকে, বলবেন আপনি। কিন্তু ১৯৪০ সালে তারা আমাদের দেখে দরজা একেবারে হাট করে খুলে দিয়েছিল, মনে আছে? এখন যদি যুদ্ধ বাধে, তারা দরজা খুলে ধরবে রুশিয়ানদের জন্যে। তাদের জীবনের মায়া এত বেশী যে আত্মত্যাগ করা তাদের পোষায় না। ওদের সৈন্যবাহিনী হল পলাতকের সৈন্যবাহিনী, ওদের দেশটা হ'ল অতল গহ্বর, তবু যে কোন মূল্যে ওদেরকেই আপনারা বন্ধু বলে ধরে রাখতে চান। ফ্রান্সকে খুশী করতে গিয়ে আপনারা জার্মানীকে বিরোধী করে তুলছেন। জমাখরচটা কিন্তু সুবিধার নয়।"

ফন মাণ্টজের সঙ্গে জেনারেল মনে মনে একমত; ফ্রান্স আর ব্রিটেন একসঙ্গে যত ডিভিজন সৈন্য দিতে পারে, তার চেয়ে বেশী দিতে পারে পশ্চিম জার্মাণী একাই—একথা তিনি রবার্টস্‌কে কতবার লিখেছেন। কর্ণেল রবার্টস্ মনে করতেন যে ডজের মনের গতি জার্মাণদের দিকে। সে যাই হোক, এই মুহূর্তে ডজ কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠলেন : ফন মাণ্টজের কাছে লেক্‌চার শুনতে হবে আমাকে? ও তো নিজে থেকে আসেনি, আসলে জার্মাণরা দর কষাকষি করছে, দাঁও মারতে চায়। ওকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে না দিলে ওদের বড্ড বাড় বাড়বে। এই ভেবে তিনি বল্লেন :

"আপনার বন্ধুরা তো রোজ একটা করে নতুন দাবী নিয়ে আসেন। একবার বলেন, পূর্ব সীমান্তের ওপর আমাদের একটা বিবৃতি দিতে হবে। আবার বলেন, জার এলাকাটা দিতে হবে। মূলার এসে বললেন কাল, গত যুদ্ধ আরম্ভ করার ব্যাপারে জার্মাণ দায়িত্বের কথাটা সংশোধিত না হলে তাঁর পক্ষে নাকি

গভর্ণমেণ্টে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কিছু মনে করবেন না—এসব একেবারে নির্বোধের মতো কথা। আমরা যা পারি তার চেয়েও বেশী করেছি জার্মাণদের জন্যে। ফরাসীদের আপত্তি সত্বেও রূঢ় সম্বন্ধে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যেও আমরাই জেদ করলাম। রুশিয়ানদের হাত থেকে পশ্চিম বার্লিন রক্ষা করলাম, সেও তো আমরাই। চার বছর আগে এখানকার অবস্থা কি ছিল একবার মনে করে দেখুন। পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাইনে, তবে এক কলমের খোঁচায় অতীতটাকে উড়িয়েও তো দেওয়া যায় না…"

মৃদু হাসলেন ফন্ মাণ্টজ্ ● ডজ চটেছে—তা মন্দ নয়। আমরা ভাল জুড়িদার নই বলে ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করবে তো, তা করুক। এ খেলায় ভাল জুড়িদার বলে নিজেকে জাহির করেছ কি মরেছ। তবে আমাদের পক্ষে জেনারেলকে বেশী বিরক্ত করা উচিত হবে না : ওঁর সহকর্মীদের চেয়ে উনি অনেক চালাক, ওঁর নেক নজরে থাকাই ভাল। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন ফন মাণ্টজ্ : সম্প্রতি যে "ইওরোপীয়ান বাহিনী" তৈরী হল তার অস্ত্রাগার হবার পক্ষে রূঢ় এলাকার সম্ভাবনা কতখানি। নরম হয়ে এলেন ডজ। তার পর যখন ফন মাণ্টজ বললেন যে, মণ্টগমেরীর পারদর্শিতার চেয়ে জেট-চালিত অস্ত্রের দাম অনেক বেশী তখন ওঁর হাসি একেবারে দিলখোলা হয়ে উঠল।

মোটরে বাড়ীর দিকে চললেন ফন্ মাণ্টজ্। ওঁর ক্লান্তি লাগছিল, ভাবনা-গুলো এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে ভীড় করে আসছিল। হঠাৎ মনে মনে হেসে উঠলেন : বড্ড আগে জন্মে ফেলেছি। মনে পড়ে, গত শতাব্দীর শেষে জীবনটা কত সহজ, কত সরল ছিল। জার্মাণীকে মনে হত যেন পাথরের মতো শক্ত, চাঁদের মতো চিরস্থায়ী। তরুণ কাইজার যেবার ডর্টমুণ্ড এসেছিলেন, তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল ফুলের তোড়া—ফরগেট-মি-নট ফুল। ঐ বছরই কেলারেব মেয়েটা জলে ডুবে মরতে গেল, কোন্ ফোতো লেফ্টেনাণ্ট নাকি তাকে ভালবাসতে চায়নি। ওকে জল থেকে তুলে আনল, ওর উদ্ধার কর্তাকে উপহার দেওয়া হল মস্ত বড় বাদাম-কেক। একেবারে খাঁটি পল্লীচিত্র নয় কি ?

তন্দ্রা ঝেড়ে ফেলে ফন মাণ্টজ্ জানালার বাইরে চাইলেন : ওঁরা তখন রাইনের ধারে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলেছেন। ছেলেবেলা থেকেই ফন মাণ্টজ্ জানেন, রাইন তো শুধু নদী নয়, রাইন হল কত দুর্গ-প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ, অতীতের কত কীর্তি-কাহিনী আর ইন্দ্রজাল, জার্মাণীর সেরা তীর্থ। কুমারী

কেলার ডুবতে চেয়েছিল, কারণ প্রেমে সে সুখ পায়নি।···তারপর রাইনের ধারে ধারে উঠল সেনেগালীজদের (ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্য) উৎকট চীৎকার। আর এখন এসেছে ডজ, একটা দাম্ভিক গুণ্ডা। বেটা কর্তাত্বি ফলায় যেন নিজের বাড়ী পেয়েছে। গভর্ণমেণ্টে বসাবার জন্যে জার্মাণ খুঁজে বেড়াচ্ছে—যে ভাবে লোকে সর্দার খানসামা খোঁজে, হেড-বাবুর্চি খোঁজে। ইস্কুলে পড়ার সময় যে গান গাইতেন সেটা মনে পড়ল :

মহান রাইন, আমাদের জার্মাণ রাইন,
পড়বে না কখ্খনো তোমাদের হাতে :

কিন্তু পড়ল।·········ক্লান্তিতে হাই তুলে তিনি আবার বাইরে চাইলেন। একটা খালি দেওয়ালে দেখলেন খড়ির লেখা : " 'আমি', (আমেরিকান) দেশে চলে যাও!" তার পাশেই কাস্তে-হাতুড়ী আঁকা। কী অত্যাচার, ভাবলেন ফন মাণ্টজ্। দশ বছর আগে বিশ্বাস করেছিলাম যে দেশ থেকে কমিউনিস্টদের ঝেঁটিয়ে দূর করেছে হিটলার। কিন্তু সে আমাদের ধোকা দিয়েছিল। বসে বসে ডজের উপদেশামৃত শুনতে হয়, কী বিরক্তিকর ব্যাপার। তবে রুশিয়ানরা আসার চেয়ে ও-ও ভাল। কিন্তু রাইন গেল কার হাতে? কারো হাতে নয়। কুমারী কেলার হাতে আনতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু হল না। ডজ যে কি নিয়ে আনন্দ করে বুঝিনে : রাজনীতি তো ফেনা, জলের ওপরকার বুদ্বুদ, কিন্তু অতল গভীরে সবই স্থির। ওরা কাকে গভর্ণমেণ্টে নিল বা না নিল, আর গভর্ণমেণ্ট কোথায় বসল—ফ্রাঙ্কফোর্টে, না বনে, না কুর্ফারস্টেণ্ডামে—তাতে কী আসে যায়? এই সব অর্থহীন কথা শুনে শুনে কান পচে গেল। পিনোর প্রস্তাব কিন্তু ভেবে দেখার মতো। কোম্পানী খোলার পরিকল্পনাটা মন্দ কি? কুমারী কেলারেব কোলে ছিল একটা শাদা কুকুর, মনিবের পেছনে পেছনে সেও জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ওরা তাকে ডাঙ্গায় তোলেনি···

ফন মাণ্টজ্ চোখ বুঁজলেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।

[২৭]

হঠাৎ পিনোর মনে পড়ল : আরে, সেই কাগজওয়ালাটা গেল কোথা? ল্যাসেয়ারকে যে ওঁর দরকার তা নয়—তবে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা তো চাই :

ওঁর কাছে কাছে থাকবার জন্যেই যখন ওকে পাঠিয়েছে তখন ওর কাছে কাছে থাকাই উচিত।

জার্মাণীতে এসে ল্যাসেয়ার দেখল, জার্মাণদের রান্না সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছিল সব সত্যি: মাংসের সঙ্গে চটচটে চাটনী, আলু ভাতে আর আপেল 'প্যুরে' (চটকানো আপেল) খেয়ে ওর বমি আসার যোগাড়। তবে এর জন্যে ও তৈরী হয়েই এসেছিল। কিন্তু বার্ণেয়ার-টা ওকে ডাহা ঠকিয়েছে। জার্মাণ মেয়েদের মধ্যে দেখতে ভাল মেয়ে যে নেই তা নয়; কিন্তু প্রথম দিনই দেখা হল যে শ্যামাঙ্গীটির সঙ্গে—তার কৃত্রিম ভ্রূ-শোভা আর কার্মাইনরঞ্জিত অধর যেন লক্ষ্যভেদেরই নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিল—সে কিন্তু ওকে একটা কড়া লম্বা লেকচার শুনিয়ে বুঝিয়ে দিল যুদ্ধের পর থেকে জার্মাণ মেয়েদের মধ্যে নীতিজ্ঞান কি রকম জবরদস্ত। ল্যাসেয়ার নিজেকে শুধাল: তাহলে পুরো একটা হপ্তা ধরে এখানে করব কি কচুপোড়া? ক'জন উড়ু উড়ু মেয়ে দেখেছিল বটে একটা কাফের মধ্যে, কিন্তু ওর তো নীতিবোধ আছে: মেয়ে মানুষের ওপর পয়সা খরচ করাটা ও বাজে খরচ (উত্রে) মনে করে। এর আগে কতবার কত জায়গায় ঘুরেছে, কাগজ থেকেই ওকে পাঠিয়েছে ইটালি, গ্রীস, ফিনল্যাণ্ড; কিন্তু যেখানেই যাক ওর মন্ত্রশক্তিতে ধরা দেবার মতো অভিজাত মহিলা ও ঠিক খুঁজে বার করেছে। ডর্টমুণ্ডের ও মুণ্ডপাত করতে লাগল। মিঠাইয়ের দোকানে এক সুন্দরী গৌরী লীলাচ্ছলে ওর দিকে চেয়েছিল—ও তার সঙ্গে আলাপ জমাতে গেল। মেয়েটী বল্ল: "মশাই, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে।" ল্যাসেয়ারের মনে এল ওর খুড়ীর কথা—তাঁর বয়স চল্লিশ, জীবনে কোনো দিন বেসাস'র বাইরে যাননি—তাঁকেই সমুদ্রে স্নান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ডাক্তার সাহেব। ল্যাসেয়ার তখন ছোট্ট—খুড়ীমা নর্মাণ্ডি সমুদ্রকূলে যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুড়ী তো দোকান ঘুরে ঘুরে হায়রাণ—নাইবার এমন একটা পোসাক, যাতে অন্তত কিছু একটা পরে আছি বলে মনে হবে, তা আর পাওয়া যায় না। শেষকালে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বল্লেন, "এর চেয়ে মরা ভাল। ডাক্তার গ্রিম কি জানেন না যে আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে?"

ল্যাসেয়ার ডর্টমুণ্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করল, জিজ্ঞাসা করল তারা বার্লিন অবরোধ সম্বন্ধে কি ভাবে—সার্ত্র, বলশেভিক আর পিনো সম্বন্ধে তাদের মতামত কি—এমনি সব। কিন্তু তার বদন বিমর্ষ।

ইঞ্জিনীয়র উইলহেল্‌ম জীয়ার-এর অফিসে বসে ও সব হিসেব লিখে নিচ্ছিল—কারখানাগুলোর পুনর্গঠন সম্বন্ধে কথা বলছিলেন জীয়ার। হঠাৎ ঘরের মধ্যে এলেন এক মহিলা—তাঁর অঙ্গসজ্জা অতি সুন্দর, আর চোখ দু'টী কোমল, রহস্যঘন।

"শ্রীমতী ইর্মা জীয়ার, আমার স্ত্রী।"

এ মেয়ে ব্রহ্মচারী নয় বাবা—ল্যাসেয়ার তখনি বুঝতে পারল। কি একটা রিপোর্ট-ফাইলের জন্যে ইঞ্জিনীয়র দেরাজ হাঁতড়াচ্ছিলেন, সেই ফাঁকে ও ইর্মার হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিল—পার্কে দেখা করার জন্যে। এবার আর ওর ভুল হয়নি: ইর্মা এল, আর কী যাদুই না ছড়াল। দু' ঘণ্টা ধরে কত কথা। পরদিন কি কাজে জীয়ার গেলেন ডুসেলডর্ফ, আর ল্যাসেয়ার রাত কাটাল ইর্মার সঙ্গে।

ইর্মা একটুও রেখে ঢেকে কথা বলে না, তাতেই ল্যাসেয়ার আরও মুগ্ধ। "ভেবোনা যে আমি হাল্কা-স্বভাব—জীবনে এই আমার প্রথম।" তার এক ঘণ্টা পরেই সে ল্যাসেয়ারকে তার পূর্বগামীদের বৃত্তান্ত শোনাতে শুরু করে দিয়েছে; ল্যাসেয়ার তো হিসেবই রাখতে পারে না—ও ওর সপ্তদশ সংস্করণ, না উনবিংশ? বিশ বছরে ইর্মার বিয়ে হয়েছিল। সবাই বলত, উইলি খুব ভাল ইঞ্জিনীয়র। সে ইর্মাকে ভয়নক ভালবাসত, তিন বছর ধরে ওরা কি সুখেই না কাটিয়েছে। কিন্তু বেয়াল্লিশ সালে উইলিকে ফৌজে নিয়ে গেল। কত কাঁদল ইর্মা। তারপর ঠিক করল এবার নিজেকে সামলে নিতে হবে। প্রেমে পড়ল—এক মধ্যবয়সী কিন্তু সুদর্শন অধ্যাপকের সঙ্গে; তারপর সৈন্যদলের এক অফিসারের সঙ্গে—অফিসারটীকে সবাই "বম বম" বলে ডাকত, কিন্তু কেন তা ইর্মা বুঝে পায়নি। ফের প্রেমে পড়ল এক সৈনিকের সঙ্গে—সে ছুটীতে বাড়ী এসেছিল, ভারী চমৎকার মানুষ, কিন্তু কথা শোনাত বড্ড কড়া কড়া। এর পর শুরু হল সেই ভয়ঙ্কর হাওয়াই হামলা। ইর্মা খালি ঘুমপাড়ানি ওষুধ খেত আর সারাক্ষণ ধরে কাঁদত, অনবরত। হাইডেলবার্গে ওর বোনের কাছে গেল ইর্মা, তা ছাড়া উপায় ছিল না। কী বিরক্তিকর জায়গাটা; গার্টার স্বামী ছিলেন অধ্যাপক, স্তালিনগ্রাদের কাছে তিনি নিহত হন। লোকের আর কোনো কাজ নেই, বসে বসে শুধু যত সব ভয়ের কথা শুনিয়ে যায়। ঘুমের কত ওষুধই গিলল ইর্মা, তবু ঘুম আসে না। এল আমেরিকানরা—লিউটেনাণ্ট হার্পার পৌঁছাল

গার্টা-র বাড়ীতে, ওখানে তার থাকার জায়গা স্থির হয়েছে। সে ইর্মাকে কত চকোলেট খাওয়াত আর ইর্মা বসে বসে এন্তার গল্প করত তার সঙ্গে: ইস্কুলে থাকতে ইংরেজী শিখেছিল, সেটা ঝালিয়ে নিতে হবে তো। তবে যুদ্ধের সময় কি আর একেবারে লজ্জাবতী সতীসাধ্বী হলে চলে? হার্পার খাসা ছেলে— কিন্তু আমেরিকানদের স্বভাবটাই রুক্ষ, আর ভাবটা যেন একেবারে পড়ি কি মরি।...ফিরে এল উইলি। লিবাউয়ের কাছে লড়াইয়ে ও ভয়ঙ্কর চোট পেয়ে এসেছে—পুরুষত্বই নেই বল্লে চলে। ইর্মার মনের অবস্থাটা কী নিদারুণ! ওকে স্নায়ুবিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকতে হল। তখনও উইলিকে ও আগের মতোই প্রচণ্ড ভালবাসে; কিন্তু বয়স তো তিরিশ বছরও পার হয়নি, জীবনের সাধ না মিটিয়ে পারে কি করে? ডর্টমুণ্ডে সে সময় অনেক ইংরেজ এসেছে— আমেরিকানদের চেয়ে ওরা অনেক ভদ্র, তবে বড্ড মন্থর স্বভাব। ইর্মার প্রেম-প্রার্থী ছিল ওদের এক অফিসার, ইর্মার দিক থেকে চোখ আর সে ফিরিয়ে নিতে পারত না, কিন্তু দু'জনে একলা হলেই ব্যস, একেবারে দৌড়।...মরুকগে যাক, ও সব ছিল ক্ষণিকের মোহ, ও সব কথায় কাজ কি? ও একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে শুধু দু'বার, সারা জীবনের মধ্যে: একবার উইলি, আর এবার ল্যাসেয়ার।

"তোমার স্বামী তাহলে নিজেও খায় না, অপরকেও খেতে দেয় না?" বল্ল ল্যাসেয়ার।

ইর্মা কাঁদল:

"না, না, ও কথা বোলো না। ওর যন্ত্রণা তো জার্মাণীর জন্যেই..."

ল্যাসেয়ারকে ইর্মা জানাল যে, অন্তরে অন্তরে উইলি কোন দিনই নাৎসি ছিল না। রুশিয়ানদের সঙ্গে সে লড়েছে বটে, কিন্তু তারা তো কমিউনিস্ট, তাদের মারলে তো ভালই। উইলি সম্বন্ধে ফন মাণ্টজের ধারণা খুব উঁচু। উইলি কতবার বলেছে: "ফন মাণ্টজ্ লোকটা খুব বুদ্ধিমান—পরিস্থিতি থেকে কি করে সুযোগ বার করে নিতে হয় তা বেশ জানেন। জার্মাণীকে আবার বড় শক্তি হয়ে দাঁড়াতে হবে।" ইর্মার ভাই ফ্রিডরিশ এসেছিল, উইলির সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছিল...

"তোমার ভাই কি করেন?"

"ফ্রিট্জ? ফ্রিটজ ছিল লেফ্টেনাণ্ট (মিলিটারী ছোট অফিসার)। আমার

চেয়ে ও চার বছরের বড়, খাসা ছেলে। এখন তো [illegible] এলাকায় রয়েছে—কি একটা অফিসার বুণ্ডে (সমিতিতে) কাজ করে। আমি কিন্তু চমকে গেছি, কেন জান? ও এসে বল্ল, আর একটা যুদ্ধ বাধবে, শীগ্গিরই। উইলিও তাই মনে করে। ওরা ভাবে—নিস্কৃতির এটা একটা পথ।…কিন্তু বাপু আমার তো মনে হয়—এ একেবারে পাগলের কথা। উঃ ডর্টমুণ্ডের ওপর কী ভীষণ বোমা ফেলেছিল—ভাবলে ইচ্ছে করে আবার বোমা পড়ার আগেই যেন মৃত্যু হয়। উইলিকেও তাই বলেছিলাম, কিন্তু ও বল্ল আমি নাকি রাজনীতির কিচ্ছু বুঝিনে: রুশিয়ানদের নাকি একেবারে এশিয়া পাঠিয়ে দিতে হবে; আর আমেরিকানরা যদি একবার মন করে তবে ওদের এশিয়া পাঠিয়েই ছাড়বে। গার্টার কর্তাও তাই বলেন…”

“সে কি, তুমি না বলেছিলে তিনি মারা গেছেন, রুশিয়ানদের হাতে?”

“সে তো জোহান। ভারী সুন্দর লোক ছিলেন তিনি; মেয়েদের দিকে কোন খেয়ালও ছিল না—একেবারে খাঁটি বৈজ্ঞানিক। ওঁর মৃত্যুতে বড্ড শোক পেয়েছিল গার্টা। তারপর সে বিয়ে করল একজন অর্থনীতিওলাকে, মানে লোকটা রশেনের কুপন বিলির কাজ করত। পষ্টই বলি, আমার মতে পাত্রটি ওর চেয়ে নীচু দরের। তবে আজকাল গুস্তার বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে। ওদের একটা পার্টি না কি আছে, অনেকটা নাৎসীদের মতো; তাদের কংগ্রেস হল, ও তাতে প্রতিনিধি গিয়েছিল হাইডেলবার্গ থেকে। ওর জন্যে গার্টার খুব ভাবনা হত—ও নাৎসী ছিল কিনা তাই; তা এখন তো আবার হরদম শুনি যে, নুরেমবার্গের বিচারটা একটা কলঙ্ক, তার সবই বদলানো দরকার। আমেরিকানরা গুস্তারকে গ্রেপ্তার করতে পারে, গার্টা বলেছিল। সে এই গত বসন্তকালের কথা, কিন্তু বড় দিনের সময় গুস্তার এল দেখলাম। ও আর উইলি সারা সন্ধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে কি সব বলাবলি করল। ওদের কি কথা হল জানিনে, তবে গুস্তারের অবস্থাটা কি রকম তা পরে উইলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমেরিকানদের হাতে গ্রেপ্তারের ভয়েই হয়তো ও ডর্টমুণ্ডে চলে এসেছে। আমার কথা শুনে উইলি হেসেই আকুল। বললে প্রত্যয় যাবে না, আমেরিকানরা ওদের নাকি টাকা দেয়। রাজনীতি অমনিই, বুঝতে গেলে মাথা ধরে যায়। যাকগে, গার্টার ভাবনা তো ঘুচবে—তাই ভাল।”

ইর্মার প্রতি ল্যাসেয়ার কৃতজ্ঞতা বোধ করল : ডর্টমুণ্ডে থাকার ক'টা দিন ইর্মা ওকে সুখ এনে দিয়েছে, তার ওপর আবার অনেক কিছু বুঝতেও সাহায্য করেছে।

যাওয়ার আগে ইঞ্জিনীয়র জীয়ারের সঙ্গে আর একবার দেখা করল :

"প্রথম সাক্ষাতে আপনি যা বলেছিলেন তাতে এই সমস্যার অর্থনৈতিক দিকটা বোঝাতে সুবিধা হবে। কিন্তু জনসাধারণ চায় একটা মোটামুটি সাধারণ বর্ণনা। বিশ বছর আগে আপনি ছিলেন বালক…"

"ছাত্র।"

"তাহলে তো আরো ভাল, সে সময়ের কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে। আচ্ছা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে-জার্মাণী আর এখনকার যে-জার্মাণী এ দুটোর আসল তফাৎ কোন্‌খানে, বলুন তো!"

"তখন তো এখানে কমিউনিস্টদের জোর আড্ডা। ওদের এক অন্ধ ভক্ত হের ফন মা'টজ্‌কে ইট মেরেছিল তা আমার মনে আছে। এখন কমিউনিস্ট নেই তা বলছিনে, ওতো একটা ছোঁয়াচে রোগ, অথচ বেড়া দিয়ে আটকে রাখাও যায় না। কিন্তু ফ্রান্স আর ইটালীর তুলনায় আমাদের এখানে আজকাল কমিউনিস্ট অনেক কম—এই কথাটাই আপনার লেখা উচিত। তাছাড়া ১৯২০-'৩০-এর গোড়ার দিকে শান্তিবাদী (প্যাসিফিস্ট) বক্তৃতাই ছিল ফ্যাশন —লোকে বলত যুদ্ধের চেয়ে বীভৎস আর কিছু নাকি নেই, বলত যে জার্মাণীর সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের চেয়ে একজন যুবকের জীবনের দাম বেশী। তারপর যদিও আমাদের আরও বেশী কষ্ট পেতে হয়েছে, তবু এ রকম ঝোঁক তো আজ-কাল দেখিনে।…জার্মাণরা শান্তি চায়—ইয়োরোপীয়ান সভ্যতার দুশমনদের হাত থেকে যে শান্তি জার্মাণীকে রক্ষা করবে সেই শান্তি—অন্য শান্তি নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এদেশে নীতিবোধ কমে গিয়েছিল, দোকানে দোকানে অশ্লীল সাহিত্য বিক্রী হত, চারিদিকে দেখা যেত চরিত্রভ্রষ্টতার লক্ষণ। কিন্তু আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এখন এদেশে পারিবারিক জীবনেরই একছত্র প্রভাব …"

জীয়ারের প্রত্যেকটী কথা নোট বুকে টুকে রেখে পরম সৌজন্যে বিদায় নিল ল্যাসেয়ার :

"আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন আপনার স্ত্রীকে।"

ট্রেণ ছাড়ার এক ঘন্টা আগে ও পিনোর সঙ্গে দেখা করল।

"এই যে, আপনি তাহলে এসেছেন", পিনো বল্লেন। "আমি তো ভেবে-ছিলাম বুঝি চলে গেছেন পারীতে।"

"লেখার মশলা জোগাড় করতে খুব ঘুরতে হচ্ছিল।...আমাদের কাগজের জন্যে আপনার বাণী পাব, আশা করি।"

"আচ্ছা লিখে নিন: 'ভ্রমণকারীরূপে আমি এখানে এসেছিলাম—প্রতিবেশী দেশটার অবস্থাদি কেমন তাই দেখতে। অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে—প্রত্যেক জায়গায়ই দেখেছি বিরাট অগ্রগতির সূচনা। আটলান্টিকের ওপারে আমাদের যে বন্ধুরা, তাঁদের সাহায্যে নতুন জার্মাণী আজ উঠে দাঁড়িয়েছে। জার্মাণী যেদিন ইয়োরোপীয় পরিবারে প্রবেশ করবে, সে দিন আর দূর নয়!' ব্যস।"

পিনো এবারও ক'ঘণ্টার জন্যে ফ্রাঙ্কফোর্টে যাত্রা ভঙ্গ করলেন—জেনারেল ডজের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ডজ:

"ইয়োরোপের সমস্ত দেশের মধ্যে ফ্রান্সকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। বাস্তবিক, শুধু ফ্রান্সে গিয়েই শরীর আর মন দুই-ই জুড়োনো যায়। নীল্‌সের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি, আপনি আমাদের আন্তরিক বন্ধু, তা জানি। আপনি জার্মাণী এসেছেন শুনে খুব ভাল লাগল। একটা বোঝাপড়ার উপায় করতে হবে—এটাই এখন সবচেয়ে দরকারী। এখানকার সব ধুলোই যে ঝাড়া হয়ে গেছে তা নয়, অতীতের জের এখনও যথেষ্ট। তবে এমন জার্মাণও আছেন যাঁরা বোঝেন যে পুরোনো ধ্যানধারণা বদলানো দরকার। আপনারা যদি তাঁদের পেছনে দাঁড়ান তাহলে শান্তির পথে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে।"

গম্ভীরভাবে নাক ঝাড়লেন পিনো।

"দামী কথা! আমরা তো আপনার ওপরই ভরসা করে আছি—অচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথটা জার্মাণদের দেখিয়ে দিন। ডর্টমুণ্ডে ফন মাস্টজের সঙ্গে দেখা হল। বেশ চালাক লোক, তবে উনি এখনও অতীতেই বাস করছেন। ওঁর কথা শুনলে মনে হয়—আমেরিকানরা নয়, বিসমার্কের সৈন্যরাই যেন কর্তা। জার্মাণরা চিরদিনই ভাবে যে, ভেদাভেদ ঘটিয়েই মোক্ষ পাবে: তাই ইটালিয়ানদের লেলিয়ে দেয় আমাদের ওপর, জারকে লেলিয়ে

দেয় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এখন আবার ফন মাণ্টজ্, এক পাগলামির প্ল্যান ভাঁজছেন—চান যে আমরা আমেরিকানদের সঙ্গে ঝগড়া করি। এ সবই অতীতের জের।"

"ফন মাণ্টজকে খুব চিনি। ওঁর উদ্যম আর অভিজ্ঞতার প্রশংসা করতে হয়—তবে ওঁর যুক্তিতর্কগুলো সেকেলে প্রুশিয়ানদেরই মতো। আফশোষ যে আপনি ব্যাভেরিয়া যাননি, ওখানে মনে লাগার মতো বহু জিনিষ দেখতে পেতেন। এক মেজর ভদ্রলোক আছেন, মিউনিকে তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা—গত হপ্তায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। এই মেজর শির্কে ভদ্রলোক ফ্রান্সকে যে রকম জানেন, যে রকম ভালবাসেন—সে রকম জার্মাণ কখনো দেখিনি—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।"

পিনো ব'লে ফেলেছিলেন আর কি যে তিনি শির্কেকে চেনেন। না বলাই ভাল ভেবে সামলে নিলেন। রূঢ়্-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে তারপর খুশী মনে পিনো বিদায় নিলেন: মনে হচ্ছে ডজ সাহেব অবস্থাটা বোঝেন, আমাদের দাবীদাওয়াগুলো বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন।

রাত্রিবেলা ট্রেণে যেতে যেতে হঠাৎ পিনোর মনে পড়ল: শির্কে…। হুস করে কোন্ মানুষ কোথায় ভেসে ওঠে—আশ্চর্য! ভেবেছিলাম রুশিয়ায়ই লোকটা খতম হয়েছে। হ্যাঁ, শির্কে ফ্রান্সকে জানে বটে, তিন বছর ধরে আমাদের শুষেছে। কিন্তু আমেরিকানদের পক্ষে এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে—পারীতে ও যে বড্ড বড় পদবীতে কাজ করে গেছে। বুঝতে পারছি, কমিউনিস্টরা কি হৈ-চৈ-ই না তুলবে! এমনিই তো ওদের গোলমালে টেঁকা দায়। আচ্ছা, *নিভেলকে যদি আমরা এত হৈ-চৈ করে স্বাগত জানাতে পারি, তবে শির্কেকে নিতেই বা দোষ কি? নিভেল তো একেবারে শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু শির্কে তবু একটা অজুহাত দিতে পারে—সে জার্মাণ।* যাই হোক, এ সব ব্যাপারে নীতির দাঁড়িপাল্লা নিয়ে মাপতে বসার কোনো অর্থ হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষকে ইমানদার হতে হবে—ধার নিয়ে থাকলে শোধ করতে হবে। *কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে ঠকায় তো সবাই—যে জেতে সে-ই ঠিক। শির্কে?* ও, আচ্ছা, *শির্কেই সই…*

দ্যুম্ঁ জানতেন যে বাজে কথায় সময় নষ্ট করার লোক নীল্‌স নন; উনি দ্যুমার নাম করেছেন—তার মানে আমেরিকানরা ঠিক করে ফেলেছে যে দ্যুমাকে সাবাড় করতে হবে। সুতরাং ইঙ্গিত মতো কাজ করাই স্থির করলেন দ্যুম্ঁ। পরের প্রবন্ধে লিখলেন: "যে সব দল-মণ্ডূক বিজ্ঞানাগারের গম্ভীর প্রশান্তির মধ্যে দৈনন্দিন বিতর্ক টেনে নিয়ে আসে আমরা তাদের বিরুদ্ধে। মাননীয় প্রফেসর দ্যুমা কি জানেন না যে, মস্কোর দিকে মুখ ফেরাতে গিয়ে বিজ্ঞানের দিকেই তিনি পেছন ফিরেছেন?" দ্যুম্ঁ-র প্রবন্ধ থেকেই অভিযান শুরু হয়ে গেল: গোটা কয়েক কাগজে প্রবন্ধ, চুট্‌কী ইত্যাদি বার হতে লাগল দ্যুমার ওপর। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐ সব সাংবাদিকের ধারণা খুবই ধোঁয়াটে, প্রফেসরের ঘাড়ে কি কি পাপ চাপাবে তা তারা ভেবেই পায় না। একজন লিখল, "কমিনফর্মের হুকুমে দ্যুমা প্রজনন-শাস্ত্র সংশোধন করেছেন, আর তাঁর লাইব্রেরী ঘর থেকে ডারউইনের ছবি সরিয়ে দিয়ে লাইসেঙ্কোর ছবি টাঙিয়েছেন।" বিল কস্টারের লেখা থেকে প্রেরণা নিয়ে আর একজন লিখল, বটতলার একটা কাগজে: "বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্যু···কে আমেরিকা হইতে তাড়াইল কেন? রাজনীতির সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। শ্রদ্ধা পাওয়ার মতো বয়স হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক দ্যু···র যৌবন-দোষ এখনও যায় নাই। ধর্মযাজক এন···এস মহাশয়ের পঞ্চদশী কুমারীকে তিনি ফুসলাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।" তবে অধিকাংশ কাগজই এইটুকু মন্তব্য করে ক্ষান্ত থাকল যে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে দলগত উন্মত্ততার সামঞ্জস্য হয় না।

এর একটা প্রবন্ধ পড়ে দ্যুমা হেসে আকুল: আহাম্মকগুলোর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। এদিকে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট লাগছে, জীবনধারণের খরচা বাড়ছে, ভিয়েৎনামে যুদ্ধ চলছে, চারিদিকে শুধু গড়বড় আর গড়বড়—মানে এক কথায় যাকে বলে সর্বনাশ—আর ওরা কিনা আমার ওপর লেখা ছাড়া কাজ পেল না!···প্রাচীন ফরাসী মানুষেরাই যদি এত বোকা হয় তবে আমেরিকান বাচ্চাদের দোষ দিয়ে কি লাভ?

দ্যুমার বিরুদ্ধে অভিযানটাতে প্রাণ ছিল না। নামকরা সাংবাদিকেরা

ছুতোনাতা করে ওতে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। একটু অপ্রস্তত অপ্রস্তুত লাগছিল সকলেরই : শুধু পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলেই তো দুমার নাম নয়, অকলঙ্ক চরিত্রের জন্যেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। যারা নৃতত্ত্বের নাম শোনেনি তারাও জানত যে জার্মাণ দখলদারীর সময় তিনি বীরের মতো আচরণ করে-ছিলেন, ওরা তাঁকে জার্মাণ মৃত্যুশিবিরে পাঠিয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না; তা ছাড়া তাঁর বয়সটাও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষাকবচের মতো— কত বুড়ো মানুষেরও আজও মনে রয়েছে, দুমা ছিলেন দ্রেফুসেয়ারদের এক-জন; কুরীদের বাড়ীতে তিনি ছিলেন নিত্য অতিথি; আর আনাতোল ফ্রাঁসও ওঁর খুব প্রশংসা করতেন।

দুর্মকে দেখে গার্সি বল্লেন :

"আমি হলে দুমাকে ঘাঁটাতাম না। কমিউনিস্টরা ওঁকে একেবারে গেঁথে ফেলেছে এটা অবিশ্যি খুবই দুর্ভাগ্য, কিন্তু হাজার হলেও, দুমা আমাদের জাতির গৌরব।"

কড়া জবাব দিলেন দুর্ম :

" 'আমি হলে' বলার মানেটা কি? আপনি আমি তো এক গোয়ালেই। নীল্স যখন দুমাকে নিয়ে পড়লেন তখন আপনি ছিলেন না সেখানে? কথাটা তো পরিষ্কার। আমেরিকানরা দুমাকে তাড়িয়ে দিল। আমরা যদি তাদের এই ইঙ্গিত মতো কাজ না করি তাহলে তার অর্থ হবে যে আমরা আমেরিকানদের নিন্দা করছি। রঙ্গভূমিতে নট সাজার পর কি আর কুল-মানের ভয় করলে চলে···(আ লা গের কম্ আ লা গের)···"

বেদিয়ে জানতেন শুধু খবরের কাগজের লেখাতেই কাজ হাসিল হবে না। মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুমার বিষয়টা তুললেন, কিন্তু কেউ সমর্থন করল না। কাজেই তাঁকে তাড়াতাড়ি যোগ করে দিতে হল যে, হট করে কিছু করার সময় এখনো আসেনি বলেই মনে হয়। মনে মনে ভাবলেন : এ এক মহা ঝামেলা। আমাদের এখানে জনমত বলে একটা জিনিষ আছে, নীল্স তা বোঝেন না। যাতে সময় পাওয়া যায় এমন চালই এখন চালতে হবে। জেদ না-ও করতে পারে আমেরিকানরা। এমনিতেই তো ওদের ঝামেলার অন্ত নেই···

দুমাকে ছেড়ে দিয়ে কাগজগুলো তখনকার আর সব হৈ-চৈ নিয়ে পড়ল। খনি-মজুরদের ধর্মঘট তখন শেষ হয়ে গেছে; অনেক খনি মজুরের বিরুদ্ধে

মামলা হচ্ছে, বিচার চলছে। নতুন নতুন স্ট্রাইক বাধছে। পার্লামেন্টে জঘন্য জঘন্য সব ফাটকাবাজীর ব্যাপার ফাঁস হয়ে পড়ছে, ডেপুটীদের মেজাজ গরম। বিচার-মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। একটা সামুদ্রিক বাতাস এসে জানিয়ে দিল বসন্ত আসছে।

কথায় কথায় বেদিয়েকে বললেন নীল্‌স :

"আপনাদের জল-হাওয়ার গুণ অদ্ভুত। প্রফেসর দুমার কথাই ধরুন, দেখলে হিংসে হয়।...একটা বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালক উনি, তার ওপর আবার প্রত্যেক দিনই মিটিং করে বেড়ান।"

বেদিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : নীল্‌স তাহলে ভোলেননি। কিছু একটা করতেই হবে।

হঠাৎ একদিন প্রফেসর রিশে-কে আসতে দেখে দুমা অবাক। ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব নেই, শুধু সরকারী অনুষ্ঠানাদিতে কালে ভদ্রে দেখা সাক্ষাৎ। গভীর ষড়যন্ত্রেই সব সময় ব্যস্ত থাকেন রিশে। বিজ্ঞানে যে তিনি বড় পদবী দখল করেছেন তা অবশ্য তাঁর গবেষণার গুণে নয়। জার্মাণ দখলদারীর সময় তিনি জার্মাণদের বুঝিয়েছিলেন যে তিনি মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক, সুতরাং তাঁর খুড়তুতো নাতির বাসা জবর দখল করা উচিত নয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি হতেন ফ্রান্সের প্রতিনিধি। 'উনেস্‌কো'-তে কাজ করতেন। লোকে বলত, ওঁর "চার আনা রসায়ন শাস্ত্র আর বারো আনা কূটনীতি।"

কেন এসেছেন উনি, ভাবতে লাগলেন দুমা। অনেক ধানাই পানাই করলেন রিশে, দুমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা জানালেন, বললেন যে "নৃতাত্ত্বিক যুগ" বলেই এ যুগটা ইতিহাসে বিখ্যাত হবে। আরো বললেন, অতীতের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব কতখানি, যে সংবাদপত্র-জগৎ মস্ত বড় বৈজ্ঞানিককেও আক্রমণ করার স্পর্দ্ধা দেখায় তার দুর্নীতির প্রভাব কি রকম। তিনি কি বলতে চাচ্ছেন বুঝতে না পেরে দুমা শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলেন :

"সংবাদপত্রের লেখার তো আপনি নিন্দা করছেন। কিন্তু বলুন তো, সহকর্মী মশায়, আপনি এখুনি যা বললেন তা সাক্ষীদের সামনে, ধরুন ছাত্রদের সামনে, বলতে পারবেন কি?"

"রাজনীতির মধ্যে আমি কখনো যাইনি, যেতে চাইওনে। আপনি তো

জানেন, আমার যেটা খাস বিষয় সেটা খুব সংকীর্ণ—সেটা হল জৈব-রসায়ন। তবু যা বললাম, আপনার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের এই প্রবন্ধগুলো প্রত্যেক বিজ্ঞানী মানুষকেই অপমান করেছে। খোলাখুলি বলব? আপনি আমি এক যুগেরই লোক—আপনার চেয়ে আমি বোধ হয় পাঁচ ছ' বছরের-ই ছোট, তার বেশী নয়। কোন বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির প্রতি আপনার সহানুভূতি থাকতে পারে, তেমনি অন্য কোন পার্টির প্রতি সহানুভূতি না থাকতে পারে—একথা আমি বুঝি; কিন্তু আপনি তো সাধারণ নাগরিক নন, মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক আপনি, আপনার ওপর অধিকার সমগ্র জাতির। তাহলে আপনি আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ালেন কেন? যে প্রবন্ধগুলোর কথা বললাম তাতে আমাদের সংবাদ-পত্রের সৌষ্ঠব বাড়েনি সত্যি, কিন্তু ওগুলোর জন্যে আপনারও খানিকটা দোষ আছে বৈকি। ভুমার নামের আড়ালে রাজনীতিক চালবাজী চলবে—এ কি ঠিক?"

মেজাজ বিগড়ে গেল ভুমার, কিন্তু নিজেকে সামলে রাখলেন। আগে যখন রাগ হত তখন জোরে জোরে পাইপে টান দিতেন। ডাক্তারদের নির্বন্ধাতিশয্যে সম্প্রতি ধূমপান বর্জন করেছেন। তাই এখন শুধু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন, যেন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন।

"বুঝলাম না। কমিউনিস্ট হওয়ার মধ্যেই যদি আমি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ দেখতে পাই তাহলে কমিউনিস্ট হতে পারব না কেন? আগের দিনে সৈন্য-বাহিনীকে বলা হত 'বিরাট মূকবাহিনী' (লা গ্রাঁদ মুএৎ)—সৈন্যদের নাকি কি বা কেন বুঝবার দরকার হয় না। ওটা অবশ্য ভণ্ডামি, স্ট্রাইক বাধলে সৈন্যরা তো আর মালিকদের গুলি করে না, গুলি করে মজুরদের। সহকর্মী মশায়, আপনি কিন্তু এরও ওপরে উঠেছেন, আপনি চান যে বিজ্ঞানই মূক হয়ে যাক। আপনি হয়তো স্থির করে ফেলেছেন যে, সারা ফ্রান্সকেই মূক-বধির বলে পরওয়ানা জারি করে দিতে হবে, কথা বলার অধিকার থাকবে শুধু বিদো, মশ, আর বেদিয়ে-র।"

রিশে হাসবার চেষ্টা করলেন। তাঁর অতি মসৃণ দন্তপংক্তি বেরিয়ে এল, মনে হল ঠোঁটের বাঁধনে আর বাগ মানবে না; যেন ক্রুদ্ধ কুক্কুরের দংষ্ট্রা-বিকাশ।

"প্রিয় প্রফেসর ভুমা, [illegible]কে আপনি রাজনীতির দিকে না ঘুরিয়ে

ছাড়বেন না দেখছি, কিন্তু ও বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ। জীবনে কোন দিন ভোট দিইনি; স্পষ্ট বলছি, তার জন্যে আমি গর্ব বোধ করি। কোন্ পার্টি আপনাকে পেল তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু বিজ্ঞান আপনাকে হারাক এ আমি চাইতে পারি না। আপনার বিরুদ্ধে মনোভাব বেশ গরম। গদীতে যারা তারা রাজনীতিওলা। আমার চেয়ে আপনিই তাদের ভাল বোঝেন। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করতে ওরা হয়তো বাধ্য হবে। কিন্তু ব্যাপারটাকে এতদূর গড়াতে দেবেন কেন? আপনার ধ্যান-ধারণা কি তা সবাই জানে, সে ধারণা আপনি বর্জন করবেন তা কেউ আশাও করে না। কিন্তু রাজনৈতিক ভিড়ের মধ্যে আপনার বক্তৃতা করতেই হবে এমন কি কথা আছে? যে পার্টিকে আপনি সাহায্য করতে চান তার কাছেই বা এর কি দরকার—কমিউনিস্টদের তো আর পেশাদার বক্তার অভাব নেই। অথচ ইতিমধ্যে আপনি আপনার রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের হাতে একটা অজুহাত তুলে দিচ্ছেন—যাতে তারা আপনার বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে পারে।"

দ্যুমা নিঃশ্বাস টানলেন আরও জোরে জোরে।

"ও, বুঝেছি। চরমপত্র দিচ্ছেন আর কি···। আপনার কথার জবাব না দেওয়াই ভাল—বয়সটা বিবেচনা করতে হবে বৈকি, আপনার কাছেই যখন জানলাম আপনি প্রায় আমার সমবয়সী। কফি খান, না তাও নিষিদ্ধ? বেশ বেশ, মারী এক কাপ নিয়ে আসবে এখুনি। আচ্ছা এবার কূটনীতি বাদ দিয়েই কথাটায় আসুন। আমার চাকরী থাকবে না যাবে সেই দরাদরির আশায় আমি কমিউনিজমের পক্ষে দাঁড়াইনি। আমি কাজ করে যাব এখানেই, এই ঘরেরই ভেতর। আপনি বলেছেন আমাদের ওপর অধিকার সমগ্র জাতির, মানে জনসাধারণের। সে কথা সত্যি—জনসাধারণকে তো ছেড়ে যাওয়া চলে না। গেস্টাপোকেও তাই বলেছিলাম। ওদের পক্ষে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, বিজ্ঞান নিয়ে তো আর ওদের মাথা-ব্যথা নেই। আমেরিকা দেখার পর এখন আর কিছুতেই অবাক হইনে—যেমন মনিব, চাকরও তেমনি। সহকর্মী মশায়, এ ধরণের ফুট-ফরমাস খাটতে আসা আপনার পক্ষে উচিত নয়; যদি জানতে চান বলি, আপনার এটাও রাজনীতি, তবে অতি নোংরা রাজনীতি। ওদের বলবেন, আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই সেই দিন

দেখার আশা রাখি, যেদিন ওরা গলাধাক্কা খাবে—বিজ্ঞান পরিষদ থেকে নয়, ক্লাস থেকে।”

বসন্তের গোড়ার দিকে বেদিয়ে একদিন নীল্‌সকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমেরিকানকে নিয়ে উনি গেলেন শহরের বাইরে ‘গোল্ডেন মেল’ রেস্তোর াঁয়। নীল্‌স খুব খুশী—যেমন আহারের আয়োজন তেমনই চমৎকার স্বভাবের শোভা—কচি সবুজে পালকের কোমলতা। উনি কথা কয়ে চল্লেন—বসন্তের কথা, ওঁর শৌখীন সংগ্রহ-ভাণ্ডারের কথা, আর লোয়ার নদীর ধারে ধারে প্রাসাদ-দুর্গগুলির সৌন্দর্যের কথা। তবু, গিনী পাখীর মাংসের পর যখন কাঠের বারকোষে করে বিশ রকম বিভিন্ন ধরণের পনীর পরিবেশিত হল—তখন কিন্তু বেদিয়ে চিন্তায় কাতর হয়ে উঠলেন: নীল্‌স এবার কি বলেন! নীল্‌সের সঙ্গে বসে অনেকবারই উনি খানা খেয়েছেন: গম্ভীর প্রকৃতির লোকেরা যে সময়টুকুকে ‘পনীর আর নাসপাতির মাঝামাঝি’ সময় বলে অভিহিত করেন—সেই সংকট-সময়টুকুতে বেমক্কা কিছু একটা ছাড়বেনই নীল্‌স—এ বেদিয়ের জানা কথা। এবারও তাই। শাভিঞোলী ছাগলের দুধ থেকে তৈরী পনীরটার তারিফ করে নীল্‌স বল্লেন:

“আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ জমছে। আটলান্টিক চুক্তিটাকে রুশিয়ানরা হজম করতে পারছে না। রোকল-টা ওদের প্রাথমিক মহড়া। বড় দরের অভিযান চালাবার জন্যে ওরা প্রস্তুত বলেই মনে হয়। এমন দিনে আমাদের একটু বেশী রকম সাবধান হওয়া দরকার। নামকরা লোকদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে কমিউনিস্টরা। প্রফেসর দুমাকে আমি কী শ্রদ্ধা করি তা আর আপনাকে কি বলব! ব্যাপারটা খুবই অপ্রিয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে খানিকটা সংহতি রাখতে হবে তো। দুমাকে আমরা আমেরিকা ছেড়ে যাওয়ার কথা বলতে বাধ্য হলাম—অথচ এখনও তিনি একটা সরকারী পরিষৎ-এর পরিচালক হয়ে রয়েছেন!”

পারী ফিরতে ফিরতে বেদিয়ে ভাবলেন: যা ভয় করেছিলাম তাই। নীল্‌স তাঁর কোট ছাড়বেন না, ওদিকে প্রফেসর রিশের কাছে শুনেছি দুমারও একেবারে শূয়োরের গোঁ। যাচ্ছেতাই কাণ্ড। দুমাকে বরখাস্ত করার চেয়ে শ'খানেক কমিউনিস্টকে জেল দেওয়াও অনেক সোজা! কিন্তু এ নিয়ে তো আমেরিকানদের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না। সত্যি, নীল্‌সের যত কিছু নোংরা

কাজ সবই কি আমার ঘাড়ে চাপাবেন? কেই-কে, নয়তো গুমানকে বলতে পারেন না? অবিশ্যি এতে আমার পায়াটা ভারি হয়, বিদো বুঝতে পারেন যে আমেরিকানরা আমাকে বিশ্বাস করে। তাহলেও, জিনিষটা বড় বিশ্রী। মার্কারিও তো ছিলেন দেবতাদের দূত, কিন্তু তা বলে তাঁকে কি আর শুধু দুঃসংবাদই বয়ে আনতে হত? নীল্‌সের কাছে থেকে কোনো দিন কি কোনো সুসংবাদের ফরমাস পাব? মনে তো হয় না।...ওখান থেকে আর একদিকে ছুটল বেদিয়ের চিন্তা: গোল্ডেন স্নেল রেস্তোরাঁর শাম্বার্তঁ্যা শরাপটা কিন্তু দারুণ। হঠাৎ মুখে হাসি ফুটল: মার্কারি ছিলেন চোরেদের দেবতা; কিন্তু যে সব ডেপুটি বাবু চেক ঘুষের ব্যাপারে ফেঁসেছেন তাঁরা যদি ভেবে থাকেন যে আমি তাঁদের বাঁচাতে যাব...তো সে আশা বৃথা। সুনাম আমাকে রক্ষা করতেই হবে।

পর দিন বেদিয়ে গেলেন প্রফেসর ক্রুআঁ-র কাছে—ইনি দুমার বন্ধু। ল্যাবরেটরী বাড়ানোর জন্যে ইনি সম্প্রতি একটা কর্জার কথা তুলেছিলেন—তাই নিয়েই বেদিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা বক্ বক্ করে গেলেন। রাজনীতিতে ক্রুআঁ-র আগ্রহ নেই তাই ওঁর সঙ্গে কথা বলা খুব সোজা। আলাপের শেষ দিকে বেদিয়ে বললেন:

"প্রফেসর দুমার সঙ্গে যদি দেখা হয় ওঁকে বলবেন যে আমি ওঁর প্রচণ্ড সমর্থক। ওঁর ব্যক্তিত্ব আর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম, দুই-ই আমি শ্রদ্ধা করি। যখন প্রতিরোধে ছিলাম তখন ওঁর আদর্শ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। যাই ঘটুক না কেন, তাতে আমার কোন হাত নেই একথা প্রফেসর দুমাকে জানিয়ে দিতে চাই।"

ক্রুআঁ সচকিত হয়ে উঠলেন।

"কেন, প্রফেসর দুমার ওপর কি কোন বিপদ আসছে? ওঁর সম্বন্ধে কতকগুলো অর্থহীন প্রবন্ধ বেরিয়েছে শুনেছিলাম, কিন্তু কাগজওলাদের লেখায় কি কেউ নজর দেয়? আমার তো মনে হয় না যে প্রফেসর দুমাকে পরিষৎ-এর অধ্যক্ষের পদ থেকে কেউ সরাতে সাহস করবে।"

তাড়াতাড়ি ওঁকে আশ্বাস দিয়ে বেদিয়ে বল্লেন:

"না না সে তো হতেই পারে না। আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে, দায়িত্বহীন লোকগুলো এতবড় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে কি করে আক্রমণ করে তা বুঝে উঠতে পারিনে।"

এর দু'দিন পরে প্রফেসর দুমাকে পদচ্যুত করা হল।

এই উপসংহারের জন্যে দুমা প্রস্তুত ছিলেন, স্থিরভাবে শুনলেন খবরটা। খবরের কাগজ পড়া শেষ করে টেবিলে বসে কাজ আরম্ভ করলেন। হঠাৎ চিন্তা শুরু হল: কাল আমার পরিষৎ-এ যাওয়া উচিত, কিন্তু যাচ্ছি না। অদ্ভুত···। পরিষৎ-টা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু কথা তো তা নয়; দুঃখ এই যে ওখানে আর কাজ করতে পারব না। খুব চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা আরম্ভ করেছে গানেল্, তাকে পরামর্শ দেওয়া দরকার। ছাত্রদের সাহচর্য থেকে ওরা আমাকে বঞ্চিত করল এটাই সবচেয়ে খারাপ লাগে। অবিশ্যি সেখানেও পাঁচমিশেলী মানুষের ভিড়—কেউ শুধু উন্নতিপ্রার্থী, কেউ ফাঁকিবাজ, কেউ বা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু দুর্পঁ-র মতো মানুষও আছে—যেন জলন্ত আগুন।

অতীতের দিকে ফিরে গেল দুমার চিন্তা, মনে পড়ল সেই ফ্রেন্ জেলখানার কথা: সবে মাত্র ওঁকে সেখানে আনা হয়েছে, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে উনি শুনছেন—খবরটা মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে। কে যেন চীৎকার করে জানাল—জর্জ ওঁকে অভিবাদন পাঠিয়েছে। দুমার লেকচারে জর্জ ছিল ছাত্র; তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। "জর্জ" ছদ্ম-নামের আড়ালে আসল মানুষটি কে তা দুমা কোনো দিন জানতে পারেননি, তবু তার কথা প্রায়ই ভাবতেন। গুলিতে প্রাণ দিল জর্জ, অথচ এতগুলো অকিঞ্চিৎকর কাপুরুষ বেঁচে রইল।

বছরের পর বছর গেছে, লেকচার হলে দুমা দেখেছেন কত তরুণ মুখ—কারো দৃষ্টি ব্যগ্র, কারো উদাস, কারো চোখে ঔৎসুক্য, কারো বা অবজ্ঞা। তিনি জানতেন, এরা সকলেই হয়তো বুঝবে না, কিন্তু কারো না কারো মনে শিখাটা জলে উঠবেই, বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে দেবে, তারপর দশ বছরে কিংবা বিশ বছরে সে আবিষ্কার করবে নতুন নতুন দিগন্ত, যা আজ শূন্য তা পূর্ণ করবে, শিখাটাকে বহন করে নিয়ে যাবে। অমরত্ব, সে হয়তো এরই মধ্যে—আপন শিখার একটি কণিকা অপরের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া, সেই তো মৃত্যুহীনতা। আর আজ তারি থেকেই ওরা ওঁকে বঞ্চিত করল······।

যেদিন ওদের সবাইকে দূর করে দেবে সেদিন দেখার জন্যে উনি বেঁচে থাকবেন—একথা রিশেকে বলেছিলেন। কিন্তু তাতে সন্দেহ হয়। সংগ্রাম খুবই কঠোর, অথচ ওঁর দম যে ফুরিয়ে আসছে। নিজের চিন্তা আর অনুভূতিকে